বাশুলীমঙ্গল

কবিচন্দ্র মুকুন্দ মিশ্র প্রণীত

বাশুলীমঙ্গল

বা

বিশাললোচনীর গীত

সম্পাদক

শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সহকারী সম্পাদক ও প্রাক্তন পুথিশালাধ্যক্ষ

শ্রীশুভেন্দুসুন্দর সিংহ রায় এম. এ.,

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রাক্তন চিত্রশালাধ্যক্ষ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩/১ আপার সারকুলার রোড

কলিকাতা-৬

প্রকাশক
শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ : চৈত্র ১৩৬৪
মূল্য চার টাকা

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭
হইতে শ্রীরঞ্জনকুমার দাস কর্তৃক মুদ্রিত
৫·২—১০. ৪. ৫৮

॥ নিবেদন ॥

বৎসর কয়েক পূর্বে বর্ধমান জেলার চকদীঘির তরুণ ভূম্যধিকারী, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কার্য-নির্বাহক-সমিতির সদস্য শ্রীমান্ লীলামোহন সিংহ রায়ের অনুপ্রেরণায় ও অর্থানুকূল্যে এবং এই গ্রন্থের অন্যতম সম্পাদক শ্রীশুভেন্দুসুন্দর সিংহ রায়ের পরিচালনায় উক্ত গ্রামে "রাঢ় প্রত্নাগার" প্রতিষ্ঠার জন্য কয়েকজন কর্মী চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইঁহাদের সাহায্যে শতাধিক মূর্তি এবং কিছু পুথি সংগৃহীত হইয়াছিল। পরে সেই চেষ্টা বাস্তিক অবস্থায় আয়লোপের জন্য ব্যাহত হয়। সংগৃহীত মূর্তিগুলি সম্প্রতি শুভেন্দুসুন্দর ও লীলামোহন পরিষৎ-প্রীতির চিহ্ন-স্বরূপ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-চিত্রশালায় দান করিয়া দেশবাসীর ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। সংগৃহীত পুথিগুলির মধ্যে এক খণ্ড 'বাশুলীমঙ্গল' বা 'বিশাললোচনীর গীত' আমাদের হস্তগত হয়। চকদীঘির অদ্বৈতনাথ সিংহ রায় মহাশয় বৃদ্ধবয়সে নবীন উৎসাহে বর্ধমান জেলার রায়না থানার অন্তর্গত একটি গ্রাম হইতে এই পুথিখানি সংগ্রহ করেন এবং ভগ্নস্বাস্থ্য সত্ত্বেও অপূর্ব নিষ্ঠাসহকারে আগাগোড়া ইহা নকল করেন। আজ তিনি আমাদের মধ্যে বর্তমান না থাকিলেও কৃতজ্ঞ অন্তরে আমরা তাঁহার কথা স্মরণ করিতেছি। ঠিক কোন্ স্থানে পুথিখানি পাওয়া গিয়াছিল, আজ তাহা বলিতে পারিতেছি না। কারণ, যিনি তাহা জানেন, সেই শুভেন্দুসুন্দর বাক্‌শক্তিরহিত হইয়া দীর্ঘকাল রোগশয্যায় শায়িত। ভগবান্ তাঁহাকে নিরাময় করিয়া তুলুন।

পুথিখানি দেশী তুলট কাগজে পরিষ্কার অক্ষরে দুই পৃষ্ঠে লেখা। আকার ১৩"×৪।" ইঞ্চি ও পত্রসংখ্যা ১২৪, সম্পূর্ণ। মধ্যে দুই-একটি জায়গার পাঠ উদ্ধার করা যায় নাই। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১১ পংক্তি লেখা আছে।

পুথিটিতে লিপিকরের পরিচয়-সহ একটি তারিখও দেওয়া আছে—"শুভমস্তু শকাব্দা ১৬৫৭ সৌর কার্ত্তিকস্য ত্রিংশ দিবসে সংক্রান্ত্যাং শনিবাসরে দিবা এক প্রহর সময়ে চতুর্দশ্যাস্তিথৌ শ্রীশ্রীমদ্বিশালাক্ষীদেবীং গীতং সমাপ্ত॥ স্বাক্ষরমিদং শ্রীকিশোর দাস মিত্রস্য মোকাম সাং আখড়িয়া পরগণে মঙ্গলঘাট আমল শ্রীযুত মহারাজা কীর্ত্তিচন্দ্র রায় মহাশয় সন ১১৪২ সাল তারিখ ৩০ কার্ত্তিক॥" (পৃ. ১৬৪) কীর্ত্তিচন্দ্রের রাজত্বকাল ১৭০২-১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দ। সেই কালে ১১৪২ বঙ্গাব্দে=১৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দে পুথিটি নকল করা হইয়াছে, অর্থাৎ পুথিটি দুই শত বৎসরেরও অধিক পুরাতন।

এই গ্রন্থের গ্রন্থকারের পরিচয় কিছুই জানিতে পারা যায় নাই। পুথি হইতে যেটুকু জানা যায়, তাহা এখানে বিবৃত করিতেছি—

> বিপ্রকুলে জন্ম পিতামহ দেবরাজ।
> পিতা বিকর্ত্তন মিশ্র বিদিত সমাজ॥
> শ্রীযুক্ত মুকুন্দ হারাবতীর নন্দন।
> পাচালি প্রবন্ধে করে ত্রিপুরাস্মরণ॥ (পৃ. ৫, ১৭)

বন্দিলু পণ্ডিত গদাধর খুল্লতাত।
সুশিক্ষিত কৈল যত্নে দিয়া বস্তুজাত ॥ (পৃ. ৫)

বিপ্রকুলোদ্ভব মুকুন্দ মুখবর
সাধ তুহু নিজ কাজ ॥ (পৃ. ৪১)

রমানাথ চন্দ্র- শেখর সোদর
সনাতন তিন ভাই।

তুমি নারায়ণী বিশোললোচনী
রক্ষা পরাপর মাই ॥ (পৃ. ৫২)

মিশ্র বিকর্ত্তন সম্ভব কারণ
যারে তুষ্ট ত্রিনয়নী।

হারাবতীসুত মুকুন্দ অদ্ভুত
রচিল মঙ্গলবাণী ॥ (পৃ. ৫৫, ১০৬, ১২৩)

মিশ্র বিকর্ত্তন- তনয় মুকুন্দ
রচিল মঙ্গলবাণী ॥ (পৃ. ৫৮)

মিশ্র বিকর্ত্তন- সম্ভব তনয়
মুকুন্দ রচে চণ্ডীপদে ॥ (পৃ. ৬১)

রক্ষ দেবী ভগবতী রমানাথে নিরবধি
চন্দ্রশেখর সনাতনে ॥ (পৃ. ১০১, ১০৩, ১২০)
রমানাথে রক্ষ দেবী কবিচন্দ্র ভনে ॥ (পৃ. ১০৮)

মুকুন্দ আচার্য্য বাণী রমানাথে নারায়ণী
অবিরত করিবে মঙ্গল। (পৃ. ১২৬)

শ্রীযুত রমানাথে রক্ষ ভগবতী
শ্রীযুত মুকুন্দ ভনে ॥ (পৃ. ১২৮)

ব্রাহ্মণ বিখ্যাত গুণ জন্মদাতা বিকর্ত্তন
হাবাবতী হৃদয়ধারিণী। (পৃ. ১৫০)

ত্রিপুরা রক্ষিত তিন মুকুন্দনন্দনে।
রমানাথ চন্দ্রশেখর সনাতনে ॥ (পৃ. ১৫১)

এই সমস্ত হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, কবিচন্দ্র উপাধিধারী মুকুন্দ মিশ্রের পিতামহের নাম—দেবরাজ, পিতা ও মাতার নাম যথাক্রমে বিকর্ত্তন ও হারাবতী, খুল্লতাতের নাম—গদাধর, ইহার নিকট হইতেই তিনি শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। রমানাথ, চন্দ্রশেখর ও সনাতন নামে মুকুন্দের তিন পুত্র ছিল। ইহা ভিন্ন আর কোন পরিচয় আমরা জানিতে পারি নাই।

পুথির রচনাকাল সম্বন্ধে জানা যায়—

শাকে রস রথ বেদ শশাঙ্ক গণিতে।
বাশুলীমঙ্গল গীত হইল সেই হইতে ॥ (পৃ. ৫)

মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণের 'চণ্ডী' বা 'অভয়ামঙ্গলে'র রচনাকালের সহিত এই বিষয়ে অদ্ভুত সাদৃশ্য দেখা যাইতেছে। সেখানে আছে—

শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা।
কত দিনে দিলা গীত হরের বনিতা॥

উপরোক্ত পুষ্পিকা অনুসারে 'চণ্ডী'র রচনাকাল ৯৯৪১ অর্থাৎ ১৪৯৯ শক = ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দ। এই তারিখ মুকুন্দরামের 'চণ্ডী'র রচনাকাল কি না সে সম্বন্ধে পণ্ডিতদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে, কারণ গ্রন্থরচনার এই তারিখ হস্তলিখিত পুথিতে পাওয়া যায় না, কেবলমাত্র মুদ্রিত পুস্তকে আছে।

এ সম্বন্ধে 'বাশুলীমঙ্গল' 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় (৬০ ভাগ, দ্বিতীয় সংখ্যা) ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করিবার সময় 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'র তদানীন্তন সম্পাদক শ্রীত্রিদিবনাথ রায় মহাশয় লিখিয়াছিলেন—

"'রথ' শব্দের অর্থ যদি চরণ ধরা যায়, তাহা হইলে ২ সংখ্যা ধরিতে হয়। কাজেই তারিখ হয় ১৪২৯ শক বা ১৫০৭ খ্রীষ্টাব্দ। আর যদি লিপিকর প্রমাদবশে 'রস' 'রথ'এ পরিণত হইয়া থাকে, তাহা হইলে উভয় গ্রন্থের রচনাকাল একই বৎসর বলিতে হয়।

একটি বৈশিষ্ট্য এই পুঁথিতে দেখা যায় যে, ইহাতে চৈতন্যদেবকে বন্দনা করা হয় নাই, অথচ মুকুন্দরাম বিশেষ করিয়া শ্রীচৈতন্যবন্দনা করিয়াছেন। মুকুন্দরাম মানসিংহের গৌড়-বঙ্গ-উৎকল শাসনকালে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। আকবরের মৃত্যু হইয়াছিল ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে। সেই সময়ে মানসিংহ বাংলার শাসনকর্তা ছিলেন। সুতরাং ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দে কবিকঙ্কণের চণ্ডীর রচনাকাল হইতে পারে না। ঐ পংক্তি দুইটি প্রক্ষিপ্ত এবং খুব সম্ভবতঃ তাহা বিশাললোচনীর গীতেরই এই পংক্তি দুইটি। কবিচন্দ্র চৈতন্যকে দেবতার পর্যায়ে ফেলিতে পারেন নাই। তাহার কারণ, তিনি মাত্র কিছু কাল পূর্বে [১৫৩৪ খ্রীঃ] দেহরক্ষা করিয়াছিলেন এবং নরত্ব হইতে দেবত্ব প্রাপ্ত হন নাই।"

'বাশুলীমঙ্গলে' দেখা যাইতেছে যে, বর্ধমান ছাড়িয়া বড়সোল, জামদহ, বেউরগ্রাম, হিরণ্যগ্রাম, মৌলা, জাড়গ্রাম, দশঘরা, বৈদ্যপুর, তেঘরা, চণ্ডীপুর, দ্বারহাটা, জাঙ্গিপাড়া, টাছয়া (চাঁচুয়া), ডিঙ্গালহাট, বাঘাণ্ডা (বাখাণ্ডা), নাঞ্চিকুল (পৃ. ১০০-০২) প্রভৃতির মধ্য দিয়া সাধু পাটন যাত্রা করিয়াছিলেন এবং ঐ একই পথে দেবনদ দিয়া গুণদত্তও গিয়াছিলেন (পৃ. ১১৮-১৯) ও প্রত্যাবর্তন (পৃ. ১৫১) করিয়াছিলেন। এই গ্রামগুলির পার্শ্ব দিয়া বাহিত দামোদর যে সময়ে নৌকা-চলাচলের মত বহমান ছিল, এই গ্রন্থের রচনাকাল সে সময়ে ভাবা বোধ হয় অন্যায় হয় না। ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দে দামোদর সে পথে প্রবাহিত ছিল কি না জানি না। পণ্ডিতেরা এ বিষয়ে স্থিরসিদ্ধান্ত করিবেন বলিয়া আশা করি।

কবিকঙ্কণের 'চণ্ডী' এবং কবিচন্দ্রের 'বাশুলীমঙ্গল' এই দুই মঙ্গলকাব্যের বিষয়সূচী

পাশাপাশি তুলনা করিলে আমরা যেমন কিছু মিল দেখিতে পাই, তেমনই যথেষ্ট পার্থক্যও দেখিতে পাই। মঙ্গলাচরণ অংশে 'চণ্ডী'তে যে সরস্বতীবন্দনা, শ্রীচৈতন্যবন্দনা, লক্ষ্মীবন্দনা এবং কোন কোন পুথিতে অতিরিক্ত মহাদেববন্দনা, শ্রীরামবন্দনা, শুকদেববন্দনা প্রভৃতি দেখিতে পাই তাহা বর্তমান কাব্যে নাই। দিগ্‌বন্দনায় কবিকঙ্কণ যে সকল স্থানীয় দেবতার নাম করিয়াছেন কবিচন্দ্রের কাব্যে তাহার একটিরও উল্লেখ নাই। কবিচন্দ্রের দিগ্‌বন্দনা বা দেববন্দনা সংক্ষিপ্ত এবং উহাতে দুই-একটি মাত্র স্থানীয় দেবতার উল্লেখ আছে। বহু দেবতার বন্দনা না করিয়া কবিচন্দ্র নানাভাবে দেবীর বন্দনা করিয়াছেন। কবিকঙ্কণ গ্রন্থ-উৎপত্তির একটা কারণ দেখাইয়াছেন, বর্তমান কাব্যে সেরূপ কোন কারণ দেখানো হয় নাই, কবি কেবল বলিতেছেন—

কলিকালে কথা যত পুরাণঘোষণা।
আচম্বিতে হৈল মোর চঞ্চল ধিষণা॥ (পৃ. ৫)

হঠাৎ খেয়ালবশে কবি এই কাব্য রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন—কাহারও নির্দেশে নহে, সেই জন্য এই কাব্যে আড়ম্বর নাই।

মুকুন্দরাম তাঁহার 'চণ্ডী'তে যে "সৃষ্টিপ্রকরণ" দিয়াছেন, কবিচন্দ্রের কাব্যে তাহা নাই। কবিকঙ্কণের 'চণ্ডী'র আরম্ভ হইয়াছে ভৃগুর যজ্ঞের কাহিনী হইতে—দক্ষকন্যা সতীরূপিণী দেবীর কাহিনী হইতে ইহার সূচনা। কিন্তু 'বাশুলীমঙ্গল' আরম্ভ হইয়াছে দেবীর পরজন্মের কাহিনী হইতে। মঙ্গলাচরণান্তে কবি এই বলিয়া কাব্য আরম্ভ করিয়াছেন—

দক্ষের দুহিতা সতী হিমালয়ের ঘরে।
ভবপত্নী জনমিলা মেনকাজঠরে॥ (পৃ. ৫)

উভয় কাব্যে এই অংশে হর-গৌরীর বিবাহ, গণেশ-কার্তিকের জন্ম, হর-গৌরীর পাশাখেলা ইত্যাদি প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে এবং উভয় বর্ণনার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য থাকিলেও কয়েকটি প্রসঙ্গে, বিশেষতঃ পাশাখেলা প্রসঙ্গে, যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখা যায়।

কবিকঙ্কণের শিব বিবাহের পর শ্বশুরালয়ে বাস করিতেছিলেন, সেইখানেই গণেশ ও কার্তিকের জন্ম হইল। শ্বশুরের গৃহে নিশ্চিন্তে যখন শিব গৌরীর সহিত পাশাখেলায় মত্ত, শাশুড়ী মেনকা আসিয়া শিবের উপার্জনের চেষ্টার অভাব ও নিশ্চিন্তে পাশাখেলার জন্য গৌরীকে কটুবাক্য বলিলেন। গৌরীর সহিত পরামর্শ করিয়া শিব ভিক্ষা করিতে গেলেন। একদিন ভিক্ষায় বাহির না হইয়া শিব গৌরীকে নানা ব্যঞ্জন রাঁধিতে আদেশ করিলেন। গৌরীর গৃহে তণ্ডুল নাই, অথচ স্বামীর এই আশ্চর্য আদেশ! গৌরী স্বামীকে কটুবাক্য বলিলেন। শিব তখন গৃহত্যাগের সঙ্কল্প করিলে গৌরী খেদ করিতে লাগিলেন। পদ্মা তখন গৌরীকে উপদেশ দিলেন—

সপ্তদ্বীপে যুগে যুগে তোমার অর্চ্চনা আগে
আপনি করহ পরকাশ।

দেবীর আজ্ঞায় কলিঙ্গ নগরে বিশ্বকর্মা দেবীর দেউল রচনা করিলেন। দেবী কলিঙ্গ-

নৃপতিকে চণ্ডীপূজা করিতে স্বপ্নাদেশ দিলেন। এইভাবে কালকেতুর উপাখ্যানের সূচনা হইল।

'বাশুলীমঙ্গলে' হর-গৌরীর বিবাহের পরদিন—

শ্বশুরচরণে হর করিয়া বিদায়।
বিদায় হইয়া হর নিজ গৃহে যায়॥ (পৃ. ১১)

কবিচন্দ্র গণেশ-কার্তিকের জন্মবিবরণ বর্ণনা করেন নাই, তাঁহাদের জন্মের কথা উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র। কার্তিক-গণেশের অন্ন লইয়া কাড়াকাড়িতে অন্নাভাবে অন্তরে দুঃখ পাইয়া দেবী পিতৃগৃহে যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে নন্দী তাঁহাকে নিবারণ করিল। নারদ আসিয়া শিবকে পাশা খেলিয়া নগরাজনন্দিনী পার্বতীর রত্ন-আভরণাদি জিনিয়া লইতে উপদেশ দিলে শিবই পাশাখেলার প্রস্তাব করিলেন; কিন্তু তিনিই পরাজিত হইলেন। এই লইয়া উভয়ের রহস্য-পরিহাসাদি কবি বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাতে শাশুড়ীর গঞ্জনা নাই, তিক্ততা নাই।

'বাশুলীমঙ্গলে' কালকেতুর উপাখ্যান নাই, তাহার পরিবর্তে মার্কণ্ডেয় পুরাণের সমস্ত চণ্ডীটি সম্পূর্ণ বর্ণিত হইয়াছে। এই চণ্ডীর আখ্যানের সূচনা করা হইয়াছে অতি অদ্ভুত-ভাবে। দেবী নিজপূজা প্রচারের জন্য দেবলোকে উপস্থিত হইলে সেখানে উপস্থিত মার্কণ্ডেয় মুনি ক্রৌষ্টিক মুনিকে আদেশ দিলেন, বিন্ধ্যাচলে গিয়া বকাদি চারিটি পক্ষীর নিকট চণ্ডিকার পূর্বকাহিনী বর্ণনা করিতে। ক্রৌষ্টিক মুনি বিন্ধ্যাচলে গিয়া পক্ষিচতুষ্টয়ের নিকট চণ্ডীর আখ্যান বর্ণনা করিলেন।

এই মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর আখ্যানের পর ধুসদত্তের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। মুকুন্দরামের 'চণ্ডী' হইতে আমরা জানিতে পারি যে, ধুসদত্ত ধনপতির "মামাইত ভাই"। ধুসদত্ত সম্বন্ধে সেই কাব্যে লিখিত আছে—

বর্দ্ধমানে ধুস দত্ত যার বংশে সোম দত্ত
মহাকুল বেণ্যার প্রধান।
বাশুলীর প্রতিদ্বন্দ্বী দ্বাদশ বৎসর বন্দী
বিশালাক্ষী কৈল অপমান॥

কবিকঙ্কণের 'চণ্ডী'তে স্পষ্ট লেখা আছে যে, স্ত্রীলোকের পূজা লইতে দেবীর ইচ্ছা হওয়ায় দেবী খুল্লনাকে দিয়া চণ্ডিকার পূজার প্রচার করাইয়াছেন. এই ভাবে দ্বিতীয় কাহিনী ধনপতি সদাগরের উপাখ্যানের আরম্ভ হইয়াছে। বর্তমান কাব্যে সুস্পষ্টভাবে স্ত্রীলোকের পূজা লইতে দেবীর ইচ্ছাপ্রকাশের কথা নাই বটে, তবে কার্যতঃ ধুসদত্তের উপাখ্যানে রুক্মিণী কর্তৃক দেবীর পূজাপ্রচারের কথা আছে।

ধনপতির উপাখ্যান ও ধুসদত্তের উপাখ্যানে বিষয়বস্তুর অনেক মিল আছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে কবিকঙ্কণের 'চণ্ডী'তে ধনপতির উপাখ্যানে ধুসদত্তের স্পষ্ট উল্লেখ আছে, কিন্তু 'বাশুলীমঙ্গলে' কোথাও ধনপতির উল্লেখ নাই। এই কারণে অনুমান করা যায় যে, কবিচন্দ্রের 'বাশুলীমঙ্গল' মুকুন্দরামের 'চণ্ডী' অপেক্ষা প্রাচীনতর। পণ্ডিতেরা এ বিষয়ে ঠিক

করিয়া বলিতে পারিবেন। কবিচন্দ্র অপেক্ষা কবিকঙ্কণ শক্তিশালী কবি, সেই জন্য, যে কারণে ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর গোবিন্দদাস, কৃষ্ণরাম প্রভৃতির বিদ্যাসুন্দরকে অতিক্রম করিয়া টিকিয়া আছে, সেই কারণে 'চণ্ডী' আজও বাঁচিয়া আছে, 'বাশুলীমঙ্গল' লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

পুথিটিতে বানান সম্বন্ধে যথেচ্ছাচারিতা দেখা যায়। আমরা ছাপিবার সময় বানানের কিছু পরিবর্তন করিয়াছি; কিন্তু কোন জায়গায় বানানের বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ণ করি নাই।

এই পুথির পাঠোদ্ধারে সাহিত্য-পরিষদের পণ্ডিত শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য মহাশয়ের যে সহায়তা পাইয়াছি, কৃতজ্ঞচিত্তে তাহা স্মরণ করিয়া তাঁহাকে প্রণাম নিবেদন করিতেছি।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ত্রিদিবনাথ রায় মহাশয়ের অকুণ্ঠ সাহায্য না পাইলে এই গ্রন্থ-সম্পাদনা দুরূহ হইয়া উঠিত। তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া আমাদের বন্ধুত্ব ক্ষুণ্ণ করিতে চাহি না।

পুথিখানি হস্তগত হইলে সাহিত্য-পরিষদের তদানীন্তন সভাপতি শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস মহাশয় আমাদের মত অনভিজ্ঞ ও অক্ষম লোকদেরও যে উৎসাহ দিয়াছিলেন তাহা বিরল। তাঁহার উৎসাহেই এই দুরূহ কার্য সম্পাদনে সাহসী হইয়াছি। তিনি সে সময় একটি "মুখবন্ধ" লিখিয়া দিয়াছিলেন, এখানে সেটি মুদ্রিত করিলাম। তাঁহার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতার অন্ত নাই।

১০ চৈত্র ১৩৬৪ ॥ শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ মুখবন্ধ ॥

১৮৯৩ সনে বঙ্গদেশের তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকগণের যত্ন ও চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বিগত ৬৫ বৎসর ধরিয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ নানাভাবে বঙ্গভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রসারে কাজ করিয়া আসিতেছেন। তন্মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য কাজ দুষ্প্রাপ্য ও কালজীর্ণ পুথির পাতা হইতে মুদ্রণের সাহায্যে বাংলা-সাহিত্যের অমূল্য গ্রন্থরাজির সংরক্ষণ ও প্রচার। বাংলা ভাষাগঠনে ও সাহিত্যনির্মাণে যে সকল গ্রন্থ একদিন বিপুল প্রভাব বিস্তার করিয়া কালপ্রবাহে হারাইয়া গিয়াছিল, পরিষৎ তাহার প্রায় সব কয়টিরই পুনঃপ্রচারের গৌরব দাবি করিতে পারেন; বৌদ্ধগান ও দোহা, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, মানিক গাঙ্গুলীর ধর্মমঙ্গল, চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির পদাবলীসংগ্রহ, পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরী, পদকল্পতরু, শূন্যপুরাণ, ছুটিখানের মহাভারত প্রভৃতি পরিষৎ-কর্তৃক প্রকাশিত না হইলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য মাত্র পঁয়ষট্টি বৎসরের মধ্যে হাজার বছরের সমৃদ্ধি দাবি করিতে পারিত না। আরও অনেক প্রতিষ্ঠান দীর্ঘকাল ধরিয়া এই কার্যে পরিষদের সহযোগিতা করিয়াছেন এবং ইদানীং বহু প্রতিষ্ঠান প্রাচীনগ্রন্থ-মুদ্রণকার্যে তৎপর হইয়াছেন। ফলে উল্লেখযোগ্য সকল গ্রন্থই প্রায় পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। এই অবস্থায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের গবেষক ও কর্মিগণ যে এখনও দুই-একটি যুগান্তকারী গ্রন্থ আবিষ্কার ও প্রচার করিতে পারিতেছেন ইহাতে পরিষদের সৌভাগ্যই সূচিত হইতেছে। সম্প্রতি-প্রকাশিত রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্রের শিবায়ন এইরূপ একখানি গ্রন্থ। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে সম্পূর্ণাঙ্গ করিবার জন্য এই শিবায়নটির পুনঃপ্রকাশ প্রয়োজন ছিল। একখানি বাশুলীমঙ্গলেরও গুরুতর অভাব ছিল। স্বর্গীয় অদ্বৈতনাথ সিংহ রায়ের আবিষ্কারে এবং শ্রীশুভেন্দুসুন্দর সিংহ রায় ও শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের ফলে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ যে সেই অভাব পূরণ করিতে পারিলেন, সেইজন্য পরিষদের পক্ষ হইতে আমি এই তিনজন কর্মীকে অভিনন্দিত করিতেছি।

ইংরেজী ষোড়শ শতকের শেষে রচিত কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল বাংলা সাহিত্যের একটি স্তম্ভ; প্রায় সমসাময়িক (কিছু পূর্বের) এই বাশুলীমঙ্গল অতঃপর অন্যতম স্তম্ভরূপে বিবেচিত হইবে এবং বাংলা দেশের তদানীন্তন সামাজিক ইতিহাস স্পষ্টতরভাবে রচিত হইতে পারিবে। এই দিক দিয়া এই গ্রন্থের গুরুত্ব খুবই বেশী। গ্রন্থখানি বঙ্গ-সাহিত্যরসিক সুধীসমাজের হস্তে অর্পণ করিয়া পরিষৎ আর একটি মহৎ কর্তব্য সম্পাদন করিয়া ধন্য হইলেন।

শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভূত যত্নসহকারে এই পুথির পাঠনির্ণয় ও শব্দসূচী প্রস্তুত করিয়াছেন। তাঁহাকেও আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্রের শিবায়ন ও মুকুন্দ কবিচন্দ্রের এই বাশুলীমঙ্গলের আলোকে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস অবশ্য পুনর্লিখিত হইবে। এইগুলির মূল্য তখনই সঠিকভাবে নির্ণীত হইবে।

শ্রীসজনীকান্ত দাস

সূচীপত্র

ধুসদত্তের উপাখ্যান

[১] নমঃ শ্রীশ্রীদুর্গায়ৈ নমঃ ॥

সূচনা

॥ মঙ্গল রাগ ॥

থলরেণু ঘুচাইয়া যুবতী রসবতী।
সরস গোময়রসে স্নান কৈল শুদ্ধি ॥
সুগন্ধি চন্দনরসে রচিল দেহালি।
আরোপিল শ্বেত ধান্য হেমঘট বারি ॥
ঘটে চূতডাল দিল কণ্ঠে ফুলমাল।
স্থাপিল কুঞ্জরমুখ দেবার কুমার ॥
যত দেবতার তথি হয় অধিষ্ঠান।
মুষিকবাহন দেব দেবের প্রধান ॥
সুগন্ধি ফুলের ঝারা ধবল বিতান।
বান্ধিল ছান্দলা সর্ব্বমঙ্গলনিদান ॥
যশের পট্টহ শঙ্খ বাজে অবিরল।
ঘাঘর নূপুর বাজে সুনাদ মাদল ॥
স্তুতি করে দ্বিজগণ প্রণব প্রথমে।
আরম্ভে দেবতাপূজা নায়েককল্যাণে ॥
যুবতী সকল মেলি দেই হুলাহুলি।
আনিল সিন্দূর গন্ধ খই থিরপুলি ॥
মোদক লড্ডুক কলা মধুর শ্রীফল।
নারিকেল লবঙ্গ কর্পূর জাতিফল ॥
ইক্ষু শসা নারিকেল বিচিত্র তাম্বুল।
ঘৃতসুবাসিত তথি আতপ তণ্ডুল ॥
পানিফল পনস কেশরি খণ্ড দধি।
ধূপ দীপ নৈবেদ্য রচিল যথাবিধি ॥
দেবতা পূজিয়া সভে করয়ে প্রণতি।
গায়েনে মঙ্গল গায় চণ্ডীপদে মতি ॥
ভক্ত সেবকে চণ্ডী হও বরদায়।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরাসহায় ॥০॥

গণেশবন্দনা

॥ গৌরী রাগ ॥

জপমালাঙ্কুশপাশ দণ্ড ধরি হাথে।
ফণীন্দ্র হৃদয়মাঝে জটাভার মাথে ॥
প্রলম্ব জঠর চারু ভুজ ত্রিলোচন।
সৃজন পালন মহাপ্রলয়কারণ ॥
বন্দো দেব গণপতি মুষিকবাহন।
বিচিত্র শার্দ্দূলচর্ম্ম বিভূতিভূষণ ॥
[২ক] সিন্দূরে মণ্ডিত গণ্ড কুঞ্জরবদন।
মকর কুণ্ডল কর্ণে পৃথুললোচন[১] ॥
চারি দশ লোকনাথ চপল নিশ্চল।
পারিজাতমালা বিভূষিত গণ্ডস্থল ॥
ব্রহ্মরূপ সনাতন প্রধান ঈশ্বর।
দেবের প্রধান পূজ্য চরণকমল ॥
একানেকা লঘু গুরু ব্যক্তাব্যক্ত তনু।
যেয়ানে না জানে ব্রহ্মা নারায়ণ স্থাণু ॥
শ্রবণপবন নিজ শ্রমজলহরা।
মধুগন্ধলোভে মত্ত চপল ভ্রমরা ॥
কুমতিদহনদক্ষ ভবভয়হারী।
নিয়ত দুরিতদুঃখ জগদুপকারী ॥
নব শশী শিরে শোভে শরীর সুছান্দ।
মৃদঙ্গবাদনপর পূর্ণমিক চান্দ ॥
ত্রিপুরাপদারবিন্দে মধুলুব্ধমতি।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে মধুর ভারতী ॥০॥

দেবীবন্দনা

॥ পয়ার ॥

নম দেবী ভগবতী নৃমুণ্ডমালিনী।
কুমতিনাশিনী সুখসমৃদ্ধিদায়িনী ॥

১। পুথিতে—'প্রথুমোচন'।

জগতীমণ্ডল মাঝে ছান্দলা বান্ধিয়া পূজে
জগজনে জানিঞা ঈশ্বরী ॥
উর চণ্ডী ভগবতী আনন্দে পূর্ণিতমতি
প্রণত সেবকে দিতে বর।
মৃদঙ্গ সঙ্গীতনাদ গায়েনে যুড়িল গীত
তেজ চণ্ডী দেবতানগর ॥
গলে নরশিরোমালা শিরে শোভে শশিকলা
প্রেতাসনে রঙ্গিণী বাশুলী।
কর্পূর প্রখর কাতি উজ্জ্বল দশনজ্যোতি
ত্রিভুবনে তুমি ক্ষেমঙ্করী ॥
যড়ঙ্গ মঙ্গল ধূপ বিবিধ নৈবেদ্য দীপ
নায়েকে রচিল পূজাবিধি।
বিশালাক্ষী শশিমুখী সংহতি করিয়া সখী
তনয়া কমলা সরস্বতী ॥
বিরিঞ্চি প্রভৃতি যত দেবতা না জানে তত্ত্ব
নাম জয়া অসুরদলনী।
গুণ তিন বিভাবিনী আদি অন্ত নাহি জানি
অশেষ বিশেষ মায়াবিনী ॥
কুমতিনাশিনী সুখ- সমৃদ্ধিদায়িনী দুঃখ-
ভবভয়দুরিতহারিণী।
অযোনিসম্ভবা সতী শিবশক্তি জগদাদি
সৃজন পালন সংহারিণী ॥
তুমি নগনন্দিনী শূল চক্র শঙ্খিনী
গদিনী খড়্গিনী ঘোররূপা।
ললাট ফলকে যার বিধি লিখে দুরাচার
বিপরীত করে তব কৃপা[১] ॥
যে তোমার পদ সেবে অভিমত কর্ম্ম লভে
ক্ষিতি তার জনম সফল।
[৪] চণ্ডীপদসরসিজে শ্রীযুত মুকুন্দ দ্বিজে
বিরচয়ে সরস মঙ্গল ॥০॥

দেববন্দনা

॥ পয়ার ॥

মঙ্গলকারিণী জয়া বিপত্তিনাশিনী।
মহামায়াবিনী মধুকৈটভঘাতিনী ॥
শক্তিরূপা নীরূপারূপিণীশ্বরী দেবী।
যাহার প্রসাদে মূর্খ জন মহাকবি ॥
তার পাদপদ্ম বন্দো সেবিয়া সতত।
প্রজাপতি বন্দো শ্বেত বিহঙ্গমরথ ॥
শঙ্খচক্র গদাপদ্ম বিভূষিত কর।
বিহঙ্গনাথের নাথ বন্দো দামোদর ॥
ভুজগ পটহ কর বিশাল লগুড়।
বৃষভবাহনে প্রণমহো শশিচূড় ॥
সিন্দূরে মণ্ডিত গণ্ড কুঞ্জরবদন।
বন্দো গজমুখ নীললোহিত লোচন ॥
শরবনভব দেব ময়ূরবাহন।
পূর্ণসুধাকর মুখ বন্দো যড়ানন ॥
দিবসাধিপতি শুভ বন্দো যমরাট।
মোক্ষস্থান কৈলে মাতা রাজবলহাট ॥
সকল বিফল তার অভক্ত চণ্ডীরে।
সুরাসুর নর স্বর্গ মর্ত্ত রসাতলে ॥
হেম হৈম বিরচিত দেউল বিশাল।
যথা দেবী বৈসে সর্ব্বদেবতাবতার ॥
বন্দো বিশালাক্ষী দেবী গলে মুণ্ডমাল।
ডাহিনে বন্দিলু নন্দী বামে মহাকাল ॥
সমুখে ডামরসাই বীর হনুমান।
ক্ষেত্র জাটু বটু ধাঁটু বন্দো বলরাম ॥
ঐরাবতারূঢ় শচীনাথ পুরন্দর।
ত্রিদিব নগরপতি শচীর ঈশ্বর ॥
যার কণ্ঠে পারিজাতমালা জানুগতা।
রাত্রি দিবা সন্ধ্যাকালে [৫ক] নহে মলিনতা ॥
মেরুপ্রদক্ষিণে অবিরত পরকাশি।
কমল কুমুদবন্ধু বন্দো রবি শশী ॥
তাঁর পাদপদ্ম বন্দো জোড় করি কর।
কেবল ভরসা দুর্গাচরণকমল ॥
ভকতভারণ দিনরজনীর নাথ।
বিহগনাথের জেঠ সুরসুতাজাত ॥
প্রণমহো তাঁর পদকমলযুগল।
কেবল কূর্ম্মর যার পৃথিবীমণ্ডল ॥

১। পুঁথিতে—'বিপরীত ভব কর কৃপা'।

পদ্মে যার বৈসে বিষ্ণু অমিতচরিত্র।
পুষ্পমধ্যে প্রণমহো পরম পবিত্র॥
গলিত তুলসীদল ভজে যেই জন।
অচিরাতে হয় স্বর্গমর্ত্তের ভাজন॥
উদয়পর্ব্বত গিরি হেম হিমাচল।
বন্দিলু নিবসে যথা দেবতা সকল॥
দশরথনৃপসুত শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
ভরত শত্রুঘ্ন বন্দো সীতার চরণ॥
ভারতী কমলালয়া কৃষ্ণের যুবতী।
একত্রবাসিনী বন্দো সর্ব্বলোকে গতি॥
ব্রহ্মাদি না জানে যার জন্মের কারণ।
ব্রহ্মকমণ্ডলু দ্রবরূপ নারায়ণ॥
নব শশী শিরোমণি শিরে নিবাসিনী।
বন্দো ভাগীরথী মহাপাতকনাশিনী॥
সরসিজাননা সিজাতরুনিবাসিনী।
বন্দো বিষহরি দেবী ভুজগজননী॥
কমলকাননভবা হরের দুহিতা।
প্রণত জনেরে মাতা রক্ষিহ সর্ব্বদা॥
প্রথমে বাল্মীক মুনি ব্যাস বন্দো শুক।
সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি বন্দো চারি যুগ
নানা তীর্থ ক্ষিতিতলে বন্দো যথা তথা।
ভকতি করিয়া বন্দো অনন্ত দেবতা॥
ডাকিনী যোগিনী বন্দো ধর্ম্ম নিরঞ্জন।
পণ্ডিতে মণ্ডিত সভা বন্দো গুরুজন॥
বন্দিলু পণ্ডিত গদাধর খুল্লতাত।
সুশিক্ষিত কৈল [৫] যত্নে দিয়া বস্তুজাত॥
সুমেরু লংঘিতে চাহি অলপ শকতি।
সমুদ্রতরংগে ভেলা বান্ধিল দুর্ম্মতি॥
অলংঘ্য সুমেরু গিরি অপার সাগর।
কেবল ভরসা দুর্গার চরণকমল॥
কলিকালে কথা যত পুরাণঘোষণা।
আচম্বিতে হৈল মোর চঞ্চল ধিষণা॥
শুনিয়া প্রবন্ধ মনে বাড়িল সন্তোষ।
ক্ষেমিহ পণ্ডিত জন যদি থাকে দোষ॥

সেই সভা নহে যথা না থাকে পণ্ডিত।
একচিত্তে শুন নর বাশুলীর গীত॥
ত্রিপুরার গুণকথা জগতের হিত।
প্রবৃদ্ধ তরুণ শিশু জন বিমোহিত॥
যার মতি রহে চণ্ডীর চরণকমলে।
রোগ শোক দারিদ্র্য না থাকে কোন কালে
শাকে রস রস [৭] বেদ শশাঙ্ক গণিতে।
বাশুলীমঙ্গল গীত হইল সেই হইতে॥
চণ্ডীর চরণে মতি পূর্ব্বজন্মতপে।
পয়ার রচিয়া কথা কথিব সংক্ষেপে॥
ত্রৈলোক্যে না জানে কেহ দেবীর প্রভাব।
শুনিলে দুর্গতি খণ্ডে ধনপুত্রলাভ॥
সুখ মোক্ষ পায় যদি করে ভাল সেবা।
পরিবার লইয়া সুখে বঞ্চে রাত্রি দিবা॥
জনক জননী বন্দো গুরুর চরণ।
প্রণাম করিয়া বন্দো সমস্ত ব্রাহ্মণ॥
সুনারী সুনর ভজে নহে কুমিলন।
একভাবে পূজে যদি চণ্ডীর চরণ॥
বিপ্রকুলে জন্ম পিতামহ দেবরাজ।
পিতা বিকর্ত্তন মিশ্র বিদিত সমাজ॥
শ্রীযুত মুকুন্দ হারাবতীর নন্দন।
পাঁচালি প্রবন্ধে করে ত্রিপুরাস্মরণ॥•॥

ত্রিপুরার তপস্যা ও ব্রহ্মচারিবেশে শিবের আগমন

॥ বসন্ত রাগ ॥

দক্ষের দুহিতা সতী হিমালয়ের ঘরে।
ভবপত্নী জনমিলা মেনকাজঠরে॥
জন্মিঞা বিজয়া [৬ক] জয়া লৈয়া দুই সখী।
তপস্যা করিতে গেলা রাকা শশিমুখী॥
তপ করে ভগবতী মহেশ ভাবিয়া।
দ্বাদশ বৎসর বনে পবন ভক্ষিয়া॥
পার্ব্বতীর তপে স্থির নহে পশুপতি।
সত্বরে আইলা যথা বৈসে ভগবতী॥

আচ্ছাদন কৌপীন নমেরুকরমালী।
কুশ কমণ্ডলু হাথে হৈয়া ব্রহ্মচারী॥
ত্রিপুরা নিকটে হর বলে ত্রিলোচনে।
কমলমুকুরমুখী তপ কি কারণে॥
অসত্য না বল মোরে শুন শশিমুখী।
আমি তপস্বিনী বড়ু তোর দুঃখে দুঃখী॥
তপের কারণ তোর আমি নাহি বুঝি।
কিয়ে হেতু পতিবর মাগ শুন নগঝি॥
অনবস্ত তনু কেহ মাগে স্বর্গবর।
উত্তম শরীর তোর স্বর্গে বাপঘর॥
পুরুষ রতন চাহে সর্ব্ব লোকে জানি।
রতন পুরুষ চাহে কোথাহ না শুনি॥
যুবতীরতন তুমি না করিহ লাজ।
যদি বা পুরুষ চাহ তপে কোন কাজ॥
প্রথম যৌবন তোর দুঃখ নাহি সহে।
ধর্ম্মের সাধন দেহ মুনিজন কহে॥
অশ্বিনীকুমার বিধি হরি পুরন্দর।
আর বা কেমন দেব ইচ্ছ প্রাণেশ্বর॥
বড়ুর বচনে বলে পরিহরি লাজ।
তপস্বিনী নারীরে জিজ্ঞাসা কোন কাজ॥
ব্রাহ্মণের বচন না লংঘে তপস্বিনী।
পুনরুক্তি করি ইচ্ছি প্রভু শূলপাণি॥
শুনিঞা দেবীর বাণী হাসে ব্রহ্মচারী।
রূপ গুণ জাতি কুল সকল বিচারি॥
শুন ল সুমুখি নাহি বুঝ ভাল মন্দ।
ত্রিপুরাচরণে কহে আচার্য্য মুকুন্দ॥০॥

হরনিন্দা

॥ কামোদ রাগ ॥

গলে হাড়মাল হস্তে নৃকপাল
জনম গেল চাঁদ বয়্যা।
প্রেত ভূত সঙ্গে বিভূতি মাথে রঙ্গে
পাগল ধুতুরা খায়্যা॥
সকল গুণহীন [৬] রূপে ত্রিনয়ন
না জানি কোন জাতি জন্ম।
কাহার নন্দন বুঝি নে কি আছে ধন
লাঙ্গট পুরাতন তনু॥
চল ল গুণবতি কে তোরে দিল মতি
নাতিনী ছলে উপহাসে।
এ বোলে করি ভর তপস্যা নিরন্তর
যুগল সখী দুই পাশে॥
ভ্রুকুটী করি নাচে প্রতি জন নাছে
ভিক্ষা মাগে দেশে দেশে।
ইছিলে ভাল বর শ্মশানে যার ঘর
সুনারী ভজে কুপুরুষে॥
ধুস্তুর ফুল কানে সন্তোষ বিষপানে
কখন পরে বাঘছাল।
হৃদয় বিরষণ সুরভিনন্দন
বাহন শিরে জটাভার॥
ব্রাহ্মণ বুদ্ধে সহি কি জানি কি কহি
সুনিঞা প্রভুতিরস্কার।
বড়ুরে প্রতিষেধ করহ সখী দ্রুত
মন্দ বলিবেক আর॥
জে বলে মহাজনে মন্দ যে বা শুনে
তাহার পাপ দূর নহে।
ত্রিপুরাপদস্থল- কমল মধুকর
মুকুন্দ কবিচন্দ্র কহে॥০॥

হরের নিজরূপ ধারণ ও হিমালয়ের নিকট গৌরীর বিবাহ প্রস্তাব

॥ পয়ার ॥

ব্রাহ্মণের বদনে প্রভুর নিন্দা শুনি।
তপের কানন তেজে নগের নন্দিনী॥
মরালগামিনী রামা যায় পদে পদে।
হাথ দিয়া ব্রহ্মচারী আগলিল পথে॥
শশিমুখী বলে বড়ু কি রূপ তোমার।
আমি তপস্বিনী নারী ছাড় দুরাচার॥

তোমারে জানিল আমি কপট তপস্বী।
কাননে ভুলিলে তুমি দেখিয়া রূপসী॥
হরিনাম কর বৃথা হাথে জপমালা।
বাহিরে লক্ষত ভাণ্ড ভিতরে মদিরা॥
দেবীর বচনে উচ্চ বলে ব্রহ্মচারী।
আমি ত্রিনয়ন শিব শুন প্রাণেশ্বরী॥
তুমি ভূতনাথ দেব আমি নাহি জানি।
আপন মূরতি যদি ধর শূলপাণি॥
চণ্ডীর বচনে ব্রহ্মচারী বেশ ছাড়ে।
আপনার কণ্ঠ উজ্জ্বল কৈল হাড়ে॥
হাতে নৃকপাল ধুস্তুর ফুল কানে।
[৭ক] বিভূতি ভূষিল সকল অপঘনে॥
সুরনদী হিণ্ডির ধবল কৈল জটা।
ললাটে উইল চাঁদ চন্দনের ফোঁটা॥
মলয় পবন বহে ডাকয়ে কোকিলী।
কান্ধে রাথে মনোহর সিঙ্গা সিদ্ধঝুলি॥
মকরকুণ্ডল কানে ঘন মুখে হাসি।
চন্দ্রিকা প্রকাশে যেন পূর্ণিমার শশী॥
রূপে ত্রিভুবন মোহে দিতে নাহি সীমা।
উরিল রুচির কণ্ঠে গরল কালিমা॥
পরিল বাঘের ছাল হৃদয়ে বাসুকি।
বলদ উপরে ত্রিনয়ন পঞ্চমুখী॥
ত্রিশূল ভূষিত ভুজ ডমরু বাজায়।
পথে আগলিল গৌরী দেব মহাকায়॥
তুমি প্রাণনাথ স্মরহর ত্রিনয়ন।
আমার পিতার ঠাঞি কর নিবেদন॥
বসিষ্ঠে ডাকিল দেব কুবেরের মিত।
উরিলা বসিষ্ঠ মুনি যুবতী সহিত॥
মুনিরে পূজিয়া দেব বলে শূলপাণি।
বিভাহ করিব আমি নগের নন্দিনী॥
চল মহাশয় মুনি হিমালয়ের ঠাঞি।
উত্তম জনের কথা ব্যভিচার নাঞি॥
হিমালয়ের ঠাঞি মুনি দিল দরশন।
মুনিরে পূজিয়া গিরি দিলেক আসন॥

শুন মুনি মহাশয় তুমি সর্ব্ব জান।
কি হেতু আমার গৃহে করিলে পয়ান॥
মুনি বলে শুন নগ নগের প্রধান।
মহাদেবে কর তুমি গৌরীকন্যাদান॥
তোমার আদেশ ভাল বলে হিমালয়।
[৭] শ্রীযুত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরাবিজয়॥০॥

গৌরীর অধিবাস

॥ মল্লার রাগ ॥

গৌরী বিভা দিব হরে শুভ ক্ষণ বেলা।
বাহিরে বান্ধিল গিরি রতন চান্দলা॥
জানাজানি কৈল হিমালয় প্রতি ঘরে।
স্ত্রী পুরুষে ধাওয়াধাই সকল নগরে॥
নানা শব্দে বাদ্য বাজে জয়শঙ্খ ভেরী।
আনন্দিত হইল লোক নগনৃপপুরী॥
সুরঙ্গ বসন পরে রত্নের কুণ্ডল।
ললাটে সিন্দুর কার নয়নে কজ্জল॥
সধবা বিধবা নারী ভ্রমে নানা সুখে।
কেহ কাঁথে করি চুম্ব দেই শিশুমুখে॥
কেহ হাসে কেহ নাচে কেহ গায় গীত
মঙ্গল উচ্চারে কেহ যুবতী সহিত॥
কেহ পরিহাসে হলদিজল ছলে।
যুবতীজনের দেই নিতম্ববসনে॥
শিশু বৃদ্ধ তরুণ ত্রিবিধ জনে মেলা।
গুয়া পান লয় একে একে থই কলা॥
কস্তুরী চন্দন গন্ধ কুঙ্কুমের খেলা।
বিভাহের কালে যত অবলা প্রবলা॥
অধিবাস কৈল গুরু নগের ঝিয়ারি।
নান্দীমুখ যথাবিধি কৈল হেমগিরি॥
মহেশ বরিব সুখে গৌরী দিব দানে।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরাচরণে॥০॥

গৌরীর গাত্রহরিদ্রা

॥ মঙ্গল রাগ ॥

যতেক যুবতীগণ হইয়া হরষিত মন
জল সাহে দিয়া জয়ধ্বনি।
কক্ষে করি হেমঝারা কণ্ঠে দিয়া পুষ্পঝারা
দ্বিরদগামিনী নিতম্বিনী ॥
পঞ্চস্বরে গায় গীত ঘরে ঘরে উপনীত
রাখে ঘট আলিপনা দিয়া।
নানা [৮ক] পরিপাটী করি আসিয়া গৃহের নারী
জল দিল তথি উভারিয়া ॥
ললাটে সিন্দুর দিল নয়নে কজ্জল আর
কর্পূর তাম্বুল দিল ভুজে।
শঙ্খ ঘণ্টা বীণা বেনি দগড় কাঁসর ধ্বনি
মৃদঙ্গ পটহ সানি বাজে ॥
গৃহে আসি রামাগণ করে পড়া মঙ্গলন
ঘরে হইতে অম্বিকারে আনি।
চারি দিগে চারি কলা পুখুরের মাঝে শিলা
তদুপর বসিল ভবানী ॥
জয় জয় উচ্চারণ অঙ্গে দেই উদ্বর্ত্তন
কেহ কেহ জল ঢালে শিরে।
বসন পরিল গৌরী সূত্র দিয়া বেঢ়ে নারী
নানা বেশ করে লইয়া ঘরে ॥
ঔষধ বাটিল নারী বরিবারে ত্রিপুরারি
সাজিয়া লইল হেম থালা।
ত্রিপুরাচরণ আশে কবিচন্দ্র মধু ভাষে
রক্ষ দেবী সর্ব্বমঙ্গলা ॥০॥

বরিতে শঙ্কর চলিলা সত্বর
নিকটে উপনীত ভেলা ॥
ভুজপরি ভোজ্য যতেক সজ্জ
নিছিয়া পেলই রঙ্গে।
মুকুটে মৌষধি মোক্ষতা যুবতী
ঘিচরণ চলই ভঙ্গে ॥
গোশ্রবণপতি • গন্ধে ছোটই
হরিভুজ ন খসই ছাল।
ভ্রূকুটিত নেত্রে বিভুষিত গাত্রে
হৃদয়ে অস্থিক মাল ॥
শিরোপরি গঙ্গ গৌরী আধ অঙ্গ
ত্রিশূল ডিণ্ডিম ভুজে।
পেখি দিগম্বর মহিলামণ্ডল
বদন লুকাঅহি লাজে ॥
ভুজঙ্গ মারে ছো না সম্বরে কো
[৮] নারী অতিরথ ছোটে।
কিঙ্কিণী কঙ্কণ ঠেকাঠেকি ঝঞ্ঝন
কেহ কোথা পড়ে উঠে ॥
ঝম্পিত বসনা মিল্লিত রসনা
হৃদয় মারল ভুক।
জামাতা লাঙ্গট দেখিয়া বিকট
সর্ব্বহু ভাবহু দুঃখ ॥
ভেজ্জত নাটকী হাসত মুচকি
কেবল নারদ তম্ব।
শৈলসুতাপদ অজে মনোমত[১]
ভৃঙ্গ ভনই কবিচন্দ্র ॥০॥

হরের রূপদর্শনে খেদ

॥ জাতি ছন্দ ॥

গৌরীর বিবাহে রামা হরষিত হইয়া।
প্রেসিত পেষিত বাটিল মৌষধি
বক্তে শর্করা দিয়া ॥
কুঞ্জরগামিনী যতেক রমণী
ভুজেতে ভেষজ ডালা।

মেনকার খেদ

॥ মল্লার রাগ ॥

গলায় হাড়ের মাল জটা ধরে শিরে।
কিলি কিলি করে সাপ জটার ভিতরে
ধুস্তুর কুসুম কর্ণে শঙ্খের কুণ্ডল।
বিভূতি ভূষণ অঙ্গ বর্জ্জিত অম্বর ॥

১। পুথিতে—'মজে মন্মথ'

আইমা মা আল ঝিয়ে বিধাতা দুরন্ত।
গৌরীর কপালে ছিল যুগী জরা কান্ত॥
বাপ্যার নন্দন কিবা হেন মনে বাসি।
কোথা হইতে আইল বুঢ়া কুভণ্ড তপস্বী॥
ঘটাইয়া দিল যেবা এমত কুকাজ।
অবশ্য তাহার মুণ্ডে পড়িবেক বাজ॥
না হউক বিবাহ গৌরী থাকু অবস্থিতা।
হেন বরে বিবাহ দেই দারুণ তোর পিতা॥
আল বুক মরোঁ মরোঁ হেথা আইস গৌরী।
জনক জননী আজি তোরে হইল বৈরী॥
লাঙ্গট দেখিয়া হরে বলে আইয়গণ।
শুনিঞা মেনকা দেবী জুড়িল ক্রন্দন॥
মহেশের তত্ত্ব সবে জানে ভগবতী।
কবিচন্দ্র বিরচিল মধুর ভারতী॥০॥

মেনকার খেদে গৌরীর দুঃখ

॥ কৌ রাগ ॥

দেখ গ যুবতিগণ বিধি বড় নিদারুণ
কি করিব বল না ভারতী।
বিভূতি মাখিয়া গায় জরা তনু অতিশয়
ঐ শিব গৌরার পতি॥
গলায় বান্ধিয়া গৌরী হইমু যে দেশান্তরি
যেন বিভা না করে মহেশ।
ছাড়িয়া গৃহের আশ করিব কাননবাস
এই কথা কহিলু বিশেষ॥
ত্রৈলোক্যসুন্দরী গৌরা বর কেন যুগী বুঢ়া
এত দুঃখ সহে মোর প্রাণে।
করিয়া গরল পান তেজিব আপন প্রাণ
যেন আমি না দেখি নয়ানে॥
যুগল নয়ান খাইয়া সম্বন্ধ করিল গিয়া
এত দুঃখ দেই তোর বাপ।
তোমার বালাই লইয়া জলে প্রবেশিব গিয়া
তবে সে খণ্ডিব মোর তাপ॥

[৯ক] আগে বাপ দেখে বর তবে ধন কুল ঘর
আর যত তার অনুবন্ধ।
যদি দোষ থাকে বরে কি করিব কুল ঘরে
এই কথা বিধির নিবন্ধ॥
ঘটক বশিষ্ঠ মুনি কুচেষ্টা করিল কেনি
ধীর হইয়া হইল কুমতি।
বর্ণের নির্ণয় নাঞি কাহারে কহিব মুঞি
বর আজ্ঞা দিল বৃষপতি॥
পঞ্চম বৎসরের কালে তপস্যা করিতে গেলে
ক্রমে হইল দ্বাদশ বৎসর।
ধাতার দারুণ মতি বুঝিতে নারিল গতি
পশুপতি তোরে দিল বর॥
শুনিয়া মায়ের কথা হৃদয়ে লাগিল ব্যথা
প্রভুনিন্দা সহিতে না পারি।
হৃদে চিন্তে নারায়ণী নারদে ডাকিয়া আনি
কবিচন্দ্র রচিল মাধুরী॥০॥

হরের স্বরূপ প্রকাশ

॥ পয়ার ॥

নারদে ডাকিয়া বলে অচলনন্দিনী।
সমুচিত রূপ ধর প্রভু শূলপাণি॥
বিবাহের কালে এত নহে ত উচিত।
ধরি মনোহর রূপ পালহ পীরিত॥
নারদের বচনে প্রভু দেব স্মরহর।
ইঙ্গিতে ধরিল রূপ কামিনীমনোহর॥
ঈষত নয়নে আসি দেখিল মেনকা।
শরতের চন্দ্র যেন সম্পূর্ণ চন্দ্রিকা॥
জামাতার রূপ দেখি পড়ি গেল ধন্দে।
রড়ারড়ি যায় রামা চুল নাহি বান্ধে॥
আইস আইস রামাগণ দেখ গ জামাতা।
সফল জঠরে আমি ধরিল দুহিতা॥
মদনমোহন কিবা জামাতার রূপ।
আইস আইস আইয়গণ দেখ গ স্বরূপ॥

মেনকার বচনে সভে দিল দরশন।
দেখিল শিবের রূপ জিনি ত্রিভুবন॥
মুরুছা পড়িল যত দেখিল যুবতী।
হৃদয়ে কুসুমবাণ হানে রতিপতি॥
ধীরে ধীরে যায় রামা রূপ নিরক্ষিয়া।
সভে মরি হরগৌরীর বালাই লইয়া॥
দেখিয়া হরের রূপ যতেক অবলা।
আঁখি ঠারাঠারি করে হৃদয় চপলা॥
যেন হাণ্ডি তেন সরা বিধির ঘটন।
চামি মরকত যেন অভেদ মিলন॥
হর হরি আরাধন কৈল ভাগ্যবতী।
তে কারণে বিধি হেদে দিলেন পশুপতি॥
তরুণ যুবতী [১] যত বৃদ্ধ জনে মেলা।
একে একে রামাগণ খায় মনকলা॥
বিরচিল কবিচন্দ্র ত্রিপুরার বরে।
মনকলা খায় রামা দশম অক্ষরে॥০॥

গৌরীর খেদ

॥ একাবলী ছন্দ॥

তরুণী যতেক রামা বলে।
তপস্যা করিব সিন্ধুজলে॥
তবে যদি না পাই ত্রিনয়ন।
তবে সভে তেজিব জীবন॥
তখনি কথিল যুবা নারী।
জনক জননী হৈল বৈরী॥
হেন বর ছিল যদি দেশে।
তবে বাপ না কৈল উদ্দেশে॥
বিবাহ না দিল হেন বরে।
বজ্র পড়ুক তার শিরে॥
যখন ছিলাম অবস্থিতা।
যুগল নয়ন খাইল পিতা॥
তখন কথিল বৃদ্ধ জন।
পুনরপি নেউটুক যোবন॥
দূরেতে তেয়াগিয়া রঙ্গ।
পরিতোষে আনি তবে গঙ্গ॥
তবে সে পূরয়ে মোর আশ।
হা হা বিধি করিল নৈরাশ॥
যখন ছিলাম বাপঘর।
কোথা ছিল হেন পোড়া বর॥
অনঙ্গ আনলে সভে বলে।
কুমারের পোয়ান যেন জ্বলে॥
নিবারিল সভে চিত।
বরিতে চলিল ত্বরিত॥
মেনকা লৈয়া যত সখা।
শিবের সমুখে দিল দেখা॥
অম্বিকাচরণে দিয়া মতি।
কবিচন্দ্র কহে সুভারতী॥০॥

হরবরণ

॥ মঙ্গল রাগ॥

মেনকা বরিল শিবে পায় দিয়া দধি।
দেউটী জ্বালিয়া ফিরে সকল যুবতী॥
গলায় ঘউর দিয়া ফিরে যথাবিধি।
মহেশের মুকুটে হাসিল কলানিধি॥
রতনে ভূষিল গৌরী কলধৌতনিভা।
উচ্চারে মঙ্গল যত সধবা বিধবা॥
অঙ্গনে সানন্দ যত কন্যাবরব্রজ।
ভুবনমোহন রূপ বৃষে বৃষধ্বজ॥
সিংহপৃষ্ঠে ত্রিপুরা দ্বিভুজে নাগদল।
চারি দিগে চারি রত্ন প্রদীপ উজ্জ্বল॥
ধরিলেক অন্তপট শুভ ক্ষণ পাইয়া।
সমীরণ বেগে সিংহ যায় বইয়া বইয়া॥
প্রদক্ষিণ সাত বার দুই হাত বুকে।
ঘুচাইল অন্তপট শিবের সমুখে॥
পাক দিয়া পেলে পান উর্দ্ধ দুই ভুজে।
হরগৌরীর বিবাহে সকল দেব নাচে॥

ত্রৈলোক্যমোহিনী [১০ক] দেবী বুঝে পরিপাটী।
দুই কর্ণে তুলি দিল চিরাতের কাঁঠি ॥
হরিল দুহাঁর মন নাচনে নাচনে।
মাল্য দিয়া ভগবতী বরে ত্রিলোচনে ॥
বিবিধ ঔষধ দিল মুকুটে মথিয়া।
নারিকেল পিয়ে প্রভুর বুকে হাথ দিয়া ॥
নায়েকে চামুণ্ডা চণ্ডী করিবে কল্যাণ।
তোমার প্রসাদে হউক ধনপুত্রবান ॥
নৃমুণ্ডমালিনী দেবী হরসহচরী।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে সেবিয়া ঈশ্বরী ॥০॥

হর-গৌরী-বিবাহ

॥ কামোদ রাগ ॥

মধুর মাদল বাজে দুন্দুভি দিমি দিমি।
গৌরী মহেশে দুহেঁ করিল ছামনি ॥
প্রেত ভূত পিচাস সঘনে পেলে চেলা।
উরিল নারদ মুনি কন্দলমেখলা ॥
হুড়াহুড়ি মারামারি কন্যাবরগণে।
ব্যাকুল বসিষ্ঠ মুনি কন্দল মার্জ্জনে ॥
সগুড় চাউলি পেলে যত বিদ্যাধরী।
মধুকরকোলে কেলি করে মধুকরী ॥
নারদ কথিল কৃপা কর সর্ব্বজনে;
মার্জ্জিল কন্দল রে বিলয় গুয়া পানে ॥
ধন্য হিমালয় গিরি ধন্য সে মেনকা।
কোটী চান্দমুখ বরে গৌরী দিল বিভা
ধনি ধনি করে যত উর্ব্বসী গণিকা।
অন্তরে হরিষ হইল শুনিঞা মেনকা ॥
বেদমন্ত্র পড়ে গুরু কোলে ভগবতী।
হুলাহুলি দিল আসি সকল যুবতী ॥
কন্যাদান যথাবিধি কৈল হিমগিরি।
শঙ্করেরে সম্প্রদান করিল শঙ্করী ॥
দক্ষিণা সন্তোষে দ্বিজ পড়ে শুভ বেদ।
যে বচনে সকল দারিদ্র্য দুঃখ ভেদ ॥
ক্ষীর ভোজন করে মহেশ শঙ্করী।
সুখে পুন্য গেল যত নগরে নাগরী ॥
পুষ্পের শয্যায় হর ত্রিপুরা সহিত।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে বাশুলীর গীত ॥০॥

প্রথম পালা সমাপ্ত ॥

হরগৌরীর পুত্রলাভ ও সংসারে অনটন

॥ ছন্দ ॥

[১০] দেখিয়া প্রভাত কালে হরগৌরীর মুখ।
সুবর্ণ কঙ্কণ কেহ দিলেক যৌতুক ॥
শ্বশুরচরণে হর করিয়া বিদায়।
বিদায় হইয়া হর নিজ গৃহে যায় ॥
কথ দিন ভগবতী মহেশ সহিত।
প্রসবিলা দুই পুত্র দেবতার হিত ॥
কেহ স্তন পান করে কেহ বৈসে কোলে।
হাসি হাসি চুমু দেই বদনকমলে ॥
হাসে নাচে ঘরে বুলে ছাওয়াল যুগল।
ঘরে ভাত নাহি গৌরী আরম্ভে কন্দল ॥
শুন লো বিজয়া জয়া বল ত্রিলোচনে।
কোথাহ না যায় বুঢ়া বস্যা থাকে কোণে ॥
প্রভাতে ভাতেরে কান্দে যুগল ছাওয়াল
প্রতিদিন কত আমি করিব উধার ॥
উধার করিলে সখি শোধ নাহি যায়।
কি করিব কহ সখি বল না উপায় ॥
গৌরীর বচনে বলে দেব স্মরহর।
উগরে পীযুষকণা যেন সুধাকর ॥
আজিকার মত প্রিয়ে করহ সম্বল।
প্রভাতে আনিঞা আমি শুধিব সকল ॥
মহেশবচনে গৌরী রন্ধনে দিল মন।
ইঙ্গিতে রান্ধিল অন্ন অমৃত ব্যঞ্জন ॥

ভোজন করিয়া শোএ শয়নের গৃহে।
রজনী হইল শেষ কবিচন্দ্র কহে ॥০॥

হরের ভিক্ষা

॥ মালসী ॥

বাঘছাল পরি কুণ্ডল কাল।
পূর্ণ সুধাকর ভরলি ভাল ॥
শৃঙ্গনাদ গলে ত্রিশূল হাথ।
ভিক্ষে চলে নগনন্দিনীকাত ॥
দিমি দিমি দিমি ডমরু বায়।
বৃষে চাপি হর মন্থর যায় ॥
পাকিল বিম্বু মধুর হাসি।
ললাট মাঝে উয়ে নব শশী ॥
জাগে যেন হইল প্রভাত কাল।
তণ্ডুলপাত্র লগে চলে থাল ॥
যার ঘরে শিব পুরে শৃঙ্গনাদ।
স্বর্গে নাচে তার পুরুষ সাত ॥
ভিক্ষা দেই কেহ [১১ক] শিবের থালে।
যমের দায় নাহি কোন কালে ॥
ভিক্ষা কৈল দেব বলদকেতু।
যুগল নন্দন সন্তোষ হেতু ॥
সত্বর চলিলা আপন গৃহে।
ত্রিপুরাচরণে মুকুন্দ কহে ॥০॥

ভিক্ষাশেষে হরের প্রত্যাবর্ত্তন

॥ মল্লার রাগ ॥

শুন গো জননি বাজে ডমরু।
আমার বাপ আইসে তব গুরু ॥
দুই ভাই গণ ময়ূরনাথ।
করতালি দেই বাজায় হাথ ॥
অঙ্গুলি দেখায় ঘুচায় দুঃখ।
হাসি হাসি পেখে মায়ের মুখ ॥
গৌরীপতি নব চন্দ্র ললাটে।
উপনীত হইল গৃহ নিকটে ॥
পঞ্চস্বরহর ডমরু হাথ।
তেজিল বলদ বলদনাথ ॥
জীবননাথেরে দেখিয়া গৌরী।
সম্ভ্রমে উঠে হাথে জলঝারি ॥
চরণের ধূলি বিনাশিল জলে।
আসন আনি দিল বসিবারে ॥
আমোদিত কৈল গায়ের বাসে।
বসিল শঙ্কর গৌরীর পাশে ॥
মুকুন্দ কহে ঝুলি এড়ি কাছে।
দেখি দেখি বাপু কি আনিঞাছে ॥০॥

কার্ত্তিক ও গণেশের অন্ন কাড়াকাড়ি

॥ গৌরী রাগ ॥

দেখ মাই মোরে কিছু নাই দেই।
একেলা গণেশ সকলি লেই ॥
সর্প শ্রুতিমুখ সঙ্গে সেনানী।
ঝুলি ঝাড়ি হাসে পিনাকপাণি ॥
তিলের মোদক রম্ভার ফল।
কাড়াকাড়ি দুহেঁ হাসি বিকল ॥
হাথ পাঁচ কায় দেখিতে খর্ব্ব।
চারি ভুজে লোটে না ছাড়ে দর্প ॥
সুভুজে যুঝে অপর ভুজে খায়।
ষড়মুখ দেব ঘন ডাকে মায় ॥
অচলনন্দিনী গগনকেশ।
দুঁহে বলি পুত্র শুন সুরেশ ॥
ইন্দুরদুন্দুরনাথ গণেশ।
অনুজ ভাইরে কিছু দেহ শেষ ॥
তণ্ডুল দেখি সুধাকরমুখী।
হাসি গালে হাথ চকোর আঁখি ॥
কবিচন্দ্র কহে শুন হে নাথ।
যতনে হয়ে আজিকার ভাত ॥০॥

গৌরীর পিতৃগৃহগমনেচ্ছা

[১১] ॥ পঠমঞ্জরী রাগ ॥

লোকে বলে ভাল যৌবন উজ্জ্বল
পরম সুন্দরী গৌরী।

আত্মকর্ম্মফলে স্বস্বামী পাগলে
বুঢ়া জনমভিখারী ॥
চল রে নন্দি যাইব নাইয়র
কি মোর ঘরকরণে।
অন্নহীন জনে শান্তি নাই মনে
কন্দল রজনী দিনে ॥
কেশরী শার্দ্দুল ইন্দুর ময়ূর
বলদ আমার গৃহে।
আর ফণিবর সভে স্বতন্তর
কার বশ কেহ নহে ॥
যুগল নন্দন এক ষড়ানন
আওর কুঞ্জরমুখ।
পঞ্চমুখ প্রভু মীনকেতুরিপু
সকল বিরূপ দুঃখ ॥
নন্দী কহে বাণী শুন নারায়ণি
না যাইহ পিতৃঘরে।
অচলনন্দিনী হরের ঘরণী
কে তোমা চিনিতে পারে ॥
জনপদ যত হইব এমত
আসা তেজ পিতৃবাসে।
সৃজিলে সংসার যত চরাচর
সুনিঞা চণ্ডিকা হাসে ॥
যে সহে সে বড় অভিরোষ ছাড়
ভক্তজনে কর দয়া।
শ্রীযুত মুকুন্দ রচিলা প্রবন্ধ
সকলি তোমার মায়া ॥০॥

নারদ কর্ত্তৃক পাশাখেলায় পরামর্শ দান

॥ মল্লার রাগ ॥

নারদ আসিয়া খণ্ডায় দুঃখ।
পুরিজন মেলি হাস্য কৌতুক ॥
নাটকী ভেজান আইল মুনি।
উপনীত যথা হর ভবানী ॥
হাসিতে হাসিতে বলে নারদ।
বাপে ঝিয়ে আজি কেন বিরোধ ॥
লজ্জায় অম্বিকা গেলেন ঘর।
নারদ যুড়িল নাটকী শর ॥
মহেশেরে বলে নারদ মুনি।
দুই জনে আজি কন্দল কেনি ॥
নিবেদন করি শুন হে বোল।
অন্নের তরেতে কেন কন্দল ॥
তুমি নাহি জান অচলঝি।
উঁহি থাকিতে বা অন্নের কি ॥
নানা রত্ন আছে উঁহার অঙ্গে।
পাশা খেলাইয়া জিনিহ রঙ্গে ॥
একত্র বা মাত্র জিনিঞা লবে।
কত কাল অন্ন বসিয়া খাবে ॥
[১২ক] মুনিবর কহে তত্ত্ববিশেষ।
বড় প্রতিআশে যায় মহেশ ॥
দুই জনে শুন হাস্য কন্দল।
মুকুন্দ কহে বাশুলীমঙ্গল ॥০॥

গৌরীর নিকট শিবের পাশাখেলার অভিপ্রায় জ্ঞাপন

॥ গৌরী রাগ ॥

নিবেদন করি শুন লো গৌরি।
রোষ না করিলে বলিতে পারি ॥
অনেক দিবস মনের আশা।
আজি দুই জনে খেলিব পাশা ॥
প্রভুর বচনে বলে ত্রিপুরা।
নিশ্চয় বিজয়া ধরিল পারা ॥
চরণে পড়হুঁ চল ভাঙ্গড়া।
কাটা ঘায় কত লোন ছোবড়া ॥
আল আল জয়া হেদে লো শুন।
ঘরে ভাত নাহি রঙ্গেতে মন ॥
ছি ছি লাজ নাহি তোমার মুখে।
পাশা খেলাইবে কেমন সুখে ॥

দিনের সম্বল মিলাইতে নার।
পাশা খেলাবারে ভাল সে পার ॥
নাহি হও বাম শুন লো প্রিয়ে।
অবশ্য পাশা খেলাব দুহেঁ ॥
হাসিতে হাসিতে বলিলা গৌরী।
যদি হার তবে তোমার কি করি ॥
হারিবে প্রভু না ছাড় মায়া।
টিটিকারি দিব জয়া বিজয়া ॥
গিরিজাবচনে গিরিশ বলে।
হারি জিনি আছে খেলার কালে ॥
দেখিব চাতুরি আমার ঠাঞি।
আমি গ খেলা জানি গ নাঞি ॥
পণ কর দুহেঁ পাতিব খেলা।
মনে মনে হাসি সর্ব্বমঙ্গলা ॥
ত্রিপুরাচরণে মুকুন্দ ভাবে।
জয়া বিজয়া রহে দাণ্ডুড়ি আশে ॥•॥

হরগৌরীর পাশাখেলা

॥ কামোদ রাগ ॥

বলে ত্রিলোচনী যদি হারি আমি
গায়ের ভূষণ দি।
যদ্যপি খেলিবে শুন সদাশিবে
হারিলে তোমার কি ॥
কহে ত্রিলোচন যদি তুমি জিন
আজি দুহেঁ করি কেলি।
শুন মোর পণ ডমরু বাজন
সিঙ্গা শূল কাঁথা ঝুলি ॥
মহেশ শ[১২]ঙ্করী দুহেঁ খেলে সারি
রচিয়া হীরার পাটী।
নন্দী মহাকাল দশদিগপাল
সাক্ষী আর যত চেটী ॥
দশ দশ দশ ডাকে ভবকেশ
বারচর গোঞে খেলে।
মানসের সুখে পাটী ঘষ বুকে
পাঁচনি চৌবঞ্চ পেলে ॥
হাথে করি সারি বলে ত্রিপুরারি
আজি এক দুই কাট।
দুই চারি করি ডাকে শিবনারী
দুয়া চারি হৈল নাট ॥
সাতা দুয়া চারি ডাকে ত্রিপুরারি
ত্রিপুরা পেলিল বিহু।
পড়িল দুতিয়া শুখাইল হিয়া
হারিল বলদকেতু ॥
আঁখি ঠার দিয়া সখীরে পাচিয়া
শিখীর ঈশ্বর মাতা।
বাজন ডমরু সিঙ্গা আর ত্রিশূল
কাঢ়ি নিল ঝুলি কাঁথা ॥
বুদ্ধি হইল লোপ শিবে বাঢ়ে কোপ
বলে পাত্র আর চাল।
ভিক্ষার কারণ চলিব সকাল
জিনি লহ বাঘছাল ॥
পাশা কর দূর শুন হে ঠাকুর
সভাকার আছে কাজ।
তুমি ভূতনাথ শুন মোর বাত
হারিলে পাইবে লাজ ॥
চাল পাতি ভুবি পাটি ঘষে দেবী
ক্রমে দশ দুই চারি।
সাতা বিহুবিত্তি পেলে ভগবতী
পাঁচনি করিলা সারি ॥
বারে বারে পেলে বামঞ্চ দুতিয়া
হারিলা লাঞ্ছন মৌলি।
আছাড়িয়া পাটী ছাড়ে মহেশ্বর
মুচকি হাসিল গৌরী ॥
আসুকু দিবস আছে গৃহদোষ
পশ্চাত নিবসে কাল।
হারিয়া শঙ্কর দেব দিগম্বর
ছাড়িল বাঘের ছাল ॥

পাশা ছাড়ি যান করিল ভোজন
ভিন্ন কভু দুহেঁ নহে।
শ্রীযুত মুকুন্দ রচিলা প্রবন্ধ
চণ্ডিকার দোষ সহে ॥৹॥

শিবের পরাজয় ও শিবদুর্গার পরিহাস

॥ সুই রাগ ॥

অমৃত সমান ভাব শিবদুর্গা পরিহাস
কুতূহলে শুন সর্ব্বজন।
[১৩ক]শঙ্কর হারিয়া পাশা ছাড়িল সকল ভূষা
দিগম্বর হইল ততক্ষণ ॥
দিগম্বর প্রাণপতি আনন্দিত ভগবতী
জিজ্ঞাসিতে করে অনুবন্ধ।
জানয়ে বিবিধ কলা চতুর বিজয়ামালা
বচনে পাতিয়া যায় ছন্দ ॥
কেবা তুমি কহ মোরে কিবা কাজে হেথাকারে
পরিচয় দেহ দিগম্বর।
বলে শিব আমি শূলী শুন গো তোমারে বলি
পরিচয় করিনু গোচর ॥
বলে দেবী সুলোচনী চিকিৎসক নহি আমি
চলি যাহ ভিষক আগার।
আছে যদি শূলব্যাধি ঔষধ করহ বিধি
যাহাতে পাইবে প্রতিকার ॥
শুন গো অবলা বালা মধুতে মত্ততা ভোলা
স্থাণু আমি তুমি নাহি জান।
অম্বিকা করিল আজ্ঞা স্থাণু পদে বৃক্ষ সংজ্ঞা
গৃহমাঝে মূঢ়া গাছ কেন ॥
শুন গো প্রমুগ্ধা কান্তা মনে না করিহ চিন্তা
নীলকণ্ঠ আমার খেয়াতি।
চণ্ডী প্রকাশিল তুণ্ড শিখিপদে নীলকণ্ঠ
কেকাবাণী ডাক সুভারতী ॥
হিমালয়সুতাধর তোমারে কি বলিব আর
পশুপতি কহিল নিদান।
শুনিঞা প্রভুর বোল চণ্ডী হাসি উতরোল
এত তুমি পাইলে সন্মান ॥
যদি তুমি বৃষেশ্বর তৃণাহারী বনচর
শৃঙ্গ পুচ্ছ চারি চরণ।
তবে কেন হেন গতি কোথা আছে নিজাকৃতি
কহ মোরে ইহার কারণ ॥
হারিয়া চণ্ডীর ঠাঞি পূর্ব্বপক্ষ আর নাঞি
লজ্জায় মলিন ভোলানাথ।
বসিয়া চণ্ডীর পাশে জয়া বিজয়া হাসে
চারু ঝাঁপি বদনেতে হাথ ॥
অনঙ্গ তরঙ্গ সঙ্গ সম্বরিতে নারে অঙ্গ
ভঙ্গ দিয়া যায় পঞ্চজনে।
অম্বিকা আঁখির ঠারে কহিল সখীর তরে
প্রভুরে রাখিহ দুইজনে ॥
দেবীর আদেশে সখী শিবেরে ধরিয়া[১৩]রাখি
শিব তবে সৃজিল উপায়।
ধরিয়া দুর্গার হাথে সংযোগ করিয়া মাথে
বলে ব্রীড়া সনে বরদায় ॥
পরিহার করোঁ তোরে বাঘছাল দিবে মোরে
শুন ষড়াননের জননি।
চণ্ডিকা বলেন প্রভু এ কথা না কহ কভু
ছাড়িয়া না দিব ছালখানি ॥
বৃষভ ডমরু থাল কাঁথা ঝুলি অস্থিমাল
শেষ শিঙ্গা শূল আভরণ।
এ সব অবধি দিল অবিচারে লৈয়া চল
বাঘছাল আমার জীবন ॥
ক্ষুধাতুর ষড়ানন আইল নিজ নিকেতন
জননীর কোলে স্তন পিয়ে।
দিগম্বর দেখি পিতা কহিতে লাগিল কথা
জিজ্ঞাসা পড়িল মায়ে পোএ ॥
কোলে করি তারকারি পরিহাস হরগৌরী
এইরূপে পাল ভক্তজনে।
অম্বিকাচরণপদ্ম অভয় শরণ সদ্ম
শ্রীযুত মুকুন্দ সুরচনে ॥৹॥

গৌরীর নিকট কার্ত্তিকের প্রশ্ন

॥ একাবলী ছন্দ ॥

একাসনে হরগৌরী।
দিগম্বর ত্রিপুরারি ॥
স্তন পিয়ে হেন কালে।
কুমার মায়ের কোলে ॥
লাঙ্গট দেখিয়া হরে।
প্রশ্ন করে কুতূহলে ॥
শুন হিমালয়সুতা।
কহিবে না মোরে মিথ্যা ॥
বাপার মস্তকে আজি।
কি দেখি ধবল রুচি ॥
না ধর আঁচল তেজ।
পুত্র বাপে জিজ্ঞাসিয়া বুঝ ॥
চরণে পড়হুঁ মাঞি।
কথিল চাঁদ গোসাঞি ॥
কি আন ললাটের মাঝে।
কথিলে থাকিব কাছে ॥
নাছে গিয়া তুমি খেল।
পড় করি মাই বল ॥
আঁচল না ধর পুত্র।
কথিল তৃতীয় নেত্র ॥
কি আর কণ্ঠপ্রদেশে।
জলদ প্রতিমা ভাসে ॥
বুদ্ধি নাঞি মোর পোয়ে।
মাই পড়োঁ তোর ছুই পায়ে
কোলে থাকি পুত্র উঠ।
খ্যাতি বিষ কালকূট ॥
ধরিল অধরপুটে।
কি নামে নাভির হেটে ॥
স্বরূপ করিয়া বল।
চণ্ডী হাসে খলখল ॥
কাঁথে করি মহাসেনে।
চণ্ডী গেলা নিকেতনে ॥
[১৪ক] শ্রীযুত মুকুন্দ ভনে।
রক্ষ দেবী নিজজনে ॥•॥

দেবগণের চণ্ডীপূজা ও মার্কণ্ডেয়ের কথায় ক্রৌষ্টিক মুনির বিন্ধ্যাচলে গমন

॥ পয়ার ॥

প্রভুরে বিদায় করি সখীর সংহতি।
পর্যটন করিল সকল বসুমতী ॥
দিগ্দেশ ভ্রমিঞা সিংহাসনে সুরলোকে।
ত্রিপুরা অমরাবতী বসিলা কৌতুকে ॥
উপকথা কহে কেহ শুনে ভগবতী।
শরৎকালে পূজে দুর্গা করিয়া ভকতি ॥
মঙ্গলচণ্ডীর পূজা করে স্ত্রীপুরুষে।
মহেশের সেবা কেহ করে মধুমাসে ॥
চণ্ডীর অর্চ্চনা করে পতিপুত্রবতী।
কেহ লক্ষ্মী পূজে কেহ পূজে সরস্বতী ॥
ব্রহ্মার অর্চ্চনা কেহ করে যজ্ঞ দান।
অনন্ত মানসে কেহ পূজে ভগবান ॥
ভুজগজননী জ্যৈষ্ঠ মাসে অবতরে।
যত দেবতার দাস দাসী ক্ষিতিতলে ॥
সেবক নাহিক শুনি হাসিল চণ্ডিকা।
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন প্রকাশে চন্দ্রিকা ॥
অযোনিসম্ভবা কহে বিশাললোচনী।
সৃজিয়া সেবক দাসী লব পুষ্পপাণি ॥
শনি কুজ বারে মোরে বিবিধ প্রকারে।
পূজিব সেবক লোক করিয়া প্রচারে ॥
কিন্নরা কিন্নরী গায় নাচে বিদ্যাধর।
দেবগণ সঙ্গে যথা দেব পুরন্দর ॥
মন্দ মন্দ চলে দেবী আপনার কাজে।
সখী সঙ্গে উপনীত দেবতা সমাঝে ॥
পদ্মযোনি সুরপতি হর বনমালী।
দাণ্ডাইল দেবগণ দেখিয়া রঙ্গিণী ॥

অর্চ্চনা পাইয়া দেবী বৈসে নিজাসনে।
হেন কালে সুখাসীন বলে মুনিগণে॥
জিজ্ঞাসে ক্রৌষ্টিক মুনি মৃকণ্ডুনন্দনে।
মন্বন্তরকথা কহ কি হৈল অষ্টমে॥
মৃকণ্ডুনন্দন বলে ক্রৌষ্টিকবচনে।
আজন্ম প্রভৃতি আমি আছি তপোবনে॥
দেবকার্য্য যত কথা কহিতে না পারি।
আমার নিদেশে তুমি চল বিন্ধ্যগিরি॥
পিঙ্গাক্ষ বিবাদ আর সুবৃত্তি সমুখে।
পক্ষ চারিজন তথা নিবসয়ে সুখে॥
উলুক কুরল কাক বক তপোধন।
সানন্দে নিবসে তথা পক্ষ চারিজন॥
আমার নিদেশে তুমি নিবেদিহ তাঁরে।
মন্বন্তরকথা জানে দ্রোণ মুনিবরে॥
[১৪] কথিব বিচিত্র কথা পয়ার রচিয়া।
মুনির নন্দন শুন সাবধান হৈয়া॥
বিপ্রকুলে জন্ম পিতামহ দেবরাজ।
পিতা বিকর্ত্তন মিশ্র বিদিত সমাঝ॥
শ্রীযুত মুকুন্দ হারাবতীর নন্দন।
পাঁচালি প্রবন্ধে করে ত্রিপুরাস্মরণ॥০॥

পক্ষিচতুষ্টয়ের নিকট ক্রৌষ্টিকের প্রশ্ন

মুনি চলিল মুনির নিদেশনে।
যথা বিন্ধ্য নামে নগ উলুক কুরল কাক
বক পক্ষ রয় চারি জনে॥
এড়াইয়া নগ নদী বিষম কানন ক্ষিতি
তপোবনে করিয়া বিদায়।
গণ্ড সিংহ শার্দ্দূল মহিষ ভল্লুক গৌল
শশ মৃগ সুখে তৃণ খায়॥
বিহগনন্দন পেখি বলে মুনি ক্রৌষ্টিকি
আইলাঙ তোমার সন্নিধানে।
কহিবে অষ্টম মনু বিবরিয়া খগতনু
মৃকণ্ডুনন্দন নিদেশনে॥

বলে পক্ষ শুন মুনি আমরা তির্য্যকযোনি
তোমারে উচিত গুরু নহি।
মৃকণ্ডুর তনয় কহিলেন মৃন্ময়
পক্ষের বচনে সেই ঠাঞি॥
মৃন্ময় মুনির পদ, কমল পূজিয়া ব্রত
কথা শুনিবারে পক্ষের ঠাঞি।
শ্রীযুত মুকুন্দ ভনে চণ্ডী সুপ্রসন্ন জনে
রমানাথে রক্ষিহ সদাই॥০॥

সুরথ উপাখ্যান

॥ বারাড়ি ॥

শুন মুনি মহাশয় সূর্য্যের তনয়
সাবর্ণি জঠরে যার জন্ম।
মহামায়া অনুভবে প্রজা পালে একরূপে
সাবর্ণিক অষ্টমে সেই মনু॥
স্বারোচিষান্তর বর পূর্ব্ব মন্বন্তর
চৈত্র বংশ নৃপমণি।
সকল ধরণীতলে নৃপ হইল পুণ্যবলে
সুরথ সুরথ নামখানি॥
অকাতর হয়ে দানে রূপে কামদেব জিনে
রণভূমি বিপরীত সত্ব।
ঔরস নন্দন ঘবে যেন প্রজাপতি পালে
কি কহিব তাহার মহত্ত্ব॥
অশেষ বিদিত কলা প্রজা সুললিত বোলা
পুরিতে হইল পরিপন্থী।
আছিল সেবক যত হরিল পত্তিক রথ
গৃহদোষে হয়বর দন্তী॥
সুরথ অনেক সৈন্য লোকে তারে ঘোষে ধন্য
বলহীন পুরিজন বৈরী।
তা সনে করিয়া যুদ্ধ হা[১৫ক]রিল আপন রাজ্য
নিজপুরে হত অধিকারী॥
বিপক্ষে বেড়িল পুরি রাজা মনে মনে করি
হয়ারূঢ় মৃগয়ার ছলে।

তেজিলা যতেক ধন নিজদারানন্দন
একেলা চলিলা বনস্থলে ॥
ধন উলটিয়া চায়ে বিপক্ষের প্রতি ভয়ে
রাজা হইয়া জীবনে কাতর।
চণ্ডীপদসরসিজে শ্রীযুত মুকুন্দ দ্বিজে
বিরচিল সরস মঙ্গল ॥০॥

সুরথের মেধসাশ্রমে গমন

॥ গৌরী রাগ ॥

মহিপাল সুরথ শঙ্করদাস।
নগর তেজিয়া প্রাণের ভয়
করিল কাননবাস ॥
বনের ভিতর মেধসের ঘর
যথা বৈসে শিষ্য মুনি।
সফল দিবস দেখিয়া তাপস
ধায় বেদধ্বনি শুনি ॥
দেখিয়া অতিথি করিয়া ভকতি
মুনি মহাশয় মেধা।
শ্বাপদ মিলনে হরিণ দেখিয়া
নৃপ কথদিন তথা ॥
মুনির আশ্রমে ঠাঞি ঠাঞি ভ্রমে
মমত্ব বিকল মনা।
শ্রীযুত মুকুন্দ রচিল প্রবন্ধ
নৃপতি চিন্তয়ে নানা ॥০॥

সুরথ ও সমাধির মিলন

॥ পয়ার ॥

পূর্ব্বপুরুষ মোর পালি নিজ পুরি।
রক্ষিতে নারিল আমি কেন নাহি মরি ॥
আমার কিঙ্কর যত দুষ্ট মহাশয়।
পালে বা না পালে রাজ্য ধর্ম্ম প্রতি ভয় ॥
ময়গল হস্তী মোর মহা বলবান।
না জানি কি খায় কিবা শুথায় পরাণ ॥
অনুগত জন মোর খাইত নানা সুখে।
বিপক্ষেরে সেবে মনে পাইয়া মনদুঃখে ॥
অনেক যতনে ধন করিল সঞ্চয়।
দুষ্ট রিপু জনে তাহা করিলেক ব্যয় ॥
সরসা সঞ্চিত মধু যেন থাকে বনে।
প্রতিপালে আপুনি বিনাশে দুর্জ্জনে ॥
এই কথা ভাবি মনে পাঁচ সাত করে।
মেধস মুনির কাছে বসি তরুতলে ॥
আসিয়া মিলিল হেন কালে এক নর।
দুই জনে দরশন জীবন সফল ॥
প্রফুল্ল বদনে কহে নৃপতিপ্রধান।
কে তুমি বলহ মোরে আপনার নাম ॥
শোকাকুল মন দেখি বিরস বদন।
কি হেতু কানন মাঝে করিলা গমন ॥
প্রণয় বচন নৃপতির মুখে শুনি।
অবনত পথিক কথিল শু[১৫]দ্ধবাণী ॥
সমাধি আমার নাম জন্ম বৈশ্যকুলে।
আমি ধনবান সুখে আছিলাম ঘরে ॥
না লঙ্ঘে বচন পুত্র করিত সন্তোষ।
হরিলেক সেই ধন করি মহারোষ ॥
গ্রহদোষে হইল মোর যুবতী কুমতি।
ধনলোভে খেদিলেক নাঞি বলে পতি ॥
বন্ধুজন সহিত কন্দল প্রতিদিনে।
ধনপুত্রহীন আমি প্রবেশিলুঁ বনে ॥
পুত্র মিত্র বন্ধুজন যুবতীর তরে।
ভাল মন্দ তার ভাবি মন মোর ঝুরে ॥
তেজিল সকল সুখ শয়নমন্দির।
শোকেতে সৃজিল বিধি আমার শরীর ॥
কানন ভিতরে বসি করি অনুতাপ।
না জানি কেমতে মোরে হৈল ব্রহ্মশাপ ॥
সুপথে কুপথে কিবা পুত্র বধূ ঘরে।
না জানি মঙ্গলে কিবা আছে অমঙ্গলে ॥
সুরথ নৃপতি বলে বৈশ্যের বচনে।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরাচরণে ॥০॥

সুরথ ও বৈশ্যের কথোপকথন

॥ পঠমঞ্জরী ॥

বিষবহ্নি দিয়া মোরে প্রমদা যে জন হরে
যেই জন অস্ত্র ধরি বধে।
আততায়ী করি বধ তাতে নাহি পাতক
এই কথা কহিল ভারতে ॥
শুন আমি তোমারে বুঝাই।
শুন বৈশ্যের নন্দন যে হরে পরের ধন
ছয় বেদে করে আততাই ॥
অবধ্য জনেরে বধ করিলে পাতক যত
বধ্যের রক্ষণে সেই ফল।
তুমি তারে কর দয়া না বুঝি তোমার মায়া
মন মোর করয়ে চঞ্চল ॥
ইষ্টবান্ধব পুত্র কলত্র যতেক মিত্র
ধন লৈয়া খেদিল আমারে।
তারে অনুরাগ বাঢ়ে যেন বহ্নি ঘর পোড়ে
তেন মত না দেখি বিচারে ॥
শুন নৃপ মহাশয় তুমি যে কহিলে হয়
সেইরূপ আমার হৃদয়।
দুরাচার মোর মন নাঞি জানি কি কারণ
নিষ্ঠুরতা তবু নাহি হয় ॥
ধন প্রাণ যেই লয় কভু সে বান্ধব নয়
জানি আমি গুরুর প্রসাদে।
কি বলিব শুন ভাই চল যাই মুনির ঠাঞি
বিরচিল মুকুন্দ পণ্ডিতে ॥০॥

মুনির নিকট উভয়ের গমন

॥ কো রাগ ॥

নৃপ চলিল মুনির সন্নিধানে।
বৈশ্যের সম্মতি সমাধি সংহতি
করিয়া প্রবেশিলা বনে ॥
[১৬ক] শশ মৃগ কুঞ্জর ভল্লুক বানর
শার্দ্দূল সিংহ বিশালে।
নিবসে শ্বাপদ যত কারে কেহ নহে ভীত
কেবল মুনির তপবলে ॥
সকল পাতক হরে আপদ তেজয় দূরে
যতদূর যায় বেদধ্বনি।
জানিল মুনির ঘর কাননের ভিতর
হরষিত বৈশ্য নৃপমণি ॥
মুনিপদে উপনীত দুই জনে অবনত
বসিল মুনির আদেশে।
নৃপ বৈশ্য নিঃশঙ্ক কোন কথা প্রসঙ্গ
করিয়া রহিলা পরিতোষে ॥
দুঃখে পীড়িত মন চিরদিন দুই জন
সমাধি সুরথ নরপতি।
চণ্ডীপদসরসিজে শ্রীযুত মুকুন্দ দ্বিজে
বিরচয়ে মধুর ভারতী ॥০॥

মেধস-সুরথ-সংবাদ

॥ পঠমঞ্জরী ॥

কলত্র বান্ধব পুত্র পুরিজন ইষ্ট মিত্র
কুটুম্ব সকল দুঃখদাতা।
কি কহিব বিশেষ ছাড়িল আপন দেশ
তথি কেন আমার মমতা ॥
জ্ঞান থাকিতে জানি আপুনি পণ্ডিত মানি
মূর্খের সদৃশ হৃদয়।
এই বৈশ্যনন্দন ইহার যতেক ধন
হরিলেক প্রমদাতনয় ॥
শুন মুনি মহাশয় নিবেদি তোমার পায়
কেন বশ নহে মন মেরা।
বসিয়া মুনির পাশে নৃপতি মধুর ভাষে
হিমকর নিকটে চকোরা ॥
খেদিয়া হরিল ধন আস্নেহ পরিজন
অসুখে করিল বনবাস।
জান তুমি চারি বেদ এইরূপ মোর খেদ
তব পদে করিল প্রকাশ ॥

দেখিল বিশেষ দোষ হৃদয়ে নাহিক তোষ
নয়নের জল খসে মোহে।
দুহেঁ নহি অজ্ঞান শুন মুনি তপোধন
এত দুঃখ কেনি প্রাণে সহে॥
ময়গল যত রথ তুরগ পত্তিক যত
গোধন ছিল নাহি লেখা।
সে সব হরিল পরে বিধি বিড়ম্বিল মোরে
বড় পুণ্যে বৈশ্যের সনে দেখা॥
দুই প্রাণী এই জ্ঞানী নয়ান থাকিতে নাহি
মূর্খতা দেখিতে সকল।
চণ্ডীপদসরসিজে শ্রীযুক্ত মুকুন্দ দ্বিজে
বিরচয়ে সরস [১৬] মঙ্গল॥০॥

মহামায়ার উপাখ্যান

॥ পয়ার ॥

নৃপতির বচনে বলে মুনির প্রধান।
বিষয় গোচরে যত জন্তুর জ্ঞায়ান॥
পৃথক বিষয় যত প্রাণীর নিবন্ধ।
কেহ রাত্রে দেখে কেহ দিবসেতে অন্ধ॥
রাত্রি দিবা নাহি দেখে ক্ষিতিতলে বৈসে।
একরূপ দেখে কেহ রজনী দিবসে॥
কেবল মনুষ্য জ্ঞানী হেন বোল নহে।
পশু পক্ষ মৃগ আদি জীবন যে বহে॥
তুরগ বারিজ মৃগ পক্ষজ সকল।
নরতুল্য নহে জ্ঞানী যত জীবধর॥
দেখ রে নৃপতিসুত পক্ষ থাকে বনে।
তৃণে ঘর বান্ধিয়া আপন পর জানে॥
প্রসবিয়া ডিম নিরবধি দেই তা।
অনেক যতনে তবে দুহেঁ করে ছা॥
যদি জ্ঞান নাহি তবে পাখে কেন ঢাকে।
কেহ জানি থায়ে পুত্রে শীত পাছে লাগে॥
ক্ষুধানলে আপনার তনু প্রাণ দহে।
শিশুমুখে কণা দেই পক্ষগণ মোহে॥
শুনহ সুরথ অহে বৈশ্যের পো।
যত দেখ ছাওয়াল সভার মায়া মো॥
নিজ পর জ্ঞান হয় মহামোহকূপে।
সুখ দুঃখ যত তত্ত্ব পড়িল স্বরূপে॥
কেহ সুখ ভুঞ্জে কেহ করে অনুতাপ।
যত সব দেখ মহামায়ার প্রভাব॥
যোগনিদ্রাশেষে বিষ্ণু মানসে বিস্ময়।
যাহার মায়ায় সৃষ্টি কথিল নিশ্চয়॥
কারে ভাল মন্দ করে কারে করে দয়া।
জ্ঞানী জনেরে মোহ দেই মহামায়া॥
মহামায়া রূপে বিরাজিল চরাচর।
যাহার কৃপায় মুক্তি পায় দেব নর॥
জগতপালন হেতু নির্ব্বাণ কারণ।
সকল পরমবিদ্যা সেই ত্রিভুবন॥
শুনিয়া মুনির বাক্য বলে নরপতি।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরা ভারতী॥০॥

॥ ইতি দ্বিতীয় পালা সমাপ্ত ॥

সুরথের প্রশ্ন

॥ রাগ গৌরী ॥

ভগবন কথিলে সে কে মহামায়া।
হাম নাহি জানো জনম তাহার
কো হেতু উৎপন্ন কায়া॥
বামন তপস্বী যো তুহুঁ কহসি
সোই সব সত্য হোই।
চতুরবেদ তব মুখ ফুকরই
তুহুঁ বিধি আন নাহি কোই॥
কিরূপ হস্ত চরণ মুখমণ্ডল
[১৭ক] লোচন তারক ভ্রুহি।
কে তার জনক জননী কো হয়
কোন কর্ম্ম করে সোই॥
দেবীর তত্ত্ব শুনি হাম্ সকল
তো ঠাঁই পীযুষ ভাদি।

শ্রীযুত মুকুন্দ ভনই বামন
ভবপত্নীপদ অভিলাষী ॥০॥

মধুকৈটভের জন্ম

আজ্ঞা প্রকাশে দেবী দেবতার কাজে।
উৎপন্না বলিয়া তাঁরে জগজনে পূজে ॥
যোগনিদ্রা শেষে বিষ্ণু প্রলয়ের জলে।
জন্মিল কৈটভ মধু তাঁর কর্ণমূলে ॥
সৃজিল পৃথিবী যেই শস্যবতী সতী।
আমা হৈতে শুন নৃপ তাঁহার উৎপত্তি ॥
জন্মিল কৈটভ মধু দেখিল দুর্ম্মতি।
হরিনাভিপদ্মে ত্রাসে লুকাইল বিধি ॥
ধাইল অসুর দুই আপনার বলে।
না দেখি পুরুষবর লুকাইল জলে ॥
দেখিয়া অসুর উগ্র হরির শয়ন।
যোগনিদ্রায় স্তুতি করে সরসিজাসন ॥
ত্রিপুরাপদারবিন্দে মধুলুব্ধমতি।
শ্রীযুক্ত মুকুন্দ কহে মধুর ভারতী ॥০॥

ব্রহ্মা কর্ত্তৃক মহামায়ার স্তব

॥ পাহিড়া রাগ ॥

হরির নয়ন তেজ ডর লাগে বুকে।
তোমার মহিমা কি বলিব চারি মুখে ॥
তুমি স্বাহা তুমি স্বধা সকল বষট।
চারিদশলোকে তুমি করিলে কপট ॥
খড়্গ ত্রিশূল গদা শঙ্খ চক্রিণী।
বিশাললোচনী জয়া নুমুণ্ডমালিনী ॥
অৰ্দ্ধমাত্রা ত্রিমাত্রা ত্রিগুণ বিভাবিনী।
সৃজন পালন ক্ষয় তৃতীয় রূপিণী ॥
তুমি ক্ষিতি সৃজ পাল তুমি কর অন্ত।
বধিলে অমরে যত অসুর দুরন্ত ॥
অলক্ষ্মী কমলা তুমি ত্রিজগদীশ্বরী।
মহামোহ মহামায়া জননী শঙ্করী ॥
কোদণ্ডধারিণী ক্ষেমা সতী তপস্বিনী।
তুমি তুষ্টি তুমি পুষ্টি মো[১৭]হিনী শঙ্খিনী
কাল তপস্বিনী মহাজননী খেচরী।
তুমি মন্ত্রময়ী লজ্জা পরম সুন্দরী ॥
স্বাহা মেধা মহাবিদ্যা শান্তি স্বরূপিণী।
অচিন্ত্যরূপিণী জয়া হরের গৃহিণী ॥
সৃজে পালে সংহার করয়ে চক্রপাণি।
তাঁরে নিদ্রাবশ তুমি করিলে আপনি ॥
তোমার প্রসাদে আমি বিধি হরি হর।
তুমি দেবী নরসুরাসুরে অগোচর ॥
আপনা আপনি কাল ত্রিলোক্য মণ্ডলে।
কোটী মুখে তব স্তুতি কে করিতে পারে ॥
মরুক কৈটভ মধু মহা মোহজালে।
হরিরে প্রবোধ যেন জিনে রণস্থলে ॥
সম্মুখে কৈটভ দেখ মহাসুর মধু।
বিষ্ণুর শরীর তেজ দেবতার রিপু ॥
বধিলে কৈটভ মধু ভয় হয় দূর।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরাকিঙ্কর ॥ ০ ॥

বিষ্ণুর জাগরণ

প্রলয়ের জলে হরি ভুজগ খট্টায়।
অনেক দিবস প্রভু সুখে নিদ্রা যায় ॥
নয়নে ছাড়িল নিদ্রা উঠে ভগবান।
দেখিল অসুর দুই অচল সমান ॥
ধাইল রে দুই মধু কৈটভ যুঝে।
জগদীশ সহিত কেবল ভুজে ভুজে ॥
ব্রহ্মা পলায় ডরে নাহি ঘরে বাস।
হংস উড়িল পাখে ঠেকিল আকাশ ॥
আয়াস লাগিল দেহে গলে ঘর্ম্মজল।
নিরন্তর যুঝে পাঁচ সহস্র বৎসর ॥
ঘন উঠে পড়ে কেহ নহে হীনবল।
ক্রোধে নয়ন করে অরুণ মণ্ডল ॥
দশনে চাপিয়া ওষ্ঠ গোঁফে দেই পাক।
মুঠকিতে ভাঙ্গে বুক ছাড়ে বীরডাক ॥

অসুর মোহিল দেবী কোপে মহাবল।
দাণ্ডাইয়া রহে যেন দুই মহীধর॥
শুন রে পুরুষ মাগ মোর ঠাঞি বর।
রণে তোরে পরিতোষ পাইল [১৮ক] নির্ভর॥
অসুরের বচনে সন্তোষ ভগবান।
বর মাগি তুমি যদি নাঞি কর আন॥
ত্রিপুরাপদারবিন্দে মধুলুব্ধ মতি।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে মধুর ভারতী॥০॥

মধুকৈটভ বধ

কি কহিব মহাসুর তোর বড় বুক।
বুঝিয়া অনেক দিন পাইলাঙ সুখ॥
তোমরা আমায় যদি তুষ্ট দুই ভাই।
বর মাগি দুই জনে বধিব এথাই॥
এ বোল শুনিয়া সুর চারি দিগে চায়।
আকাশ ভাঙ্গিয়া যেন পড়িল মাথায়॥
মহামায়া বঞ্চিল অসুর দুই বল।
কাটিয় আমার মাথা যথা নাহি জল॥
এই বচন সত্য অন্যথা না করি।
মিলিলা দুই ভাই যথা দেব শ্রীহরি॥
সুদর্শন কমল ধরিয়া শঙ্খ গদা।
জঘনে কাটিল মধু কৈটভের মাথা॥
ত্রিপুরা সহায় জিনে মধু কৈটভ রিপু।
দেবীর প্রভাব এই স্থল শূন্য বপু॥
অপর দেবীর কথা শুন দুই জন।
যাহার প্রসাদে হরি দেব ত্রিনয়ন॥
ত্রিপুরাপদারবিন্দে মধুলুব্ধমতি।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে মধুর ভারতী॥০॥

। তৃতীয় পালা সমাপ্ত॥

জম্ভের শিবারাধনা

॥ কামোদ॥

জম্ভ দনুজসুত আছিল নিরাপদ
রাজত্ব করিল চিরদিন।
মহত্ত্ব ধন বল সকল বিফল
জীবন সন্ততিহীন॥
শয়ন জাগরণে বসিয়া ভাবে মনে
তুরঙ্গ গজ দোলারূঢ়।
সকল জন কহে তনয় অন্ত নহে
সেবিলে বিনি শশিচূড়॥
চলে তপোবনে শিব আরাধনে
সেবক দিয়া নিজ পুরে।
বিমল বহে নীর মকর কুম্ভীর
জহ্নু তনয়ার তীরে॥
দ্বাদশ বৎসর করিয়া নিরাহার
পূ[১৮]জিল বিধিমত ঈশে।
সন্তোষ হইয়া হর তজিয়া সুনগর
উড়িলা জম্ভ যথা বৈসে॥
ডমরু সিঙ্গানাদ বলদে ভূতনাথ
দেখিয়া পুটহাথে ভাষে।
আমার বীর্য্যে পুত্র জিনিব শতমখ
নিদেশ কর পরিতোষে॥
তোমার অভিমত করিব আমি সিদ্ধ
বলিয়া শিব গেলা ঘরে।
নারদ মহামুনি শুনিঞা যত বাণী
কথিল গিয়া পুরন্দরে॥
বিষ্ণুর তুমি জ্যেঠ উপায় চিন্ত ঝাট
ত্রিদেব যেন নঠ নহে।
ত্রিপুরাপদস্থল কমল মধুকর
মুকুন্দ কবিচন্দ্র কহে॥০॥

শিবের বরে জম্ভের পুত্রলাভ-সংবাদ-শ্রবণে ইন্দ্রের ভয়

॥ ছন্দ॥

শুন ইন্দ্র বাক্য মোর দেবতার রাজা।
জম্ভ করিল তপ বনে মহারাজা॥

সেই তপে বশ হৈল দেব পশুপতি।
বর দিল তার তরে হইব সন্ততি॥
তোর পুত্র হব রাজা ত্রিভুবনেশ্বর।
জিনিব সকল দেব ইন্দ্রের নগর॥
বর দিয়া পশুপতি গেলা নিজ ঘর।
দেশেরে চলিলা জন্ত পাইয়া পুত্রবর॥
দেখিল শুনিল কথা কহিল তোমারে।
হিতাহিত বিচারিয়া চিন্ত প্রতিকারে॥
নারদবচনে ভয় পাইল ইন্দ্র মনে।
জিজ্ঞাসিল কি করিব কহ তপোধনে॥
বলিলেন উপায় নারদ মহাঋষি।
দ্বাদশ বৎসর জন্ত আছে উপবাসী॥
ঐরাবত চড়ি চল বজ্র লইয়া হাথে।
সংগ্রাম করিয়া মার অসুরের নাথে॥
নারদবচনে চাপে ঐরাবত হাথী।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে মধুর ভারতী॥০॥

ইন্দ্রের যুদ্ধযাত্রা ও মহিষাসুরের জন্ম

॥ পয়ার ॥

নারদের বচনে হৃদয়ে লাগে ডর।
মাতুলি আনিঞা পান দিলেক সত্বর॥
ঝাটো রথ সাজি আন নাই কর হেলা।
প্রসাদ চন্দন দিল পারিজাত মালা॥
ইন্দ্রপদে মাতুলি সন্তোষে করে সেবা।
সাজিয়া আনিল ঐরাবত উচ্চৈঃশ্রবা॥
সঘোত পা[১৯ক]থর পিঠে কনকের জিন।
ছত্তিশ আতর বহে নহে গুণহীন॥
বজ্র হাথে করি ইন্দ্র ঐরাবতে চাপে।
ধনুকে টঙ্কার দেই ত্রিভুবন কাঁপে॥
ইন্দ্রের আজ্ঞায় গজ ছাড়িল সত্বর।
আগলে জন্তের পথ বায়ু করি ভর॥
ইন্দ্র কহে শুন জন্ত কোথা রে গমন।
ইৎসা বড় বাড়ে তোমা সঙ্গে করি রণ॥
ইন্দ্রের বচনে জন্ত মনে মনে হাসি।
দ্বাদশ বৎসর আমি আছি উপবাসী॥
ঐরাবতারূঢ় শচীনাথ পুরন্দর।
আমারে সংগ্রাম চাহে দেখিয়া নির্ব্বল॥
সংগ্রাম চাহিলে যদি নাহি হয় সত্ব।
মরণে মুকতি নাহি বিখ্যাত বীরত্ব॥
জীবন যৌবন ধন সকল বিফল।
এতেক ভাবিয়া জন্ত দিলেক উত্তর॥
স্নান করিয়া আমি করি জলপান।
ক্ষেণেক বিলম্ব কর শুন মরুত্বান॥
ধীরে ধীরে যায় জন্ত জহ্নু নদীতটে।
রূপসী মহিষী দেখে কানন নিকটে॥
দিবা অবসানে জন্ত যায় তার পাশে।
ঋতুবতী মহিষী দেখিয়া পরিতোষে॥
স্মরশর জব জর বিধির ঘটনে।
পরিতোষে আলিঙ্গন হইল দুই জনে॥
মহিষী সহিত জন্ত বঞ্চিল সুরতি।
কোন কালে নহে মিথ্যা মহেশভারতী॥
মহিষীর গর্ব্ভে রহে জন্তের তনয়।
মহেশের বরেতে জন্মিলা মহাশয়॥
স্নান করিবারে জন্ত মজিলেক জলে।
জলপান করি উঠে জহ্নু নদীকুলে॥
জন্ত বাসবে যুদ্ধ হয় রাত্রি দিনে।
মহিষী মহিষ নামে প্রসবিলা বনে॥
পরিজন দিয়া জন্ত পুত্র নিল ঘরে।
অবিরত যুঝে অন্ন নাহিক জঠরে॥
নৃমুণ্ডমালিনী দেবী হরসহচরী।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে সেবিয়া ঈশ্বরী॥০॥

মহিষাসুরের জন্মগ্রহণে দৈত্যগণের আহ্লাদ

॥ পঠমঞ্জরী ॥

ক্ষেণে ক্ষেণে চমকিত অদিতিনন্দন যত
মহিষাসুর অবতীর্ণে।

সকল জলদধর শিরে শশিমণ্ডল
মকর কুণ্ডল দুই কর্ণে ॥
মুরজ পট্টহ বেণী সুরণিত শঙ্খধ্বনি
কার কথা কেহ নাহি শুনে।
[১৯] অনেক দৈত্যের মালা কুঙ্কুম চন্দন খেলা
কর্পূর তাম্বূল সুবদনে ॥
জয় জয় কোলাহল হরষিত দৈত্য বল
সুর নর ভুবি রসাতলে।
পূর্ব্বে ধূপ দীপ ছিল অনল উজ্জ্বল হইল
প্রতিপক্ষ হৃদয়ে বিশালে ॥
কম্পিত বসুমতী দিনেশ বিষম গতি
প্রতিকূল বহে সমীরণ।
মেঘ ডাকে উৎপাত ঘন হয় বজ্রাঘাত
অসমীহ জলে হুতাশন ॥
অমর নগর প্রভু বা'ঢ়িল বিষম রিপু
দেবগণে করে অনুমান।
অলক্ষিত রূপ বল বিপরীত কলেবর
দুর্জ্জয় দনুজপ্রধান ॥
ভৃগু মুনির সুত অসুরের পুরোহিত
সরস মঙ্গল বেদগানে ॥
করিলেক আশীর্ব্বাদ তুমি ত্রিভুবন নাথ
কামরূপ মন্ত্র দিল কানে ॥
চামর চিক্ষুর বীর প্রভৃতি যতেক সুর
গতায়াতে মহিষচরণে।
ত্রিপুরাচরণবর সরোরুহ মধুকর
কবিচন্দ্র শ্রীমুকুন্দ ভনে ॥০॥

মহিষাসুরের তপস্যা

॥ সিন্ধুড়া ॥

মহিষ জন্তের পুত্র করে অনুমান।
ত্রিভুবনে নাহি ধর্ম্ম কর্ম্মের সমান ॥
দেবতা দানব যক্ষ রাক্ষস মানুষ।
পিশাচ কিন্নর নর জয়া মধ্যামুজ ॥
পুণ্যের প্রতাপে ইন্দ্র ত্রিদশের নাথ।
ধর্ম্মহীন জন করে সতত বিষাদ ॥
অবশ্য জনমে মৃত্যু মরণে জনম।
সুকৃতি দুষ্কৃতি সুখদুঃখের কারণ।
পূর্ব্বকর্ম্ম ভুঞ্জে মূঢ় বিস্মরে আপনা ॥
জলে পদ্ম বিকশে বিনাশে হিমকণা ॥
ধর্ম্মের কারণে বীর সুরনদীতটে।
প্রবেশিলা নিরাহারে তপস্বী নিকটে ॥
আঁখি মুখ নাসা শ্রুতি নিবারণ করি।
ব্রহ্মজ্ঞান মুখে রহে ব্রহ্মে দিয়া তালি ॥
দ্বাদশ বৎসর পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতনে।
মন দিয়া রহে ক্ষুধা তৃষা নাহি জানে ॥
মহিষতপের বলে টলটল ক্ষিতি।
জানিঞা সাক্ষাত হইল অনাদি যুগপতি ॥
চারি বেদ পঢ়ে ব্রহ্মা প্রণবে নাহি টুটে।
সমাধি ভাঙ্গিল বীর চাহে কোপদিঠে ॥
বর মাগ মহাসুর খণ্ডাইব দুঃখ।
[২০ক] ভঙ্গি করিয়া নাচে হংসে চারিমুখ ॥
প্রণতি করিয়া বীর বলে সবিনয়।
ত্রিভুবনের নরপতি করিবে অক্ষয় ॥
ত্রিপুরাপদারবিন্দে মধুলুব্ধমতি।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে মধুর ভারতী ॥০॥

ব্রহ্মা কর্ত্তৃক মহিষাসুরকে বরপ্রদান

॥ পয়ার ॥

মহিষ বচনে বলে বিধি বেদানন।
আমি যুগপতি জন্মমরণকারণ ॥
কোন কালে নহে মিথ্যা আমার বচন।
জন্মিলে মরণ শুন জন্তের নন্দন ॥
ব্রহ্মার বচন শুনি নিশ্চয় নিষ্ঠুর।
চরণকমলযুগে ধরে মহাসুর ॥
ভক্তিভাবে ব্রহ্মার মানসে উঠে দয়া।
জানিঞা দৈত্যের মুখে বৈসে মহামায়া

মিথ্যা আমি সেবিল তোমার পাদপদ্ম।
বর দিতে আমারে পাতিলে নানা ছন্দ॥
পুরাণপুরুষ ব্রহ্ম জানিল ধেয়ানে।
বিষ্ণুমায়া দয়াবতী দৈত্যের বদনে॥
খল খল হাসে ব্রহ্মা দেবের প্রধান।
পুনর্ব্বার মাগে বর করি পূর্ণকাম॥
ক্ষেম অপরাধ গোসাঞি যে কথিল রোষে।
সর্ব্বদা সেবকে পরিপূর্ণ গুণদোষে॥
স্বর্গ মর্ত্ত রসাতলে যাহার জনম।
তার হাথে কভু মোর নহিব মরণ॥
সত্য সত্য বলে ব্রহ্মা হংসের ঠাকুর।
মরাল মঙ্গল ধ্বনি চরণে নূপুর॥
আজি তোরে দিল আমি চারি মুখে বর।
সানন্দে নিবস গিয়া ত্রিভুবনেশ্বর॥
বর দিয়া বিধি অন্তর্দ্ধান সেইখানে।
জম্ভের মরণ শুন কবিচন্দ্র ভনে॥০॥

ইন্দ্র-জম্ভ যুদ্ধ

॥ ঝাঁপা ॥

মুঠকী চাপড় চড় অস্ত্র নাহি হাথে।
এক ঘায়ে মূর্চ্ছিত করয়ে সুরনাথে॥
উদরে নাহিক অন্ন না ভাবে অসুখ।
পরশিল নহে যেন তপে হুতভুক॥
ইন্দ্রের সহিত যুঝে মহাসুর জম্ভ।
সমরপণ্ডিত সুর নাহি [২০] ছাড়ে দম্ভ॥
ঘোরতর করে যুদ্ধ অসুর দারুণ।
রথাঙ্গ ফিরায় যেন ক্রোধিত অরুণ॥
দেখিয়া দেবতাগণ করয়ে করুণ।
বিপরীত ধবল পাষাণে বিন্ধে ঘুণ॥
রথহীন অসুর বাসব গজকন্ধে।
গুলানি উঠানি রণ নানা পরিবন্ধে॥
নৃমুণ্ডমালিনী দেবী হরসহচরী।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে সেবিয়া ঈশ্বরী॥০॥

জম্ভ-নিধন

॥ ছন্দ ॥

অনেক দিবস অন্ন নাহি খায় জল।
হাথাহাথি দুই জনে যুঝে বলাবল॥
হাথ ছাড়াইয়া বজ্র পেলে হরি হয়।
জম্ভ বধিল রণে দিল জয় জয়॥
জম্ভ বধিয়া ইন্দ্র গেল নিজ ঘর।
নারদে আসিয়া কহে হরিষ অন্তর॥
জম্ভ বধিল আমি আর নাহি ভয়।
আশীর্ব্বাদ করহ নারদ মহাশয়॥
বাসবের কথা শুনি হাসে মহামুনি।
কোন কালে নহে মিথ্যা মহেশের বাণী॥
জন্মিয়া জম্ভের পুত্র গিয়াছে তপোবনে।
মহিষ হইব ইন্দ্র শুন মঘবানে॥
নারদের বচনে বাসব কাঁপে ডরে।
সুরপুরি রাখিতে উপায় বল মোরে॥
করিব মহিষ বধ বিশাললোচনী।
কবিচন্দ্র মুকুন্দ রচিল শুদ্ধ বাণী॥০॥

মহিষাসুরকে রাজপদে বরণ

॥ বারাচে ॥

না জানি মহিষাসুর আছে কোন কাজে।
দ্বাদশ বৎসর করিয়া নিরাহার
তপ করে তপস্বীর মাঝে॥
সন্তোষ জননী যতেক ভগিনী
বনিতা সনে সরসতা।
বিকশিত পুরীজন সহোদর বন্ধুগণ
অন্ন দিল নাহি আর কথা॥
সন্তোষ মানসে রজনী দিবসে
দেবতা অসুরে নাহি ভেদ।
মহিষাসুর সনে দরশ কত দিনে
খণ্ডিব মনের খেদ॥
বিজিতা[২১ক]খণ্ডল কিরীটী কুণ্ডল
দণ্ড কমণ্ডলু ধারী।

ত্রেতাসুর সর্জ্জন জয় বীর গর্জ্জন
সঙ্গে উপনীত নিজপুরি ॥
মহিষ বিপুল বল গুরু করে মঙ্গল
হরষিত হইল যত প্রজা।
শ্রীযুত মুকুন্দ ভনে ত্রিপুরাচরণে
অসুরে মেলিয়া কৈল রাজা ॥০॥

অসুরগণের উৎসব

॥ সিন্ধুড়া ॥

আনন্দে বিভোল লোক নাচে উর্দ্ধভুজে।
নগরনাগরী আইল ধাওয়াধাই
বসন না দেই কুচে ॥
কৃতজয় নির্ম্মল পৌরপুরিজন
নিছিয়া কেহ পেলে পান।
প্রণবপূর্ব্বক বেদ পড়য়ে মঙ্গল
মুনিজন করয়ে কল্যাণ ॥
ধান্য পুরি জল পূর্ণিত কলসে
বদনে নব চুতডাল।
তৎকণ্ঠে লম্বিত গন্ধামোদিত
সুরতরুপুষ্পের মাল ॥
প্রতি জন নাছে অখণ্ড রোপিত
কদলি ক্ষিতিরুহতলে।
দূর্ব্বাক্ষত যব কাঞ্চন পাত্রে
ঘৃতের মশাল জ্বলে ॥
অসুর মহোৎসব শুনিঞা দেবতা
ত্রাসে নিষ্প্রতিভা।
শ্রীযুত মুকুন্দ ভনে ত্রিপুরাচরণে
না জানি রজনী দিবা ॥০॥

অসুরগণের আনন্দ

॥ গুজরী রাগ ॥

জয়শঙ্খ বাজে ভেরী মৃদঙ্গ মাদল।
যুবতী সহিত লোক আনন্দে বিভোল ॥
বিজয় মঙ্গল গজ তুরঙ্গম লেখা।
রথ পদাতিক জয় ধবল পতাকা ॥
দামা দড়মসা কাড়া দগড় কাঁসর।
ঢাক ঢোল বাজে জয় জয় কোলাহল ॥
হরষিত হইল ইষ্টকুটুম্ব সকল।
রবির কিরণে যেন বিকশে কমল ॥
প্রতিপক্ষ টুটে যেন দিবসে দিবসে।
শিরীষ কুসুম যেন হুতাশন পাশে ॥
দান পুণ্য করে রাজা না করে বিচার।
অদিতিনন্দনগণে লাগে চমৎকার ॥
আনন্দে নিবসে লোক আপন ভবনে।
[২১] শ্রীযুত মুকুন্দ ভনে ত্রিপুরাচরণে ॥০॥

দেবতা-দানবে যুদ্ধ ও চণ্ডীর আবির্ভাব

॥ পয়ার ॥

অদিতি দিতির পুত্র দুহেঁ দণ্ডধারী।
কার কেহ নহে বশ বৈসে সুরপুরি ॥
আলাআলি গালাগালি করে সুরাসুর।
রড়ারড়ি দুই জনে নহে অতি দূর ॥
হস্তী ঘোড়া রথ পদাতিক দুই দলে।
ঠেলাঠেলি করে দুহেঁ আপনার বলে ॥
নানা বাদ্য বাজে উল্লসিত হইল ঠাট।
কোপে কাট কাট বলে সুরাসুররাট ॥
অতি কোপে কাণ্ডাকাণ্ডি সমর প্রচণ্ড।
হানাহানি করি কেহ হয় খণ্ড খণ্ড ॥
দোয়াড় বিন্ধিল কারে সান্দিতলে যায়।
ডাঙসের ঘায়ে কেহ ধরণী লোটায় ॥
মাহুত পেলাইয়া হস্তী লোটাইল ক্ষিতি।
রথে মহারথী যুঝে পড়িল সারথি ॥
দাবাসিনি পড়ে ঘন বজ্র সমান।
ঘোড়ার রাউত কেহ হয় দুইখান ॥
পড়িল দেবতাসুর বহে রক্তনদী।
ভাসে গণ্ডি মুণ্ডি পত্তি রথ ঘোড়া হাথী ॥

জয় জয় কোলাহল নাহি অবসাদ।
দেবতা দানবগণে হইল বিবাদ॥
ঘন শিঙ্গা দগড়ে তেঘাই ভেরিচয়।
ক্ষেণে ক্ষেণে রণভূমি জয় পরাজয়॥
দেবতা দানবে যুদ্ধ হয় নিরন্তর।
সম রণ দেখে লোক শতেক বৎসর॥
শূল শক্তি শেল কেহ মারে চক্র বাণ।
ঐরাবতারূঢ় বজ্র পেলে মরুত্বান॥
কোপে মহাসুর হয় মহিষশরীর।
বিশাল কাঁপয়ে দেবগণ নহে স্থির॥
যুঝে ইন্দ্র মহিষ দেবতা দৈত্যপ্রভু।
দেবসৈন্য জিনিলেক দেবতার রিপু॥
জিনিল দেবতাগণ দিতির তনয়।
মহিষ হইল ইন্দ্র দেবতানিলয়॥
[২২ক]দিতিসুতপরাজিত দেবতা সকল।
পালাইয়া যায় সভে না পরে অম্বর॥
অবল দেবতা দৈত্য মহাবলধর।
গৃহস্থ দেখিয়া যেন চোরে লাগে ডর॥
জয় বৃষধ্বজ প্রভু দেব নারায়ণ।
দেবতার প্রাণ পরিত্রাণ কারণ॥
তাঁর সন্নিধানে গিয়া রাখ নিজ প্রাণ।
মন্ত্রণা করিল বিধি মঙ্গলনিদান॥
শুনিঞা মন্ত্রণা হরষিত দেবগণ।
কাকুবাদ করি ধরে ব্রহ্মার চরণ॥
অনন্তাদি মধ্য চতুর্ম্মুখ যুগপতি।
অশেষ মন্ত্রণা প্রভু দেবতার গতি॥
যতনে সৃজিলে দেব দেবতানগর।
আপুনি করিলে দেবরাজ পুরন্দর।
দানবে লইল রাজ্য স্বর্গভূমিতল।
দেবতা সকলে কিছু নাহি বুদ্ধিবল॥
তুমি দেবপিতামহ পুরাণপুরুষ।
সৃজন পালন নাশ হেতু নিষ্কলুষ॥
তুমি যদি চল যথা হর নারায়ণ।
সভে গিয়া করি নিজ দুঃখ নিবেদন॥

দেবতার বচনে হৃদয়ে লাগে ব্যথা।
ভাল ভাল করি উঠে তিনলোকপিতা॥
আগে ব্রহ্মা পাছে যত দেবতাতনয়।
যাত্রা করিল সভে দিয়া জয় জয়॥
মনের অধিক গতি দেবতা সকল।
উপনীত হইল যথা দেব দামোদর॥
একে একে মহাশয় অদিতিনন্দন।
প্রণাম করিয়া করে দুঃখ নিবেদন॥
জলদসুন্দর দেহ গরুড়বাহন।
জলধিশয়ন প্রভু জলজনয়ন॥
বসুমতী ধবল কমঠ রূপধর।
ধবল ভুজগপতি তাহার উপর॥
পৃথিবীমণ্ডল মাঝে সৃজিলে মানুষ।
অষ্টলোকপাল দেব একেলা পুরুষ॥
সৃজিলে দেবতালয় হেম হিমগিরি।
দেবতার নাথ ইন্দ্র করিলে শ্রীহরি॥
দোষগুণবিরহিত [২২] সদয় হৃদয়।
জিনিল বিবুধরিপু কমলানিলয়॥
স্থূলশূন্য পুরুষ নিরূপ দামোদর।
স্থাবর জঙ্গম নদ নদীর ঈশ্বর॥
পালন প্রলয় ভব তনু সনাতন।
জনম যৌবন জরা মরণ কারণ॥
চারি ভুজে গদা পদ্ম শঙ্খ সুদর্শন।
অবল সকল দেব বিপক্ষ গর্জ্জন॥
নরামৃত শশিশিরোমণি ত্রিলোচন।
ত্রিশূল ডমরু করে বলদ বাহন॥
ভুবনবিখ্যাত প্রভু হাড়মালা গলে।
ভস্মপূর্ণ শরীর বাসুকি বক্ষঃস্থলে॥
অনেক যতনে প্রভু মথিলে সাগর।
সিতাসিত শরীর অভেদ হরিহর॥
তুমি দেব সৃজিলে ভুবন চারিদশ।
অসুরে লইল রাজ্য হইল অপযশ॥
ত্রিদিবে মহিষাসুর হইল শচীনাথ।
চন্দ্র সূর্য্য শমন বরুণ বহ্নি বাত॥

আর যত দেবতার করে অধিকার।
সহিতে না পারি কেহ যুদ্ধ তাহার ॥
তেজিয়া ত্রিদিব দেব মহিষের ডরে।
মনুষ্য সমান ভ্রমি বসুমতীতলে ॥
অনাথের নাথ তুমি অবলের বল।
অসুরে জিনিল দেব জীবন বিফল ॥
তোমার চরণে হইল প্রণত দেবতা।
অসুরের বধ চিন্ত না করিহ দ্বিধা ॥
শুনিঞা দেবের সরস করুণ বাণী।
ক্রোধে পূর্ণ দেহ দেব শূলচক্রপাণি ॥
উন্মত্ত বেশ হইল হর দামোদর।
ভ্রূকুটিকুটিল মুখে স্ফুরে কোপানল ॥
কুমুদবান্ধব সূর্য্য বসু বিলোচন।
মনুষ্যবাহন বসুমতী হুতাশন ॥
বরুণ পবন যম বিধি পুরন্দর।
সভাকার বদনে নির্গত কোপানল ॥
দেবতাগণের তেজ ক্ষীরোদের কূলে।
অন্তরে অন্তরে ক্রমে ধক ধক জ্বলে ॥
নিদাঘে সকল দেব নামে সিন্ধুজলে।
একত্র হইল তেজ পবনের ঠেলে ॥
[২৩ক] সুমেরু পর্ব্বত যেন দেবকোপানল।
উজ্জ্বল করিল স্বর্গ মর্ত্ত রসাতল ॥
শক্তিরূপিণী জয়া অনন্ত রূপিণী।
দেবকোপানলে দেবী বিশাললোচনী ॥
অযোনিসম্ভবা দেবী শূন্যে অবতরে।
মহিষমর্দ্দিনী জয়া নিজ রূপ ধরে ॥
প্রথমে জন্মিল মুখ মহেশের বরে।
শরীর রহিত শশী ষোল কলা ধরে ॥
শমনের তেজে তাঁর হৈল কেশপাশ।
কাদম্বিনী জিনি যেন করিল প্রকাশ ॥
ভুজগণ হৈল তাঁর মাধবের বরে।
প্রবল তরঙ্গ যেন জলনিধি জলে ॥
চন্দ্রিমার তেজে দুই কুচ অবিরল।
সুগঠিত দশবান কনক শ্রীফল ॥
বাসবের তেজে তাঁর হইল মধ্যখান।
চন্দ্রশিরোমণি হর ডমরু বাজান ॥
বরুণের তেজে সুবলিত জঙ্ঘা উরু।
ক্ষিতিতেজে তাঁহার নিতম্ব হইল গুরু ॥
পিতামহ তেজে তাঁর হইল দুই পদ।
অলিহীন বিকশিত নব কোকনদ ॥
অরুণের তেজে চরণের দশাঙ্গুলি।
অতি সুশোভিত যেন চাঁপার পাখড়ি ॥
বায়ুতেজে করাঙ্গুলি হইল সমতুল।
কুবেরের তেজে হইল নাসা তিলফুল ॥
প্রজাপতিতেজে হইল দশন তাঁহার।
সিন্দুরে নির্ম্মিত যেন মুকুতার হার ॥
অনলের তেজে তাঁর হইল ত্রিনয়ন।
কনক দর্পণে যেন বসিল খঞ্জন ॥
উভয় সন্ধ্যার তেজে ভ্রূযুগ সুন্দর।
মধুপান করে যেন চপল ভ্রমর ॥
পবনের তেজে হইল শ্রবণ সুছাঁদ।
বিহগকণ্টক যেন আক্ষটির ফাঁদ ॥
দেখিল দেবতাশক্তিধৃতকলেবরা।
ত্রিগুণজননী দেবী ত্রিমূর্ত্তি ত্রিপুরা ॥
জয় জয় শব্দ করে গগনবাসিনী।
দেবতেজোময়ী দেবী ত্রৈলোক্যমোহিনী ॥
দেখিয়া হরিষ হইল যত দেব[২৩]গণ।
দুর্জ্জয় মহিষাসুর ভয়াকুল মন ॥
অনুমান করে যুক্তি রণের কারণ।
দেবতা মেলিয়া দেই অস্ত্র আভরণ ॥
ত্রিপুরাপদারবিন্দে মধুলুব্ধমতি।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে মধুর ভারতী ॥০॥

॥ চতুর্থ পালা সমাপ্ত ॥

চণ্ডীর শক্তিধারণ

॥ পাহিড়া রাগ ॥

নিজশূল ভবশূল স্মরহর দামোদর
চক্রে স্থজিয়া চক্রবাণ।
বরুণ বাজন শঙ্খ শক্তি দিল হুতাশন
ধনু তূণ শর পরমাণ॥
ঐরাবত গজঘণ্টা কনকনির্ম্মিত কণ্ঠা
কুলিশজ বজ্র সুরেশ।
কালদণ্ড দিল যম স্থজিয়া আপন সম
নাগপাশ জলধি বিশেষ॥
দেখি সুরতরুতলে ত্রিপুরা ক্ষীরোদকূলে
বিবসনা শক্তিরূপিণী।
ভূষে অস্ত্র অভরণে মেলিয়া দেবতাগণে
হরষিত দৈত্যদলনী॥
দেবীর লোমকূপ মাঝে প্রবল আপন তেজে
ধরিলেক সহস্রকিরণ।
কমণ্ডলু অক্ষমালা প্রজাপতি থাণ্ডাফলা
অনন্তফণা দিল সুশোভন॥
ক্ষীরোদ আপন সার স্থজিয়া রত্নের হার
অরুণ যুগল বস্ত্রখানি।
কেয়ুর নূপুর শঙ্খ অর্দ্ধচন্দ্র নিষ্কলঙ্ক
বলয়া কুণ্ডল চূড়ামণি॥
অঙ্গুরি পাশুলী টাড়ি বিশ্বকর্ম্মা দিল রঙ্গি
নানারূপ অস্ত্র সকল।
জলধি পঙ্কজমাল শিরে দিল অবিশাল
শিরে দিল আপার কমল॥
সিংহ দিল হিমবান তথি চণ্ডী অধিষ্ঠান
নানা রত্নে ভূষে ভববধূ।
কুবের ধনের পতি যার সখা বৃষপতি
কনকরচিত পাত্র মধু॥
অনন্ত নাগের পতি পিঠে যার বসুমতী
নাগহার দিল গুনি সঙ্গে।
আর যত দেবগণ দিলেক বিবিধ বাণ
রত্নে ভূষিত অতি রঙ্গে॥
বিধি পড়ে স্তুতি বেদ খণ্ডিতে দেবের খেদ
ভগবতী হাসে খল খল।
চণ্ডীপদসরসিজে শ্রীযুত মুকুন্দ দ্বিজে
[২৪ক] বিরচিল সরস মঙ্গল ॥০॥

দেবতাগণের চণ্ডীস্তুতি

॥ মালসী ॥

চণ্ডীর অট্ট অট্ট হাস্য পূরিল অন্তরীক্ষ।
প্রতি শব্দে চমকে ত্রৈলোক্য দশ দিগ॥
উথলিল সিন্ধু টলটল বসুমতী।
সকল পর্ব্বত নড়ে কাঁপে ফণিপতি॥
সিংহবাহিনী দেবী তুমি ভগবতী।
কহে দেবগণ জয় জয় পার্ব্বতী॥
ছুটিল সূর্য্যের ঘোড়া শূন্য হইল রথ।
শচীপতি এড়িয়া পালাইল ঐরাবত॥
বৃষভ ছুটিল পেলাইয়া শশিচূড়।
পেলিয়া কমলাপতি উড়িল গরুড়॥
ব্রহ্মার বাহন হংস চক্রাবর্ত্তে ফিরে।
ত্রাসে না দেখে নীর সমুদ্রের তীরে॥
সিদ্ধার ধেয়ান ভাঙ্গে কর্ণে লাগে তালি।
সম্বরিতে নারে হাস্য রঙ্গিণী বাশুলী॥
স্তুতি করে দেবগণ মুখে যার বেদ।
স্মিত পরিহরি দেবী দেবতার খেদ॥
ক্ষুব্ধ সকল লোক দেখে দৈত্যপতি।
ভনই মুকুন্দ আঃ কিমিতি কিমিতি ॥০॥

মহিষাসুরের রণসজ্জা

॥ ঝাঁপা ॥

বীর সাজিল রে মহিষাসুর পতি
দেবতার শুনিঞা নিশান।
ক্রোধে দন্তে ওষ্ঠ চাপে গগনে মুকুট লাগে
কলেবরে ছুটে কাল ঘাম॥
কামান কৃপাণ ফরি তব করে নথ ছুরি
করতলে ডাণ্ডস দোয়াড়।

লোহার মুদ্গর টাঙ্গি শেল শক্তি শূল সাজি
হলল্গা কাছিল জয় দড় ॥
চিনিলা বিষম সুর নেজাপণ্ডি বট সর
মথিয়া চেয়াড় চক্র বাণ।
গদাঙ্ক কি আঠে পাশ জয়ঘণ্টা রিপুনাশ
দাবাসিনী বজ্র সমান ॥
নানা অস্ত্র বহে রথি ঘোটকের পবন গতি
রজত কাঞ্চনে শোভে রথ।
থর থর মার মার ঘোরতর অন্ধকার
সারথি সমরে বিশারদ ॥
শিঙ্গা দড় মসা কাড়া ঢাক ঢোল বাজে পড়া
ঘন ভেরি বরঙ্গ তে[২৪]ঘাই।
মহিষ পয়ানকালে স্বর্গ মর্ত্ত রসাতলে
সুরেরে লাগিল ধাওয়াধাই ॥
হানিঞা লোহার গণ্ডা পেলাইয়া লোফে খাণ্ডা
লাফ দিয়া মারে মালসাট।
দুর্দ্ধর দুর্ম্মুখ ধায় বিবরঙ্গক যায়
সমরে যুজিতে মহাকাট ॥
কোটী কোটী ঘোড়া হাথী টল টল করে ক্ষিতি
অসুরে বেঢ়িল চারি দিগ।
আছিল অমরপুরে সুখে নিজ ঘরে ডরে
দেবতা পলায় অন্তরীক্ষে ॥
আকাশে পাতালে তনু হেন বীর মহাহনু
বিষম উন্মত অসিলোমা।
দেবতার করে চুর সমর পণ্ডিত সুর
দিতির নন্দন যারে ক্ষেমা ॥
নৃপ চাহে কোপদিঠে উঠিয়া ঘোড়ার পিঠে
স্ফটিক ধবল পক্ষরাজে।
অঙ্গে দিয়া আজরেখি রবি শশী করে সাক্ষী
চামর চিক্ষুর বীর গাজে ॥
উগ্রাস্ত উগ্রবীর্য্য করাল দৈত্যের পূজ্য
উদগ্রজ ধায় অবিচারে।
কোটী নিযুত রথ হস্তী ঘোড়া অগণিত
ব্রহ্মা পলায় যার ডরে ॥
প্রাতে উদিত রবি নয়ন কমল ছবি
তাম্র বাস্কল মহাবল।
বিড়াল বিষম বীর হরি হর নহে স্থির
যারে ডরায় শচীর ঈশ্বর ॥
ডরে মুনি ছাড়ে ধর্ম্ম ত্রাসিত হইল কূর্ম্ম
দেখিয়া যুদ্ধের পরিপাটী।
উদয়াস্ত গিরিমূলে চতুরঙ্গ দলে চলে
অসুর নিযুত কোটী কোটী ॥
কুবের বরুণ হিম- কিরণ তরুণ যম
মরু দগ্ধি কাঁপে থর থর।
চণ্ডীপদসরসিজে শ্রীযুত মুকুন্দ দ্বিজে
বিরচিল সরস মঙ্গল ॥০॥

চণ্ডীর রণসজ্জা

॥ মালসী ॥

সাজিল মহিষ চণ্ডী ভাবে মনে মন।
কেমতে রাখিব আজি অদিতিনন্দন ॥
সহস্রেক ভুজে পূর্ব্ব আগলে পশ্চিম।
ধনুকে টঙ্কার দেই কুলিশ প্রবীণ ॥
চরণকমলভরে অলভ্র ধরণী।
[২৫ক] মাথার মুকুট আৎসাদিল মুনি ॥
বেদমুখ হৃষীকেশ ত্রিলোচন যম।
হংস গরুড় বৃষ মহিষবাহন ॥
ধরিয়া আপন অস্ত্র যুঝিবার আশে।
রজনী দিবস ঝড় বহিল আকাশে ॥
বসু সন্ধ্যা বসুমতী হৃদয় চঞ্চল।
ফণিপতি আনিল একত্র বলাবল ॥
কুবেরাগ্নি বরুণ পবন শচীনাথ।
রহিল সকল দেব দেবীর পশ্চাত ॥
চতুরঙ্গ দলে দৈত্য উন্মত কৃপাণ।
পাশাপাশি ঘোড়া হাথী করিয়া সন্ধান ॥
সেনাপতি চলে আগে চিক্ষুর চামর।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরাকিঙ্কর ॥০॥

চণ্ডী-মহিষ যুদ্ধারম্ভ

॥ ঝাঁপা ॥

ঝক ঝক খড়্গা ঝিকৈছে ॥
বীর মাদল দগড় বাজে।
কোপে মহিষাসুর সাজে।
ত্রাসে কম্পহুঁ সর্পরাজে ॥
ঘোটখুর পুটজাত ধূলি।
ছন্ন দিনকর কিরণমালি।
রত্ননির্ম্মিত হারশালী ॥
মত্ত কুঞ্জর বিষম গাজে।
নেজ্যা খরতর ডাঙশ কাছে।
চমক পড়িল অসুর মাঝে ॥
সর্ব্ব দানব চৌদিগে ধায়।
চণ্ডী কাঁপিল কমল পায়।
শ্রীযুত মুকুন্দ বামন গায় ॥০॥

চণ্ডী-মহিষ যুদ্ধ

॥ ছন্দ ॥

হাথী ঘোড়া কোটী কোটী অগণিত রথ।
নানা বাদ্য বাজে বিরোধিল কর্ণপথ ॥
দগড় কাঁসর ভেরি মৃদঙ্গ মাদল।
দণ্ডি মোহরি ডম্ফ বাজে অবিরল ॥
দামা দড়মসা কাড়া বাজে ঠাঞি ঠাঞি।
ঘন ঘন পড়ে শিঙ্গা বিরল তেঘাই ॥
জয় বীরঢাক কাড়া বাজে অবিশাল।
বিজয় দুন্দুভি বাজে ফুকরে কাহাল ॥
বীরঘণ্টা ভেরি বাজে বরঙ্গো বিশাল।
তোলপাড় করে স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল ॥
কোটী কোটী সহস্র কুঞ্জর অশ্ব রথ।
মহিষ দৈত্যের নাথ তথি মহাসত্ত ॥
আগে পাছে ধায় দৈত্য যথা মহাশঙ্ক।
[২৫] দেখিয়া অসুরগণ দেবগণ স্তব্ধ ॥
ক্ষীরোদ সিন্ধুর কূলে দেখে দৈত্যপতি।
তেজে ত্রিভুবন ব্যাপে একেলা যুবতী ॥
আনম্র ধরণী করে পদসরসিজে।
আগলিল দুই দিগ দশ শত ভুজে ॥
মাথার মুকুট লাগে গগনমণ্ডলে।
ধনুকটঙ্কারে সর্প কাঁপে রসাতলে ॥
শুন লো সুমুখী কন্যা পড়িলি বিপাকে।
হান হান কাট কাট দৈত্যগণ ডাকে ॥
মথিয়া তবকসিনি দাবা সিংহনাদ।
প্রলয় সময় যেন হয় বজ্রাঘাত ॥
তোমর পেলাইয়া কেহ মারে ভিন্দিপাল।
কেহ শক্তি মারে কেহ তবক বিশাল ॥
ত্রিপুরা সহিত যুঝে লইয়া শেল সাজি।
কেহ হানে কৃপাণে পেলিয়া মারে টাঙ্গি ॥
কেহ খোঁচ বিন্ধে কেহ লোহার চেয়াড়।
কেহ নেজ্যা মারে কেহ বিষম দোয়াড় ॥
সহজে ত্রিপুরাদেবী বলবুদ্ধিমতী।
টানিল দৈত্যের বাণ দেবতার প্রতি ॥
অস্ত্রশস্ত্র ক্ষেপে দেবী কোপে কাঁপে তনু।
পড়িল অনেক দৈত্য হত রথ ধনু ॥
দেবীর খড়্গপ্রহারে রুষিল দৈত্যগণ।
চণ্ডীরে হানিতে যায় করিয়া বিক্রম ॥
নানা অস্ত্র বরিষণ করে দৈত্যগণ।
সেই ভগবতী দেবী হাসে মনে মন ॥
অস্ত্র বরিষণে দেখে আপন বিভব।
নিরস্ত্র করিল চণ্ডী যতেক দানব ॥
সমরে রুষিলা স্মরহরসহচরী।
স্তুতি করে দেব ঋষি দেখিয়া ঈশ্বরী ॥
নিজ শস্ত্র ক্ষেপে ভগবতী নাহি সহে।
ফুটিল অনেক বাণ অসুরের দেহে ॥
কেশরী কাঁপায় সটা কোপে বাড়ে বল।
কাননের মাঝে যেন জ্বলিল অনল ॥
লাফ দিয়া পড়ে দৈত্য সহিত ভিতর ॥
কার মুণ্ড ছিণ্ডে কার বিদরে জঠর।
[২৬ক] যুঝে ভগবতী ক্রোধে ছাড়িয়া নিশ্বাস
শতেক সহস্র দেবীগণের প্রকাশ ॥

রণে নামে দেবীগণ দেখে দৈত্যপতি।
ভিন্দিপাল টাঙ্গি শক্তি পট্টিস সংহতি॥
নানারূপে যুঝে লাগে অসুরের চমক।
মৃদঙ্গ বাজায় কেহ কেহ পুরে শঙ্খ॥
পটহ বাজায় কেহ কাড়ার লেখা।
সিংহনাদ পুরে কেহ চোলে দৈখা॥
দামা দড়মসা কাড়া দগড় কাঁসর।
রাউতে মাহুতে যুঝে রথী হইল জড়॥
গদাবাড়ি মারে কারো বুকে শক্তিশূল।
ত্রিপুরা হানিল খড়্গে শত শত সুর॥
দিতির নন্দনে দেবী বান্ধে নাগপাশে।
ঘণ্টার শবদে কেহ পড়িল তরাসে॥
কারো গাণ্ডে মুণ্ডে হানে কারো হানে কন্ধ।
ঝন ঝন রণভূমি বাড়িল আনন্দ॥
দেবীগণ কোপে কারো বুকে মারে শেল।
সহিতে না পারে দৈত্য দেবতার ঠেল॥
ঘোড়া ছাড়ে রাউত মাহুত ছাড়ে হাথী।
খান খান ঘোড়া হাথী সারথি বিরতি॥
কার বাম হাথে হানে কারো বাম পদ।
খান খান হইয়া পড়ে নাহি ছাড়ে সত্ব॥
বাহু বক্ষ চরণ নয়নে নিন্দ যায়।
অর্দ্ধখান দেহ কার ধরণী লোটায়॥
রণের ভিতর উঠে ধরি যমর্দ্ধ।
নানা যুদ্ধ করে কেহ বড়ই প্রমর্দ্ধ॥
কেহ করতালি দেই কার কন্ধ নাচে।
কার কন্ধ রড় দেই কার কন্ধ যুঝে॥
হাথে খড়্গ কবন্ধ চণ্ডীরে দেই গালি।
না পালা না পালা রহ রঙ্কিণী বাশুলী॥
নানা অস্ত্র হাথে করি উঠিল কবন্ধ।
চণ্ডীর সহিত যুঝে করিয়া প্রবন্ধ॥
পড়িল তুরগ সেনা রথ[২৩]দণ্ডাবল।
দেবতাদানবগম্য নহে রণস্থল॥
শোণিতের নদী বহে ভাসে গাণ্ডিমুণ্ডি।
দেখিয়া বাশুলী হাসে মঙ্গলচণ্ডী॥
কাষ্ঠনিচয় যেন জ্বলে হুতাশনে।
দেবীগণ বিনাশিল দিতির নন্দনে॥
দেবীর বাহন সিংহ করে মহারব।
জীবন তেজিয়া কত পড়িল দানব॥
স্তুতি করে দেবগণ দেবীর বিজয়।
অসংখ্য দানব পড়ে মহিষ নির্ভয়॥
পুষ্প বরিষণ করে দেবীর উপর।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরাকিঙ্কর॥

অসুরগণের সহিত চণ্ডীর যুদ্ধ

॥ পঠমঞ্জরী ॥

বিষম সমর সুর ধায় বীর চিক্ষুর
চামর ধাইল তার পাছে।
হান হান কাট কাট নিনাদে পাগল ঠাট
একেলা রহিয়া চণ্ডী যুঝে॥
নেজা খাণ্ডা করতল ব্যাপিল রণস্থল
অস্ত্রের কিরণ দশদিগ।
দেবতা পালায় ডরে বলে দৈত্য উচ্চ স্বরে
অবলার সাহস অধিক॥
আগল সকল দিগে শেল শক্তি মার বুকে
ঘুচে যেন যুবতীজনম।
বলে দেবী মধু ভাষা জীবনের তেজ আশা
অকারণে দৈত্যের বিক্রম॥
ষাটী সহস্র রথি উদগ্রজ সংহতি
অবিরত করে শরবৃষ্টি।
ধর ধর মার মার ঘোরতর অন্ধকার
অধিক প্রসরে নাহি দৃষ্টি॥
অসিলোমা দিতিসুত পঞ্চাশ নিযুত রথ
মহাহনু লৈয়া শত কোটী।
বাস্কল মহিষ পক্ষ কোটীধিক ষাটী লক্ষ
রথ হয় গজ পরিপাটী॥
বিড়াল দিতির সুত কোটী নিযুত রথ
গজ বাজি পদাতি বিস্তর।

আর যত মহাসুর তার সৈন্য প্রচুর
দেবতা মনুষ্যে অগোচর ॥
হস্তী ঘোড়া চরণালি গগনে উড়িল ধুলি
কম্বরে গগনমণ্ডল।
চণ্ডীপদসর[২৭ক]সিজে শ্রীযুত মুকুন্দ দ্বিজে
বিরচিল সরস মঙ্গল ॥০॥

চিক্ষুর বধ

॥ ধানশ্রী ॥

দেখিয়া চণ্ডীর বল পড়ে চতুরঙ্গ দল
হৃদয়ে বিশাল বাড়ে কোপ।
বলে দৈত্য চিক্ষুর নাশিব অমরপুর
দেবতা করিব আজি লোপ ॥
রণে নামে মহাসুর ঘন বাজে রণতুর
চণ্ডীর উপর মহারথ।
অশেষ বিশেষ শর বেগে সমীরণ জল
যেন মেরুশিখরে জলদ ॥
যাহার যতেক বাণ কৈল চণ্ডী খান খান
নিজ বাণে তাহার তুরঙ্গ।
কাটিল ধনুক ধ্বজ সারথি বিষম গজ
বাণে বিন্ধে অসুর বিশঙ্ক ॥
ছিন্নধন্বা মহাসত্ব হতাশ্ব অগণিত রথ
অবিসাথি অবিচারে ধায়।
খড়্গ চর্ম্ম ধরি হাথে লাফ দেই শূন্য পথে
ত্রিপুরা নিকটে দৈত্য যায় ॥
খরধার খড়্গাখানে সিংহের মস্তকে হানে
চণ্ডীর হানিল বাম ভুজে।
পাইয়া দেবীর হাথ খড়্গ হইল খান সাত
ত্রিশূল ধরিয়া বীর যুঝে ॥
শূল পেলি লোফে ভুজে পৃথিবী ব্যাপিল তেজে
শূন্যে যেন সহস্র কিরণ।
চণ্ডীর উদ্দেশে পেলে স্বর্গ মর্ত্ত রসাতলে
অতি কোপে অরুণলোচন ॥
দেখিয়া দৈত্যের বাণ চঞ্চল দেবীর প্রাণ
নিজ শূল ক্ষেপিল তরাসে।
সেই শূলে দৈত্যেশ্বর অস্ত গেল চিক্ষুর
মুকুন্দ রচিল চণ্ডী হাসে ॥০॥

চামর বধ

॥ শ্রী রাগ ॥

চিক্ষুর পড়িল রণে হরষিত হইল মনে
দেবতা সকলে দিল জয়।
আপনা আপুনি নিন্দে চামর গজের কন্ধে
দেবতা কণ্টক মহাশয় ॥
নানা অস্ত্র ধরি ভুজে উরিলা সমর মাঝে
চণ্ডীর উদ্দেশে শক্তি এড়ে।
[২৭]চণ্ডিকা হুঙ্কার ছাড়ে যাবদ পৃথিবীতলে
নিস্তেজ হইয়া শক্তি পড়ে ॥
ব্যর্থ হইল শক্তিখান কোপে বীর কম্পমান
শূল মারে ত্রিপুরার পায়।
বাড়বানলের তুল দেখি দেবী সেই শূল
নিজ বাণে কাটিয়া পেলায় ॥
ধনুকে টঙ্কার দেই বলে বীর মোর ঠাঞি
রণভূমি আজি যাবে কোথা।
করে বাণ বরিষণ বিমুখ দেবীগণ
দেখিয়া কাটিল তার মাথা ॥
কোপে দেবী খড়্গ লোফে সিংহ লাফে অতিকোপে
উঠিল গজের কুম্ভস্থলে।
টানাটানি ভুজে ভুজে চামর কেশরি যুঝে
দুজনে পড়িল মহীতলে ॥
মুটকী চাপড় চড়ে কারে কেহ নাহি ছাড়ে
স্রোত বহে শোণিত কিঙ্কিণী।
চামর উশ্বাস পায় হানিল সিংহের গায়
কোপে দেবী ঈশ্বরঘরণী ॥
দন্তে শুণ্ড নাহি টুটে গগনমণ্ডলে উঠে
চামর উপরে পড়ে লাফে।

শ্রীযুত মুকুন্দ ভনে হাথে কাতি মুণ্ড হানে
চামর পড়িল দৈত্য কাঁপে ॥০॥

মহিষাসুর-সৈন্যবধ

॥ ছন্দ ॥

মনে মনে হাসে চণ্ডী পড়িল চামর।
উদগ্রজ দিতিসুত কাঁপে থরথর ॥
রণে লাফে মহাসুর বলে মার মার।
আকর্ণ পুরিয়া দেই ধনুকটঙ্কার ॥
খর তিন বাণ জুড়ে ধনুকের গুণে।
স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল ব্যাপিল তিন বাণে ॥
ত্রাসে পলায় বিধি দেব হরিহর।
পবন বরুণ ধর্ম্মরাজ পুরন্দর ॥
বসু সন্ধ্যা বসুমতী পুণ্যজননাথ।
রবি শশী বলে আজি পড়িল প্রমাদ ॥
জনমিত্রা যুবতী করিল কোন কাজ।
সহিতে নারিল যুদ্ধ হইল বড় লাজ ॥
তেজিয়া বিক্রম সুরগণে তেজে অস্ত্র।
জীবনে কাতর কেহ না সম্বরে বস্ত্র ॥
পলায় দেবতা দেবীগণ নাহি রহে।
[২৮ক]একেলা ত্রিপুরা প্রাণপণে যুদ্ধ সহে ॥
উঝটে উপাড়ে শিলা পর্ব্বত বিশাল।
উপাড়িল গাছ গিরিসম যার ডাল ॥
কোপে দেবী ক্ষেপে বৃক্ষ পর্ব্বত সমগ্র।
ধনুক ভাজিয়া বীর পড়িল উদগ্র ॥
বিষম হস্তীর দন্ত মুটকীর ঘায়।
তাম্র অন্ধক বাণে ধরণী লোটায় ॥
উগ্রাস্য উগ্রবীর্য্য বীর মহাহনু।
ত্রিপুরা বিন্ধিল শূলে তিন জনার তনু ॥
অসি ভিন্দিপাল বীর পড়িল বিড়াল।
পড়িল পর্ব্বত যেন পবনে পাতাল ॥
যত সৈন্য পড়ে দেখে মহিষ দারুণ।
ভগবতী ত্রিপুরা ধনুকে দিলা গুণ ॥
খর শর যুগল ধনুকে দেই টান।
দৃঢ় বাম মুষ্টিক দক্ষিণ ভুজে বাণ ॥
ক্ষেপিল যুগল শর করিয়া সন্ধান।
দুর্দ্ধর দুর্ম্মুখ পড়ে তেজিয়া পরাণ ॥
পড়িল সকল সৈন্য দেখে দৈত্যনাথ।
আনন্দে পূরিল তনু না জানে বিপদ ॥
ধরিয়া মহিষতনু কোপে লাফে রণে।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরাচরণে ॥০॥

মহিষাসুরের যুদ্ধে গমন

॥ বাড়ারি অথ মল্লার ॥

বীর যুঝে রে পাতিয়া অবতার।
কহে দেবগণে আজি নাহিক নিস্তার ॥
ধরণীর ধূলি পেলে চরণকমলে।
গগনমণ্ডল ব্যাপিল আঁধিয়ারে ॥
শৃঙ্গ যুগল দেই পর্ব্বতের মূলে।
ঈষতে টানিয়া পেলে গগনমণ্ডলে ॥
চারি খুর আরোপে কূর্ম্মের লাগে পিঠে।
ক্রোধিত মহিষ অনল জ্বলে দিঠে ॥
ঈষত কাঁপায় শৃঙ্গ যেন মেরুদণ্ড।
বিভেদ পাইয়া মেঘ হইল খণ্ড খণ্ড ॥
খরসান কৃপাণ বিষাণ দুই খান।
হেট মাথা করি রহে যমের সমান ॥
শত শত পর্ব্বত উড়ে নাসিকার ঝড়ে।
লেজের বিক্ষেপে সপ্ত সমুদ্র উথলে ॥
টল টল করে ক্ষিতি রড় দিয়া বুলে।
বীরডাকে দেবতা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে ॥
মহিষবিক্রমে কো[২৮]পে কাঁপে ভগবতী।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে মধুর ভারতী ॥০॥

মহিষাসুরের যুদ্ধ

॥ বারাড়ি ॥

দৈত্যপ্রভু দেবরিপু মহিষ দুর্জ্জয়বপু
জয় অজয় রণমাঝে।

বাড়ে বীর অবিরত যেন বিন্ধ্যপর্ব্বত
দেখিয়া তরাস দেবরাজে ॥
বিষাণে জলধি বিন্ধে রবি শশী পথ রুন্ধে
ডরে কূর্ম্ম কাঁপে থর থর।
চণ্ডীর সমুখে চলে চরণকমলভরে
ঘন পড়ে উঠে ফণীশ্বর ॥
বিষম বিক্রম করে কোন জন বধে খুরে
শৃঙ্গে বিদারে কোন জনে।
লেজের বিক্ষেপে মারে বদনে প্রহারে কারে
কোন জন বধিল ভ্রমণে ॥
ছাড়য়ে বিষম ডাক কুমারের যেন চাক
ফিরে চক্ষু অরুণ কিরণ।
ধায় বীর অতি বেগে কেহ দেখে নাহি দেখে
মূর্চ্ছিত পড়য়ে দেবগণ ॥
মরুতাগ্নি ধর্ম্মরাজ রাজ রাজ দ্বিজরাজ
আর যত দেবতা কাতর।
পলায় দেবের জেঠ লাজে মাথা করে হেট
জিষ্ণু বিষ্ণু মৃগাঙ্কশেখর।
নাসিকাপবনঝড়ে কারে ক্ষিতিতলে পাড়ে
সিংহে বধিতে করে মন।
পূরে দেবী সিংহনাদ বাহন মৃগের নাথ
মহারবে পূরিল গগন ॥
অম্বিকা হুঙ্কার ছাড়ে অতি কোপে লাফ ছাঁড়ে
অসিতনয়ন শতদল।
চণ্ডীপদসরসিজে শ্রীযুত মুকুন্দ দ্বিজে
বিরচিল সরস মঙ্গল ॥০॥

মহিষাসুর বধ

॥ ছন্দ ॥

খরশৃঙ্গ মহিষ সত্বরে অবতরে।
নাগপাশে ত্রিপুরা বান্ধিল দৈত্যেশ্বরে ॥
রণে বন্দী মহাসুর পাইল বড় লাজ।
তেজিয়া মহিষতনু হৈল মৃগরাজ ॥
দেখিয়া কেশরী কোপে হানিল ভবানী।
তৎকাল পুরুষ চর্ম্ম খর খড়্গপাণি ॥
মহামায়াসুর ক্রোধে ভগবতী দেখে।
হানিল হুঙ্কার দিয়া চণ্ডী নাহি সহে ॥
উলটি হানিল চণ্ডী [২৯ক] না জানে বিষাদ।
ছিণ্ডিল পুরুষ গজ হইল অচিরাত।
দেবীর বাহন সিংহ কর দিয়া টানে।
রুষিল ত্রিপুরা মায়াগজের গর্জ্জনে ॥
খরসান কৃপাণ হানিলা ভগবতী।
গজশুণ্ড ছিণ্ডিল রুধিরে বহে ক্ষিতি ॥
করহীন করিকর নাহি করে ভয়।
পুন মহাসুর হয় মহিষ দুর্জ্জয় ॥
উঝটে উপাড়ে শিলা পর্ব্বত পাথর।
স্বর্গ মর্ত্ত পাতালে কাঁপিল চরাচর ॥
অসুরদলনী জয়া জগতের মাতা।
রুষিল ত্রিপুরাদেবী মধুপানে রতা ॥
আনন্দে মহিষ নাচে রণমত্তমনা।
খল খল হাসে চণ্ডী অরুণলোচনা ॥
রুষিল মহিষ রণে বাজে জয়ঢাক।
বিষাণে পর্ব্বত বিন্ধে ছাড়ে বীরডাক ॥
অম্বিকায় পর্ব্বত মারে পেলিয়া বিষাণে।
অম্বিকা পর্ব্বত চূর্ণ কৈল নিজ বাণে ॥
বিশাললোচনী বলে গদগদ বাণী।
শুন রে মহিষ তোর বল বুদ্ধি জানি ॥
ক্ষেণেক গরজ মূঢ় রণে মহারম্ভ।
মধুপান করি আমি তাবদ বিলম্ব ॥
আমার বচন কোন কালে নহে মিথ্যা।
হানিলে মস্তক তোর গর্জ্জিব দেবতা ॥
এ বোল বলিয়া দেবী লাফ দিয়া উঠে।
ত্রিশূল কৃপাণ হাথে মহিষের পিঠে ॥
ছুটিল মহিষাসুর যেন বিন্ধ্যাচল।
দেখিয়া দৈত্যের বল দেবতা সকল ॥
রুষিল ত্রিপুরা ভগবতী সেই ক্ষণে।
গলায় চরণ দিয়া বিন্ধে শূল বাণে ॥

মাথা পাতি মহাসুর ধীরে ধীরে যায়।
মহিষবদনে রহে অর্দ্ধখান কায়॥
ত্রিপুরার তেজে অর্দ্ধ শরীর লুকায়।
খরখড়্গপাণি বীর চিন্তিল উপায়॥
হানিতে উদ্যম কৈল ত্রিপুরার গায়।
মায়া[২৯]বিনী বুঝিল দৈত্যের অভিপ্রায়
হানিল মহিষমুণ্ড ধরণী লোটায়।
পড়িল মহিষদৈত্য বলে হায় হায়॥
দিতির নন্দন বিনাশিল ভগবতী।
আনন্দ হইল দেব ঋষি করে স্তুতি॥
নানারূপ বেণুযন্ত্র বাজায় মৃদঙ্গ।
অপ্সরাগণে নাচে নহে তালভঙ্গ॥
গন্ধর্ব্ব গীত গায় দেবগণপ্রীতি।
শ্রীযুত মুকুন্দ ভনে মধুর ভারতী॥০॥

॥ পাহিড়া রাগ ॥

চামুণ্ডা প্রচণ্ডা চণ্ডবতী চণ্ডরূপা।
চণ্ডবিনাশিনী চণ্ডী তুমি কর কৃপা॥
উজ্জ্বলদশন নবশশী শিরোমণি।
প্রেতবিনাশিনী দেবী কিরীটী কুণ্ডলিনী॥
কে জানে তোমার মায়া তুমি নগের নন্দিনী
অনন্তরূপিণী জয়া যোগীর জননী॥
ত্রিমাত্রা ত্রিগুণ ত্রিকা ত্রিশূলধারিণী।
ত্রিপুরা ত্রিদেব ধনী কর্পর খড়্গিনী॥
বিশাললোচনী নরমস্তকমালিনী।
ত্রিপুরসুন্দরী জয়া বাশুলী রঙ্গিণী॥
ব্রহ্মার ব্রহ্মাণী তুমি মরালগামিনী।
কমলা ভগবতী হরিহৃদয়বাসিনী॥
ত্র্যম্বকা শ্রীশ্বরী তুমি ত্রিপুরঘাতিনী।
সেবকবৎসলা শিবা হরের গৃহিণী॥
ত্রিবদ্ধশকতি ত্রয়ী ত্রৈলোক্য তির্ব্বতী।
ত্রিপুরসুন্দরী ব্রহ্ম তৃতীয় ভগবতী॥
নিশব্দ সকল লোক শব্দের জননী।
কল্পের নিয়মে দেবী দেবারিদলনী॥
চারিদশ লোকে যত নিবসে মূরতি।
কারণে বুঝিতে পারি যেই জন সতী॥
মহাদি প্রলয়ে মরে ব্রহ্মাদি গীর্ব্বাণ॥
তোমার জীবনপতি না মরে ঈশান।
তুমি যারে কর কৃপা সে জন সুকৃতি।
ধন্য সর্ব্বগুণে সেবি ক্রমে শুদ্ধমতি॥
আপদ সম্পদ [৩০ক] হেতু সুমতি কুমতি।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে মধুর ভারতী॥০॥

॥ ইতি মহিষাসুরবধ সমাপ্ত ॥

নবৈস্তু কিং বর্ণ্যতে চণ্ডী কিং জ্ঞাতেন স্বয়ম্ভুবা।
সদাস্তু মতিরস্মাকং ত্রিপুরাপদপঙ্কজে॥

॥ পঞ্চম পালা সমাপ্ত

শুম্ভ-নিশুম্ভের শিবপূজা

নিবাতকবচ পূর্ব্বে ছিলা মহাবল॥
শুম্ভ নিশুম্ভ তার তনয় যুগল॥
প্রবেশিলা তপোবনে দুহেঁ শুদ্ধমতি।
অন্যোহন্য মানসে দুহেঁ সেবে পশুপতি॥
বাহিরে ভিতরে মন ভ্রূমধ্যভাগে।
নিরবধি দুই ভাই শিব শিব জপে॥
নাসিকায় না লয়ে গন্ধ অনিমিষ আঁখি।
মৎস্য অভিলাষী স্রোতজলে যেন পাখি॥
নয়নে না দেখি কিছু না শুনি শ্রবণে।
চিত্রের পুত্তলি যেন রহিল ধেয়ানে॥

চারি ছয় দশ বার ষোল দুই কুল।
তাহার উপরে পদ্ম সহস্র কমল ॥
যমুনা ভারতী গঙ্গা বহে এক রূপ।
ক্ষুধা তৃষ্ণা হরিল নাহিক ভূতভুক ॥
ফুটিল কমলরাজ দশশতদল।
তথি মধু পিয়ে মত্ত চপল ভ্রমর ॥
বাহিরে চঞ্চল বড় ভিতরে নিশ্চল।
স্থূলশূন্য তনু তিন লোকে অগোচর ॥
মধুপানে মাতিয়া ভ্রমরা ধূলি খেলে।
শক্তিরূপিণী দেবী প্রকাশিল কোলে ॥
ত্রিপুরার মায়ায় সমাধি পরিহরি।
কবিচন্দ্র কহে দৈত্য পূজে ত্রিপুরারি ॥০॥

শুম্ভ-নিশুম্ভকে শিবের বরদান

॥ ছন্দ ॥

প্রতিমা সাক্ষাত কৈল মহেশ মুরতি।
তোমার চরণ বিনু আর নাঞি গতি।
করবত্তি প্রহার করিয়া দশাঙ্গুলি।
শোণিত করিয়া ঘৃত রচিল দীপালি ॥
নৈবেদ্য করিল মাংস ভক্তি অনুরূপ।
দশন করি[৩০]য়া চূর্ণ করে গন্ধধূপ ॥
অস্থি খণ্ড খণ্ড পুগ রসনা তাম্বুল।
তপ করে মন তাঁর নহে প্রতিকূল ॥
কাটিয়া আপন মুণ্ড দেই শিবপদে।
অখণ্ড কমল যেন ফুটে পুণ্য হ্রদে ॥
সেবকবৎসল প্রভু মহেশের বরে।
পুনঃ পুন হয়ে মুণ্ড যুগল কন্ধরে ॥
শোণিতসম্ভব জবা পুষ্পের বিকাশ।
তিমির নাশিতে যেন রবির প্রকাশ ॥
অনাহারে দুই ভাই দ্বাদশ বৎসর।
অবিরত পূজে নগনন্দিনীঈশ্বর ॥
আইল বসন্ত ঋতু ফুটে নানা ফুল।
বিরহী জনের মন হইল আকুল ॥
কোকিল নিনাদ করে কলরব ভৃঙ্গ।
হেন কালে সাক্ষাত হইলা ভোলালিঙ্গ ॥
ললাটে নূতন শশী শিরে গঙ্গা বহে।
জটিল পুরুষ ভস্ম ভূষিলেক দেহে ॥
ত্রিশূল ডমরু ভুজে গলে সিংহনাদ।
হৃদয়ের মাঝে শোভে ভুজগের নাথ ॥
শ্রবণে ধুস্তুর ফুল ভুজঙ্গ কুণ্ডল।
স্মিত উচ্চ সিত গণ্ড ঈষত পাণ্ডর ॥
মলয় পবন বহে ডাকয়ে কোকিলী।
কান্ধে লাম্বে মনোহর সিঙ্গা সিদ্ধ ঝুলি ॥
মকর কুণ্ডল কানে ঘন মুখে হাসি।
চন্দ্রিকা প্রকাশে যেন পূর্ণিমার শশী ॥
পঞ্চ বয়ন ত্রিনয়ন ভূতেশ্বর।
পরিয়া বাঘের ছাল বলদ উপর ॥
শুন রে নিশুম্ভ শুম্ভ দুহেঁ মাগ বর।
তোরে বর দিয়া যাব ত্রিদশনগর ॥
শম্ভুর বচনে শুম্ভ নিশুম্ভ সোদর।
কাকুতি করিয়া ধরে চরণকমল ॥
চারি চারি মুরতি সকল দেবনাথ।
যুদ্ধের সময় মোর হব অষ্ট হাথ ॥
যদি বর দিবে মোরে দেব ত্রিপুরারি।
জিনিব অমরনাথ শচী হব নারী ॥
শুন হিণ্ডি প্রিয়তম বলে শুম্ভানুজ।
[৩১ক] যুদ্ধের সময় হব অযুতেক ভুজ ॥
সত্য সত্য বলে চারিদশলোকনাথ।
বর দিয়া লুকি শিব জন্মিল উতপাত ॥
ঘোর গরজন মেঘে হয় বজ্রপাত।
বিজুরি তিমির ঘোর বহে চণ্ড বাত ॥
বর পাইয়া দুই ভাই পরিতোষ মনে।
কবিচন্দ্র কহে গেল আপন সদনে ॥০॥

শুম্ভের যুদ্ধযাত্রা

॥ পয়ার ॥

কুটুম্ব বান্ধব প্রজা পাইল পীরিতি।
অসুরে মেলিয়া শুম্ভে কৈল নরপতি ॥
দুই ভাই সহোদর নিবসে নানা সুখে।
জিনিল যতেক দেব ছিল সুরলোকে ॥
শুন নৃপ দেবতা ছাড়িল পুন সুখ।
শতমখ জিনিঞা হইল মখভুক ॥
চণ্ড মুণ্ড রক্তবীজ ধূম্রলোচন।
যাহার সমুখে স্থির নহে দেবগণ ॥
কি কহিব বিপরীত কালকের শৌর্য্য।
বিধি হরিহর কাঁপে চলে যদি মৌর্য্য ॥
ধৌম্র দৌহ্বদ কোটিবীর্য্য মহাবল।
চলিতে বাসুকী কাঁপে ক্ষিতি টলটল ॥
দিগ্‌গজ কাতর হয় কূর্ম্মে লাগে ভয়।
রাত্রি দিবা নহে রবি শশীর উদয় ॥
যেরূপ মহিষ শুম্ভ করে অধিকার।
আপুনি উদয় চন্দ্র দশ দিগপাল ॥
দেবতা ছাড়িল স্বর্গ অসুরের ডরে।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরার বরে ॥০॥

দেবগণের দুর্দ্দশা

॥ শ্যামা রাগ ॥

ব্রহ্মা হরিহর জপে নিরন্তর
ব্রহ্মে দিয়া পুন মন।
ত্রিপুরাধিক বল নাহিক নির্জ্জর
চারিদিশ দেখিল ভুবন ॥
কান্দে রে দেবগণ ধরণী লোটায়।
বিষাদ ভাবিয়া মনে বসিল দেবগণে
বিধাতা চিন্তিল উপায় ॥
দানবদলনী পূর্ব্বে আপুনি
দেবতাগণে দিলে বর।
ত্রিপুরা ভবানী হরের ঘরণী
চিত্ত অকারণে কর ডর ॥
ব্রহ্মার বাক্যে দেবতার পক্ষে
বিস্মরণ ছিল ভগবতী।
[৩১] মহিষাসুর বধে তারিলে আপদে
তুমি দেবী দেবতার গতি ॥
রক্ষ রক্ষ হর- কামিনী উদ্ধার
ত্রিভুবনেঽপরাজিতা।
পূর্ব্বে দিলে বর তারিব আপদ
জগতঈশ্বরী মাতা।
স্তুতিপর দেবগণ সত্বর নিরসন
উপনীত হিমগিরি মাঝে।
মুকুন্দ রচিল বাশুলীমঙ্গল
ত্রিপুরাচরণাম্বুজে ॥০॥

আর না যাইব ও না পথে।
পথের কণ্টক যদুনাথে ॥০॥

চণ্ডীস্তুতি

নিশুম্ভসোদর শুম্ভ বলে মহাবল।
দেখিল ত্রিদেব হৈতে দেবতা সকল ॥
জিনিঞা মধ্যম লোক ত্রিদেব পাতাল।
আপুনি উদয় চন্দ্র দশদিগপাল ॥
অমর নগরে হৈল ত্রিদশের নাথ।
শচী সীমন্তিনী নিত্য পরে পারিজাত ॥
আপনা গুপত করি কেহো কেহো বুলে।
মনুষ্য সদৃশ দেব ভ্রমে ক্ষিতিতলে ॥
পূর্ব্বে বর দিলে তুমি আপুনি শঙ্করী।
আপুনি নাশিবে যত অসুরের পুরী ॥
নমো দেবি ভগবতি জয় বিষ্ণুমায়া।
দানব নাশিয়া কর দেবতারে দয়া ॥
তব পদে প্রণতি ত্রিদশ একমনা।
সুমতি কুমতি তুয় প্রকৃতি চেতনা ॥

তুমি তুষ্টি তুমি পুষ্টি জগতজননী।
তুমি লজ্জা মতি ভ্রম ক্ষমা তপস্বিনী॥
জন্ম জরা যৌবন মরণ বাল্য হেতু।
গ্রহ বার তিথি যোগ অয়ন মাস ঋতু॥
তুমি জয়া বিজয়া কমলা অকমলা।
দশ শত কিরণ পীযূষনিধি কলা॥
তুমি নিদ্রা জাগরণ স্বাহা স্বধা কান্তি।
তুমি জাতি ক্ষুধা তৃষ্ণা নমো দেবি সন্তি॥
বিধি হরিহর লোক ত্রিদেবরূপিণী।
সৃজন পালন মহাপ্রলয় কারিণী॥
ভুবনজননী তুমি অনাথের নাথ।
কাতর জীবন দেব করে কাকুবাদ॥
রক্ষ রক্ষ ভগবতি বিষম সঙ্কটে।
মহাদুঃখ উপজিল দেবীর ললাটে॥
ব্রহ্মে মন দিয়া দেবী করে অবধান।
জানিল হৃদয়ে [৩২ক] দেবতার অপমান॥
সেবকবৎসলা হিমধরে অবতরে।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরার বরে॥০॥

চণ্ডীর আবির্ভাব

॥ মালসী ॥

স্নানের ছলে চারিদশলোকেশ্বরী।
ত্রিদশতটিনীতটে হাথে হেম ঝারি॥
মজ্জিতে তাহার জলে পুছে ভগবতী।
তোমরা সকল দেব কারে কর স্তুতি॥
শুন রে সুরথ চণ্ডী উরিলা আপনি।
শক্তিরূপিণী জয়া দানবঘাতিনী॥
কহে ত্রিনয়নী তনু তনুকৃত সতী।
নিশুম্ভ শুম্ভের ভয় মোরে কর স্তুতি॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর যত ক্রতুভুক।
নির্ভয় চলহ সভে ঘুচাইব দুঃখ॥
তনুকোষে জনমিলা দ্বিতীয় রূপিণী।
কৌষিকী বলিয়া স্তুতি করে দেব মুনি॥

প্রথম শরীর তাঁর কৃষ্ণ বিদ্যমান।
কালিকারূপিণী হিমালয় কৈল স্থান॥
কৌতুকে নিবসে মধুমতী হিমাচলে।
জয় জগত্রয়ী মোহন রূপ ধরে॥
চণ্ড মুণ্ড দেখিলেক শুম্ভ অনুচর।
রড় দিয়া কহে গিয়া নৃপতি গোচর॥
অবধান কর দেব নিশুম্ভের ভাই।
যে দেখিল নিজ আঁখি নিবেদিতে চাহি॥
নাসিকাবিবরে ঘন খর শ্বাস বহে।
কহ কহ বলে শুম্ভ কবিচন্দ্র কহে॥০॥

শুম্ভসমীপে দেবীবৃত্তান্ত কথন

শুন শুম্ভ মহাশয় এক কন্যা হিমালয়
অপরূপ দেখিল সুন্দরী।
গন্ধর্ব্ব সুকুমারী কিবা সে দেবের নারী
অপ্সরী কিন্নরী বিদ্যাধরী॥
দেখি তার মুখরুচি মলিন হইল শশী
উদয় না করে দিন লাজে।
প্রবাল বান্ধুলি ফুল রঙ্গ বিম্ব নহে তুল
যদি তাঁর অধরের কাছে॥
দেখি তাঁর সুনয়ন অভিমানে গেল বন
নগর তেজিয়া কৃষ্ণসার।
দেখিয়া তাঁহার শ্রুতি গিধিনী চঞ্চলমতি
ফিরি ফিরি বুলয়ে সংসার॥
দেখিয়া [৩২] তাঁহার কচ চামরী পাইল লাজ
অভিমানে গেল বনবাস।
সীমন্তে সিন্দুর সাজে দেখি সশঙ্কিত লাজে
শক্রধনু জলদে প্রকাশ॥
জিত খগমুনি নাসা বসন্ত কোকিলী ভাষা
স্মিত বিকশিত কুন্দচয়।
দেখি তাঁর পয়োধর যুগল দাড়িম্ব ফল
অভিমানে বিদরে হৃদয়॥
জিত কম্বু তার কণ্ঠ সুবলিত ভুজদণ্ড
কি কহিব দশনের জ্যোতি।

কহি আমি দৃঢ় করি উপমা করিতে নারি
সিন্দুরে সিন্ধু যে জড় যদি ॥
তাঁর গতি শিখিবারে মরাল মন্থর চলে
গজরাজ সেবে পুরন্দর।
তার মাঝা অভিসাত জিনিঞা মৃগের নাথ
উরুযুগ জিনি করিকর ॥
নাভি গভীর সর কনক চম্পক দল
রুচি মনোহর নিতম্বিনী।
তাঁর মুখ ফুলগন্ধ তেজে শ্রম মকরন্দ
অভিনব জিনিঞা পদ্মিনী ॥
ইন্দ্রের পারিজাত গজ তুরগের নাথ
বিধাতার হংসবিমান।
যার সখা বৃষপতি তার মহাপদ্মনিধি
তোমার অঙ্গনে বিদ্যমান ॥
পঙ্কজ গ্রন্থিত মাল নহে ম্লান অবিশাল
জলনিধি দিল পরিতোষে।
কনক প্রসবে ছত্র বরুণের সেই মাত্র
প্রতিদিন তব ঘরে বৈসে ॥
জলনিধি দিল পাশ যাহার অমিঞাভাস
যত ছিল আপন রতন।
উৎক্রান্তি দান শক্তি বিশেষে করিয়া ভক্তি
ডরে দিল সহস্র কিরণ ॥
বহ্নিশুদ্ধ অম্বর দিল তোমায় সত্বর
হুতাশন জীবনের ডরে।
প্রজাপতি পুর্ব্বরথ তব পদে অনুগত
যত রত্ন তোমার মন্দিরে ॥
তুমি দৈত্য অধিকারী অনুচিত নাহি বলি
যে দেখিল তোমার কিঙ্কর।
যদি তোমার মনে লয় কর তারে পরিণয়
তুমি নাথ নিশুম্ভসোদর ॥
চণ্ড মুণ্ড একযোগে কহিল শুম্ভের আগে
অঞ্জলি করিয়া পুটহাথ।
[৩৩ক] ধনি ধনি ঘোষে জন শুনিঞা হরিষ মন
সুগ্রীবে ডাকিল দৈত্যনাথ ॥
দূত হইয়া চল তথা পদ্মিনী নিবসে যথা
তার ঠাঞি কথিয় উচিত।
সেবিয়া সারদাপদ আনন্দজনক গীত
বিরচিল মুকুন্দ পণ্ডিত ॥০॥

চণ্ডীর রূপবর্ণনা

॥ গৌরী রাগ ॥

ঃ পুন পুছয়ন্তি ॥

কথ অরে চর রজত ভূধর
পঙ্কজিনী কত রূপ।
শুনহ সন্দর বিজিত নির্জ্জর
সকললোকভূপ ॥
হরীশবাহিনী নৃমুণ্ডমালিনী
কাতি কর্পর হাথ ॥
অলকনিন্দিত কনক কুণ্ডল
বিজিত চামরীনাথ ॥
দশননিন্দিত কুন্দকোরক
বদননিন্দিত চাঁদ।
নয়ননিন্দিত খঞ্জ বিটক
শ্রবণনিন্দিত ফাঁদ ॥
সহজ নাগজ তিলকনিন্দিত
মিহির মণ্ডল কোটী।
নাসিকা জিত অরুণসোদর
বিহগনায়ক ত্রোটী ॥
ভ্রূহি নিন্দিত কুসুম শায়ক
চাপ উভট্ট রাগ।
কজ্জলাক্ত নয়ন মাধব
কোকিলানন বাক ॥
ভুজবিনিন্দিত জলরুহাঙ্কুর
কণ্ঠনিন্দিত কম্বু।
অধর দূষিত বিম্বা মর্জ্জর
কুচবিনিন্দিত শম্ভু ॥
মধ্যনিন্দিত ডমরু সুন্দর
নাভিনিন্দিত কূপ।

শ্রোণীভূষিত কনকনির্ম্মিত
কলস অদ্ভুত রূপ ॥
উরুবিনিন্দিত কুম্ভ সুন্দর
খণ্ড মন্থর জানু।
চরণ দূষিত রকতপঙ্কজ
নখর তারক ভানু।
দেব নরবর রত্ন সাগর
শুম্ভ দানবরাজ।
বিপ্রকুলোদ্ভব মুকুন্দ মুখবর
সাধ তুহু নিজ কাজ ॥০॥

চণ্ডীর রূপবর্ণনা

॥ মল্লার ॥

নিশুম্ভ পুনঃ পুছয়ন্তি ॥
দেখিল রূপসী রায় ত্রিপুরকামিনী।
গলে মুণ্ডমালা কাতি কর্পর ধারিণী ॥
[৩৩] চাঁচর চিকুর ঘন কবরীশেখরী।
মালতীর মালা তথি ভৃঙ্গ করে কেলি ॥
সিন্দুর তিলক চন্দন রেখ ভালে।
দরশ পাইয়া রবি শশী করে কোলে ॥
নয়নে কজ্জল মুখে হাস্ত প্রবীণ।
বিকচ কমলে যেন চরে কলাটিন ॥
অধর বান্ধুলি নাসা তিলফুল ভাঁতি।
পাকিল দাড়িম্ববীজ দশনের জ্যোতি ॥
কনক কুণ্ডল দোলে শ্রবণের মূলে।
উইল তাহার রুচি রুচির কপোলে ॥
রত্নতরচিত হার উয়ে পয়োধরে।
ভুজগ নায়ক চরে কনক ভূধরে ॥
দ্বিভুজে সরল শঙ্খ আগে পিছে মণি।
কনকের লতিকায় বেঢ়ল শেষ ফণী ॥
নাভিবিবরে লোম সাপিনীর বাস।
কুচগিরি নিকটে চরিতে করে আশ ॥
কৃশ মাঝা নিতম্বিনী উরু করিকর।
চরণ যুগল জিনি রকতকমল ॥
রুচির অঙ্গুরি নখ নব তারাপাঁতি।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে মধুর ভারতী ॥০॥

শুম্ভ কর্ত্তৃক চণ্ডীর নিকট দূত প্রেরণ

॥ ছন্দ ॥

বলে শুম্ভ শুন শুন দূত মহাশয়।
বিলম্ব না কর ঝাঁট চল হিমালয় ॥
কহিয় বিনয়ভাবে বচন পীরিতি।
যতেক আমার হয় দৌত্য নরপতি ॥
এতেক বলিয়া তারে দিল ফুল পান।
ভিড়ন করিয়া দিল দৈত্য বলবান ॥
নৃপতির আদেশে সুগ্রীব দূত চলে।
প্রণাম করিয়া দোলায় দেহ হেলে ॥
হিমালয় গিরি চলে নৃপতির কাজে।
হাথী ঘোড়া পাইক প্রচুর কাছে কাছে ॥
দিমিকি দিমিকি বাদ্য বাজে শঙ্খ বেণী।
দগড় কাঁসর ভেরী সুললিত ধ্বনি ॥
কর্পূর তাম্বুল খায় হরষিত মনে।
নগর তেজিয়া বীর প্রবেশিল বনে ॥
মথিয়া তবক সিনি ঘন ঘন পেলে।
ধুণ্ডানি বেঢ়িল নিশি যেন আঁধিয়ারে ॥
ঢোকনিঞা ধায় [৩৪ক] ধানুকী ফরকী শর ধরে।
পলায় বনের জন্তু জীবনের ডরে ॥
বাঙ্গালী খেলায় পত্তি করে কোলাহল।
সমুখে দেখিল হিমালয় মহীধর ॥
রূপে ত্রিভুবন মোহে বিশাললোচনী।
চৌদিগে বেঢ়িল গিরি পর্ব্বতনন্দিনী ॥
কনক চম্পক ছবি সুরনদীতটে।
দোলা হইতে নামে বীর তাহার নিকটে।
নৃমুণ্ডমালিনী দেবী হরসহচরী।
যুত মুকুন্দ কহে সেবিয়া ঈশ্বরী ॥০॥

চণ্ডীকে দূতের অনুরোধ

॥ সুই রাগ ॥ পাহিড়া ॥

ভগবতি আইস চল আমার বচনে।
শুন ল পদ্মিনী জয়া শুম্ভ তোরে কৈল দয়া
তুহুঁ ভাগ্যবতী ত্রিভুবনে ॥
কি কহিব তার দম্ভ নিশুম্ভসোদর শুম্ভ
ত্রিজগদীশ্বর দৈত্যনাথ।
আমি অনুচরবর তোর সন্নিধানে পর
লঙ্ঘিতে না পারি অনুবাদ ॥
অখিল দেবতালয় নিল সব মহাশয়
কিঙ্কর তাহার মন্দিরে।
যে কথিল জিতদক্ষ পুরন্দর প্রতিপক্ষ
বিপক্ষ সকল অগোচরে ॥
মোর বশ ত্রিভুবন যতেক দেবতাগণ
আমা বিনু নাহি ক্রতুভুক।
যত রত্ন আছে লোকে আমার মন্দিরে থাকে
কপিলানন্দিনী কামধুক ॥
ঐরাবত সুরগজ জন্মিল তুরগরাজ
যত রত্ন ক্ষীরোদ মন্থনে
প্রণাম করিয়া ডরে দেবতা সকল মোরে
পরিতোষে কৈল সমর্পণে ॥
গন্ধর্ব্ব যক্ষরাজে দেবালয় মৃগ মাঝে
যত রত্ন আছে ত্রিভুবনে।
তুমি কন্যা দিব্য রত্ন তেঞি সে তোমারে যত্ন
সে সব তোমার নিকেতনে
যে শুম্ভ নৃপবর তার তুল্য সহোদর
নিশুম্ভ প্রবীণ বড় রণে।
অনুনয় মোর স্থানে ভজ যেবা তোর মনে
যত সুখ ভুঞ্জিবে [৩৪] ভুবনে
দিতির নন্দন দম্ভ শুনিয়া নিশুম্ভ শুম্ভ
অনুচর রতন ভারতী।
সুমুখী সংহতি সখী হিমালয়ে শশিমুখী
ঈষত হাসিল ভগবতী ॥

শুন শুম্ভনৃপদূত না কথিলে অনুচিত
অবগতি আমার বচনে।
ত্রিপুরাপদারবিন্দ মকরন্দচয় ভৃঙ্গ
কবিচন্দ্র শ্রীমুকুন্দ ভনে ॥০॥

দূতের কথায় চণ্ডীর উত্তর

॥ সুই রাগ ॥

দূত কথিলে যতেক কথা কিছু তার নহে মিথ্যা
নিশুম্ভ ত্রিদশ অধিকারী।
তার জ্যেষ্ঠ শুম্ভ ভাই তারেধিক কেহ নাঞি
নিখিলপীযূষভক্ষবৈরী ॥
নানা ফুল ফল দিয়া বনে নিবসন হইয়া
সেবিল সতত হরগৌরী।
বড় সুখ রণভূমি প্রতিজ্ঞা কর্য্যাছি আমি
গিরিনাথ যোগীর ঝিয়ারী ॥
অনুচর কহ গিয়া নৃপ সন্নিধানে।
যে জন সংগ্রামে জিনে সেই ভর্ত্তা মোর মনে
বড় দোষ প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘনে ॥ধ্রু॥
শুম্ভ নৃপ মহাবল তার তুল্য সহোদর
যেবা জিনে সমরচত্বরে।
আমি শিশু সুন্দরী হইব তাহার নারী
এ বোল কথিল অবিচারে ॥
আসিয়া আমার ঠাঞি যুদ্ধে জিনি দুই ভাই
বিবাহ করুক মোরে সুখে।
বলে সেই অনুচর শুনিল যে দুরাক্ষর
অসহ্য বচন তোর মুখে ॥
প্রজাপতি হরি হর ইন্দ্র আদি যত সুর
যাহার সমুখে স্থির নহে।
করিয়া যুদ্ধের আশ তুমি যাবে তাঁর পাশ
এ দুঃখ আমার প্রাণে সহে ॥
না কর বিলম্ব সখি মোর বোলে শশিমুখি
নিশুম্ভ শুম্ভের চল কাছে।
আসিয়া তাঁহার ভৃত্য হীনবল কোন দৈত্য
চুলে ধরি লৈয়া যায় পাছে ॥

এতাদৃশ নিশুম্ভ বল শুনি শুম্ভ নৃপবর
না করিব পশ্চাত বিচার।
[৩৫ক] শুন শুম্ভঅনুচর কর গিয়া সুগোচর
যে করিতে উচিত তাহার ॥
দুত অতিরোষে ভাষে নঠ হৈলি নিজ দোষে
পরিতোষ নাঞি পাবে মনে।
ত্রিপুরাপদারবিন্দ মকরন্দচয় ভৃঙ্গ
কবিচন্দ্র শ্রীমুকুন্দ ভনে ॥ ০ ॥

দূতের প্রত্যাবর্ত্তন

॥ ছন্দ ॥

শুনিঞা কন্যার বাণী মনে পাইয়া দুঃখ।
চলিল শুম্ভের দূত হইয়া অধোমুখ ॥
ধীরে ধীরে চলে দূত চাহে চারি দিক।
স্ত্রীর গর্ব্ব কহিব জীবনে থাকুক ধিক ॥
আপনার বলে যুদ্ধ নহে অধিকারী।
প্রভুর আদেশ নাঞি কি করিতে পারি ॥
সাত পাঁচ মনে করি যায় ধাওয়াধাই।
বার্ত্তা কহিতে শুম্ভ নিশুম্ভের ঠাঞি ॥
গুড় গুড় দগড় বাজে ঘন রবে সিঙ্গা।
চণ্ড মুণ্ড বলে নৃপ আইল প্রায় ডিঙ্গা ॥
দোলা হইতে লাম্বে বীর মলিন বদন।
বন্দিয়া দাণ্ডায় শুম্ভনিশুম্ভচরণ ॥
বলে শুম্ভ কহ কহ দূত মহাশয়।
দেখিলে কি না দেখিলে পদ্মিনী হিমালয় ॥
শুম্ভের বচনে দূত বুকে দিয়া হাথ।
কহিতে না পারি নৃপ বড় পরমাদ ॥
নৃমুণ্ডমালিনী দেবী হরসহচরী।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে সেবিয়া ঈশ্বরী ॥০॥

চণ্ডীর কথা শুম্ভকে নিবেদন

॥ পাহিড়া ॥

বনমাঝে হিমালয় পদ্মিনী নিবসে তায়
গেলাঙ তোমার নিদেশনে।
কহিল সকল কথা বল বুদ্ধি বিক্রমতা
অধিকার যত ত্রিভুবনে ॥
অবনীনাথ শুনি কন্যা হাসে উপহাসে।
কুটিল নয়ানে চায় চকোরে অমৃত থায়
যেন চাঁদ চন্দ্রিকা প্রকাশে ॥ধ্রু॥
নানা রত্ন অধিকারী সুরপুরে শচী নারী
জিনিলেক দেবতা সকলে।
যে জিনে সে মোর স্বামী প্রতিজ্ঞা কর্য়াছি আমি
হরগৌরীর চরণকমলে ॥
রূপে শুম্ভ যশকেতু আমি তার হব বধূ
যদি তুল্য আমার সংগ্রামে।
নিশুম্ভসোদর শুম্ভ অকারণে তার দম্ভ
আসুক আমার সন্নিধানে ॥
[৩৫]অসহ্য দূতের বাক্য শুনিঞা নৃপতিমুখ্য
ক্রোধে যেন জ্বলে হুতানল।
চণ্ডীপদসরসিজে শ্রীযুত মুকুন্দ দ্বিজে
বিরচিল সরস মঙ্গল ॥০॥

শুম্ভের ক্রোধ ও ধূম্রলোচনের যুদ্ধযাত্রা

॥ ছন্দ ॥

শুনিঞা কন্যার বাণী ক্রোধে পূরে তনু।
মুখখান হৈল যেন প্রভাতের ভানু ॥
অরুণ যুগল আঁখি চাহে ধীরে ধীরে।
কুমারের চাক যেন পাক দিলে ফিরে ॥
মাথাব মুকুট যেন গগনেতে শোভে।
উভ করি পেলে খাণ্ডা লাফ দিয়া লোফে ॥
চরণের ঘায় ক্ষিতি করে টল টল।
রবি শশী হইল তার কর্ণের কুণ্ডল ॥
বীরডাক ছাড়ি ত্রাসে হয়ে ভূমিকম্প।
অনলে পতঙ্গ যেন দিতে যায় ঝম্প ॥
কেহ নেজা পেলে কেহ বাজায় মাদল।
কেহ খাণ্ডা ঝাঁকে কেহ বহে করতল ॥
বীরঢাক বাজে কোথা বাজে জয়ঢোল।
কাহাল ফুকরে কোথা বরঙ্গের রোল ॥

অবিরত বাজে শঙ্খ খয়েবের খোল।
ত্রিভুবন কাঁপে শুনি অসুরের রোল॥
কেহ যুঝে কেহ পাঁচে ফিরি ফিরি বুলে।
কেহ শূল পেলে কেহ বৈসে তরুতলে॥
গুড় গুড় দগড় বাজে ঘন রবে শিঙ্গা।
অসুরপো পাল ধায় রণে রণচিঙ্গা॥
সাজ সাজ বলে শুম্ভ ডাক ছাড়ে কোপে।
সারথি চালায় রথ রথী রথে চাপে॥
দশনে চাপিয়া ওষ্ঠ গোফে দিই তোলা।
বিফল জনম চাহে যুঝিতে অবলা॥
হাথী ঘোড়া জিন করে সুবর্ণ পাথর।
তাহার উপর তোলে ছত্তিশ আতর॥
ঘোড়ায় রাউত চলে গজে গজসাদী।
সমর চতুরে যায় বধিতে বিরোধী॥
ঘন কাড়া পড়া বাজে দামা দড়মসা।
অনুমানে দেবতা জীবনে তেজে আশা॥
[৩৬ক] কুমতি জন্মিল আজি কোন দেবতায়
না জানে আপন বল অসুরে ঘাঁটায়॥
লুকায় যতেক দেব অসুরের ঠাটে।
পবন লুকায় হস্তী ঘোড়ার খুরপুটে॥
খাণ্ডায় লুকায় যম ক্রোধে হুতাশন।
কেহ শিশু যুবা বৃদ্ধ অদিতিনন্দন॥
নৃপকোপ দেখিয়া সুগ্রীব দূত কহে।
অবলাকে সাজিতে উচিত কভু নহে॥
সিংহাসনে বসিয়া আপুনি থাক সুখে।
চুলে ধরি তারে গিয়া আনুক সেবকে॥
সুগ্রীবের বচনে নৃপতি মনে গুণে।
ডাক দিয়া দিল পান ধূম্রলোচনে॥
আমার বচনে তুমি চল হিমগিরি।
চুলে ধরি আন গিয়া পরমসুন্দরী॥
যদি বা গন্ধর্ব্ব যক্ষ দেব ব্রহ্মা হরি।
রাখিবারে যত্ন করে পরমসুন্দরী॥
আপনার বলে তার বধিয় জীবন।
প্রণতি করিয়া চলে ধূম্রলোচন॥
ডাকাডাকি ধাওয়াধাই দিতির তনয়।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরাবিজয়॥০॥

ধূম্রলোচন-ভস্ম

॥ ঝাঁপা ॥

তুহিন পর্ব্বতে দেবী নিবসে পদ্মিনী।
দেখিয়া অসুরবল বলে উচ্চ বাণী॥
দেবতা দানব যক্ষ নহে যার মান।
চল ঝাঁটো সখি শুম্ভনিশুম্ভের স্থান॥
যদি বা না যাবে প্রীতে মোর প্রভুর ঠাঞি।
চুলে ধরি লব আমি মিথ্যা নাহি কহি॥ধ্রু॥
অসুরবচনে চণ্ডী বলে ধীরে ধীরে।
তুমি দৈত্যেশ্বর বলবান মহাসুরে॥
বলে তুমি নিবে মোরে বসি একাকিনী।
কি করিতে পারি আমি সিংহবাহিনী॥
চণ্ডীর বচনে কোপে ধাইল অসুর।
অচলনন্দিনী পাশ ধরিতে চিকুর॥
জপিয়া ত্রিপুরা মন্ত্র হুহুঙ্কার ছাড়ে।
ধূম্রলোচন বীর ভস্ম হইয়া উড়ে॥
[৩৬] ধূম্রলোচন ভস্ম দেখি দৈত্যবল।
পলায় পদ্মিনী বলে আগল আগল॥
যুঝিয়া ত্রিপুরা যত দৈত্য করে নাশ।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরার দাস॥০॥

দৈত্যবধ

॥ ছন্দ ॥

কেহ হানে কেহ বিন্ধে কেহ পেলে শিলি।
চাপিয়া সিংহের পৃষ্ঠে রুষিলা বাশুলী॥
অঙ্কুশ ডাবুশ নেজা হাতে তরোয়ারি।
ত্রিপুরা দনুজ ঠাটে হৈল মারামারি॥
কেহ শেল বহে কেহ শাণিত কৃপাণ।
অবিরত শুনি ঝনঝনি হান হান॥
কেহ পড়ে কেহ উঠে কেহ দুইখান।
লাফ দিয়া হানে কেহ সিংহে দেই টান॥

ঝম্পিল কেশরী রণে করে জয়গান। পড়িল অসুরবল ভঙ্গ দিল ঠাট ॥
কার হাথী ঘোড়া বধে কার বধে প্রাণ ॥ নিশুম্ভের সেবকে বারেক রক্ষ মাতা।
কার মুণ্ড ছিণ্ডে কার চুলে দেই টান। শুম্ভের নিকটে গিয়া কহিব বারতা ॥
ঘাড় মুচড়িয়া কার করে রক্তপান ॥ পলাইয়া যায় পুন উলটিয়া চায়।
কন্ধে লুকাইয়া কেহ দেই ভুলকুড়ি। পুনঃ পুনঃ বলে মোরে রক্ষ মহামায় ॥
নেঙ্গা খাণ্ডা পেলি কেহ যায় গুড়ি গুড়ি ॥ অসুরের বচনে ত্রিপুরা পরিতোষ।
গিধিনী শকিনী উড়ে মারে মালসাট। কবিচন্দ্র কহে দেবী ক্ষম তার দোষ ॥০॥

॥ ইতি ষষ্ঠ পালা সমাপ্ত ॥

দূত কর্ত্তৃক যুদ্ধের সংবাদ জ্ঞাপন

॥ সুহই রাগ ॥

গোসাঞি

গেলাম পদ্মিনী কাছে সুবলিত শঙ্খ ভুজে
সুবর্ণ কঙ্কণ শঙ্খ আগে।
সুনয়ন মুখচাঁদ শ্রবণ আকৃটি ফাঁদ
বসনে মস্তক নাঞি ঢাকে ॥
কলকণ্ঠ মধু ভাষে ঈষত ঈষত হাসে
শর চর্ম্ম ধনু অসি হাথে।
দেখিয়া অসুরবল ক্রোধে কাঁপে থর থর
চাপিল বিজয়ী মৃগনাথে ॥
শুন শুম্ভ দুই ভাই নিবেদি[৩৭ক]তোমার ঠাঞি
জীবন সঙ্কট হিমাচলে।
অবলা কে বলে তারে স্বর্গ মর্ত্ত রসাতলে
তারেধিক কেহ নাঞি বলে ॥
বলে ধূম্রলোচন শুন লো পদ্মিনী শুন
ভজ মোর প্রভুর চরণে।
না ভজিলে পাবে লাজ সাধিব প্রভুর কাজ
চুলে ধরি লইব এখনে ॥
বলে কন্যা বল বেথ পাঁচনি দৈত্যের নাথ
তুমি বলবান মহাসুর।
যদি বলে লবে তুমি কি করিতে পারি আমি
তোমা বিনে কে আছে ঠাকুর ॥
অহঙ্কৃত কন্যার বোলে ধূম্রলোচন চলে
শিরসিজ ধরিতে তাঁহার।
ধাইল তোমার ভৃত্য নিকটে দেখিয়া দৈত্য
ক্রোধে কন্যা ছাড়ে হুহুঙ্কার ॥
ভস্ম হইল মহাবল দেখি চাহি জল জল
হৃদয় গণিত পরমাদ।
বিষম সমর মাঝে কেশরী চাপিয়া যুঝে
না দেখিল তার অবসাদ ॥
পদ্মযোনি হরি হর পুরন্দর কিন্নর নর
তুমি নাথ নিশুম্ভসোদর।
হিমগিরি করি লক্ষ্য রহিল বিষম দক্ষ
প্রতিপক্ষ করিল গোচর ॥
ঝাঁটো চিন্ত প্রতিকার যদি জিবে শুন আর
নিজ রাজ্য রাখিবে সকল।
চণ্ডীপদসরসিজে শ্রীযুত মুকুন্দ দ্বিজে
বিরচিল সরস মঙ্গল ॥০॥

চণ্ড-মুণ্ডকে যুদ্ধে প্রেরণ

॥ ছন্দ ॥

শুনি শক্রজিত দৈত্য মুখের উত্তর।
নিশুম্ভসোদর শুম্ভ সভার ভিতর ॥
চণ্ড মুণ্ড রক্তবীজ প্রভৃতি কিঙ্কর।
প্রলয় পবনে যেন কাঁপে মহীধর ॥

কাহারে পাঁচিব রাজা করে অনুমান।
অবলা হইয়া করে দৈত্য অপমান॥
কলেবর পুরিত সকল তনুরসে।
বরিখে জলদ যেন জলকণা খসে॥
নিকটে দেখিল চণ্ড মুণ্ড বলবান।
ডাক দিয়া নিশুম্ভ তাহারে দিল পান॥
[৩৭] ঘোড়া ছত্র কাপড় প্রসাদ পান ফুল।
সাজল মাতার হাথী নাহি যার তুল॥
চল হিমালয় গিরি সুরনদীকূলে।
ধরিয়া আনিহ তুমি পদ্মিনীর চুলে॥
যে রাখে হানিবে তারে বধিহ কেশরী।
বুড়িরে হানিঞা তুমি আনিবে সুন্দরী॥
শুম্ভের বচনে দৈত্য বলে উচ্চবাণী।
কবিচন্দ্র বলে দেখ আন্যা দি পদ্মিনী॥০॥

চণ্ড-মুণ্ডের যুদ্ধযাত্রা

॥ ঝাঁপা ॥

রাজার আদেশে বন্দে জোড় করি কর।
গন্ধ চন্দন পরে শিরের উপর॥
প্রণাম করিতে নৃপে হেট কৈল কাঁদ।
গলায় রত্নের মাল পূর্ণমিক চাঁদ॥
বীর সাজিল রে প্রতাপ শিরোমণি।
চণ্ড মুণ্ড দুই ভাই ধরিতে পদ্মিনী॥ধ্রু॥
তবক বেনক শিলি ছুরি কাছে টাঙ্গি।
ধনুকে টঙ্কার দেই রণে বলরঙ্গি॥
মাথায় মুকুট পরে গায় আঙ্গরুখি।
মোর দোষ নাঞি আজি রবি শশী সাক্ষী॥
দশনে চাপিয়া ওষ্ঠ গোফে দেই পাক।
দুই চক্ষু ফিরে যেন কুমারের চাক॥
লাফ দিয়া উঠে বীর চারি দিগে চায়।
কুপিল অসুর ডরে দেবতা পালায়॥
প্রলয়ের মেঘ যেন ঘন ঘন গাজে।
ধবল স্ফটিক ঘোড়া চাপে পক্ষরাজে॥
কূর্ম্ম বাসুকি কাঁপে ক্ষিতি টল টল।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরাকিঙ্কর॥০॥

চণ্ড-মুণ্ডের যুদ্ধায়োজন

॥ ছন্দ ॥

ঘন ঘন বাজে ঢাক কোথা বাজে ঢাকী।ধ্রু।
সাজ সাজ বলে দৈত্য করে ডাকাডাকি॥
গুড় গুড় দগড় বাজে বিরল তেঘাই।
চারি দিগে অসুরে লাগিল ধাওয়াধাই॥
সারথি চাপিল রথে আগে যায় রথী।
মাহুত চাপিল পিঠে পাথরিয়া হাথী॥
ঘোড়ায় পাথর করে পিঠে দিয়া জিন।
মাথায় টোপর পরে রাউত প্রবীণ॥
কেহ জিনি পরে গায় দেই আঙ্গরুখি।
উড়িল পদের ধূলি রবি হই লুকি॥
কেহ লাফ দেই গায় কেহ মাখে ধূলি।
[৩৮ক]কেহ হাসে কেহ নাচে কেহ করে কেলি॥
কেহ হান হান বলে কেহ মার মার।
ধনুকের গুণে কেহ দিলেক টঙ্কার॥
ত্রিভুবন পূরিলেক শিঞ্জিনীর নাদ।
প্রলয় সময় যেন হয় বজ্রপাত॥
ধাইল অসুর বালা বিপক্ষ বিভাড়।
পাষাণ বিদরে বহে লোহার চেওয়াড়॥
কেহ নেজা বহে খাণ্ডা কেহ বহে ছুরি।
কেহ শক্তি শূল বহে দেবতার অরি॥
কেহ গদা বহে শেল বলে মহাবলী।
কাহাল ফুকরে কোথা দোসরি মোহারি॥
দামা দড়মসা কাড়া বাজে শঙ্খ বেণী।
ঘাঘরের রোল কোথা নূপুরের ধ্বনি॥
ঘণ্টার শবদ কোথা বাজে উরমাল।
অনেক মধুর যন্ত্র বাজে করতাল॥
দণ্ডি মুহরি বাজে মৃদঙ্গ মাদল।
সাহুন পাহুন চলে চতুরঙ্গ দল॥

নিঃশঙ্ক সমরে ধায় অসুরছাওয়াল।
সমুখে যোগিনীগণ পাছু হইল কাল॥
রড় দেই স্ত্রীগণ মুক্ত কেশভার।
ব্রাহ্মণ সকল বামে ডাহিনে শৃগাল॥
গগনে গিধিনী ফিরে মারে পাকসাট।
অগোচরে বলে ধর ধর কাট কাট॥
ঘন শিঙ্গা ফুকরে বরঙ্গে জয়ভেরী।
চলিল অসুরবল বধিতে সুন্দরী॥
ছত্তিশ আতর বহে উভ করি হাথ।
বেঢ়িল তুষারগিরি অসুরের নাথ॥
ত্রিদশতটিনীতটে দেখে দৈত্যবল।
কনক শিখরে কন্যা সিংহের উপর॥
দেখিয়া কন্যার মুখ উপজে হুতাশ।
শরতের চাঁদ যেন গগনে প্রকাশ।
নৃমুণ্ডমালিনী দেবী হরসহচরী।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে সেবিয়া ঈশ্বরী॥০॥

চণ্ড-মুণ্ড কর্ত্তৃক চণ্ডীকে যুদ্ধে আহ্বান

॥ পয়ার ॥

বলে চণ্ড মুণ্ড কন্যা কর অবধান।
চলহ রাজার [৩৮] ঠাঞি রাখিয়া সম্মান॥
অবলা হইয়া কর প্রতিজ্ঞা পূরণ।
কে আছে অধম বীর তোরে দেই রণ॥
প্রতিজ্ঞা করিয়াছি আমি বিদিত সংসারে।
হাসিব সকল লোক ত্রিদেবনগরে॥
উন্মত্ত যৌবনবতী রূপে গুণে ধন্যা।
বুঝিলু এখন তুহুঁ হিমালয়কন্যা॥
মারি লেহ আমার প্রধান সেনাপতি।
বিলম্বে নাহিক কাজ চল শীঘ্রগতি॥
স্বর্গ মর্ত্ত রসাতল এ তিন ভুবন।
শুম্ভ বিনে অন্য জন নাহিক ভাজন॥
কহিল তোমারে আমি আপনার কাজ।
তিলার্দ্ধ কাটিব তোর তুই মহারাজ॥

এ বোল শুনিয়া দৈত্য বলে মার মার।
ধনুকের গুণে কেহ দিলেক টঙ্কার॥
পাথরে বেষ্টিত বীর করে হিমাচল।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরামঙ্গল॥০॥

চণ্ডীর যুদ্ধসজ্জা

॥ পঠমঞ্জরী ॥ ঝাঁপা ॥

শৈলেশ্বরবর কাঞ্চন শিখরে
তহিঁ গজমাচল পিঠে।
রূপে ভুবন তিন মোহই ত্রিপুরা
অসুর নিকট ভেল দিঠে॥ধ্রু॥
চাপ চক্র করি খরতর অসি ধরি
চৌদিগে বেড়িলেক বালা।
অসুরের তর্জ্জন গর্জ্জন শুনিঞা
ক্রোধে রুধিরমুখ ভেলা॥
রুদ্রাণীমুখ সস্মিত দেখিয়া
দানব কম্পই কোপে।
খরতর খড়্গ ধরি উভু হাথ করি
রণমুখ ঝম্পই বেগে॥
ভ্রূকুটি কুটিলতর ভালে সমুজ্জ্বর
তৈছন জনমিলা কালী।
পাশিনী খড়্গিনী মস্তকমালিনী
শূলিনী ঝটিত করালী॥
বাঘছাল পরি কালী ভয়ঙ্করী
অতিশয় শুষ্ক শরীরা।
মিলিত বহু মুখ জিহ্বা ডগমগ
বিবসনা দেহ কটোরা॥
কুম্ভচাক ফিরি রুধির নেত্র করি
সত্বই ছোড়ই ডাক।
অসুর মাঝ পড়ি দেব বৈরী লুড়ি
বন ভুব উই চাক॥
মুষ্টিক ভঙ্গুর হয়মুখ কুঞ্জর
দন্ত উপাড়ই হাথে।

গজ হয় সর্ব্বই কড়মড় চর্ব্বই
রথ রথী সারথি পাতে ॥
কাহার কেশ ধরি মুণ্ড হেট করি
গুণ্ডিম্ব করি পদঘায়।
মুষ্টিক ঘাতনে [৩৯ক] কেহ কেহ লুটই
গুড়ি গুড়ি পড়ি কেহ যায় ॥
নেঙ্গা ডাবুস খরতর বাধিক
কড়িম্ব চর্ব্বই দন্তে।
কতি অসুরাভয় মুক্কই রণভূ
শ্রীযুত ভনই মুকুন্দে ॥০॥

চণ্ড-মুণ্ড বধ

॥ শ্যামা রাগ ॥

রণভূ কালী বিষম করালী
ঝম্পই না করই শঙ্কা।
সীতার কারণ দশরথনন্দন-
কিঙ্কর দহে যেন লঙ্কা ॥
টুটিল অনেক সৈন্য চণ্ড মুণ্ড বীর রোষে।
ক্ষেপিল নিশিত শর বাড়বানল তুল.
যেন ঘন জলদ বরিষে ॥ধ্রু॥
সঙ্গরবিজয়ী চণ্ড মুণ্ড দুই
ধাইল সুর পরিপন্থী।
আগলিল চৌদিগ বেড়িলেক পণ্ডিক
হয়বর ময়গল দন্তী ॥
খড্ড উভ করি সমরে ফিরি ফিরি
নেঙ্গা হাথে অসোয়ার।
সর্ব্বই মাহুত রণভূ পণ্ডিত
ডাক ছাড়ই মার মার ॥
চক্র ক্ষেপিল যত দারুণ দশ শত
আৎসাদিল কালিকার তনু।
কোপে রুধিরমুখী হাসই কম্পই
জলদ ভিতরে যৈছে ভানু ॥
উজ্জ্বল দশনা চঞ্চল নয়না
দরশন ভয়দাননা।

ঘোরতর হুঙ্কার ছাড়িয়া মার মার
মৃগনৃপ পিঠে পয়ানা ॥
যুঝ্‌ঝেই ত্রিপুরা রণে অনিবারা
চণ্ডের মুণ্ড ধরি হিঙ্কে।
গড়াগড়ি জড়াজড়ি রণভূ লুটই
মুণ্ড কাটিল তার খড়্গে ॥
চণ্ডাসুর পড়ে মুণ্ড ধাইল রড়ে
অতি কোপে বরিখয়ে বাণ।
রুষিয়া কালী হানিল করালী
উভে বীর হইল দুইখান ॥
দেখিয়া দেবীর বল কেহ চাহে জল জল
সাহসে কোন বীর টুটে।
শ্রীযুত মুকুন্দ ভনে ত্রিপুরাচরণে
দনুজ বিমুখ হইল ঠাটে ॥০॥

চণ্ডীস্তুতি

॥ মালসী ॥

বহুত করিলে যুদ্ধ দেবতার কাজে।
দেখি ভঙ্গ পড়ে যত অসুর সমাঝে ॥
দানবদলনী জয়া তুমি সুলোচনা।
বিকল দেবের প্রাণ না সহে যাতনা ॥
শুন[৩৯]গ ঈশ্বরী মাতা ত্রৈলোক্যমোহিনী
নিবেদি তোমার পায় প্রচণ্ডনাশিনী ॥ধ্রু॥
রণস্থলে দুই ভাই চণ্ডের বিনাশ।
কাটিলে মুণ্ডের মুণ্ড দৈত্য হইল নাশ ॥
তুমি জল্ম তুমি ভুবি তুমি নারায়ণী।
শুম্ভ নিশুম্ভ দুই ভাই বধিবে আপুনি ॥
চণ্ড মুণ্ড সমরে বধিলে ভগবতী।
চামুণ্ডা তোমার নাম রহিল খেয়াতি ॥
ত্রিপুরাপদারবিন্দে কবিচন্দ্র কহে।
ত্রাসে পলায় দৈত্য কোথাহ না রহে ॥০॥

দূতের শুম্ভের নিকট প্রত্যাবর্ত্তন

॥ ছন্দ ॥

উলটিয়া চাহে কালী বলে মার মার।
রবির কিরণ লুকি হইল অন্ধকার ॥
কোথা ঢাক ঢোল বাজে কোথা বাজে দণ্ডি
রুধিরে কন্দর বহে ভাসে গাণ্ডি মুণ্ডি ॥
গুড় গুড় দগড় বাজে কেহ যায় রড়ে।
কাপড় সম্বরে নাঞি কোথা উঠে পড়ে ॥
কেহ মরে কেহ জীয়ে আড়াকিয়ে চায়।
চলিতে না পারে কেহ গড়াগড়ি যায় ॥
গিধিনী শুকিনী শিবা করিল পয়ান।
কেহ মাংস খায় কেহ করে রক্তপান ॥
কেহ হাসে কেহ নাচে কেহ পাক মেলে।
কেহ চিকিচিকি করে কেহ মুণ্ড গিলে ॥
কেহ বৈসে কেহ উঠে গগনমণ্ডলে।
কেহ মুখ মেলে কেহ লাফ দিয়া বুলে ॥
শৃগাল কুক্কুর মাংস করে টানাটানি।
ঝপ ঝপ উড়ে বৈসে গিধিনী শকুনি ॥
রণভুমি দুর্গত যত হইল রক্তপাত।
লাফ দিয়া চলে বুলে ধুকড়িয়া কাঁক ॥
পড়িল অসুর ঠাট থুইতে নাঞি তিল।
গণিতে পারি যত পড়ে কাক চিল ॥
হাড় মাংস জড় করি গিলে বারে বারে।
হরষিত প্রেত ভুত ত্রিপুরা অবতরে ॥
রড় দিয়া পলাইতে কেহ মরে পথে।
সিংহের উপরে দেখি দেবী পাছু খেদে ॥
[৪০ক] নিশুম্ভের সেবকে বারেক রক্ষ মাতা
শুম্ভের নিকটে গিয়া কহিতে বারতা ॥
পলাইয়া যায় পুন উলটিয়া চায়ে।
পুনঃ পুনঃ বলে মোরে রক্ষ মহামায়ে ॥
শুম্ভের নিকট কেহ উত্তরিল গিয়া।
প্রণাম করিয়া কহে বুকে হাথ দিয়া ॥
জল জল চাহে দৈত্য মুখে নাহি কথা।
কহ কহ বলে শুম্ভ যুদ্ধের বারতা ॥
চণ্ডীর কৃপায় দূত প্রকাশিল তুণ্ড।
কি কহিব গোসাঞি পড়িল চণ্ড মুণ্ড ॥
কি বল কি বল দূত কহ আর বার।
কবিচন্দ্র কহে শুন ত্রিপুরা অবতার ॥০॥

দূত কর্ত্তৃক চণ্ডীর বর্ণনা

॥ গৌরী রাগ ॥

দেখিল ধবলকায় লাফ দিয়া স্বর্গ যায়
নয়ানে উইল বিবস্বান।
পোষে এক বনজন্তু কথিলে রুষিবে কিন্তু
যত বীর পতঙ্গ সমান ॥
দেব কি কহিব তোমার চরণে।
শুন হে দৈত্যের নাথ বড় হইল পরমাদ
অবলা প্রবল ত্রিভুবনে ॥ধ্রু॥
বিকট দশন মুখ বজ্রনির্ম্মিত নখ
অতিরক্ত অধর তাহার।
যদি সে সমরে চাপে চৌদ্দ ভুবন কাঁপে
সুরাসুর নর কোনৎসার ॥
যত ঠাট দেখ সঙ্গে আপনা রাখিহ যত্নে
আমি নিজ তোমার কিঙ্কর।
সমরে কন্যার সম জিনে হেন নাহি জন
প্রতিপক্ষে করিল গোচর।
পর্ব্বত করিয়া লক্ষ্য দৈত্য মারে শতসংখ্য
সিংহবাহিনী ভগবতী।
না থাকিহ নির্ভয় যুবতী লখিল নয়
কিবা করে আজিকার রাতি ॥
অসহ্য দূতের বাণী শুনিঞা নৃপতিমণি
কোপে জলে যেন হুতানল।
চণ্ডীপদসরসিজে শ্রীযুত মুকুন্দ দ্বিজে
বিরচিল সরস মঙ্গল ॥০॥

যুদ্ধে রক্তবীজ প্রেরণ

বীরদাপ করে কোনৎসার সীমন্তিনী।
কাননবাসিনী তারে চেটীতে না গণি ॥
বুঝিল ললাটে পূর্ব্ব দৈবের লিখন।
যুবতীর হাথে চণ্ড মুণ্ডের মরণ ॥
সাজ সাজ বলে দৈত্য কালঘাম ছোটে।
হৃদয় কাঁপব শুম্ভ মুখে নাঞি টুটে ॥
[৪০] রুষিল নিশুম্ভ যেন জ্বলে হুতানল।
শুম্ভের চরণে ভুজ দেই মহাবল ॥
মোরে আজ্ঞা দেহ দেব তুমি জ্যেষ্ঠ ভাই।
তোমার কিঙ্কর আমি বলিতে ডরাই ॥
নিশুম্ভবচনে পান দেই রক্তবীজে।
কবিচন্দ্র কহে দেবীর চরণপঙ্কজে ॥০॥

রক্তবীজের যুদ্ধসজ্জা

॥ পাহিড়া ॥

বীর সাজিল রে রকতবীজবর
মোঠন ঘন দেই গোফে।
শুম্ভ মহিষপতি শাসন বন্দিয়া
চৌদ্দ ভুবন যারে কম্পে ॥
রণতূ সজ্জই জয়ঢোল বজ্জই
গুড় গুড় দগড় ন টুটে।
তাজি বাজি ঘন চপ্পই হিক্কই
প্রলয় পয়োধর গাজে ॥
চতুরঙ্গ মহঃবল কোটী কোটী দল
পণ্ডিয় জয় জয় গানে।
নেঞ্জা ডাবুশ শেল শূল বজ্রাঙ্কুশ
বীর চলহুঁ পয়ানে ॥
সিঙ্গা কাহাল বরঙ্গ ভেরিবর
কাঁসর মধুরিম বাজে।
খড়্গা উভু করি খিপ্পই লুপ্‌ফই
প্রলয় পয়োধর গাজে ॥
সুরপুরি লুক্কই বজ্র বিমুক্কই
সগুর সুরপ্পই শঙ্কে।
পদভর লঙ্খিত সমুক্ষিত অদ্ভুত
সর্পনাথ ভয় তঙ্কে ॥
পদভর উজ্জিত ধূলি বিলক্ষিত
দশ শত কিরণ মরীচি।
তাজি বাজি ঘন চপ্পই হিক্কই
চলহুঁ গজবররাজি ॥
ঘণ্টা ঘাঘর দড়মসা বজ্জই
সর্ব্বই গজ হয় কান্ধে।
উজ্জ্বল উচ্চতর পতকা সাহুন
গাহুন ভনই মুকুন্দে ॥০॥

রক্তবীজের যুদ্ধযাত্রা

॥ ছন্দ ॥

ক্রোধে আজ্ঞা দিল শুম্ভ নিশুম্ভের ভাই।
যত ছিল অসুরে লাগিল ধাওয়াধাই ॥
চৌরাশি সহস্র কম্বু আপনার বলে।
পঞ্চাশ সহস্র চলুক কোটি বীর্য্যদলে ॥
শতেক সহস্র কোটী ধূম্রের সেনাগণ।
না কর বিমুচন আমার শাসন ॥
কাল বেকাল কাল চলুক মোর বোলে।
তেত্তিশ নিযুত কোটি অসুরের কুলে ॥
[৪১ক] চলুক দৌহৃদ কোটি বীর্য্য মহাসুর।
আমার নিদেশে মৌর্য্য চলুক প্রচুর ॥
রাজার আদেশে দৈত্য সমরে পাগল।
কেহ ছুরি বহে টাঙ্গি কেহ করতল ॥
জিনি গায় দিলেক ভিতরে আঙ্গরুখি।
মাথায় টোপর পরে দুই আঁখি দেখি ॥
পাথরিয়া লাখে লাখ ময়গল হাথী।
অঙ্কুশ ডাবুশ নেঞ্জা পিঠে যুদ্ধপতি ॥
বায়ুবেগে কোটি তুরগের বাগ।
পাথরিয়া চাপে যুদ্ধপতি নৃপভাগ ॥

কেহ রথ চাপে কেহ চাপিল মহিষ।
যার দরশনে হয় যমের হরিষ॥
হাথী ঘোড়া রথ চলে রণে অনিবারা।
ছুটিল মহিষ যেন সুখে খসে তারা॥
কেহ যুকি বহে শেল কেহ খাণ্ডাফলা।
কেহ লাফ দেই কেহ গোঁফে দেয় তোলা॥
কেহ রড় দেই কেহ গায় মাথে ধূলা।
মকরকুণ্ডল কর্ণে গলে রত্নমালা॥
কেহ হাসে কেহ নাচে মারে মালসাট।
পৃথিবী জুড়িল যত অসুরের ঠাট॥
সুললিত বাজে বেণী খয়েরের খোল।
ধাওয়াধাই রাওয়ারাই হইল গণ্ডগোল॥
দণ্ডি মুহরি শঙ্খ ফুকরে কাহাল।
দামা দড়মসা কাড়া বাজে অবিশাল॥
ঘন রণতুর বাজে তরল নিশান।
কেহ শিলি পেলে কেহ হানে ধূলাবাণ॥
কোথা ভেরী বাজে কোথা বাজে জয়ঢোল
কাহাল ফুকরে কোথা বরঙ্গের বোল॥
জয়বীরঢাক বাজে গুড় গুড় দগড়।
কেহ পড়ে কেহ উঠে না পরে কাপড়॥
ধাইল অসুরবল লক্ষ কোটি কোটি।
উদয়াস্ত গিরিতে নিসঙ্কী পরিপাটী॥
উড়িল চরণধূলি নাহি দিশপাশ।
গগনমণ্ডল কিবা পৃথিবী আকাশ॥
ছত্তিশ আতর বহে উভ করি হাথ।
বেড়িল তুষারগিরি অসুরের নাথ॥
টল টল করে ক্ষিতি কূর্ম্মে লাগে ডর।
রবির কিরণ লুকি দিগ্গজ কাতর॥
ত্রাসে পলায় ইন্দ্র বিধি হরি হর।
পাছু রক্তবীজ চলে সমরে পাগল॥
ত্রিপুরাপদারবিন্দে মধুলুব্ধ মতি।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে মধুর ভারতী॥০॥

চণ্ডীর যুদ্ধসজ্জা

॥ মালসী রাগ॥

ধরণী আকাশ [৪১] পূরে শিঙ্গিনীর নাদ।
প্রলয় সময় যেন হয় বজ্রাঘাত॥
গলায় নৃমুণ্ডমালা বলে সাজ সাজ।
উন্মত্ত হইয়া তনু ডাকে মৃগরাজ॥
দেখিল ত্রিপুরা দৈত্য সাজিল আপার।
লাফ দিয়া ধরে ধনু পাতে অবতার॥
অধর চাপিল কোপে বিকট দশন।
মুখ মেলি হাসে কালী কাঁপে ত্রিভুবন॥
ঘণ্টা বাজাইয়া সিংহ নিনাদ ফিরায়।
সেই শব্দ শুনিয়া অসুরবল ধায়॥
গগনে মুকুট লাগে যোগিনীর মেলা।
সিংহের উপর চাপে হাথে খাণ্ডাফলা॥
যুঝহ যোগিনীগণ না ছাড়িহ ডরে।
বিশাললোচনী ঘন সিংহনাদ পূরে॥
যেই যেই দেবের বাহন রূপ ভূষা।
সেই রূপে অবতরে ত্রিপুরা রুধিরাশা॥
দেবতার শক্তিরূপিণী হিমালয়।
দেখিয়া ভীষণ দৈত্য কবিচন্দ্র কয়॥০॥

চণ্ডী কর্ত্তৃক মহেশকে দূতরূপে প্রেরণ

॥ শ্রী রাগ॥

কমণ্ডলু অক্ষমালা ধরি ভুজে উরিলা
হংসবাহনে বেদমুখী।
চারি মুখে ব্রহ্মাণী ব্রহ্মরূপিণী ধনী
চপল যুগল যুগ আঁখি॥
বৃষভে চাপিয়া উরে ত্রিনয়নী রূপ ধরে
ডমরু ত্রিশূল ভুজ কান্দে।
ললাটে ভস্মের ফোটা বাসুকী নাগের পাটা
শিরে শোভা করিলেক চাঁদে॥
অবতরে গো মা সর্ব্বমঙ্গলা
শক্তিরূপিণী ভগবতী।

দানবদলনী জয়া অনন্তরূপিণী মায়া
কৃপাময়ী ত্রিভুবনে গতি ॥
কৌমারী অবতরে শক্তি ধরিয়া করে
যাহার বাহন মত্ত শিখী।
হান হান কাট কাট ঘন মারে মালসাট
বিশাললোচনী শশিমুখী ॥
চাপিয়া বিহগরাজে যুগল যুগল ভুজে
শঙ্খ চক্র গদা খড়্গিনী।
পরয়ে পিয়ল বাস জলদ বিস্মরি ভাষ
জগদীশ শক্তিরূপিণী ॥
বিষম ধবল দাঁত দ্বিতীয়ার যেন চাঁদ
শিরে শোভে পিঙ্গল কেশিনী।
ধাঁরি চলে চারি পায় দেখিতে পর্ব্বত[৪২ক]কায়
হরিশক্তি মুখ শূকরিণী ॥
মৃগ নৃপ রূপ পেখি অরুণ কিরণ আঁখি
নৃসিংহরূপিণী দেবী হরা।
ঈষত কাঁপায় সটা বাসুকী নাগের পাটা
গগনে বিকল হইল তারা ॥
ময়গল গজনাথে বজ্র ধরিয়া হাথে
দশ শত নয়নধারিণী।
পুরন্দর প্রতিনিধি উরে দেবী ভগবতী
ইন্দ্রাণী সমররঙ্গিণী ॥
যত দেবী তেজময়ী মহেশে বেঢ়িয়া রহি
আইল দৈত্য শুন গ অম্বিকে।
এক দেবী দেবীদেহে বাহির হইয়া কহে
শতেক শৃগাল যেন ডাকে ॥
শুন দেব কীর্ত্তিবাস নিশুম্ভ শুম্ভের পাশ
দূত হইয়া চলহ বচনে।
বলিহ তাহার স্থানে আসিয়া পশুক রণে
অধিকার দিব ত্রিভুবনে ॥
শুন দেব ক্রতুভুজ ছাড় তোরা দুই লোক
যদি জিবে প্রবেশ পাতাল।
নহে বা করিবে রণ ঝাঁট আইস কহি শুন
তোর মাংসে পূরিব শৃগাল ॥

কহে দেবী অদভুত শিবেরে করিয়া দূত
শিবদূতী তোমার খেয়াতি।
কেহ নাচে কেহ হাসে কেহ রহে রণ আশে
গগনমণ্ডলে কার গতি ॥
দেবীর আদেশে হর চলিলা শুম্ভের ঘর
দূত হইয়া কথিল সকল।
চণ্ডীপদসরসিজে শ্রীযুত মুকুন্দ দ্বিজে
বিরচিল সরস মঙ্গল ॥০॥

মহেশের কথায় দৈত্যগণের ক্রোধ ও যুদ্ধযাত্রা

॥ ছন্দ ॥

মহেশের মুখে শুনি ত্রিপুরার বাণী।
রুষিয়া ধাইল দৈত্যগণ অস্ত্রপাণি ॥
কেহ শক্তি শূল বহে কেহ বহে সাঙ্গি।
কেহ গদা জাঠি পাশ কেহ বহে টাঙ্গি ॥
কেহ চক্র বহে কেহ প্রবীণ মতিয়া।
কেহ গজে চাপে কেহ ঘোটকে চাপিয়া ॥
কেহ নেজা বহে শিলি চোকল বিশাল।
ধানুকী ধনুক ধরে লোহার চেওয়াড় ॥
খাণ্ডা ফলা দোয়াড় তবক কার হাথে।
মহারথী সারথি সংহতি চলে রথে ॥
ছত্তিশ আতর বহে মাথায় টাটুনি।
[৪২] উপনীত হইল যথা নিবসে পদ্মিনী।
সাবধানে মহাবীর লাম্ফে মহাযুদ্ধে।
কেহ তীর বিন্ধে কেহ হানে পরশুদ্ধে ॥
কেহ শক্তি শূল গদা ক্ষেপিল রথাঙ্গ।
কেহ তীর বিন্ধে ভিন্দিপাল অর্দ্ধগাঙ্গ ॥
কোপে লাফ দিয়া চণ্ডী উঠে সেই ক্ষণে।
যুড়িল অনেক বাণ ধনুকের গুণে ॥
সন্ধান পূরিয়া বিন্ধে আকর্ণ পূরিয়া।
টানিল দৈত্যের বাণ হুহুঙ্কার দিয়া ॥
রড় দিয়া বুলে কালী দেবীর সুমুখে।
ত্রিশূল বিন্ধিয়া পাড়ে অসুরের বুকে ॥

হান হান বলে দৈত্য ধায় রণাগল।
ব্রহ্মাণী হাসিয়া পেলে কমণ্ডলুজল॥
যার গায় লাগে সেই হয়ত নির্ব্বল।
চলিতে না পারে কেহ চাহে জল জল॥
মাহেশ্বরী বিন্ধে কারে ত্রিশূলের আগে।
চক্রে হানিল কারে বৈষ্ণবী রূপে॥
কৌমারীরূপিণী দেবী বিন্ধে শক্তি হাথে।
শত শত সুররিপু পড়ে বজ্রাঘাতে॥
বরাহরূপিণী বিন্ধে দশনের ঘায়।
দন্তের প্রহারে কেহ গড়াগড়ি যায়॥
নৃসিংহরূপিণী দেবী বলে হান হান।
বুক বিদারিয়া কার করে রক্তপান॥
রড় দিয়া বুলে রণে করে জয়গান।
রথাঙ্গে কাটিয়া কারে করে খান খান॥
বধিয়া অনেক দৈত্য শিবদূতী ধায়।
মাতৃগণ দেখি কোপে রক্তবীজ ধায়॥
নৃমুণ্ডমালিনী দেবী হরসহচরী।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে সেবিয়া ঈশ্বরী॥০॥

অসুরগণ সহ চণ্ডীর যুদ্ধ

॥ ধানশ্রী ॥

কেহ উঠে কেহ পড়ে কেহ বা পলায় রড়ে
বিষম সমরে কেহ যুঝে।
কেহ বিন্ধে কেহ কাটে কুহিড়া লাগিল ঠাটে
কেহ ডরে দুই চক্ষু বুজে॥
দেখি রক্তবীজ রণ পড়িল অসুরগণ
দনুসুত না হয় কাতর।
পাশে করি কাতি ছুরি হাথে করি তরোয়ারি
কোপে লাফে সমর ভিতর॥
রুষিয়া পশিল রণে অনল [৪৩ক] লাগিল বনে
যেন জলে পবন সহায়।
যা দেখে নয়ানকোণে কৃপাণে ছুদিগ হানে
কার গাণ্ডি মুণ্ডি হাথ পায়॥
কেবল আপন তেজে
গদাপাণি সৃজিয়া উপায়।
বিষম সমর মাঝে উলটিয়া রক্তবীজে
ইন্দ্রাণী হানিল বজ্রঘায়॥
বজ্রহত রক্তবীজ ছুটিল সুতেজ রজ
তথি কত অসুর বিভব।
নানা অস্ত্র ধরি ভুজে মাতৃগণ সঙ্গে যুঝে
বল বীর্য্য সদৃশ দানব॥
লাফ দিয়া কালী যুঝে হানিল রকতবীজে
রুধির খসিল ধারে ছুটে।
না জানি পড়িল যত রুধিরে জন্মিল কত
অসুর দ্বিগুণ হইল ঠাটে॥
গলায় রতনমালা ধন দেই গোঁফে তোলা
বসিয়া রহিল মধ্যখানে।
রুধিরসম্ভব যত রণ করে অদভূত
কবিচন্দ্র শ্রীমুকুন্দ ভনে॥০॥

রক্তবীজের যুদ্ধসজ্জা

॥ ঝাঁপা ॥

সাজলু রে বীর রুধিরাজ দিঠে।
পক্ষী চলে চরণ বাণ ঘন নাদ পিঠে॥
জম্ভারি তরোয়ারি রণছুরি টুটে।
ঝন ঝান হান হান ধ্বনি শুনি ঠাটে॥
শ্রবণান্ত গদকান্ত হন্তা ললাটে।
দেবন্ত জনহাস্ত মুখপদ্ম ফুটে॥
এক বাণে দুই তিন জন্তু দেবী হানে।
গিরিবাস পতিদাস কবিচন্দ্র গানে॥০॥

চণ্ডী-রক্তবীজ যুদ্ধ

॥ ছন্দ ॥

চক্রে বৈষ্ণবী তার কাটিলেক মাথা।
ইন্দ্রের যুবতী পেলাইয়া মারে গদা॥
শক্তি পেলিয়া মারে ময়ুরবাহিনী।
শাণিত কৃপাণে হানে বরাহরূপিণী॥

সমরে পাগল মাহেশ্বরী অবতরে।
ত্রিশূলে বিন্ধিল রক্তবীজ মহাসুরে॥
রুষিল সমরে রক্তবীজ মহাসুর।
একে একে হানে মাতৃগণ নহে দূর॥
ত্রিশূল মুষল গদা শক্তি কেহ মারে।
ধরিয়া আপন অস্ত্র যুঝ [৪৩] রে সকলে॥
নানা বাদ্য বাজে জয় জয় কোলাহল।
তলানি উঠানি রণ ক্ষিতি টলটল॥
নৃমুণ্ডমালিনী দেবী হরসহচরী।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে সেবিয়া ঈশ্বরী॥০॥

রক্তবীজের যুদ্ধ

॥ ভূপালী রাগ ॥

বাজীবর চড়ি রকতবীজা
দশনে অধর চাপে।
পাক দিলে ফিরে চাক লোচন
অরুণমণ্ডল কোপে॥
খড়্গ ঝিকৈ বাণ খিপৈ
মেঘ বরিখয়ে নীর।
লাখ পাথর সমরচত্বর
মাঝে আগল বীর॥
চাপ মুকৈ বাণ খিপৈ
হৃদয় চপ্পই রাগ।
খান খান করি রুধির ফিক্কই
তহু সে না ছাড়ে বাগ॥
হৃদয় লোলা রতনমালা
যুগল গোফে দেই পাক।
যুঝে মন দেই রকতসম্ভব
ছাড়ে ঘন ঘন ডাক॥
রকত কণ খসে অসুরগণ হাসে
দেখিয়া সোদর ভাই।
আতর পেলিয়া গগনে লোফ্ফই
তেঘাই পড়ে ঠাঞি॥

বেঢ়ল চৌদিগ রজনী কৌশিক
সঘনে বলে কাট কাট।
বদনে হাত দিয়া রহিল দেবতা
দেখিয়া অসুরের ঠাট॥
শ্রীযুত মুকুন্দ ভনই বামন
তনয় চণ্ডীর দাস।
অসুর সকলে বেঢ়িল জগতি
চলিতে নাহি অবগাস॥০॥

রক্তবীজ বধ

॥ সুই রাগ ॥

দেবগণ পেখি বলে শশিমুখী
হৃদয় না ভাব ডর।
কালী কপালিনী মস্তকমালিনী
বদন বিস্তার কর॥ধ্রু॥
মোর অস্ত্র হত সম্ভব রকত
অই মুখে কর পান।
রক্তবীজ ভব যতেক দানব
ভক্ষণ না কর আন॥
সমরচত্বরে থাকিহ সত্বরে
তব মুখে যেই লীন।
এমত প্রকারে নাশ হয়ে যদি
রক্তবীজ রক্তহীন॥
এ বোল বলিয়া বিন্ধিল [৪৪ক] বাশুলী
ত্রিশূল তাহার গায়।
রক্তবীজদেহে সম্ভব শোণিত
কালী মুখ মেলি খায়॥
তবে গদাভুজ ধায় রক্তবীজ
চণ্ডীর উপরে ক্ষেপে।
দেই গদাঘাত চণ্ডীকে উতপাত
না করিলা কিছু কোপে॥
শূলহস্তাসুর দেহেতে প্রচুর
শোণিত নির্গত হয়।

তাঁর গতি সেই নাম প্রচণ্ডাই
পুন পুন সুখে খায় ॥
রকতসম্ভব যতেক দানব
বদনে থাকিয়া উঠে।
দশন কামড়ি হাড় কড়মড়ি
কালিকা পূরিল পেটে ॥
নানা অস্ত্র ধরে বিবিধ প্রকারে
সাহস না ছাড়ে যুঝে।
শূল চক্র বাণে সাণি কৃপাণে
চণ্ডী হানে রক্তবীজে ॥
সহে প্রাণপণে দুঃখ নাহি মনে
খাইল বিষম ঘা।
রণভূমি কোপে থর থর কাঁপে
মুখে নাহি সরে রা ॥
অহে নৃপ শুন যুদ্ধে যত জন
সকল ত্রিপুরাধীন।
বসুমতীতলে পড়িল দানব
রকতবীজ রক্তহীন ॥
সন্তোষ মানস হয় দিবৌকস
দৈত্যগণ গেল নাশ।
অম্বিকার কাছে মাতৃগণ নাচে
খায় হাড় রক্ত মাস ॥
রমানাথ চন্দ্র- শেখর সোদর
সনাতন তিন ভাই।
তুমি নারায়ণী বিশাললোচনী
রক্ষা পরাপর মাই ॥
মিশ্র বিকর্ত্তন সম্ভব কারণ
যারে তুষ্ট ত্রিনয়নী।
হারাবতীসুত মুকুন্দ অদ্ভুত
রচিল মঙ্গল বাণী ॥০॥

চণ্ডীস্তুতি

॥ কানড়া রাগ ॥

অসুর সুরমোহিনী শিব শিবদগেহিনী
তুরিত সুখমোক্ষদায়িনী।
অভয় বরদায়িনী পাতকনাশিনী
রুচির শূলিনী পাশিনী ॥
মস্তকমালিনী বিশিখচাপিনী
জয় বিন্দুবাসিনী চক্রিণী।
ভকতবৎসবিধায়িনী হিমশৈলনন্দিনী
ত্রিদেবে তুমি ত্রিনয়নী ॥
[৪৪] কুলুপবরবাহিনী রণরুধিরাকাঙ্ক্ষিণী
নমস্তুঁ মুণ্ডমালিনী।
ত্রিপুরবরকামিনী জনহৃদয়যামিনী
ব্রহ্মপরবাদিনী নন্দিনী ॥
অভয় বরদায়িনী পাতকনাশিনী
রুচিকর শূলিনী পালিনী।
প্রণত জনপালিনী মৃগতিলকভাষিণী
দক্ষমুখনাশিনী কারিণী ॥
তৃতীয় গুণ রঙ্গিণী ভুজসমর শঙ্খিনী
ডমরু জয় শূলিনী বজ্রিণী।
মুকুন্দ ইতি ভারতী পদকমল সারথি
রচয়তি বরপিনাকিনী ॥
নমো বিশাললোচনী বিপত্যনাশিনী
নমো দেবী জগন্মোহিনী ॥০॥

চণ্ডীস্তুতি

॥ মালসী ॥

রণমুখী রুচি দুর্গা রুধিরাকাঙ্ক্ষিণী।
শরদিন্দুমুখী জয় চকোরনয়ানী ॥
হরের ঘরণী শিশু মৃগতিলকিনী।
আতঙ্করহিতমনা কঙ্কালমালিনী ॥
সদাই বহুত মতি চরণকমলে।
তোমা না সেবিলে জন্ম বিফল ভূতলে ॥

তব পদকমল রুচির ভবরেণু।
সৃজিলে পৃথিবী বিধি একানেকা তনু ॥
সহস্রেক ফণে তার রহে নারায়ণ।
বসুশ্রী ভস্মের ছলে মাথে ত্রিলোচন ॥
ত্রিভুবনে যে জনে তোমার নাহি কৃপা।
দুঃখের ভাজন কি করিব মহাতপা ॥
অজ্ঞান তিমির কাল কিরণমালিনী।
সত্ত্বরজতমময় তৃতীয় রূপিণী ॥
প্রতিদিন না খায় ক্ষুধা জরা মৃত্যু হরে।
শতমখ দেবতা প্রভৃতি তহিঁ মরে ॥
সতীনাথ শঙ্কর গরল পিয়ে জিয়ে।
কে জানে তোমার মায়া কবিচন্দ্র কহে ॥০॥

॥ সাত পালা সমাপ্ত ॥

রক্তবীজ বধের সংবাদ জ্ঞাপন

॥ সুই রাগ ॥

নরনাথ না থাকিহ [৪৫ক] নিশ্চিন্তে আপুনি।
রকতবীজের পাত বড় হইল পরমাদ
বিষম দেখিল পঙ্কজিনী ॥
কি কহিব তোমার চরণে।
শুনহ দৈত্যের নাথ বড হইল পরমাদ
অবলা প্রবল ত্রিভুবনে ॥ধ্রু॥
কি কহিব তোমার ঠাঞি নিশুম্ভসোদর ভাঁই
জান রক্তবীজের মহিমা।
এক বিন্দু খসে রক্ত তথি কত জন্মে দৈত্য
না পারি তাহার দিতে সীমা ॥
দুই চারি ছয় আট দশ বারো চৌদ্দ হাথ
অষ্টাদশ ষোড়শ আকার।
অসত্য না বলি দেব সীমন্তিনী কত রূপ
রণভূমি করে অবতার ॥
লোলজিহ্বা দেখি ভয় বিকট দশনচয়
আকাশে পাতালে মুখ মেলে।
গলায় মানুষমালা কোটি কোটি হাথী ঘোড়া
রথ রথী যত গিলে ॥
লখিতে না পারি মায়া কত রূপ ধরে জায়া
একেলা থাকিয়া হিমাচলে।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে শুম্ভ হেটমুণ্ডে রহে
অধিক জ্বলিল কোপানলে ॥০॥

শুম্ভের যুদ্ধযাত্রা

॥ রামক্রি রাগ ॥

শুনিয়া দুতের বোল ঘামে হইল তোলবোল
ক্রোধে শুম্ভ চারি দিগে চায়।
অরুণ কমল মুখে ঘন পাক দেই গোঁফে
দিনমণি মুকুটে লুকায় ॥
নেঙ্গা কাছে খাণ্ডা ছুরি পেলে লোফে তরোয়ারি
ঘন ঘন পরশে আকাশ।
দশনে অধর চাপে কোপে থরথর কাঁপে
ত্রিভুবনে লাগিল তরাস ॥
বীর সাজিল রে নিপাত কপচসুত
অতি রোষে ধরিতে পদ্মিনী।
জীবনে থাকুক ধিক সীমন্তিনী প্রতিপক্ষ
অসুর বধিল একাকিনী ॥
ধবল আসন ছাড়ে ক্রোধে আঁখি না পাছাড়ে
নিশুম্ভসোদর জ্যেষ্ঠ ভাই।
ঘন সিঙ্গা ঠাঞি ঠাঞি ডাকাডাকি ধাওয়াধাই
গুড় গুড় দগড়ে ঘন ঘাই ॥
কিঙ্কিণী কটির মাঝে চ[৪৫]রণে নুপুর বাজে
কাছিল যুগল খর ছুরি।
বাজন ঘাঘর ঘাঁটি তোলপাড় করে মাটি
দড়মসা রণতুর ভেরী ॥
তরল তবকধ্বনি কানে কিছু নাঞি শুনি
দামাড় শবদ দুর দুর।

কাড়া পড়া মৃদঙ্গ কাহাল ফুকরে শঙ্খ
বাজে দণ্ডি মোহরি প্রচুর ॥
মাদল কাঁসর বেণী বংশীর সুনাদ শুনি
বাজে অবিরত ঢাক ঢোল।
প্রলয়কালেতে যেন ঘোরতর গরজন
দাবাসিনি বরোঙ্গের রোল ॥
কেবল সংহতি হরি হিমালয় একেশ্বরী
এক বুড়ী তার সহচরী।
ক্ষিতি ফাটে তার দন্তে এ দুঃখ না সহে শুম্ভে
আপুনি সে দেখিব সুন্দরী ॥
নানা বাদ্য কুতূহলে চতুরঙ্গ দলে চলে
রহি রহি করি কোলাহল।
চণ্ডীপদসরসিজে শ্রীযুত মুকুন্দ দ্বিজে
বিরচিল সরস মঙ্গল ॥ ০ ॥

নিশুম্ভের যুদ্ধযাত্রা

॥ শ্যামা রাগ ॥

ছত্রিশ আতর কাছিয়া বীরবর
ধনুকের গুণে দেই টঙ্ক।
ময়গল দিগ্‌গজ কাতর বহুতর
ত্রিজগতে পড়িল চমঙ্ক ॥
রুষিল নিশুম্ভ শূলী রক্তবীজ পড়ে।
প্রলয়সমুদ্ভব হরিলা গজবর
তুরগ উপরে চড়ে ॥
বন্দুক ধরিয়া দশনে চাপিয়া
পেলিয়া লোফে কেহ খাণ্ডা।
লাখ লাখ ময়গল হাথী রথী মহব্বল
চড়িয়া কাসর গণ্ডা ॥
তুহিনাচল গজ ধাইল সত্বর
দেখিতে রূপসী রামা।
চৌদিগে মহব্বল করিয়া কোলাহল
সমরে নাহি যার ক্ষমা ॥
অশেষ প্রকার পাতিয়া অবতার
গিরিজা সংহতি যুঝে।
মুকুন্দ রচিল বাশুলীমঙ্গল
ত্রিপুরাচরণাম্বুজে ॥ ০ ॥

নিশুম্ভের যুদ্ধক্ষেত্রে আগমন

॥ ঝাঁপা ॥

সুরমত্ত গজ চাপি দনুজাদিনাথে।
রণভূমি চাপে শুম্ভ খর খড়্গ হাথে ॥ ধ্রু ॥
অধরাগ্র রদ চাপি ঘন গোঁফ মোড়ে।
করবাল বরঝিক্কি নিজ দুঃখ তোড়ে ॥
জয়শঙ্খ রণরঙ্গ মৃদঙ্গ ভেরী।
ঘন ঘোরতর শব্দ চমঙ্ক অরি ॥
চতুরঙ্গ দল মধ্যে তনু কম্পে কোপে।
রণরঙ্গে [৪৬ক] রিপুভঙ্গ তরোয়ারি লোফে।
বরশব্দ শূর স্তব্ধ ধনু চর্ম্ম পাণি।
রথী পত্তিগণ ধায় করি উচ্চবাণী ॥
পরচণ্ড চলকাণ্ড রথ মাঝি মাঝে।
ঘন বজ্র সিনিশব্দ জয়ঢোল বাজে ॥
এক ঘায় দুই তিন জহু দেবী হানে।
গিরিবাসপতিদাস কবিচন্দ্র ভনে ॥ ০ ॥

দেবীর সহিত শুম্ভ নিশুম্ভের যুদ্ধারম্ভ

॥ মালসী ॥

গগনে ফিরায় বীর ধনু চক্র বাণ।
বরিখে জলদ যেন ধবল পাষাণ ॥
জলধারা সম শর অবিরত খসে।
নিজবাণে ত্রিপুরা কাটিয়া পাড়ে রোষে ॥
নিশুম্ভ যোড়ে বাণ রে বাশুলী যোড়ে বাণ।
রুষিল সমরে শুম্ভ বলে হান হান ॥
শত শত শরে চণ্ডী বিন্ধে দুই জনে।
পাইল যাতনা রে নিশুম্ভ রোষে রণে ॥

স্বরুচি মহিষা চলে খর খড়্গ লৈয়া।
দেবীর বাহনে হানে হুহুঙ্কার দিয়া॥
ক্ষত হইল অস্ত্র বীর নাহি নাড়ে কাঁদ।
ঈষত হাসিল যেন পূর্ণমিক চাঁদ॥
ধাইল নিশুম্ভ রণে অচল ত্রিকূট।
রুষিল ত্রিপুরা লাগে গগনে মুকুট॥
অষ্ট চাঁদে ঢলমল নিশুম্ভের চাল।
ক্ষুরূপায় কাটে চণ্ডী তার করবাল॥
চর্ম্মকৃপাণহীনভুজ বীর ধায়।
শক্তি পেলিয়া মারে ত্রিপুরার গায়॥
দেখিল ত্রিপুরা শক্তি অনল সমান।
চক্রে কাটিয়া চণ্ডী করে খান খান॥
বিফল শক্তির বল শূল ক্ষেপে তূর্ণ।
মুটকির ঘায় চণ্ডী তারে কৈল চূর্ণ॥
পাক দিয়া পেলে গদা নাহি যায় দূর।
ভস্ম করিল চণ্ডী ক্ষেপিয়া ত্রিশূল॥
অনেক বিফল রণ করে রণরঙ্গি।
নিশুম্ভ ধাইল রণে হাথে করি টাঙ্গি॥
আকর্ণ পূরিয়া দেবী ক্ষেপিলেক বাণ।
পড়িল নিশুম্ভ রণে নাঞি ছাড়ে প্রাণ॥
ভাইযের সন্তাপে কোপে ধায় শুম্ভরায়।
[৪৬] শ্রীযুত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরাসহায়॥ ০ ॥

নিশুম্ভের পতনে শুম্ভের যুদ্ধোদ্‌যোগ

॥ পঠমঞ্জরী ॥

শুম্ভ মহিপতি দেখিল নিজ আঁখি
সোদর পড়িল যুদ্ধে।
শাণিত কৃপাণে ধরিয়া নামে রণে
লাফ দেই অষ্ট হাথে॥
উচ্চ রথে চড়ি মুকুট শিরে ধরি
ঘর্ম্মজলে তনু শোহে।
গগন যুড়িয়া ধাইল সত্বর
হানিল দেবীর দেহে॥
আগল দানব রকতলোচন
দেখিয়া পূরিল শঙ্খ।
তৃতীয নযন ধরি দনুজনাশিনী
ধনুকের গুণে দেই টঙ্ক॥
দশ দিগ পূরে কনকরচিত
স্থকিত ঘণ্টার রবে।
ময়গল দিগ গজ আপন গরব
ছাড়িল সিংহের ডাকে॥
চাপড় মারে ধরণীর পৃষ্ঠে
কালিকা হৃদয় গুণি।
তাহার শবদে ঢাকিল জগতি
আছিল পূরুব ধ্বনি॥
হাসি মঙ্গলাই বলে সেই ঠাঞি
যার নাম শিবদূতী।
সেই শবদে ঢাকিল জগত
রুষিল দনুজপতি॥
বিকট দশন রকত লোচন
গগনে মুকুট লাগে।
পাক দিয়া দুই বৃহদোষ্ঠ মোড়ে
পেলিয়া শকতি লোফে॥
অরে দুরাশয খানিক রহিয
সমর মাঝে স্থির।
যুদ্ধ কর যদি আমার সঙ্গে
তবে যে বুঝিব বীর॥
দেবগণ কহে গগনমণ্ডলে
জয় জয় নারায়ণী।
মিশ্র বিকর্ত্তন- তনয় মুকুন্দ
রচিল মঙ্গলবাণী॥ ০ ॥

শুম্ভের যুদ্ধ ও মূর্চ্ছা

॥ দেশাগ রাগ ॥

লাফ দিয়া শুম্ভ তবে তেজিলেক রথ
সুরপুরে মুকুট পাতালে দুই পদ॥

হুহুঙ্কার দিয়া শক্তি পেলে বীরবর।
পবন সহায় যেন জ্বলে হুতানল ॥
সিংহবাহিনী যুঝে নাঞি করে ডর।
দেবীর উপর ক্ষেপে শত শত শর ॥
অসুরদলনী জয়া উল্কা ফিরায়।
অতি ভয়ঙ্কর শক্তি তরাসে পেলায় ॥
বিফল দেখিয়া শক্তি দনুজেন্দ্রনাথ।
রুষিল সমরে শুম্ভ পূরে সিংহনাদ ॥
[৪৭ক] ব্যাপিল ত্রৈলোক্য শুম্ভের সিংহনাদ।
প্রলয় পবনে ঘোরতর পরমাদ ॥
ক্রোধে শুম্ভ ক্ষেপে বাণ নাহি করে ভয়।
ত্রিপুরা কাটিল বাণে বিশিখ দুর্জ্জয় ॥
ত্রিপুরা ক্ষেপিল শর শাণিত কৃপাণ।
তারে শুম্ভ কাটিয়া করিল দুই খান ॥
ত্রিপুরা রুষিয়া শুম্ভে বিন্ধিলেক শূলে।
মূর্চ্ছিত হইয়া শুম্ভ পড়িল ভূতলে ॥
নিশুম্ভ চেতন পায় হাথে ধনু ধরে।
কালিকা চণ্ডিকা সিংহে বিন্ধে তিন শরে ॥
ধরিয়া অযুত ভুজ পুন যুদ্ধ করে।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরার বরে ॥ ০ ॥

নিশুম্ভ বধ

॥ কামোদ রাগ ॥

রুষিল ত্রিপুরা দুর্গা দুঃখবিনাশিনী।
জলদ ভিতরে যেন প্রচণ্ড তরুণী ॥
নিজ শরে ছেদিল দৈত্যের চক্র শর।
শূল হাথে ধায় কোপে পাছু দৈত্যবর ॥
বীর যুঝে রে হৃদয়ে নাহি ডর।
দেবীর উপর ক্ষেপে শত চক্র শর ॥
তুহিনাচলের কন্যা চাপে সিংহযানে।
দুই খান করে গদা শাণিত কৃপাণে ॥
শূল হাথে ধায় বীর হানে প্রতিপক্ষে।
নিজ শূল ত্রিপুরা হানিল তার বক্ষে ॥
নিশুম্ভ দনুজ পড়ে ত্রিশূলের ঘায়।
তার বুক হইতে এক দনুজ বার্যায় ॥
মহা তেজ ধরে সেই ছাড়ে বীরডাক।
বিষম সমরে কন্যা আজি তুঞি থাক ॥
কৃপাণে হানিল চণ্ডী যেই মুণ্ড ডাকে।
ক্ষিতিতলে পড়িল ভক্ষিল পঞ্চমুখে ॥
নিশুম্ভ পড়িল রণে দেখে দৈত্যবল।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরামঙ্গল ॥ ০ ॥

মাতৃকাগণের দৈত্যসংহার

॥ ছন্দ ॥

বিকট দশনে কালী অসুরে চিবায়।
অপার বিষম দৈত্য শিবদূতী খায় ॥
কৌমারীরূপিণী জবা শক্তি ধরিয়া।
মারিল দানব কথো ময়ূরে চাপিয়া।
হংসবাহিনী কমণ্ডলু হাথে বুলে।
মন্ত্র জপিয়া [৪৭] জল প্রসারিয়া পেলে
যার গায় লাগে সেই হয় ত নির্ব্বল।
চলিতে না পারে কেহ চাহে জল জল ॥
বৃষভে চাপিয়া বুলে হাথে করি শূল।
বিন্ধিয়া পাড়িল যত নিকটে অসুর ॥
কৌতুকিত ভগবতী শূকরশরীর
দশনে বিন্ধিয়া কারে করে দুই চির।
গরুড়বাহিনী ঘন চক্র ফিরায়।
খান খান হইয়া দৈত্য ধরণী লোটায় ॥
সহস্র লোচনে চাহে চড়ি ঐরাবতে।
বজ্র পেলিয়া কথো মহাসুর বধে ॥
অবশেষে আছিল যতেক দৈত্যগণে।
ভক্ষিল কালিকা শিবদূতী পঞ্চাননে ॥
নৃমুণ্ডমালিনী দেবী হরসহচরী।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে সেবিয়া ঈশ্বরী ॥ ০ ॥

শুম্ভ ও দেবীর উক্তি প্রত্যুক্তি

॥ ধানশ্রী ॥

জীবন দোসর মোর শঙ্কর দিল বর
রণে দশ শত বাহু।
দৈবের লিখন না যায় খণ্ডন
সো চাঁদ তুহুঁ ভেল রাহু ॥
পাপিনী দুর্গে বধিলি বিতর্কে
অপরজ ভাই হামারা।
শুম্ভ মহব্বল ধাইল সত্বর
সুরপথে খসে যেন তারা ॥
দোঁখয়া অরিগণ করিল বহু রণ
কোপে কহই সুরবৈরী।
সংগ্রাম ভূতলে যুঝসি পরবলে
বিফল গরব করে নারী ॥
সুছাঁদ কবরি দশন ওষ্ঠ তেরি
দেখিয়া লাগিল ধাঁধা।
সহজ পঙ্কজিনী খঞ্জনলোচনী
বদন শারদ চাঁদা ॥
বন্ধুকী বেশ ধরি মৃগপতি সহচরী
হাসি হাসি বদন প্রকাশি।
কজ্জলে উজ্জ্বল নয়ন যুগল
অলক তিলক নব শশী ॥
রে শুন দুর্জ্জন হাম এক জন
দোসর নাহি হামারা।
পেখসি যে তুহুঁ নাগরি সে হাথ
যুদ্ধ কর অনিবারা ॥
যতেক যুবতী ছিল ত্রিপুরাননে গেল
একেলা রহিলা ত্রিনয়নী।
[৪৮ক] হরিল আপন গণে অস্থির নহিয় রণে
মুকুন্দ বিরচিল বাণী ॥ ০ ॥

শুম্ভের সহিত দেবীর যুদ্ধারম্ভ

॥ ঝাঁপা ॥

চড়িলেক খগরাজ সমবেগ ঘোড়ে।
বদ হেট অধ ওঠ দুই গোম্ফে মোড়ে ॥
ধনু বাণ খরশাণ তরোয়ারিধারী।
নৃপ শুম্ভ মহি দম্ভ দনুজাধিকারী ॥
বৃহদাদি ছিল অস্ত্র গিরিরাজ সঙ্গে।
অতি ঘোরতর পেখে সুর দৈত্য তঙ্কে ॥
সিত অস্ত্র খর অস্ত্র শর যুদ্ধ পাতে।
পুন যুদ্ধ পদরেণু লুকী লোকনাথে ॥
শুম্ভ দিব্য ছিল অস্ত্র ক্ষেপিলেক চণ্ডী।
নিজ বাণে অসুরেন্দ্র করিলেক গুণ্ডি ॥
ক্ষেপিলেক যত অস্ত্র অসুরেন্দ্র হাসি।
হুহুঙ্কার দিয়া কন্যা কৈল ভস্মরাশি ॥
ক্রোধে চাপ ধরি বীর শর দিয়া টানে।
গিরিবাসপাতদাস কবিচন্দ্র গানে ॥ ০ ॥

শুম্ভ-দেবী যুদ্ধ

॥ মালসী ॥

আকর্ণ পূরিয়া দেবী ক্ষেপিলেক বাণ।
কাণ্ড ছুটিল যেন অনল সমান ॥
আৎসন্ন হইল দেবী মেঘে যেন রবি।
রুষিয়া কাটিল বাণ পড়িল যে ভুবি ॥
দুই জনে যোড়ে শর রণে অনিবারা।
অবিরত খসে যেন নব জলধারা ॥
টুটিল ধনুক বীর পায় অপমান।
শক্তি ধরিয়া হাথে করে অনুমান ॥
পেলিলে বিফল নহে হেন অনুমানি।
চক্রে কাটিল শক্তি অচলনন্দিনী ॥
খাণ্ডা হাথে করি ধায় দৈত্য ভূপাল।
বাম হাথে শত চন্দ্র উজ্জ্বল করে ঢাল ॥
নিকটস্থ দনুজেন্দ্র দেখিয়া কৃপাণ।
ধনুকে যুড়িল ভগবতী চারি বাণ ॥

খাণ্ডা কাটে অসুরের গজবেন নাম।
কাটিল বিষম ঢাল অরুণ সমান॥
সারথি কাটিল আর পক্ষরাজ হয়।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরা[৪৮]বিজয়॥

শুম্ভের হতাশা

॥ সিন্ধুড়া ॥

হেদে লো সুন্দরি স্বর্গবিদ্যাধরি
মদন মূর্চ্ছিত মোহে।
আশা দিয়া মোরে করিলে নৈরাশ
এ তোর উচিত নহে॥
পড়িল চড়ন তুঙ্গ তুরঙ্গম
যার নাম পক্ষরাজ।
প্রাণের দোসর সারথি পড়িল
আর জিয়া কোন কাজ॥
প্রথম সংগ্রামে ধনুক কাটিলে
ব্যর্থ কৈলে মোর বাণ।
দুষ্ট সীমন্তিনী জানিল হৃদয়
সর্ব্ব দেবতার প্রাণ॥
পূর্ব্বে সুরেশ্বর ধরিল মুদ্গর
ঘোরতর বহু কোপে।
ফিরাইয়া ঘন চারু লোচন
অরুণমণ্ডল কোপে॥
ত্রিপুরা ঝঠ্ঠলু সেই মুদ্গর
কাটিল নিশিত শরে।
অস্ত্রহীন বীর ধাইল সত্বর
মুষ্টিক উঠাইল তারে॥
দেবীর হৃদয় দারুণ মুষ্টিক
মারিল দনুজনাথ।
দেব যুগক্ষয় প্রলয় সময়
যেন হয় বজ্রপাত॥
হস্ততল দিয়া ঠেলিল পদ্মিনী
পড়িল ধরণীতলে।
হেট গড়াগড়ি অচিরাত পড়ি
পুন উঠে নিজ বলে॥
হাথাহাথি করি ধরিল শঙ্করী
লইলা গগনপথে।
মিশ্র বিকর্ত্তন- সম্ভব তনয়
মুকুন্দ বচে চণ্ডীপদে॥০॥

শুম্ভবধ

অবলম্ব নাহিক চণ্ডিকাসুর যুঝে।
হৃদয় নাহিক ডর আপনার তেজে॥
বিস্মিত হৃদয় দেব সিদ্ধমুনিগণে।
চিরকাল মহাযুদ্ধ দেখে রাত্রি দিনে॥
উপাড়িয়া ভগবতী ভ্রমায় অসুরে।
পড়িল ভূধর ধারা বসুমতীতলে॥
ভ্রমিয়া পাড়ল বীর হেট করি কাঁধ।
উঠিয়া গগনে দেখে শত লক্ষ চাঁদ॥
সম্বিত পাইয়া বীর পুন মুষ্টি যোড়ে।
চণ্ডীকে বধিতে দুষ্ট ঘন উঠে পড়ে॥
রুষিল ত্রিপুরা শূলে দৃঢ়মুষ্টি হাথে।
বিন্ধিয়া পাড়িল বুকে অসুরের নাথে॥
[৪৯ক] পৃথিবী উপরে বীর অচেতনে পড়ে
ত্রিশূল · · শুম্ভ চরণ আছাড়ে॥
শুম্ভের চরণঘায় বসুমতী দোলে।
নড়িল পর্ব্বত সপ্ত সমুদ্র উথলে॥
ত্রৈলোক্য নির্ভয় হইল মৈল শুম্ভরায়।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরাসহায়॥ ০॥

শুম্ভবধে আনন্দ

জগতের মুক্ত হইল গগনমণ্ডল।
নিরুৎপাত জলদ বরিষে ফুলজল॥
যত নদী নদ বহে আপনার মত।
হরিষ মানস দেবগণ পুণ্যবত॥

মৃদঙ্গ বাজায় কেহ কেহ ধরে তাল।
মধুর মুরলী বাজে ফুকরে কাহাল ॥
গন্ধর্ব্ব গীত গায় মধুর নিস্বর।
অপ্সরাগণ নাচে কিন্নরী কিন্নর ॥
হরিল উৎপাত বাত দেখে সর্ব্বজন।
দিবসাধিপতি উরে প্রসন্ন কিরণ ॥
অশান্ত আনল নহে জলে নিজ সুখে।
শান্ত তাহার ধ্বনি হইল দশ দিগে ॥
আনিঞা তীর্থের জল যত দেবগণ।
বিধিমতে পাখালিল চণ্ডীর চরণ ॥
শুন গ জননী তুমি সকল নিদান।
স্তুতি করে কবিচন্দ্র করিয়া প্রণাম ॥ ০ ॥

দেবীর বন্দনা

॥ কামোদ রাগ ॥

মাতা তারিহ ত্রিলোকে
মাতা তারিহ ত্রিলোকে।
উত্তম মধ্যমাধম প্রণত সেবকে ॥
তুমি স্থল শূন্য বন সলিল পাতাল।
ত্রিদেবতা সনমূর্ত্তি অষ্টলোকপাল ॥
পর্ব্বত ভুজগ তরু সিন্ধু নদ নদী।
স্ত্রী পুরুষাকৃতি সতী তুমি ভগবতী ॥
দণ্ড পল মুহূর্ত্ত করণ যোগ তিথি।
দিবস রজনী সন্ধ্যা কাল কলানিধি ॥
সুমতি কুমতি বিধি বিষ্ণু নিরঞ্জন।
প্রলয় উদয় নিদ্রা তুমি জাগরণ ॥
জন্ম শিশু যুবা জরা হেতু বেদমাতা।
ভারত পুরাণ শাস্ত্র ভাগবত গীতা ॥
ঋষাদি দশ অব[৪৯]তার অনন্তরূপিণী।
বিপত্যনাশিনী শূর শত্রুবিনাশিনী ॥
স্বাহা স্বধা তুমি পুষ্টি সদসদ্বিচার।
তুমি যোগ ভোগ লোহ মহা অহঙ্কার ॥
মাস ঋতু বৎসর ধর্ম্ম তপোধর্ম্ম।
তুমি পক্ষ গুণ দুঃখ লোভ সুখ মর্ম্ম ॥
গ্রহ বার তিথি সপ্তবিংশতি নক্ষত্র।
স্মরতি বৎসর তীর্থ তুমি মহাসত্ব ॥
ত্রিপুরাপদারবিন্দে মধুলুব্ধ মতি।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে মধুর ভারতী ॥ ০ ॥

দেবীর বরদান

॥ পয়ার ॥

করিলে অসুর বধ তুমি সর্ব্বমাতা।
ঘুচিল যতেক ছিল ভুবনের দ্বিধা ॥
দেবগণে দেহ বর সেবকবৎসলা।
শুনিয়া দেবের বাণী কথিল মঙ্গলা ॥
বর মাগ অরে শুন সকল দেবতা।
প্রসন্নহৃদয় আমি হইল বরদাতা ॥
দেবীর বচনে বলে যত দেবগণ।
মাতা এমনি করিবে যত অসুর খণ্ডন ॥
করিবে সকল কাল বিপক্ষঘাতন।
স্মিতমুখে বলে দেবী শুন দেবগণ ॥
অষ্টাবিংশতি যুগ ইহার অন্তরে।
শুম্ভ নিশুম্ভ দুই জনম লভিলে ॥
নন্দঘোষ ঘরে গোপী যশোদাজঠরে।
জনম লভিব আমি পৃথিবীমণ্ডলে ॥
জনমিব তবে বিন্ধ্যপর্ব্বতবাসিনী।
দুই মহাসুরে পুন বধিব আপুনি ॥
করিব অনেক মহাসুরের বিনাশ।
বর দিয়া বলে শুন ত্রিদেব নিবাস ॥
মধু কৈটভের বধ মহিষ ঘাতন।
পঠে শুনে যেবা শুম্ভ নিশুম্ভ মরণ ॥
ধবল পক্ষের দুই নবমী অষ্টমী।
চতুর্দ্দশী পাইয়া যেবা শুনে এই বাণী ॥
বিচারিয়া বিশেষে মঙ্গল শনিবারে।
প্রতিদিন পূজে যদি পঞ্চ উপচারে ॥
[৫০ক] দুরিত না থাকে তার দারিদ্র্যের যোগ।
কোন কালে নহে ইষ্ট কুটুম্ববিয়োগ ॥

নৃপ দস্যু রিপু খড়্গ দহে লঘু ভয়।
অশুভ তাহার কার কভু নাহি হয়॥
বর দিয়া ভগবতী চলিল কৈলাস।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরার দাস॥ ০॥

দেবীর মাহাত্ম্য

॥ সারেঙ্গ রাগ ॥

দেবীর মাহাত্ম্য এই ভুবনে উত্তম।
কথিল তোমারে সত্য নৃপতিনন্দন॥
এমত প্রকারে দেবী কি বলিব আর।
প্রকাশে অনেক বিদ্যা ধরিয়া সংসার॥
মেধস মুনির বোলে সমাধি নৃপতি।
দুই জনে মনে ভাবে পূজিব ভারতী॥
চারিদশ লোকে জানে নাম তাঁর জয়া।
অশেষ রূপিণী সেই সতী বিষ্ণুমায়া॥
তুমি নরপতি এই বৈশ্যের পো।
নিবসে সংসারে যেবা কার নাহি মো॥
দেবাসুর সিদ্ধ মুনি যার পদ সেবে।
সেবিলে সে সুখ মোক্ষ দুই পদ লভে॥
নৃমুণ্ডমালিনী দেবী হরসহচরী।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে সেবিয়া ঈশ্বরী॥ ০॥

সুরথ ও সমাধির দেবীপূজা ও বরলাভ

॥ পয়ার ॥

সুগন্ধি চন্দন ফুল ধূপ দীপ লৈয়া।
নানা উপহারে যত নৈবেদ্য রচিয়া॥
করিয়া মৃন্ময়ী দেবী নদীর পুলিনে।
সুরথ সমাধি দুহেঁ পূজে প্রতিদিনে॥
ত্রিপুরাভৈরবী মন্ত্র জপে একমনে।
যজ্ঞ তপোবলে দেবী টলিল আসনে॥
নিরামিষ্য হবিষ্য করিয়া অনাহার।
ভগবতী বিনে মতি নাহি জানে আর
নিজ গাত্র ছেদিয়া রুধির দিয়া বলি।
দুজনে বৎসর তিনি সেবিল বাশুলী॥
ধেয়ানে জানিল পূজে সমাধি সুরথ।
আপুনি করিব সিদ্ধ তার মনোরথ॥
অমলা বিমলা মলাবতী সুকোমলা।
[৫০] সংহর্তি সুমুখী সখী চাঁচরকুন্তলা॥
কুলুপ বাহন গলে নরমুণ্ডমালা।
মাথায় মুকুট চাঁদ নয়ান বিশালা॥
উজ্জ্বল দশন রাকা হিমকর মুখ।
দ্বিভুজে কর্পর কাতি উল্লসিত বুক॥
সেবকবৎসলা কালী উবিলা সাক্ষাত।
বর মাগ দুই জন ঘুচাব বিবাদ॥
শুনিঞা দেবীর বাণী বলে মহিপতি।
নিজ রাজ্য দেহ মোরে ঘুচুক দুর্গতি॥
সমাধি মাগিল বর বৈশ্যের সন্ততি।
মরিলে সুমতি মোর হইব মুকতি॥
শুন রে সুরথ নাহি জানিবে অভাব।
দিন পাঁচ সাত বই হব রাজ্য লাভ॥
শত্রুরে মারিয়া হবে রাজ্যের প্রধান।
সমাধিকে বর দিলা পাইবা গেয়ান॥
এতেক বলিয়া দেবী গেলেন কৈলাসে।
নানা সুখ পায় দুহেঁ দিবসে দিবসে॥
বনহস্তী আসিয়া সুরথ করে কাঁধে।
নিজ দেশ গেল যত লোক পদ বন্দে॥
মহামায়া ত্রিপুরার মহিমা অপার।
সমাধি পাইল মুক্তি রাজা রাজ্যভার॥
অষ্ট মন্বন্তর কথা কথিল সকল।
ঋষির নন্দন কথা শুনিল বিস্তর॥
সদয় হৃদয় মুনি নাহি কোন দোষ।
পক্ষের বচনে বড় পাইল সন্তোষ॥
হেনকালে ভগবতী সুরলোকে আছে।
উপকথা কহে কেহ বসি তাঁর কাছে॥
নৃমুণ্ডমালিনী দেবী হরসহচরী।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে সেবিয়া ঈশ্বরী। ০॥

॥ ইতি অষ্ট মন্বন্তর কথা যুদ্ধ সমাপ্ত ॥

নরৈঃ কিং বর্ণ্যতে চণ্ডী জ্ঞায়তে ন স্বয়ম্ভুবা।
সদাস্তু মতিরস্মাকং ত্রিপুরাপদপঙ্কজে॥ ০॥

॥ সপ্তম পালা গীত সমাপ্ত ॥

সত্যবতীর বিশালাক্ষী পূজার কথা

। মঙ্গল রাগ ॥

মঙ্গলা ষষ্ঠী বাণী কমলা নারায়ণী
মনসা মহেশের সুতা।
সকল দেবতা [৫১ক] পৃথিবী হয় পূজা
তেজিয়া বিশালাক্ষী মাতা ॥
অমলাবতী সখী শুন লো শশিমুখী
আমারেধিক আছে কেবা।
বলহ ত্রিভুবনে বধিব সেই জনে
যে না করে মোর সেবা ॥
চল গ অম্বিকে পূজিব তিন লোকে
তোমাধিক কার গতি।
বচন যদি রহে নিবেদি তুয়া পায়ে
করিয়া কোটী প্রণতি ॥
উৎসাকরসুত সাধু ধুসদত্ত
নিবসে লক্ষ ঘর দ্বীপে।
না পূজে আন দেবে সতত শিবে সেবে
নৈবেদ্য দিয়া নানারূপে ॥
সত্যবতী রামা তাহার প্রাণসমা
সেই না পূজে ভগবতী।
বধিলে কোন ফল না পাবে পুষ্প জল
থাকিব বড় কুখেয়াতি ॥
যে নাহি পূজে মোহে বধিলে দোষ তাহে
কে দিব জল পুষ্প পাত।
যদি বা নাহি বধি অল্পতা হয় তথি
উভয় দেখি পরমাদ ॥
অমলাবতী বাণী শুনিঞা ত্রিনয়নী
হৃদয় জিনিব গুণে।
ত্রিপুরাপদস্থল- কমল মধুকর
মুকুন্দ কবিচন্দ্র ভনে ॥ ০ ॥

সত্যবতীর বিশালাক্ষী পূজা প্রচার

॥ বারাড়ি ॥

মহামায়া বৃহদিন্দু পতিতপাবনী বনসিন্ধু
গুণসিন্ধু নরেন্দ্ররূপিণী।
কমলা অমলাবলা শিরে কলানিধি কলা
ভগবতী নৃমুণ্ডমালিনী ॥
ত্রিপুরে কহি শুন বিশাললোচনা।
তুমি দেবী ভগবতী ভকতজনের গতি
ভবনদী তরণে তরণী ॥
আমি তব প্রিয়দাসী নিবেদিতে ভয় বাসি
তব পূজা নহিল ভুবনে।
হৃদয় করিলে যত বিসরিলে অভিমত
এথাকারে আইলে কি কারণে ॥
অমলাবতীর বোলে বিশাললোচনী বলে
[৫১]কিরূপে লইব পুষ্প জল।
চণ্ডীপদসরসিজে শ্রীযুত মুকুন্দ দ্বিজে
বিরচিল সরস মঙ্গল ॥ ০ ॥

সত্যবতীর বর প্রার্থনা

আছিলে নিরাকার পাতিলে অবতার
জন্মিঞা দেবতার তেজে।
কে জানে তব রূপ মহিষাসুর ভূপ
বধিলে সমরের মাঝে ॥
বর্দ্ধমানে বৈসে পরম পরিতোষে
সুরথ মহারথ রাজা।
স্বপনে অষ্টভুজ দেখাইয়া সিংহধ্বজ
ভুবনে লহ গিয়া পূজা ॥
নিবেদি বিদ্যমান কর গো অবধান
তুহিনমহীধরপুত্রী।
বিধাতা হরিহর তোমার কুর্পর
ত্রিলোক জনক উ ধাত্রী ॥
আইলে নিজ কাজে না বল কিছু লাজে
ত্রিপুরে শুন সুলোচনে।
নটিনী এক জনে মাগিয়া লহ দানে
নৃপতি পুরন্দর স্থানে ॥
জন্মাইয়া ক্ষিতিতলে বণিক নরকুলে
সুনারী পরমরূপসী।

তাহার অভিমত করহ তুমি সিদ্ধ
তোমার হব সেই দাসী ॥
উৎসাকরসুত সাধু ধুসদত্ত
তাহার করাইয়া বধূ।
পরম পরিতোষে পূজিব স্ত্রী পুরুষে
তোমার পদভৃঙ্গকেতু ॥
অমলাবতী সতী কথিল সুভারতী
শুনিয়া পরিতোষ মনে।
ডাকিল সুররাট দেখিব আজি নাট
মুকুন্দ কবিচন্দ্র ভনে ॥০॥

নটিনীর ইন্দ্রসভায় আগমন

॥ ছন্দ ॥

ইন্দ্রের আদেশ পাইয়া মোহিনী নটিনী।
লইয়া লাসের পেড়ি ঘুচাল্য ঢাকুনি ॥
রসের দর্পণ লইয়া নিরখয়ে মুখ।
কুন্তল মার্জ্জিল বামা করিয়া কৌতুক ॥
সিন্দুর পরে [৫২ক] ললাটে অধিক উজ্জ্বল।
চন্দন তাহার তলে নয়নে কজ্জল ॥
গলায় তুলিয়া পরে হার মুক্তাবলী।
বক্ষে বান্ধিল রামা বিচিত্র কাঁচলি ॥
রজতের তাড় হাথে ভুজের উপরে।
পিঠে দোলে পাটজাদ অতি মনোহরে ॥
অঙ্গুরি পরিল বামা বাম করশাখে।
পাশুলি পরিল বামা দুয় পদযুগে ॥
বাছিয়া বসন পরে শ্বেত অভিলাষ।
অত্যন্ত উজ্জ্বল রামা পরি সেই বাস ॥
কটিদেশে রনুঝনু মুখর কিঙ্কিণী।
ঝনুঝনু করে পদে নূপুরের ধ্বনি ॥
পঞ্চবাণ রূপবতী সংহতি করিয়া।
ইন্দ্রের সভায় রামা উত্তরিল গিয়া ॥
নৃমুণ্ডমালিনী দেবী হরসহচরী।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে সেবিয়া ঈশ্বরী ॥০॥

ইন্দ্রসভায় নটিনীর নৃত্য

॥ পাহিড়া ॥

কন্যা নাচে রে ইন্দ্রের নাটনী
সুরগণ হরিষ অন্তরে।
তাথে তাথে ধিক ঘন ডাকে সুরসিক
ঠন ঠন কঙ্কণঝঙ্কারে ॥
কুটিল কুন্তল ভালে কুণ্ডল শ্রবণমূলে
সুরঙ্গ সিন্দুর শিথায়।
আতাঞ্চলি দিয়া চাহে দেবতার মন মোহে
হাসি হাসি বদন লুকায় ॥
উরজ দাড়িম্বফল মুখশশিমণ্ডল
নিন্দিত বিম্ব অধরে।
গাইল পঞ্চমস্বরে অকালে বসন্ত উরে
মহীরুহ সকল মুঞ্জরে ॥
পিঠে পাটথোপ দোলে ধীরি ধীরি ফিরি বোলে
ঝনুঝনু চরণে নূপুর।
জমকিত একতালে রহি রহি পাক মেলে
যেন চলে মত্ত ময়ুর ॥
বাদ্য বাজে ঘোরতর যেন ডাকে জলধর
কিন্নরী মাধুরিম গায়।
ঘাঁটী বাজে দুই এক বিপরীত নাট দেখ
জমকিত কাঁচ সরায় ॥
গালে হাথ দিয়া রহে লাফ[৫২]দিয়া পাছু আযে
পাক দিয়া ফিরে নিরন্তর।
ঘন উঠে বৈসে পায় ভুজলতা নড়ে বাহে
দেবতা ভেদিল পঞ্চশর ॥
বলে দেবী বিশালাক্ষী ভাল নাচে শশিমুখী
হৃদয় ভেদিল বড় রঙ্গ।
চণ্ডীপদসরোরুহে শ্রীযুত মুকুন্দ কহে
নাটনীর হইল তালভঙ্গ ॥০॥

নটিনীর তালভঙ্গে ইন্দ্রের অভিশাপ

॥ ধানশ্রী ॥

তালভঙ্গ দেখি হাসে যত দেবগণ।
লজ্জায় মলিন হইল নটিনীবদন ॥

দাণ্ডাইতে নাহি জানে বুকে লাগে ডর।
সমীরণে কাঁপে যেন চলাচল দল॥
বলে ইন্দ্ররাজা হের শুন লো মোহিনী।
স্বর্গ তেজিয়া তুমি চলহ অবনী॥
ইন্দ্রের বচনে বজ্র নটিনীর মাথায়।
ত্রিদশনাথের পদে নটিনী লোটায়॥
পুনঃ পুনঃ উঠে পড়ে উঠিতে না পারে।
অপরাধ ক্ষম নাথ বারেক দোষীরে॥
নটিনীর বচন শুনি সুরপতি বলে।
ভুঞ্জিবে স্বর্গের সুখ পৃথিবীমণ্ডলে॥
কতদিনে আসিব করহ সন্নিধান।
আপুনি শাসন কর দেব মঘবান॥
ত্রিপুরা কথিল ইন্দ্র মোরে দেহ নটী।
ক্ষিতিতলে হয় যেন মোর ব্রত চেটী॥
আমার করিয়া সেবা ভুবি কথোদিনে।
আসিব তোমার ঠাঞি কবিচন্দ্র ভনে॥০॥

কনকার গর্ভে নটিনীর রুক্মিণীরূপে জন্ম

॥ ছন্দ ॥

পুন বলে নটিনী ত্রিপুরা বিত্তমান।
পৃথিবী যাইতে মা গো ডরে কাঁপে প্রাণ॥
মোর হিত চিন্তিবে সতত নারায়ণী।
সত্য সত্য বলে চণ্ডী বিশাললোচনী॥
অভিশপ্ত নটিনী তাহার কথা শুন।
রোগ সঞ্চারিতে যেন কাঠে বিন্ধে ঘুণ॥
জরজর হইল দেহ কয়ে সকরুণ।
পড়িল পরমহংস হরে রূপগুণ॥
হেনকালে নারায়ণ দত্ত বণিক।
[৫৩ক] যুবতী কনকাবতী তার প্রাণাধিক॥
ঋতুস্নান করে সে অন্তরে হয় শুচি।
জল পান করিতে তাহার বাঢ়ে রুচি॥
নারিকেল জল রামা পিয়ে উর্দ্ধমুখে।
উদরে প্রবেশে নটী শ্বেত মাছিরূপে॥

অস্ত গেল দিনমণি হইল অর্দ্ধরাতি॥
গর্ভনিকেতনে ছুইঁ বঞ্চিল স্বরতি॥
সুমতি কনকাবতী ত্রিপুরার বরে।
পরম রূপসী কন্যা ধরিল উদরে॥
এক মাস গর্ভ ধরে কনকা বাণ্যানী।
দুই মাস গর্ভ লোকে হইল জানাজানি॥
তিন মাস গর্ভ মুখে ঘন উঠে হাই।
গায় বল নাহি নিন্দ নয়নে সদাই॥
চারি মাস গর্ভ ভেল দেহ হই ভিন্ন।
দিনে দিনে গুণবতী ধরে গর্ভচিহ্ন॥
পাঁচ মাস গর্ভ হইল খায় নানা সাধ।
নানা পিঠা দেই কেহ ব্যঞ্জন ভাত॥
দিবস গণিতে তার গেল ছয় মাস।
পাত ঝিকটী অম্লে বাঢ়ে অভিলাষ॥
সাত মাস গেল অষ্ট মাস পরবেশে।
নানা সাধ খায় রামা দিবসে দিবসে॥
চণ্ডী পূজে নানা দ্রব্য তথি দিয়া ঘৃত।
অষ্ট মাস গেল রামা খায় পঞ্চামৃত॥
সুখ দুঃখ যত সর্ব্ব কর্ম্ম অধীন।
দশ মাস গেল পূর্ণধিক দশ দিন॥
আচম্বিতে জনমিল তার পেটে ব্যথা।
সুখে প্রসবিল রামা সুন্দরী দুহিতা॥
রড় দিয়া চেটী গিয়া আনিলেক ধাই।
জয় দিয়া নাভিৎসেদ করিল তথাই॥
সধবা বিধবা যত বুলে ধনি ধনি।
চন্দ্রবয়ানী কন্যা চকোরনয়ানী॥
তৈল সিন্দুর কেহ লয় গুয়া পান।
যার যেবা ঘরে সভে করিল পয়ান॥
আড়াই হানা বেনা আনে আর পাচ গেরে।
অগ্নি জ্বালিয়া কোণে পাতিল আতুড়ে॥
এক দুই তিন চারি পাঁচ ছয় যায়।
জাগরণ করে নিশি ষষ্ঠীপূজায়॥
ষষ্ঠী পূজিয়া নিশি জাগরণ করে।
দেবীর বরেতে কন্যা বাড়ে বাপঘরে॥

আসিয়া লিখিল বিধি ললাটে [৫৩] আপুনি।
ধুসদত্ত সাধুর নারী সুমুখী রুক্মিণী॥
অল্প লিখিল দুঃখ প্রথম বয়েসে।
যশে গুণে যত কাল বরে অল্প দোষে॥
ডালে ডাকে কোকিল সুগন্ধি বহে বায়ু।
অশীতি বৎসর বিধি লিখিলেক আয়ু॥
মাঘ মাসে সিত পক্ষ তিথি ত্রয়োদশী।
পূজিয়া ত্রিপুরা স্বর্গ চলিব রূপসী॥
লিখিয়া চলিল বিধি আপনার ঠাঞি।
আটকড়াইয়া করিলেক সাত দিন বই॥
জগতবিখ্যাত যার সেই কুলাচার।
পাঁচ দিনে পাঁচটি নব মেলন্যা তার॥
দিবস গণিতে গেল বিংশতি দিন।
ষষ্ঠী পূজিতে আইয় ডাকে সাত তিন।
লাখর দ্বীপের লোক হইয়া হরষিত।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে বাশুলীর গীত ॥০॥

কনকার ষষ্ঠীপূজা

॥ কামোদ রাগ ॥

ত্রিসর জালি খানি পাতিনী কাল জিনি
ধবল পাট ভোট বাস।
সুরঙ্গ সুয়াঠুটী পরিণত তেকাঁঠি
যাহার যেই অভিলাষ॥
আসিয়া ডাকে চেড়ী পরিয়া পাটশাড়ি
শঙ্খ সুবলিত ভুজা।
অঞ্জনে আঁখি রঞ্জে গমনে হংস গঞ্জে
সাধুর ঘরে ষষ্ঠীপূজা॥
ষষ্ঠী পূজিতে চলিল কনকা
আপন কোলে কন্যাখানি।
যতেক আইয় মেলি দেই হুলাহুলি
মৃদঙ্গ বাজে শঙ্খ বেণী॥
অমূল্য আৎসাদন অনেক আভরণ
কনকা মৃগঙ্গগামিনী।
সঘনে জয় জয় উল্লাস হৃদয়
আগে পাছে নিতম্বিনী॥
যুগল বাজে সিঙ্গা ধাইল রণচিঙ্গা
ছাওয়াল কত নাহি জানি।
তৈল সিন্দুর হলদি প্রচুর
কুঙ্কুম মলয় গন্ধখানি॥
ধবল কাল শত ছাগল দশ কিশ
প্রবীণ মহিষ মেষে।
খড়্গ হাথে করি ধাইল খাণ্ডারী
নগরে যত জন বৈসে॥
কদলী কান্দি কান্দি সন্দেশ নানা ভাঁতি
দুগ্ধে মিশাইয়া চিনি।
সুরঙ্গ ফল ফুল বাঙল নারিকেল
হরিষে বটনিবাসিনী॥
[৫৪ক] কলসে দধি পূরি ধাইল কত ভারী
ধাইল হাথে অপঝারি।
ব্রাহ্মণ যায় আগে ত্রিবিধি বেদ মুখে
কাঁসর বাজে শঙ্খ ভেরি॥
সুগন্ধি ফুলঝারা বিংশতি এক বারা
বটতলে হুলাহুলি।
ষড়ঙ্গ ধূপ দীপ নৈবেদ্য নানারূপ
মোদক খই খিরপুলি॥
কর্পূর তাম্বূল মধুর শ্রীফল
লবঙ্গ নানা জাতিফল।
ব্রাহ্মণ পড়ে স্তব সর্ব্বাদি পূজে দেব
পঞ্চোপচারে লম্বোদর॥
ষষ্ঠীর দুই পদ পূজিয়া বিধিমত
কল্যাণ করে দ্বিজ শেষে।
ত্রিপুরাপদস্থল- কমল মধুকর
মুকুন্দ কবিচন্দ্র ভাষে ॥০॥

কনকার কন্যাজন্মে উৎসব

॥ ছন্দ ॥

বিলায় সাধুর নারী সরস সিন্দূর।
পতি পত্নী জনের ললাটে উইয়ে সুর॥

মস্তক উপরে দেই তৈল পলা পলা।
গুয়া পান দেই একে একে খই কলা॥
খিরপুলি দেই রামা করিয়া বিশেষ।
দধি মধু নারিকেল চিনির সন্দেশ॥
ইক্ষু শলা দেই কারে পনসের ফল।
চিপট মুড়কি দেই বাঙল নারিকল॥
সর্জ্জ বিলাইয়া রামা উল্লসিত বুক।
গীত নাটে উল্লসিত যত কুতভুক॥
ব্রাহ্মণে গুবাক দেই কর্পূর পান।
পরিহার মাগিলেক করিতে কল্যাণ॥
আনন্দে যুবতীগণের গায়ে বাড়ে বল।
আপনা আপুনি পাড়ে হরিষ কন্দল॥
পরিহাস করে কেহ নাঞি করে হেলা।
হলদি কুঙ্কুম চুনে পাতে নানা খেলা॥
আতাঞ্জলি দিয়া ঢাকে বদন কমল।
গালে হাথ দিয়া কেহ হাসে খল খল॥
মাসাস পিসাস দেখ ননদ জাগর্ত্তি।
কোন না যাব ঘর কুৎসিত মূর্ত্তি॥
মস্তকে কাপড় নাহি কুচ নাহি ঢাকে।
হিহি করিয়া হাসে লাজ নাহি মুখে॥
গুড় গুড় দগড় বাজে মাদল কাঁসর।
[৫৪] যুবতীর আনন্দ ছাওয়াল দেই রড়॥
সর্জ্জ বিলাইয়া রামা অবশেষ বেলা।
ছাওয়ালে ছাওয়ালে কাড়াকাড়ি খই কলা॥
বিলাইল সর্জ্জ যত মঙ্গল বাধাই।
বিদাই করিল সভে বটতরু ঠাঞি॥
পূজা সঙ্কলিয়া যায় যার যথা ঘর।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরাকিঙ্কর॥০॥

রুক্মিণীর বাল্যাবস্থা

॥ শ্রী রাগ ॥

এক দুই তিন চারি গেল পঞ্চ মাসে।
পুরোহিত আনিঞা রুক্মিণী নাম ভাষে॥
ছয় মাস গেল সাত মাস পরবেশে।
অন্নপ্রাশন করাইল সুদিবসে॥
বাপের মন্দিরে কন্যা পরম রূপসী।
দিনে দিনে বাড়ে যেন দ্বিতীয়ার শশী॥
অষ্ট মাস গেল রামা হয় অন্নরুচি।
নয় মাস পরবেশে দেই আলগছি॥
দশ একাদশ মাস বারতে প্রবেশ।
পূর্ণ মাস বৎসর হইল অবশেষ॥
স্মরখেলা নিকেতনে প্রথম বয়েস।
গণিতে বৎসর তার বারতে প্রবেশ॥
স্নান করিতে সাধু নামে পুণ্য জলে।
রূপসী রুক্মিণী রামা দেখে হেন কালে॥
স্মরশর জরজর দেহ তদবস্থ।
সম্বন্ধ করিল সাধু পাঠাইয়া মধ্যস্থ॥
বিবাহ করিব শুভদিন শুভক্ষণে।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরাচরণে॥০॥

রুক্মিণীকে বিবাহ প্রস্তাব

॥ পয়ার ॥

বিবাহ করিব মনে ভাবে সদাগর।
ডাক দিয়া আনিল পণ্ডিত গৌরীবর॥
প্রণতি করিয়া বলে সাধু ধুসদত্ত।
অবধান কর দ্বিজ কহি নিজ তত্ত্ব॥
উভয় করিব বিভা মনের বাসনা।
তোমার চরণে এই নিবেদি আপনা॥
স্নান করিতে আমি দেখিল সুন্দরী।
সমতুল্য নহে তার স্বর্গবিদ্যাধরী॥
ঘটনা করিয়া দেহ সেই সীমন্তিনী।
মনোরথ সিদ্ধি মোর কর দ্বিজমণি॥
সাধুর বচনে দ্বিজ প্রকাশে ভারতী।
অনঙ্গ আবেশে কিবা বল মূঢ়মতি॥
[৫৫ক] অকুমারী কুমারী বর্ণের নাহি দায়।
তত্ত্ব না জানিঞা কর ঘটক সহায়॥

বিপ্রের বচনে বলে সাধু অধিকারী।
সত্যবতীর অনুজা ভগিনী সেই নারী ॥
সম্বন্ধে বিলম্ব না কর করহ গমন।
দ্বিজ প্রতি বলে সাধু বিনয় বচন ॥
সাধুর বচনে তথা চলে গৌরীবর।
ঘটাজি পুস্তক সঙ্গে করিলা সত্বর ॥
গিরিজা গণেশ পদে করিয়া প্রণাম।
অনুগত সঙ্গে করি চলিল ধীমান ॥
ধনলোভে ঘটক চলিলা রড়রড়ি।
উপনীত হইল দত্ত নারায়ণ বাড়ি ॥
ব্রাহ্মণ দেখিয়া বাণ্যা হরষিত চিত্তে।
সম্ভ্রমে চরণধূলি লইলেক মাথে ॥
সফল দিবস মোর তোমা দরশন।
পবিত্র করিলে তুমি আমার ভুবন ॥
মধুর বচনে তুষ্ট করিল দ্বিজেতে।
বিচিত্র আসন আন্যা দিলেক বসিতে ॥
রুক্মিণী প্রণাম করি দিল অপঝারি।
পুত্রবতী হইয় ভাষে বেদ অধিকারী ॥
নারায়ণ দত্ত বলে শুন মহাশয়।
এই ত আমার কন্যা বিভা নাহি হয় ॥
এ বোল শুনিয়া দ্বিজ করে উপহাস।
বিরচিল কবিচন্দ্র ত্রিপুরার দাস ॥০॥

রুক্মিণীর পিতার সহিত ঘটকের কথোপকথন

॥ পঠমঞ্জরী ॥

বাণ্যা রে কেমতে তোমারে বাসে অন্ন।
এ হেন যুবতী ঘরে চমকিত নাহি তোরে
কেন মতে পাইয়াছ প্রসন্ন ॥
নিকলঙ্ক তুমি সাধু তোর ঘরে কোন হেতু
হেন কন্যা আছে অবস্থিতা।
করিয়া এ সব কাজ বণিকে আনিল লাজ
বিভাকার্য্য না কর তুরিতা ॥
প্রৌঢ়া কন্যা তোর ঘরে তোরে নাহি লাজ করে
কোন পাকে হয় ঋতুবতী।
জ্ঞাতি নাহি খাব জল পাপে নাহি পাবে স্থল
শুন রে অবোধ মূঢ়মতি ॥
জ্বলন্ত আনল সমা তোর ঘরে হেন রামা
কেন এত কাল অবস্থিতা।
ব্যর্থ জীয়ে তোর নারী হেন কন্যা গর্ভে ধরি
বিভাকার্য না কর তুরিতা ॥
শুন রে বণিকবর কেন না গৌরব হর
লভ তুমি নবম বরিখে।
নব দশ কন্যা ঊর্দ্ধ কত না লইবে বিত্ত
[৫৫] গৃহে নিবসতি কোন সুখে ॥
নাহি তোর কোন বিত্ত কেনি হইয়া পাপচিত্ত
যোগ্য কন্যা রাখ্যাছ আলয়।
কোটীশ্বর নাম ধর কড়ির প্রত্যাশ কর
বিফল জনম ক্ষিতি হয় ॥
জেন যে কন্যার কড়ি কেবল শমন দড়ি
লইলে খাইতে নাহি পাবে।
জ্ঞাতি গোত্র হব লাজ বুঝহ এ সবের কাজ
অন্তকালে স্বর্গ নাহি যাবে ॥
হইয়া অবস্থিতা কন্যা জল মোরে দিল আন্যা
বিপাকে জন্মিল মোর পাপ।
কোন মতে অন্ন খাও কোন সুখে নিদ্রা যাও
হেন মূঢ়মতি তুঞি বাপ ॥
বিপ্রের বচন শুনি পুন কহে ফরমানি
বিনি অপরাধে দেহ গালি।
কুলের পণ্ডিত তুমি তোমা অগোচর আমি
সম্বন্ধ করিতে কিবা পারি ॥
দেখিয়া সুন্দর বর সোলই সম্পূর্ণ ঘর
বিভাকার্য্য করহ তুরিত।
দ্বিজ কবিচন্দ্র কয় যদ্যপি মনেতে লয়
শুন বাণ্যা কহি সমুচিত ॥০॥

রুক্মিণীর বিবাহে সম্মতি

॥ চৌপদী ॥

কন্যা যবে জন্মে ঘরে তখনি কাতব্য করে
প্রথমাংশে শোকসাগর।
ভাল মন্দ বিচারিতে কথো কাল এই রীতে
বর চাহি বুলি দেশান্তর ॥
যদি বা বিবাহ দিয়া শান্তি নাহি পড়ে হিয়া
তুষের দহনে তনু জ্বলে।
ভাল মন্দ নাহি জানি অবিরত মনে গুণি
বুক ভিজে নয়নের জলে ॥
বঞ্চয়ে পরের ঘরে পাছে কেহ মারে ধরে
ভাবিতে হৃদয় নাহি সুখ।
কোথা খায় কোথা শোয় ভোক পাছে লাগে পোয়
বাপের সতত মনে দুঃখ ॥
ঠাকুর হে নিবেদিনু তোমার চরণে।
কন্যার শোকেতে গায় ঘুণে বিন্ধে বাপ পায়
এত কেন উঠে পড়ে মনে ॥ ধ্রু ॥
সাধুর বচন শুনি বলে গৌরী দ্বিজমণি
উত্তম কথিলে মোর ভাই।
এ সব সংসারে যত কন্যা ঘরে রাখে কত
মূঢ়ের সদৃশ তোমা পাই ॥
যদি দানে করে কর্ম্ম কন্যা[৫৬ক]হইতে বাড়ে ধর্ম্ম
অবশ্য অমরপুরে বাস।
না জান কন্যার মূল কন্যা হইতে বাড়ে কুল
অকারণে কর মিথ্যা আশ ॥
ছাড়হ এ সব মায়া অকারণে কর দয়া
বিপদ সম্পদ কার নহে।
একাএকি আসি যাই যখন যে যোনি পাই
মায়ার নিগড়ে কাল যায়ে ॥
শুন রে বণিক জাতি মৃত্যু বিনে নাঞি গতি
যত দেখ সকলি অসার।
তাঁহা বিনু নাহি ধন ভজ প্রভু নারায়ণ
ভবসিন্ধু যদি হবে পার ॥
বিপ্রের বচন শুন্যা হরষিত হইল বান্যা
বিবাহ কথায় দিল মন।
অম্বিকার পদাম্বুজে তথি মোর মন মজে
শ্রীযুত মুকুন্দ সুবচন ॥০॥

ধুসদত্তের সহিত বিবাহে সম্মতি

॥ পয়ার ॥

সম্বন্ধ করিব কোথা বলহ গোসাঞি।
তোমার কারণে আমি তত্ত্ব নাহি পাই ॥
আমার অধিক কুলে দিব কন্যাদান।
বিচারিয়া আন তুমি কুলের প্রধান ॥
এ বোলেতে ঘটক ঘটা জি ধরি ভুজে।
বিচারিল যত কুল বণিকের মাঝে ॥
ভাল মন্দ মন্দ ভাল ঘটকের মুখে।
বিদ্রূপ করিয়া বলে সাধুর সমীপে ॥
তোমার অধিক কুলে নাহি অন্য দেশে।
সভে মাত্র এক যে লাখর দ্বীপে বৈসে ॥
দত্ত উৎসাকরসুত ধুসদত্ত নাম।
তবাগ্রজ ভাই যারে দিল কন্যাদান ॥
তারে কন্যা দিয়া তোর ভাই হইল বান্যা।
কহিল কুলের তন্ত্র লহ ইহা জান্যা ॥
তারে সম্প্রদান কর রুক্মিণী দুহিতা।
হইব কুলের মুখ্য নহিব অন্যথা ॥
মাতঙ্গদশন তুমি বান্ধিবে কাঞ্চনে।
বণিকে প্রধান তুমি হইবে ভুবনে ॥
নাটকী ভেজান মন্ত্র জপাইল কানে।
ভুলিল বণিকসুত ঘটকবচনে ॥
লংঘিতে না পারি [৫৬] আমি তোমার বচন।
রুক্মিণীরে দিব বিভা করহ গমন ॥
হরষিত ঘটক চলিল রড়ারড়ি।
মনে ভাবে পাব ঘটকালি কড়ি ॥
উপনীত হইল বিপ্র ধুসদত্ত যথা।
ব্যপদেশে বসি দুহে কহে সর্ব্বকথা ॥

হাস্যবদনে কিছু কহে মন্দ মন্দ।
শুভক্ষণে সাধু তোমার করিল সম্বন্ধ॥
গলে পাটা দিয়া সাধু ধরিল চরণে।
তোমা বিনে বন্ধু মোর নাহি ত্রিভুবনে॥
নাটকী ভেজান মন্ত্র জপাইল কানে।
সত্যবতীর নিন্দা কর আহার রন্ধনে॥
রন্ধন করিয়া অন্ন দিব সত্যবতী।
বিরচিল কবিচন্দ্র মধুর ভারতী॥০॥

পুনর্ব্বিবাহের জন্য ধুসদত্তের চাতুরী

॥ সিন্ধুড়া॥

ভোজন করেন সাধু নিন্দার কারণ হেতু
সত্যবতী পরিবেশে ভাত।
হৃদয়ে করিয়া কূট সকলি কারল নঠ
গণ্ডূষে শ্বশুরে ভোলানাথ॥
পাইয়া অন্নের বাস বলে কথ ত্বরভাষ
ওদনেতে কহে দুগ্ধগন্ধ।
হৃদয়ে করিয়া রাগ প্রথমে বর্জ্জিল শাক
লবণেতে করিয়াছে মন্দ॥
হংস মুগের সূপ দেখিতে অধিক রূপ
তাহাতে দিয়াছে চতুর্জ্জাত।
করয়ে উজ্জ্বল ঘন বলে বড় খর লোন
ঠেলিয়া পেলিল অচিরাত॥
ইলিশ পনসবীজ তাহে জিরা মরিচ
আনিঞা দিলেক সত্যবতী।
আমিষ্যের গন্ধ কহে বলে সাধু ভাল নহে
মার্জ্জারে দিলেক দুষ্টমতি॥
মনে সাত পাঁচ করি ভ্রষ্ট মৎস্য দিল নারী
আজি বিধি মোরে হৈল বাম।
আপ[৫৭ক]নার কর্ম্মফলে সাধু মোরে মন্দ বলে
ভোজন না করে গুণধাম॥
মনেতে অসুখ মানি ভাজা মৎস্য দিল আনি
অন্ন দিলেক শশিমুখী।
না ভুঞ্জিব মনে জানে মন্দ বলে রন্ধনে
রসনা পরশে হয় দুঃখী॥
পূরিয়া কনক বাটী দুগ্ধ দেই পানি চেটী
খায় সাধু বিরস বদনে।
শুন সত্যবতী সতী কহি দৃঢ় ভারতী
নিশ্চয় ভুলিলে রন্ধনে॥
বিবাহ করিব আমি শুন তুমি সীমন্তিনী
বিষাদিত না ভাবিহ মনে।
বড় তুমি পাও দুঃখ করাইব আমি সুখ
আর যেন না যাহ রন্ধনে॥
শুনিঞা প্রভুর কথা লাজে হেট করে মাথা
কি বলিব না নিঃসরে তুণ্ডে।
হৃদয় জন্মিল শূল সচিন্তিত শোকাকুল
অম্বর ভাঙ্গিয়া পড়ে মুণ্ডে॥
যুড়িয়া যুগল করে স্তুতি করে সদাগরে
সজল নয়ানে সত্যবতী।
ত্রিপুরাচরণবর সরোরুহ মধুকর
কবিচন্দ্র কহে সুভারতী॥০॥

স্বামীর পুনর্ব্বিবাহে সত্যবতীর খেদ

॥ সুই রাগ॥

প্রাণনাথ সতিনী না দিহ তুমি।
বিভা কর দূর শুন হে ঠাকুর
নিবেদিল তোহে আমি॥ ধ্রু॥
গোকর্ণ নকুল সতীনে কন্দল
এ বোল অন্যথা নহে।
ভোজন শয়নে দুঃখ পাবে মনে
নিবেদিল তুয়া পায়ে॥
ছাড় অভিরোষ ক্ষেম মোর দোষ
শুন প্রভু গুণধাম।
অল্প দোষে শাস্ত্য নহে ত উচিত
তোমা কি বুঝাব আন॥
তুমি সতত প্রবাস ছাড় মোর পাশ
শুন প্রভু বিচক্ষণ।

কহি বিলজ্জিত নহে সমুচিত
দোষ দেহ কি কারণ ॥
ভাল হয় নারী উভএতে তরি
আপনা রাখে যতনে।
যে জন দুর্ম্মতি নরকেতে গতি
কহিল বেদ পুরাণে ॥
[৫৭] মুখ তোল পেখি শুন শশিমুখী
মনে না দুঃখ ভাবসি।
সত্য বলি বাণী দিব্য করি আমি
আনি দিব তোরে দাসী ॥
বুঝি প্রভুমন করয়ে রোদন
নেত্রকোণে নীর খসে।
আষাঢ় শ্রাবণ নব ঘন যেন
রজনী দিবা বরিষে ॥
হৃদয় আকুল হইল চঞ্চল
সইয়েরে পড়িল মনে।
কবিচন্দ্র ভনে ত্রিপুরাচরণে
পানিরে ডাকিয়া আনে ॥০॥

সইয়ের পরামর্শ গ্রহণ

॥ পয়ার ॥

আইস সুনাইয়রি বাছা বলি তোরে বাণী।
অনেক দিবস তোরে পুষ্যাছি আপনি ॥
সভে ভিন্ন এই মাত্র গর্ভে নাহি ধরি।
বিধি বিড়ম্বিল মোরে কি করিতে পারি ॥
আমার দুঃখের কথা শুন লো দুহিতা।
আর বিবাহের চেষ্টা কৈল তোর পিতা ॥
কি করিব শুন বাছা বল না উপায়।
আকুল হইল মন ঘরে স্থির নয় ॥
যদি তুমি হও মোর ধর্ম্মের নন্দিনী।
ঘুচাহ মনের দুঃখ নিবেদিল আমি ॥
হৃদয় জন্মিল মোর বড়ই যুকতি।
আমার আরতি লৈয়া চল শীঘ্রগতি ॥
অবিলম্বে চল তুমি সই আছে যথা।
সইয়েরে আনিবে তুমি শীঘ্রগতি এথা ॥
যুগল মাণিক লহ আর কেশ খড়।
তাঁহারে জানাবে তুমি সহস্রেক গড় ॥
নিবেদি তুমি তাঁরে দুঃখের ভারতী।
বিভাভাঙ্গা মন্ত্র জানে সই গুণবতী ॥
কাটা দ্রুম যোড়াইতে জানে মোর সই।
রাখিহ হৃদয়ে কথা তোমারে সে কই ॥
তাঁহার প্রসাদে ঘর করে যত নারী।
কহিল সকল তত্ত্ব শুন লো সুন্দরী ॥
সত্যবতীবচনে চলিল চেটী পানি।
উপনীত হইল যথা বল্লভা ব্রাহ্মণী ॥
শুন শুন ঠাকুরাণী কি কর মন্দিরে।
[৫৮ক] সইয়েরে দেখিবে যদি চলহ সত্বরে
পানির বদনে শুনি সইয়ের সম্বাদ।
হৃদয় জানিল রামা বড় পরমাদ ॥
রড় দিয়া আইল যথা সই সত্যবতী।
দুহেঁ দুহাঁ দরশনে বাঢ়িল পীরিতি ॥
কি কারণে বিসম্বাদ কহ উপদেশ।
খণ্ডাব মনের দুঃখ কহিবে বিশেষ ॥
তোমার সয়া বিভা করে শুন ঠাকুরাণী।
সতিনীর ভয় মোর বিদরে পরাণী ॥
বুদ্ধি নাহি সই তোরে কি বলিব আর।
দশ বিভা করুক গিয়া সাধুর কুমার ॥
আমার মন্ত্রিত তৈল মাখিহ বদনে।
তোমা বই সাধবের না পড়িব মনে ॥
তাম্বুল পড়িয়া দিব খাইহ সতত।
তাহার প্রসাদে তুমি হবে নিরাপদ ॥
সিন্দুর পড়িয়া দিব পরিহ ললাটে।
তোমা পরীক্ষিতে অরিষ্টের প্রাণ ফাটে ॥
বিবাহ করিয়া সাধু আসুক মন্দিরে।
মর্কট করিয়া দিব দেখিবে গোচরে ॥
সইয়ের বচন শুনি পরিতোষ মনে।
বিবাহ করিতে বলে সাধুর নন্দনে ॥
আনান্দত হইয়া চলিল সদাগর।
কবিচন্দ্র কহে শুন ত্রিপুরাকিঙ্কর ॥০॥

রুক্মিণীর বিবাহসজ্জা

মঙ্গল

পাটসাড়ি রঙ্গশঙ্খ রসাল গোটিকা।
কনকের লতিকা কনক কঙ্কতিকা॥
কনক কুণ্ডল টাড় অঙ্গুরি পাশুলি।
রতন মঞ্জির হাঁর কনক বউলি॥
ঘটক চলিল বুঝে বরের ইঙ্গিত।
আধবাসসজ্জ লৈয়া চলে পুরোহিত॥
গোরোচনা হলদি কুঙ্কুম ফুলমালা।
তৈল সিন্দুর গুয়া পান খই কলা॥
কঙ্কণ কিঙ্কিণী পাটথোপ বিদমালি।
নানা রত্ন ঝলমল করয়ে কাঁচলি॥
জয়ভেরি বাজে শঙ্খ ফুকরে কাহাল।
দণ্ডি মোহরি বাজে কাঁসর বিশাল॥
ঝলমল কুণ্ডল পরিয়া পাটসাড়ি।
বাহু নাড়া দিয়া আগে চলে পানি চেড়ী॥
বিবাহ করিব সাধু সাধুর নন্দিনী।
গুণবতী পতিগতি সুমুখী রুক্মিণী॥
বান্ধিল মঙ্গলসূত্র তার বাম ভুজে।
কবিচন্দ্র কহে দেবীর [৫৮] চরণপঙ্কজে॥০॥

ধুসদত্তের বিবাহসভায় আগমন

ঘণ্টা বাজে শঙ্খ ভেরি হরষিত হইল পুরি
সত্যবতী দেই জয় জয়।
সুখাসনে চাপে সাধু মনে জপে বৃষকেতু
দ্বিজগণে মঙ্গল গায়॥
চলে সাধু ধুসদত্ত
বিভা করি মনেতে আনন্দ।
পটহ তেঘাই দড় ঝনঝান কাঁসর
যোড়া সানি বাজে মৃদঙ্গ॥ ধ্রু॥
সাজিল যত করী তথি পর আমারি
মাহুত চাপিল তার কান্ধে॥
ইষ্টকুটুম্ব যত সাজিলেক কার্ত্তিক
যার যেবা সাজে পরিবন্ধে॥
কাড়া বাজে তাধিক মনেতে পাইয়া সুখ
রড়ারড়ি আগু করি ধায়।
ঘাঘর কটির মাঝে চরণে নূপুর সাজে
টেঙ্কানা টাটুনি মাথায়॥
গুড় গুড় ধাঁ ধাঁ ধাঁ ঘন বাজে দামা
নাগরা বাজে দিমি দিমি।
বিভারম্ভে হরষিত নাচয়ে নর্ত্তকী যত
তোলপাড় করয়ে মেদিনী॥
পূগ নাগদল সন্দেশ মছয়
যাহাতে ভেটিব সভাজন।
চিপট মুড়কি দধি সজ্জ লৈয়া নানাবিধি
ভারী চলে পঞ্চাশ জন॥
গণ্ড ফিরিয়া বুলে পত্তিক রাঙ্গালি খেলে
ঘন ঘন হানে ধূলাবাণ।
হায় হাক ছুছন্দ।র হরষিত মারামারি
সিনি ছোড়ে বজ্র সমান॥
উপনীত নিকেতনে যতেক কুটুম্বগণে
মধ্যেতে করিয়া ধুসদত্ত।
দেখি দ্বিজ গুরুজন তেজিলেক সিংহাসন
উঠিয়া করিল দণ্ডবত॥
আনি দিল আসন বসিতে কুটুম্বগণ
কর্পূর তাম্বুল খায় সুখে।
আসি দত্ত নারায়ণ দেখিয়া হরষিত মন
বরমাল্য দিলেক কৌতুকে॥
বিচারিয়া শুভক্ষণ অধিবাস আরম্ভণ
বেদধ্বনি করে দ্বিজবরে।
ত্রিপুরাচরণ আশে কবিচন্দ্র মধু ভাবে
পূজিলেক হরের কুমারে॥০॥

রুক্মিণীর মাঙ্গলিক সাজ

॥ মঙ্গলরাগ ॥

জল সহিতে চলিল রামাগণ
কক্ষে লইয়া হেমঝারি।
দ্বারে আলিপনা দেইত অঙ্গনা
ঘরে ঘরে লয় বারি ॥
পুগ নাগদলে সিন্দুর কজ্জলে
সেই প্রমদার হাথে।
দ্বিজ আদি নারী ভ্রময়ে ঘরাঘরি
হংসগামিনী পদে পদে ॥
[৫৭ক] যত রামা মেলি দেই হুলাহুলি
মঙ্গলে অবলার রোল।
বপু উল্লসিত বাজে নানা বাদ্য
তা তা দিমি দিমি বোল ॥
পটহ দগড় তেঘাই কাঁসর
মৃদঙ্গ দণ্ডি মোহরি।
সানাঞি সঙ্গীত গায় অবিরত
সারেঙ্গ বাজে শঙ্খ ভেরি ॥
গৃহে উপনীতা যতেক বনিতা
থুইল নিঞা হেমবারি।
ডাকিয়া নাপিত আনিল তুরিত
কামায় রুক্মিণী সুন্দরী ॥
কাটিয়া পুখরি রোপিয়া রম্ভা চারি
মধ্যেতে থুইল দুসদি।
দিয়া জয়ধ্বনি আনিঞা রুক্মিণী
গৌরি মাথায়ে যুবতী ॥
পূর্ণিতা গর্গরি আনিঞা ভরি ভরি
স্নান করাইল তারে।
হুলাহুলি দিয়া সূত্র বেড়িয়া
সুবেশ করে লৈয়া ঘরে ॥
হাণ্ডি মঙ্গলিতে বসিলা চারি ভিতে
বস্ত্র আচ্ছাদন শিরে।
ঢালিল তণ্ডুল ভরি সাত বার
রুক্মিণী ডাকে ধীরে ধীরে ॥
বরিতে জামাতা চলিল কনকা
ঔষধ দিয়া নানারূপ।
চণ্ডীপদ আশে কবিচন্দ্র ভাষে
জ্বালিল ঘৃত প্রদীপ ॥০॥

কনকার জামাতা-বরণ

॥ মঙ্গল রাগ ॥

স্বস্তিবাক্য দ্বিজবর যত মেলি।
নাগরী সুন্দরীমুখে জয় হুলাহুলি ॥
জামাতা বরিল দিয়া বসন যুগল।
গন্ধমাল্য কনকের অঙ্গুরি কুণ্ডল ॥
হরিষে সাধুর ঘরে যত বরনারী।
কেহ গীত গায় বাজে দোসরি মোহরি ॥
বরিল কনকাবতী দধি ঢালি পায়।
মালতী ফুলের মালা গড়াগড়ি যায় ॥
পাটসূতা দিয়া যুখিল মুখ হাথ।
গলায় মনোর দিয়া ফিরে বার সাত ॥
ঈষত প্রকাশে সাধু নয়নকমল।
প্রভাত সময় যেন ফুটে শতদল ॥
ছামনি করি সাধু চাপে গজরাজে।
কবিচন্দ্র কহে দেবীর চরণপঙ্কজে ॥০॥

নিজ নিজ পতি সম্বন্ধে রমণীদের খেদ

॥ মল্লার ॥

ভবানী শিবানী নারায়ণী অমলা।
মোহিনী রোহিণী সীতা সন্তোষী কমলা ॥
মাধবী বল্লবী দুর্গা বসন্তমল্লিকা।
সুধামুখী যশোদা শচী চম্পিকা রাধিকা ॥
[৫৭] দেখিয়া সাধুর রূপ যতেক অবলা।
আঁখি আঁখি ঠারাঠারি হৃদয় চঞ্চলা ॥
যেন হাণ্ডি তেন সরা বিধির ঘটন।
হেম মরকত যেন অভেদ মিলন।

হরগৌরী আরাধন কৈল ভাগ্যবতী।
তে কারণে বিধি হেদে দিলেক সুপতি॥
পূরব জনমে মোরা কত কৈল পাপ।
পাপের ফলেতে মোরা পাইল পতিতাপ॥
আমার পতির কথা শুন হেদে সই।
তুমি সে দুঃখের দুঃখী তেঞি তোরে কই॥
উঠিয়া না দেই পাশ বড় গতরশুকা।
কোলের ভিতর থাকে যেন ভেকাচকা॥
আর রামা হাস্যা বলে তুমি তবু ভাল।
ছয় বুড়ির তৈল আনি এক গোদে গেল॥
আর রামা বলে দিদি শুন গো বল্লভা।
জীয়ন্ত ভাতারে আমি হইলাঙ বিধবা॥
চারি পণ পোস্ত খায় গায়ে নাহি বল।
যুগল করের খাড়ু বেচিল সকল॥
বসন্তী বলেন সই মোর কথা শুন।
আমার ভাতারের আছে ত্রিকূট লক্ষণ॥
নাসা অগ্র নাহি তার দশনবৰ্জ্জিত।
সর্ব্বাঙ্গ বেষ্টিত দাদু দেখিতে কুৎসিত॥
নিজ পতিনিন্দা করে যত দুষ্ট জন।
সুমতি রহিয়া তবে বলিল বচন॥
শুন লো দুর্ম্মতি রামা ছাড় দুরাচার।
পতির নিন্দন নহে স্বধর্ম্ম বিচার॥
পতিব্রতাধর্ম্ম কহি শুন লো দুর্ম্মতি।
একভাবে শুন হেদে পুরাণ ভারতী॥
যুবতীর দেবতা পতি শুন সীমন্তিনী।
পতির সেবায় তুষ্ট হরত্রিনয়নী॥
পতির চরণামৃত ভক্ষে যেই নারী।
অচিরাতে স্বর্গ লভে দুই লোকে তরি॥
অন্ধ কুষ্ঠ পতি হেলা করে যেই জন।
সহস্রাব্দ [৬০ক] হয় তার নরকে গমন॥
এ বোল শুনিঞা যত দুর্ম্মতি অবলা।
মুখে না নিঃসরে বাণী টুটে ইন্দ্রকলা॥
সুমতি কুমতি কথা শুনে সর্ব্বজন।
বিরচিল কবিচন্দ্র ত্রিপুরাস্মরণ॥০॥

ধুসদত্ত-রুক্মিণী বিবাহ

॥ মঙ্গল ॥

মঙ্গল উচ্চারে বাজে মধুর মাদল।
সাধুর মন্দিরে জয় জয় কোলাহল॥
মধুরিম কাঁসর বাজয়ে জয়শঙ্খ।
পুষ্পরথে কন্যা সাধু গজানিরাতঙ্ক॥
অনেক দুন্দুভি বাদ্য বাজে দিমি দিমি।
ধনি ধনি বর কন্যা করয়ে ছামনি॥
সগুড় চাউলি পেলে ছামনির শেষে।
কন্যা দান করে সাধু মনের হরিষে॥
ব্রাহ্মণ সকলে দিল বুঝিয়া দক্ষিণা।
গায়ন গণক ভাটে যে কৈল যাচনা॥
ভোজন করিয়া সুখে বঞ্চিলেক রাতি।
প্রভাতে চলিল সাধু লইয়া যুবতী॥
সাধুর মন্দিরে বড় বাড়িল কৌতুক।
নাখর দ্বীপের লোক দিলেক যৌতুক॥
বিবাহ করিয়া সাধু গেল নিজ স্থানে।
বিপরীত দেখে রাজা রজনী স্বপনে॥
নৃমুণ্ডমালিনী দেবী হরসহচরী।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে সেবিয়া ঈশ্বরী॥০॥

॥ অষ্টম পালা গীত সমাপ্ত

সুরথ কর্তৃক কারিকর আনয়নের প্রস্তাব

॥ ধানশী রাগ ॥

বর্দ্ধমানে নিবসে সুরথ নৃপমণি।
প্রতিদিন মহারাজা পূজে শূলপাণি॥
মহামায়া না পূজে সুরথ মহারাজা।
সিংহবাহিনী তার বুকে অষ্টভুজা॥
পূজিলে না মোরে তোর হব সর্ব্বনাশ।
স্বপন কহিয়া দেবী চলিল কৈলাস॥
নয়নে ছাড়িল নিন্দ একেলা নিশীথে।
অনভীষ্ট দেখিয়া বসিয়া ভাবে চিত্তে॥
বিচক্ষণে নিবেদিব হউক প্রভাত।
না জানি কি শুভাশুভ কোন পরমাদ॥
[৬০] আনাইয়া পণ্ডিত জনে হয় দণ্ডপাত।
রজনীর কথা কহে বসুমতীনাথ॥
সিংহপৃষ্ঠে নৃমুণ্ডমালিনী অষ্ট হাথ।
আমার হৃদয়ে কহে শুভাশুভ বাত॥
বিবাহ করিয়া সাধু গেল নিজ স্থানে।
স্বপনের কথা রাজা কহে সভাজনে॥
গুবাক সন্দেশ দিয়া নিবেদে সুরথে।
বিবাহ করিল আমি তোমার প্রসাদে॥
স্বপনের কথা শুনি ডর লাগে বুকে।
প্রতিমা আনিঞা তুমি পূজ সেইরূপে॥
আপুনি বাঁচিবে যদি রাখিবে জগত।
ধুসদত্তে পান দেহ শুন হে সুরথ॥
প্রবোধার বচনে নৃপতি মনে গুণে।
ধুসদত্তে পান দেই প্রতিমা কারণে॥
চল সাধু আন গিয়া কবিচন্দ্র ভনে।
কারিকর আছে ভাল মানিকা পাটনে॥০॥

ধুসদত্তের মানিকা পাটনে যাত্রা

॥ ছন্দ ॥

সাধুর নন্দন সাধু নামে ধুসদত্ত।
করিল গৌরব তারে নৃপতি সুরথ॥
বিদায় করিয়া নৃপচরণকমলে।
যাত্রা করিবারে গেল আপন মন্দিরে॥
শুভক্ষণ গণে সাধু আনাইয়া গণক।
ঘটে চুতডাল দিয়া পুজে বিনায়ক॥
নিবসে পীযূষনিধি লগ্ন মকরে।
কর্কটে গুরু শুক্র সপ্তমে ঘরে॥
বাম স্বর পায় সাধু শশীবার দিনে।
সকল মঙ্গল বেদ পড়ে দ্বিজগণে॥
সাধুর নন্দন যাত্রা করে হেন কালে।
দুই দিকে জয় জয় শঙ্খ ফুকরে।
দক্ষিণে ব্রাহ্মণ বন্দে বামে পূর্ণঘট।
বিমল ধবল ধান্য দেখে শুভ্র পট॥
দধি নিবে গোয়ালিনী ডাকে ঘনে ঘন।
আনিল ধবল পুষ্প মালীর নন্দন॥
পল্লবিত তরুবর দেখিল সমুখে।
অনুকূল পবন কোকিলী বামে ডাকে॥
সাধুরে প্রণাম করে যুগল যুবতী।
হাসি হাসি বসে সাধু হইয় পুত্রবতী॥
সাধুর নন্দিনী দুই কনকপুত্তলি।
বিদায় করিল দুহেঁ দিয়া আতাঞ্জলি॥
[৬১ক] নয়নের জল খসে মনে ভাবে দুঃখ।
নিকটে রহিল রামা করি অধোমুখ॥
প্রভু পরদেশ যায় আমি অভাগিনী।
একেলা বঞ্চিব সখি কেমতে রজনী॥
হিতাহিত বুঝি বলে সাধুর নন্দন।
শুন শুন প্রিয়ে চল আপন সদন॥
বিষাদ না কর প্রিয়ে হাম পরাধীন।
রজনী এড়িয়া চাঁদ রহে কতদিন॥
ধীরে ধীরে যায় সাধু প্রবোধিয়া নারী।
ডাহিনে থাকিয়া বামে চলিল শৃগালী॥
আগে দ্বিজ ইষ্ট মিত্র কুটুম্ব পশ্চাত।
কারে কোল দেই সাধু কারে প্রণিপাত॥
চল নিজ ঘরে মোরে করিয়া কল্যাণ।
বিদায় করিয়া চলে সাধব প্রধান॥

ছোট বড় শত জন করিল মঙ্গল।
জল নাহি খসে আঁখি করে ছল ছল॥
গাঁঠ্যার গাবর জয় জয় কোলাহলে।
নৌকায় চাপিল সাধু অজয়ের জলে॥
দোহট্ট উপর বান্ধে ধবল চামর।
বাহ বাহ বলি ডাক ছাড়ে ঘোরতর॥
দিমিকি দিমিকি বাদ্য বাদে সারি গায়।
বাজন কিঙ্কিণী হাথে ঘন দাণ্ড বায়॥
দুই দিগে বাহ বাহ পড়িল বিদণ্ডা।
চলিল পবনগতি নূতন তরঙ্গা॥
তবকী তবক ছোড়ে বাজে সিন্ধুষান।
কেহ গীত গায় কেহ হানে ধূলাবাণ॥
জয় জয় করে কেহ পুরে সিংহনাদ।
সিনিদার পেলে সিনি যেন বজ্রাঘাত॥
ঈষত পবনে ঢেউ তাল পরমাণ।
দেখিয়া কল্লোল সাধু কাতর পরাণ॥
সাবধানে দৃঢ় মুষ্টি করে কেরোয়াল।
ভয় না করিহ মনে বলে কর্ণধার॥
বিলম্ব না করে সাধু বাহে উজবনি।
স্নান করিয়া কূলে পূজে শূলপাণি॥
সাধুর তনয় সাধু অলক্ষ্য চরিত্র।
পূজিল দেবতা পঞ্চ কুবেরের মিত্র॥
ভারত পুরাণ শুনে সাধুর বালক।
দুগ্ধে মিলাইয়া চিনি খায় চিপিটক॥
দেবদ্বিজগুরুভক্ত গুণের নিদান।
কর্পূর দিয়া সাধু খায় গুয়া পান॥
[৬১] ভোজন করিয়া সাধু বঞ্চিলেক রাতি।
প্রভাতে চলিল বাহ বাহ শুদ্ধমতি॥
শাঁখারি মোহান বাহে সাধুর নন্দন।
এক ভাটি গেল যথা মানিকা পাটন॥
মানিকা পাটনে ইন্দ্র নরপতি বৈসে।
কবিচন্দ্র কহে চণ্ডীর পদতামরসে॥০॥

মানিকা পাটনে আগমন

তবকী তবক ছোড়ে সিনিদার সিনি।
মানিকা পাটনে লোকে কর্ণে লাগে তালি॥
মেঘ নাহি দেখি পুনঃ পুন গরজন।
কথিল পণ্ডিতে নৃপ বল কি কারণ॥
শুনহ নৃপতি মনে না ভাব বিস্ময়।
পাটনে আইল বুঝি সাধুর তনয়॥
মন্ত্রী মেলিয়া পাঁচে সুচরিত ভাট।
ঝাঁট জান গিয়া সাধু কিবা পরঠাট॥
রড় দিয়া বলে ভাট দাণ্ডাইয়া কূলে।
পরাপর কহ যদি থাকিবে কুশলে॥
ভাটের বচনে বলে নায়ের নফর।
সুরথ নৃপতি যার বর্দ্ধমানে ঘর॥
ত্রিনয়নী ত্রিপুরা কনক অষ্টভুজা।
গড়াইয়া তোমার দেশে পূজিব সে রাজা॥
শুন রে সাধুর সুত কহি তোরে মর্ম্ম।
ইন্দ্র নরপতি বৈসে সাক্ষাতে যে ধর্ম্ম॥
তাঁর সম্ভাষণে পরিতোষ পাবে মনে।
মিলিব প্রতিমা দ্বিজ কবিচন্দ্র ভনে॥০॥

ইন্দ্র রাজার নিকট অষ্টভুজা লাভের প্রস্তাব

॥ পয়ার ॥

ভাগীরথী পুলিনে পূজিয়া চন্দ্রচূড়।
নৃপ সম্ভাষণে সাধু হৈল দোলারূঢ়॥
সুবর্ণ পঞ্জরে শুক গজ বেন খাণ্ডা।
অমূল্য রতন লয় ময়মত্তা গণ্ডা॥
যুগল যুগল শশ গৌল কুরঙ্গ।
ব্যাঘ্র ভল্লুক বনছাগল তুরঙ্গ॥
চক্র চকোর ঘুঘু পিকু মীনরঙ্ক।
শুক সারিক লয় ধুকড়িয়া কঙ্ক।
সাধুর হৃদয় বড় বাড়িল প্রমোদ।
ডাহুক গণ্ডুক লয় সুরণ কপোত॥

কলসে পুরিয়া ঘৃত তৈল লবণ।
মধু মিষ্ট নারিকেল সুরঙ্গ বাগুন॥
পাট ভোট নেত লয় ময়মল্ল গণ্ডা।
ক্ষীরের সন্দেশ পুলি মধু কাকরণ্ডা॥
তেলঙ্গা ছাগল খাসি যুঝার গাবড়।
পঞ্চ রতন লয় [৬২ক] ধবল চামর॥
নানা সজ্জ লয় সাধুসুত নিরাতঙ্ক।
কনকরচিত গজদন্তের পালঙ্ক॥
বাঙ্গালি খেলায় পত্তি করে কোলাহল।
দণ্ডি মোহরি শঙ্খ ফুকরে কাহাল॥
গুড় গুড় দগড় বাজে মধুর কাঁসর।
আগে পাছে ধায় যত পাইক সকল॥
এক বাঁক দুই বাঁক তিনু বাঁক যায়।
কোথা ফুলহাট পড়ে গন্ধ বিকায়॥
বিবাদে গাবড় কেহ কুক্কুট যুঝায়।
সুখীর নন্দন কোথা পায়রা উড়ায়॥
দোলারূঢ় কেহ গজ তুরগর তায়।
নানা বাদ্য বাজে কোথা বরকন্যা যায়॥
কেহ গীত শুনে কেহ কোথা দেখে নাট।
দেখিয়া উত্তম জনে স্তুতি করে ভাট॥
ডাকাচুরি নাহি কোটোয়াল দুরাচার।
প্রজার পালন দেখি উচিত বিচার॥
কপালে চন্দন কার গলে রত্নমাল।
ইতিকে চাপিয়া বুলে নগর্য্যা ছাওয়াল॥
কেহ বেচে কেহ কিনে নাহি অবসাদ।
ছাওয়ালে ছাওয়ালে খেলে পাতিয়া বিবাদ॥
কেহধিক নহে কেহ নহে হীনবল।
মারামারি করে কেহ পাতিয়া কন্দল॥
কেহ সাতা চারি খেলে কেহ বুদ্ধিবল।
কেহ পাশা খেলে কেহ খেলে ত চৌবল॥
কেহ গেণ্ডু খেলে কেহ কড়ি ডাঁটা টিক।
তরুণ আবাল বৃদ্ধ সকল রসিক॥
চিনিতে না পারে সাধু সুখী দুঃখী জন।
একরূপ দেখে সব মানিকা পাটন॥

ইন্দ্র নৃপতি বৈসে যেন বৃত্রজিত।
সুরগুরু সমান পণ্ডিত পুরোহিত॥
সাধুর নন্দন সাধু বুঝে হিতাহিত।
রাজার সভায় গিয়া হৈল উপনীত॥
নানা সজ্জ দিয়া সাধু রাজার চরণে।
প্রণাম করিয়া বন্দে দ্বিজ পাত্রগণে॥
আপন আসনে বৈসে নৃপনিদেশনে।
চারিদিগে চায় সাধু প্রফুল্ল বদনে॥
কোন জাতি উতপতি কিবা তব নাম।
কাহার নন্দন তুমি ঘর কোন গ্রাম॥
[৬২] কাহার সভায় থাক আইলে কি কারণে।
অমৃত সিঞ্চিল যেন নৃপতিবচনে॥
গন্ধবণিক জাতি ধুসদত্ত নাম।
উৎসাকর দত্ত পিতা ঘর বর্দ্ধমান॥
দেশের ঈশ্বর মোর নৃপতি সুরথ।
তাঁহার সভায় সর্ব্বকাল নিরাপদ॥
কনকপ্রতিমা সিংহপৃষ্ঠে অষ্টভুজা।
গড়াইয়া তোমার দেশে করিব সে পূজা॥
তথির কারণে আমি আইলাঙ পাটন।
তোমার আদেশে দিব যত লাগে ধন॥
নৃমুণ্ডমালিনী দেবী হরসহচরী।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে সেবিয়া ঈশ্বরী॥•॥

নৃপসন্নিধানে ধুসদত্তের অবস্থান

॥ সিন্ধুড়া রাগ ॥

দেখিয়া ভেটের সজ্জ পরিতোষ মনে।
পান ফুল দিল রাজা পরদেশী জনে॥
দুগ্ধের লড্ডুক পুলি চিনির সন্দেশ।
রান্ধিয়া ভুঞ্জিতে তারে করিল আদেশ॥
চল সাধু কর বাসা আমার নিলয়।
আনিঞা প্রতিমা কালি দিয়াব তোমায়॥
সকুল চিথল মৎস্য সন্থ করই।
রুহিত পাঠীন মীন ত্রিকণ্ঠ ফলই॥

তৈল লবণ খাসি ঘৃত দুগ্ধ দধি।
রন্ধন ভোজন সজ্জ দিল নরপতি॥
রাজার চরণে সাধু করিয়া প্রণতি।
রান্ধিয়া ভুঞ্জিল দিনে সুখে গেল রাতি॥
পুন দরশন দুহেঁ বসিল সভায়।
রাজা সাধু বড় প্রীত বাড়িল কথায়॥
কনকপ্রতিমা সিংহপৃষ্ঠে অষ্টভুজা।
আনাইয়া সাধুর তরে দিল ইন্দ্র রাজা॥
নৃপতি সাধব পাশা খেলে রাত্রি দিনে।
বার মাস গেল দ্বিজ কবিচন্দ্র ভনে ॥০॥

সত্যবতীর ঈর্ষা ও সখীর কুপরামর্শ

॥ ছন্দ ॥

সাধুর ঘরের কথা শুন হেন কালে।
যুবতী যুগল দিন গোঙায় কন্দলে।
কেহ বশ নহে প্রভু নাহিক নিকটে।
নিরবধি গালাগালি ভাত নাহি পেটে॥
কন্দলের তরে এক জন নাহি টুটে।
ছোট বড় যত মন্দ বলে হাটে বাটে॥
দেখিয়া রুক্মিণীরূপ বিপক্ষ উলটে।
[৬৩ক] গলিতযৌবনী সত্যবতীর বুক ফাটে॥
ঘোষাল ব্রাহ্মণীর রণ্ডা করাইল ভেদ।
দেখ রুক্মিণীর আমি করি রূপোৎছেদ॥
রবি মুনি চন্দ্র মুনি আদেশ উড়নি।
নিশাভাগ রাত্রে আন সপ্ত ঘড়া পানি॥
তাড়িপত্রের মূল আন গোরোক চাউলি।
তিন কুড়ি আন তুমি কন্কটের খুলি॥
শ্মশানের ভস্ম আন কবরমৃত্তিকা।
কন্দলের বেলা ধর যুগল শালিকা॥
পূর্ণ হাট বেসাইয়া যুগল প্রহরে।
আলগছে খই কড়ি স্বামী সঙ্গে মরে॥
ত্রিপথের ধূলি আঁইবহাটার আঁথানি।
লাজার শিকড় আন আর সূর্য্যমণি॥
কাকচিলমাংস আর আর চিলকুটা।
নিশাকালে উঠিতে ধরিবে চামচটা॥
ধীবর পসারে আন হাইহামলাই।
কুইলা গরুর গাঁজা বড় পুণ্যে পাই॥
বানরনাভির মলা আন তিন পল।
নিশাভাগে তালতরু ত্রিদশ সফল॥
একবর্ণ গাভীর দুগ্ধ আন সপ্ত ঘড়া।
চণ্ডাল রন্ধনে অন্ন আন নয় ঝোড়া॥
দেবীর মহোৎসব দিনে শ্মশানে বসিয়া।
মনুষ্যের মুণ্ডের খুলি কজ্জল পাড়িয়া॥
যাহার নয়ানে দিব শনি কুজ বারে।
কটাক্ষে ভুবন তিন মোহিবারে পারে॥
ঔষধ বাটিয়া যার ছিটা দিব গায়।
ব্রহ্মা আদি হরি হর পশ্চাত গোড়ায়॥
বানরের মলাতে বানর করে বেশ।
পেচকের নয়ানে উপাড়ি যায় কেশ॥
বাঘজিব খাওয়াইলে বিৎছেদ করায়।
যুবক পুরুষ কমলিনী নাহি ভায়॥
সত্যবতী বলে তবে করপুট করি।
আমার শকতি এত আহরিতে নারি॥
আর কোন উপদেশ বল ঠাকুরাণী।
কবিচন্দ্র মুকুন্দ রচিল শুদ্ধবাণী ॥০॥

সখীর অন্য কুপরামর্শ

॥ পয়ার ॥

শুন সত্যবতী সই এই উপদেশ।
ঔষধ কুড়াইয়া আন [৬৩] জানিঞা বিশেষ॥
অনুমৃতার খদি আন শূন্যে করি ভর।
কোঙলা বাছুরনাভি হরিণের ছড়॥
ব্যাঘ্রের দাড়ির লোম আনিহ যতনে।
শ্মশানের মাটি আন কামিক্ষা বদনে॥
মার্জ্জারের নখ আন নক্রের দশন।
মহিষীগোময় আন করিয়া যতন॥

ত্রেমাত্রা পথের খোলা যুগ্ম আণ্ডহাণ্ডি।
যতনে আনিবে দেখ্যা দাগা সাড়া সাড়ি॥
জিয়ঙ্কের চুল আন মাজুরের কাঠি।
শূকরের দুগ্ধ আন পুরিয়া লোহার বাটী॥
অসিত বিছাতি আন্যা জ্বালহ প্রদীপ।
কেকলাশ ধরিয়া আন পাইয়া বৃক্ষনীপ॥
বানরের লোম আন বায়সের ঠোঁট।
কোঁচবকের হাড় আন জোড়া পানের বোঁট॥
নিমের তরুতে থাকে পেচকের বাসা।
আনিতে তাহার মাংস করিবে ভরসা॥
শৃগালরসনা আন গিধিনীর নাদি।
মশার নকুড় আন আর আকবাদি॥
ভাণ্ডরার কুটা আন দশনে ধরিয়া।
ভেকের রুধির আন পরাণ রাখিয়া॥
শুশুকের তেল আন মরালের ডিম্ব।
কুকুরের লোম আন সলিলের বিম্ব॥
শিঙ্গিমৎসের পোটা আন ভেদকের আঁশি।
শ্মশানভাগের বালি নিশিভাগে বসি॥
অযুগ্ম পথের ধূলি হাইহামলাই।
মনুষ্যের মুণ্ড আন আর বিড়াল ছাঁঞি॥
এতেক কহিল সই ঔষধের গোড়া।
আন্যা দেহ কর্যা দিব যেন ধূলমোড়া॥
আর পালট আছে সই বল্যা দিব তোরে।
এতগুলি দ্রব্য যদি পার আনিবারে॥
শুনি সত্যবতী বলে সইয়ের সমুখে।
এমন ঔষধ সই হয় বড় দুঃখে॥
সাধুর রমণী হইয়া ঔষধ উদ্দেশে।
কেমনে ভ্রমিব আমি প্রভু পরবাসে॥
এসব ঔষধ কৈলে জানিব [৬৪ক] রুক্মিণী।
সাধু আইলে বল্যা দিতে পারে চেটি পানি॥
ও কথা কয়হ দূর পড়ি গেল মনে।
নিয়োজন করি দেহ দুঃখের রক্ষণে॥
মিথ্যা করি পত্র লিখ প্রভুর আদেশে।
বিরচিল কবিচন্দ্র ত্রিপুরার দাসে॥০॥

সত্যবতীর মিথ্যা পত্র রচনা

॥ বারাড়ি ॥

লিখিল কপট পত্র দিয়া পতি নাম।
রুক্মিণী তোমার দাসী আমার পরাণ॥
আপনার মাংসে মৃগ জগতের বৈরি।
প্রথম যৌবন শিশু তরঙ্গসুন্দরী॥
যার প্রভু ঘরে নাঞি প্রথম যৌবনে।
তাহার উচিত দুঃখ ভুঞ্জে দিনে দিনে॥
শুন ল রুক্মিণী তুমি প্রাণের বহিনী।
প্রভুপত্র শুনি মুখে না নিঃসরে বাণী॥
বুলিতে না দিবে কোন প্রতিবাসী ঘরে।
পরিতে না দিবে তারে বসন ধবলে॥
হিতাহিত কহি প্রিয়ে শুন সত্যবতী।
রুক্মিণীর রূপে যেন জাতি হয় স্থিতি॥
উদর পুরিয়া অন্ন না দিবে তাহারে।
যাবদ না যাই আমি আপন মন্দিরে॥
আসিয়া প্রভুর পত্র পড়হ আপনি।
কেমতে তোমারে দুঃখ দিব গ বহিনী॥
লংঘিতে প্রভুর বাক্য হয় অপরাধ।
বহিনীকে দুঃখ দিব উভয় প্রমাদ॥
কান্দে সত্যবতী মুখে করিয়া বেদনা।
হৃদয় আনন্দ আঁখি খসে জলকণা॥
না জানি রজনী দিন করে গালাগালি।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে সেবিয়া বাশুলী॥০॥

রুক্মিণীর ক্রোধ

[৬৪] ॥ সুই রাগ ॥ একাবলী ॥

দুঃখ দিতে মোরে কার বাপে পারি।
কুশলে থাকুক জীবনাধিকারী॥
গৌরবে থাক ল না ঘাঁটা মোরে।
কোন লাজে সহি প্রভুর ডরে॥
আমি শেষ পত্নী জ্যেষ্ঠ বহিনী।
তাই সুখী কত বলে কুবাণী॥

আসুক সাধু তুমি তার মোক্ষা।
ঘরে ঘরে বুল নাহি অপেক্ষা॥
আন পানি শুনও মোর সাক্ষী।
কেনি গালি দেই গতরশুকী॥
নাহি করি চুরি না করি দার।
ঘরে ঘরে বুলি দোষ আমার॥
ভর লাগে তোঁর দেখিয়া গলা।
ঘরে থাকি শিখহ তাই নকলা॥
আপনা না চিন কি বলি তোরে।
আন বিয়ালি আছ কত দূরে॥
তুহেঁ স্বতন্তর প্রভু নাহি ঘরে।
দেখিব কে নাচে কার দ্বারে॥
আঁখি খায়্যা মার মাথ্যায় মাছ।
মর পড়ুক তোর মুণ্ডেতে বাজ॥
কবিচন্দ্র বলে বাড়িল কলি।
কাপড় বান্ধিল তুহেঁ কাঁকালি॥০॥

[৬৫ক] আপনার পায় তোরে দিয়া বলি।
আলতা পরিব রূপে আগলি॥
আ লো ধুঙামুড়ি পাড়াকন্দলী।
লাজ নাঞি ছি ছি থাঁখার ডালি॥
দুই গালে মারি দুই মুঠকি।
কারে গালি দেই আই ভাইখাকী॥
গালে হাত দিয়া রহিল পানি।
বলে মর তোরা দুই সতিনী॥
সাধুর ঘরে মারামারি শুনি।
রড়ে আইল যত প্রতিবাসিনী॥
আলুয়া খাইয়া গায়ে বাড়্যাছে বল।
রাত্রি দিনে কত কর কন্দল॥
জাতিমজায়িনী বান্যার ঝি।
শুনিলে মানুষে বলিব কি॥
কবিচন্দ্র বলে মধুর বাণী।
ঘুচিল কন্দল দুই সতিনী॥০॥

সত্যবতী ও রুক্মিণীর কোন্দল

॥ মল্লার ॥

ঝুটাঝুটি করি ছিণ্ডিল কাঁঠা।
কেহ নিজি নহে দুজনে টাঁটা॥
পাড়া পাড়া বুল দাবিব পারা।
প্রথম যৌবনে কত চেগরা॥
থাক লো নাথাকী তুরত সতী।
ঝুটি ধরি পাছে মারেঁায়ে লাথি॥
হাণ্ডিপরথাকী না কর ভর।
মোরে আশাগ্রাসি আপনি চোর॥
চুপ দিয়া থাক আ ল রাক্ষসী।
ভাল মন্দ জানে পাটপড়শী॥
চর্চ্চা যেবা আমার নাঞে।
আগুন জালিয়া দেও তার মুঞে॥
ভাল মন্দ করি চাহি কি তোরে।
রাখিতে কাটিতে প্রভু সে পারে॥

দেবী বাশুলীর রুক্মিণীকে বরদান

॥ একাবলী ছন্দ ॥

পাঁচ ছয় রণ্ড মেলি।
রুক্মিণীরে দেই গালি॥
ছি ছি লাজ নাহি মুখে।
মন্দ বল সতিনীকে॥
তোমারে কে বলে সতী।
প্রভুর লংঘ ভারতী॥
এই বোল শুনিঞা কানে।
রুক্মিণী হৃদয়ে গুণে॥
তেজিল বসন ভাল।
আর যত অলঙ্কার॥
চরণে পড়হ দিদি।
অপরাধ ক্ষেমহ সতী॥
তুণ্ডে দিয়া মোরে ভাত।
পুষিলে বৎসর সাত॥

না ঘুচে দৈবের বাণী।
বাহনী দুই সতিনী ॥
দু রহিলে এক প্রাণ।
হুষিলে [illegible] খাস ॥
বৈরী করিহু কহি রোষ।
দাসীরে না দিহ দোষ ॥
মধুর গদগদ বাণী।
রুক্মিণীর মুখে শুনি ॥
মনে দুঃখ প্রায় বাসি।
সত্যবতী বলে হাসি ॥
বাহনী শুন লো সুকেশী।
যদি হইলে মোর দাসী ॥
দুঃখ ভুঞ্জ দিনে দিনে।
কথিয় প্রভুর চরণে ॥
আওয়াসে দিয়া ছড়া ঝাটি।
মার্জ্জে গাড়ু ঘটী বাটী ॥
প্রত্যহ প্রভাত কালে।
ভোজন পাত্র পাখালে ॥
ভাত খাব যত জনে।
দিনে তার ধান ভানে ॥
আচরিতে যত জল।
রুক্মিণী বহে সকল ॥
প্রতিদিন পায় দুঃখ।
রহিত সকল সুখ ॥
প্রভাতে সাধুর নারী।
হৃদয় ভাবিল গৌরী ॥
তুমি ত্রৈ[৮৫]লোক্যের মাতা।
লিখিলে এমন ব্যথা ॥
পূর্ব্বে কৈল কত পাপ।
সভায় বেচিল বাপ ॥
উত্তম যুবতী কাছে।
নাহি যাই আমি লাজে ॥
নিবেদিয়ে তব পায়।
প্রাণী কেন নাহি যায় ॥

দুঃখিনী রুক্মিণী নারী।
কৈলাসে জানিল গৌরী ॥
বাশুলী যোগিনীরূপে।
নামিল শাখর দ্বীপে ॥
সাধুর দুয়ারে ডাকে।
অতিস গোরক্ষ জাগে ॥
কে আছে সাধুর ঘরে।
ভিক্ষা আনি দেই মোরে ॥
রুক্মি কলসকক্ষা।
আনিল মানিক ভিক্ষা।
দেখিয়া যোগিনীমুখ।
বিসরিল সব দুঃখ ॥
আনন্দে পূরিত দেহ।
দুঃখিনীর ভিক্ষা লহ ॥
শুনিয়া রুক্মিণীবাণী।
হাসিয়া বলে যোগিনী ॥
কাহার নন্দিনী তুমি।
সাধুর মন্দিরে কেনি ॥
না দেখি আকৃতি চেটী।
কেনি ঘটাকৃত কটি ॥
সত্য বল মোরে বাণী
কোন দোষে পর কানি ॥
কহি কর অবধান।
তব পদে পরণাম ॥
জন্মিঞা পাপিনী ঝিয়ে।
শোষে পানি নাহি পিয়ে ॥
ভোখে নাহি খাই ভাত।
দত্ত নারায়ণ তাত ॥
স্বামী আছে পরদেশে।
কানি পরি কর্ম্মদোষে ॥
দুঃখ নহে মোর কথ্য।
সকলি তোমারে বেন্ত ॥
দারুণ সতিনী ঘরে।
প্রাণ কাঁপে তার ডরে ॥

এ বোল শুনিঞা অভয়া।
হৃদয় জন্মিল দয়া॥
আইস আইস বলোঁ ঝিয়ে।
আর দুঃখ নাহি তোয়ে॥
পূজিহ আমার পদ।
যদি হবে নিরাপদ॥
তুমি মোরে নাহি জান।
বাশুলী আমার নাম॥
পরিচয় দিল তোরে।
আমি থাকি সুরপুরে॥
প্রভু তোর পরবাসী।
কালি ছিল উপবাসী॥
নিকটে আসিব দেশে।
বসিব তোমার পাশে॥
বর দিয়া মাহেশ্বরী।
চলিল কৈলাস গিরি॥
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে।
চণ্ডিকার দোষ সহে॥০॥

রুক্মিণীর বারমাসিয়া

॥ বারমাসী ॥

নব জলধর উইয়ে ঘন গরজন।
[৬৬ক] সঘন দাদুরিধ্বনি স্থির নহে মন॥
বিজুরি তিমির হয় ঘন খসে জল।
একেলা পাইয়া বল করে পঞ্চশর॥
সই ল শ্রাবণ মাসে মাসে।
প্রথম বরষা ঋতু প্রভু নাহি পাশে॥ ধ্রু॥
আইল ভাদ্র মাস বরষা অবশেষ।
মুসরি সয়া কেহ করে নানা বেশ॥
প্রভু কোলে করি কেহ সুখে বঞ্চে রাতি।
আমাধিক নাহি কেহ অভাগী যুবতী॥
সই গো কি কহিব কথা কথা।
না মিলে তাম্বুল তৈল সিন্দুর সিথা॥
প্রথম শরৎ ঋতু আশ্বিন মাসে।
মেঘে অল্প জল হয় প্রসন্ন আকাশে॥
তৃষায় চাতক পক্ষ ডাকে পিউ পিউ।
প্রভুকোলে না দেখি চমকি উঠে জিউ॥
শুন প্রাণের বহিনী বহিনী।
শয়নমন্দিরে আমি বঞ্চি একাকিনী॥
দেখিয়া সিন্দুররেখ যুবতীসিথায়।
কার্ত্তিক মাসেতে ইন্দ্রধনুক লুকায়।
কর্দ্দম শুখায় আমি যাব কোন দেশ।
প্রভুগুণ স্মঙরি পাঁজর হইল শেষ॥
সই গো দেখিয়া যে লাভ লাভ।
দারুণ সভায় বিভা দিলেক মা বাপ॥
হিম পরবেশে নবশস্য প্রতি ঘরে।
কেহ খাটে শোয়ে কেহ পালঙ্ক উপরে॥
তুলির শয়ন কারো কেহ উড়ে পাড়ি।
মাইসর মাসেতে কেহ উভয়ে পাছুড়ি॥
সই গো কি বলিব তোরে তোরে।
প্রভুগুণ স্মঙরি হৃদয় বিদরে॥
শাক সূপ ঘণ্ট ঝোল এ বাসী ব্যঞ্জন।
কৌতুকে করয়ে কেহ নবান্ন ভোজন॥
ভোজনের শেষে কেহ খায় দুগ্ধ দধি।
প্রভুকোলে শীত ঘুচে সুখে যায় রাতি॥
সই গো এলা পৌষ মাসে মাসে।
আশ্বাস করিয়া প্রভু গেল পরবাসে॥
বিকশিত কমল ভ্রমর নাহি বনে।
কত দিন রহে মধু তাহার কারণে॥
প্রভু নাহি নিকটে চিন্তিব কত মনে।
যৌবন পানির ফোটা যায় দিনে দিনে॥
সই গো মাঘ মাসের দুঃখ নাহি টুটে।
না জানি কি বিধি দুঃখ লেখিল ললাটে॥
[৬৬] শুনিল কামের দূত আইলা বসন্ত।
হরষিত হইল অলি পিয়ে মকরন্দ॥
ফুটিল মাধবীলতা ফাল্গুন মাসে।
পুণ্যবতী যুবতী সে পতি যার পাশে॥

সই গমন নহে স্থির।
দোয়ালা পবন বহে বিষম শিশির॥
নানা ফুল ফুটে বৃক্ষ সকল মঞ্জরে।
মলয় পবন বহে ভ্রমজল হরে॥
কোকিল পঞ্চম গায় কামসহচর।
মধুকরী সঙ্গে কেলি করে মধুকর॥
সই গো শুনল কামিনী কামিনী।
মধুমাসে উইয়ে শশী দুঃসহ যামিনী॥
উড়ে বৈসে মধু পিয়ে বিকসিত মালি।
পরাগ ধূসর মধুকর মধুকরী॥
সিন্দুর কাজর পরে সুগন্ধি চন্দন।
যুবতীর কোলে যুবা জুড়ায় মদন॥
সই গো বৈশাখ মাসে মাসে।
প্রথম সুন্দরী রামা প্রভু পরবাসে॥
ভাতে নাহি পেট ভরে কি কাজ জীবনে।
কত আমি একেলা খাটিব রাত্রি দিনে॥
একা বাসে বঞ্চিবারে করিব যাচনা।
প্রভু ঘরে নাহি মোর কে জানে বেদনা॥
সই গো জ্যৈষ্ঠের নিদাঘে নিদাঘে।
সুগন্ধি চন্দনগন্ধ কেহ লেপে দেহে॥
প্রভাতে উইল রবি প্রচণ্ড কিরণ।
এত দুঃখ পাইয়া তভু না যায় জীবন॥
পুরুবজনমে আমি কত কৈল পাপ।
তথির কারণে ভুঞ্জি দারুণ সন্তাপ॥
সই গো আষাঢ় মাসে মাসে।
যুবতী না ছাড়ে পতি বঞ্চে এক বাসে॥
অকারণে কর সতী সতিনীকে ভয়।
ত্রিপুরা সন্তোষ তোরে জানিল নিশ্চয়॥
সুবেশ হইয়া সুখে নিবস মন্দিরে।
আপনি মিলিব অলি কমলিনীকোলে॥
সই গো না ভাব বিবাদ বিবাদ।
কহে কবিচন্দ্র কালি পাবে প্রাণনাথ॥০॥

সত্যবতীর স্বপ্নদর্শন ও বিদ্বেষ পরিহার

॥ ছন্দ ॥

হেন কালে সত্যবতী রজনীর শেষে।
দেখিল স্বপনে এক বধূ বুকে বৈসে॥
বিকট দশন কাতি কর্পর[৬৭ক]ধারিণী।
প্রেতাসনে ভগবতী নৃমুণ্ডমালিনী॥
যদি না ঘুচাহ তুঞি রুক্মিণীর দুঃখ।
করিব রুধির পান বিদারিয়া বুক॥
নয়নে ছাড়িল নিন্দ নাহি দেখে কারে।
এ বোল শুনিঞা থরথর কাঁপে ডরে॥
পোহাইল রজনী কোকিল ডাকে ডালে।
আসিয়া মেলিল পানি চেটী হেন কালে॥
সত্যবতী বলে পানি চল রড় দিয়া।
ঝাট আন গিয়া রুক্মিণীরে ডাক দিয়া॥
রাত্রি দিবা নিরবধি মনে মনে গুণি।
বড় দুঃখ পায় মোর অনুজা বহিনী॥
প্রভুর বচনে তাঁরে নাহি করি দয়া।
যত লোক মোরে মন্দ বলে না জানিঞা॥
এ বোলে চলিল পানি রুক্মিণীর ঠাঞি।
বড় মা তোমারে ডাকে শুন গো সতাই॥
তোমারে সন্তোষ বিধি হৈল সুদিবস।
সর্ব্ব দুঃখ ঘুচে বুঝি প্রসন্ন মানস॥
চলিল রুক্মিণী ধীরে ধীরে হংসগতি।
উপনীত হইল যথা আছে সত্যবতী॥
দাণ্ডাইল সত্যবতী দেখিয়া রুক্মিণী।
কোলে করি চুম্ব দেই বলে প্রিয়বাণী॥
অষ্ট অলঙ্কার পর যথা যেই সাজে।
তোমার দুঃখেতে মুণ্ড নাহি তুলি লাজে॥
প্রাণের বহিনী মোর বৈস সন্নিধানে।
যত কিছু পাইলে দুঃখ না ভাবিহ মনে॥
যতেক বিবিধ লোক ত্রিভুবনে বৈসে।
একে একে সভে দুঃখ পায় গ্রহদোষে॥
এ বোল শুনিঞা বলে সুমুখী রুক্মিণী।
প্রধান সতিনী মোর তুমি ঠাকুরাণী॥

যথা যেই সাজিল পরিল অলঙ্কার।
তু বহিনে সুখ ভুঞ্জে দ্বন্দ্ব নাহি আর।
সুদিনে রুক্মিণী পুষ্পবতী শুভক্ষণে।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরাচরণে ॥০॥

রুক্মিণীর যৌবনসমাগমে উৎসব

॥ মল্লার ॥

সত্যবতীর বোলে পানি আনাঞিল পাড়া।
রুক্মিণীর আনন্দে করিতে পানি কুড়া ॥
পেলিয়া কাঁখের কুম্ভ কেহ যায় রড়ে।
কাপড় সম্বরে নাহি কোথা উঠে পড়ে ॥
আর শুন্যাছ আগো সই সাধুর ঘরের ডাক।
[৬৭] যাইবারে সভাকারে বাজে জয়ঢাক ॥
কেহ পানি বহে কেহ কর্দ্দম খেলায়।
কেহ গীত গায় কেহ মৃদঙ্গ বাজায় ॥
রড় দিয়া বুলে কেহ করে জলকেলি।
বসন পেলিয়া কেহ করে কোলাকুলি ॥
গালাগালি মারামারি ঘন মুখে হাস।
আকুল চিকুর কার বুকে নাহি বাস ॥
সধবা বিধবা নাচে হরষিত মতি।
বিবসন হইয়া নাচে সাধুর যুবতী ॥
করতালি দেই সত্যবতী হাসে ঘন।
ধরি যত যুবতীরে করে বিবসন ॥
পুরুষ দেখিয়া বলে না পালাসি ভাড়্যা।
গোময় গিলায় কারে চিত কর্যা পাড়্যা।
করিল কৌতুক যত কেহ নহে রঙ্ক।
তৈল হরিদ্রা মাখে পাখালিয়া পঙ্ক ॥
সিন্দুর কজ্জল গুয়া পান খই কলা।
সভে ঘরে লৈয়া গেল সন্তোষ মঙ্গলা ॥
সুদিনে রুক্মিণী রামা শুভক্ষণ পাইয়া।
অর্ঘ্য দিল দিবাকরে ব্রাহ্মণ আনাইয়া ॥
মঙ্গল করিল দ্বিজ নাঞি প্রতিবন্ধ।
ত্রিপুরাচরণে কহে আচার্য্য মুকুন্দ ॥০॥

॥ নবম পালা সমাপ্ত

ধুসদত্তের গৃহাগমনের ইচ্ছা

॥ সিন্ধুড়া ॥

পাঠিল নৃপতি মোরে মানিকা পাটনেরে
আইলাঙ প্রতিমার তরে।
বৎসর হইল শেষ নাহি গেলাঙ নিজ দেশ
না জানি কি কিবা হইল ঘরে ॥
কাননে বৈসে বুঝে ভ্রমর নাই তেজে
সুস্বাদ কমলিনী মধু।
পাশায় দিয়া মন বঞ্চিল কত দিন
রহিল যুবতীর ঋতু ॥
রূপসী এক বধূ স্বপনে দেখে সাধু
বসন্তরজনীর শেষে।
যুবতী পড়ে মনে জাগিয়া বসি গুণে
নৃপতি কিবা করে বসে ॥
নৃপতি ইন্দ্রপদ- কমলে সুপ্রভাত
সময়ে সাধু পরকাশে।
হৃদয়ে পুট হাথ করিয়া বলে নাথ
বিদায় দেহ যাব দেশে ॥
সাধুর মধুবাণী শুনিঞা নৃপতিমণি
নয়নে উদগরে জল।
বিধাতা নিরপেক্ষ বাড়ায় মোর দুঃখ
জীবনে আর কোন ফল ॥
নৃপতি করে কোলে সাধু পড়ে ভোলে
নয়নে জলকণা খসে।

প্রতিমা অষ্টভুজা   সিংহের পৃষ্ঠে পুজা
[illegible] ॥
[৬৮ক] পাশাতে দিয়া মন খেলিল কত দিন
বিলম্ব আর নাহি সহে।
ত্রিপুরাপদস্থল-   কমল মধুকর
মুকুন্দ কবিচন্দ্র কহে ॥০॥

সুরথ রাজার নিকট ধুসদত্তের আগমন

॥ পয়ার ॥

পঞ্চরত্ন পান ফুল প্রসাদ বসন।
পাইয়া পরিতোষ হইল সাধুর নন্দন ॥
বলে যদি থাকে পুণ্য বুঝিব আমার।
তব পদকমল দেখিব আর বার ॥
কনক প্রতিমা সিংহপৃষ্ঠে অষ্টভুজা।
আনিঞা সাধুর তরে দিল ইন্দ্র রাজা ॥
বসুমতীপতিপুত্র চরণকমলে।
বিদায় করিয়া সাধু চলিল দেশেরে ॥
প্রতিমা লইয়া সাধু করিল গমন।
নৃপ বিনে পশ্চাতে গোড়ায় সর্ব্বজন ॥
হেম প্রতিমার পাছু চাপিল ডিঙ্গায়।
মানিকা পাটনে সাধু করিল বিদায় ॥
পাটনের লোক রহে সুরনদীকূলে।
বাহ বাহ বলে সাধু ডিঙ্গার উপরে ॥
ডিঙ্গায় আজাড় বান্ধে সাধুর প্রধান।
এক রোজে গেল যথা শাঁখারী মোহান ॥
ভোজন করিয়া সাধু সুখে গেল রাতি।
বর্দ্ধমানে আসি সাধু হইল উপনীতি ॥
রাজসম্ভাষণে সাধু করিল গমন।
রাজার সভায় গিয়া দিল দরশন ॥
রাজারে প্রণাম করি দাণ্ডায় দক্ষিণে।
দ্বিজ পাত্র প্রণমিঞা বৈসে নিজাসনে ॥
প্রতিমার কথা শুনি হৃষ্ট নরপতি।
শুনিঞা দেবীর কথা উল্লসিত মতি ॥

প্রতিমা আনিতে চলে অজয়ের কূলে
স্ত্রী পুরুষে ধাওয়াধাই সকল নগরে ॥
প্রতিমা লইয়া রাজা আইল মন্দিরে।
নানা বাদ্য [৬৮] বাজে শঙ্খ কাহাল ফুৎকরে
ত্রিপুরাপদারবিন্দে মধুলুব্ধ মতি।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে মধুর ভারতী ॥০॥

ধুসদত্তের গৃহে আগমন

॥ সারেঙ্গ ॥

সফল জীবন মোর সফল জনম।
হস্তী ঘোড়া সফল সফল মোর ধন ॥
সফল রাজত্ব মোর ধন্য বর্দ্ধমান।
কেশরীবাহিনী দেবী হইলা অধিষ্ঠান ॥
ত্রিপুরা পূজয়ে রাজা নানা বাদ্য বাজে।
যুবতী সহিত রাজা নাচে উর্দ্ধভুজে ॥
গন্ধপুষ্প ধূপ দীপ নৈবেদ্য কলা।
আতপ তণ্ডুল মধু ঘৃত শর্করা ॥
মৃগমদ কুঙ্কুম সুরঙ্গ সিন্দুর।
অশেষ বিশেষ সজ্জ আনিল প্রচুর ॥
বিধিমত পূজিয়া ছাগল দিল বলি।
তেজিয়া কৈলাসগিরি উরিলা বাশুলী ॥
দশ বিশ মহিষ আনিঞা দিল বলি।
নানা বাদ্য বাজে পুনঃ পুন হুলাহুলি ॥
ব্রাহ্মণ সকল বেদ পড়ে একমনে।
যুবতী সহিত রাজা ত্রিপুরাচরণে ॥
ঘন উঠে ঘন পড়ে করি পুটহাত।
সাক্ষাত ঈশ্বরী বর মাগে ক্ষিতিনাথ ॥
ত্রিপুরাচরণে রাজা বলে সবিনয়।
কমলা জঠরে মোর হইব তনয় ॥
কেশরীবাহিনী দেবী কথিল ঈশ্বরী।
তোর পুত্র হব রাজা বিক্রমকেশরী ॥
বর দিয়া ভগবতী চলিল কৈলাস।
ঘরে গেল ধুসদত্ত মহেশের দাস ॥

রুমুণ্ডমালিনী দেবী হরসহচরী।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে সেবিয়া ঈশ্বরী ॥০॥

সত্যবতী ও রুক্মিণীর সহিত ধুসদত্তের মিলন

[৬৯ক] ॥ শ্রীরাগ ॥

যত দুঃখ দিল তোরে শুন ল বহিনী।
প্রভুর চরণে কিছু না বলিহ তুমি ॥
চরণে পড়হ দিদি এমু আছে রোষ।
কথিলে কি হব আর নিজ কর্ম্মদোষ ॥
ঘরেতে আইল সাধু আনন্দিত হইয়া।
জলঝারি হাথে পানি যায় রড় দিয়া ॥
দেখিল নয়ানে সাধু প্রিয় সত্যবতী।
তার পাছে রূপসী রুক্মিণী রসবতী ॥
সুখাসনে সাধুপদ পাখালিল পানি।
সাধুরে প্রণাম করে যুগল রমণী ॥
জিজ্ঞাসে সাধব প্রিয়ে কহ সত্যবতী।
তোমার সংহতি আর কাহার যুবতী ॥
কহে সত্যবতী শুন প্রভু ভোলানাথ।
না চিন আপন নারী বড় পরমাদ ॥
চিনিতে না পার তুমি বাড়্যাছে পালনে।
কি বলিব প্রভু বেস্ত তোমার চরণে ॥
ইক্ষু শসা কলা আম্র নারিকেল দিয়া।
শেষ ভাগ খাই আমি গোসাঞি স্মরিয়া ॥
শুন সত্যবতী প্রিয়ে আন চেটী পানি।
ভুঞ্জিব মুকুন্দ কহে রান্ধিব রুক্মিণী ॥০॥

রুক্মিণীর রন্ধনের ব্যবস্থা

॥ বারাড়ি ॥

হাটে গিয়া আন সজ্জ কৌড়ি লৈয়া চল গজ
কামিনী সুন্দরী কলাবতী।
না কর আপন ভিন্ন ভারি লহ দুই তিন
তোমার সংহতি শীঘ্রগতি।
পানি জিজ্ঞাসিয়া চল তার মনে।
দত্ত নারায়ণে ঝি চাঁদমুখী বলে কি
রান্ধিতে বা জানে বা না জানে ॥
শুনিলে গো ছোট মা রান্ধিতে পারিবে বা
পার নার বল ঝাট করিয়া।
তোমার রন্ধনে তাত কভু নাহি খায় ভাত
সাধব রহিয়াছে প্রাণ ধর্য়া ॥
বিরচিল কবিচন্দ্রে প্রভু বোলে কেবা রান্ধে
ধাতায় সৃজিলে রূপগুণে।
আছিল যতেক পাপ সভার বেচিল বাপ
পাঁজর বিন্ধিল মোর ঘুণে ॥০॥

পানির হাটে গমন

॥ ছন্দ ॥

আনন্দে বিহ্বল পানি ভাবে মনে মনে।
ভোজন করিব সাধু [৬৯] রুক্মিণী রন্ধনে ॥
নয়নে কজ্জল দিয়া মুখে মাখে তেল।
ফুটিল কমল যেন খঞ্জনের মেল ॥
কেশ বেশ করিয়া মালতী মালা বেড়ে।
ভুজগ নায়ক চরে কনক ভূধরে ॥
চন্দন তিলক দিল ললাটের মাঝে।
সাজিল গগনে যেন পূর্ণ দ্বিজরাজে ॥
পরিল পাটের সাড়ি নাহি করে লাজ।
সিন্দুরে ভূষিল যেন মত্ত গজরাজ ॥
কনক কুণ্ডল কানে নাহি ছাড়ে সঙ্গ।
কর্পূর তাম্বুলরসে অধর সুরঙ্গ ॥
বেড় দিয়া বান্ধে পানি আপন কাঁকালি।
ভারি সব মেলি কড়ি বান্ধিল শাঁখালি ॥
সুন্দরী নিতম্ববতী সহজে চঞ্চলা।
চিন্তিল সাধব যাত্রা শুভক্ষণ বেলা ॥
আছাদন দিল আধ মস্তক ঢাকিয়া।
আগে আগে যায় পানি বাহু নাড়া দিয়া
নয়ান ফিরায় দেখে দু দিগে আওয়ারী।
জিজ্ঞাসে হাটের কথা করিয়া চাতুরী ॥

ধীরে ধীরে যায় রামা কথ করে ত্বরা।
চরণযুগলে বাজে নূপুর সুন্দরা॥
পরিপাটী বুঝে চেটী বুঝে নাঞ্জি টুটে।
কবিচন্দ্র কহে পানি প্রবেশিল হাটে॥০॥

খাদ্যদ্রব্য ক্রয়

॥ শ্রীরাগ ॥

কি দিয়া রান্ধিব কি হাটে কিনে তৈল ঘি
আম্র কাঁঠাল নানা ভাঁতি।
মান মুলা আলু কচু সভাকার কিনে কিছু
কাঁচকলা কিনে কান্দি কান্দি॥
কি কিনিব মনে গুণে কৌড়ি লইয়া ভাবি সনে
পানি চেটী বিষম চতুরা।
ভাল মন্দ দুই বুঝে সকল হাটের মাঝে
দেখি বুলে পসরা পসরা॥
ভাল কিনে শেত শাক বাছিয়া পলতা আগ
নালিতা কলম্বী পলা কড়া।
হেলঞ্চা শুশুনি দুই বার মাসে যাহা পাই
কিনে বাথুয়া পালঙ্গ চুচুড়া॥
সকুল বোয়ালি রুই চিথল কাতলা কই
গাগর ভেটকী বালি কড়া।
বামি কিনে বামি রুষ যা দেখিলে পরিতোষ
স্বর্ণপুঠি ভাগর চিঙ্গড়া॥
নাঠা বাটা চেঙ্গ ভোলা কালুবাস সয় ছুলা
ফলই কুলিশ টেঙ্গরা।
ইলিশ তপস্তা বাটা মাগুর পাথরচটা
নানা মাছ কিনিল চুচুড়া॥
তেতলী হরিদ্রা সিম কলামূল কিনে নিম
ভাল কিনে পালঙ্গ চুচুড়া।
[৭০ক]পাকা কলা বার্ত্তাকু বাছিয়া কিনিল লাউ
সারি কচু কয়েল কুমুড়া॥
বাটুনা মুলরি মাঁস কাঁড়া বায় দুই পাশ
মুগের বিউলি কিনে ডাল।
পাত্তিলেবু জলপাই চিনি কিনে বিসা দুই
ক্ষীরের সন্দেশ পণ যার॥
কিনে ঝুনা নারিকেল বাছিয়া সুপক্ব বেল
ক্ষীর কিনে বিসা দুই তিন।
বণিক সজ্জ কিনে ঝাল আদা পসা ফুটি তাল
পানিফল কেসরি প্রবীণ॥
চিপট মুড়কি কিনে বাটি গা গুয়া পানে
পূর্ণিত চুণের কিনে হাণ্ডি।
ধূপ সিন্দুর গন্ধ পরিমলে নহে মন্দ
যাহাতে সন্তোষ হব চণ্ডী॥
বেসাতি করিল যত আছিল যে অভিমত
ভারিয়ে তুলিল ভার কান্ধে।
কর্পূর তাম্বুল খায় সুখে পানি ঘর যায়
বিরচিল আচার্য্য মুকুন্দে॥০॥

রুক্মিণীর রন্ধন

॥ পয়ার ॥

রান্ধিব রুক্মিণী ভাত খাব প্রাণনাথ।
হলদি সরিষা দিয়া বাট নিম্বপাত॥
সাধুর রমণী সত্যবতী চিন্তাকুল।
হাকুচ মিশাইয়া বাটে সুগন্ধি তণ্ডুল॥
প্রভুর ঠাঞি গুণ আজি করিব প্রকাশ।
সোমরাজবীজ দিয়া বাটে রসবাস॥
বরিষা সময় বৃষ্টি ঘন ডাকে ভেক।
সুকুতার পত্র মিশাইল কালমেঘ॥
মাখিয়া গোময় রস কুটিল আনাজ।
জীবননাথের ঠাঞি পায় যেন লাজ॥
যদি নাহি থাকে গুণ কি করিব রূপ।
যবক্ষারে রান্ধিতে দিল কলাইর সুপ॥
রন্ধনের সজ্জ যত করিল আপনি।
স্নান করি আইল ঝাট প্রাণের বহিনী॥
সুমুখী রুক্মিণী স্নান কৈল পুণ্যজলে।
আগে পাছে সখী আইল আপন মন্দিরে॥

আঁচড়িয়া বান্ধে খোঁপা চাঁপা দিয়া তথি।
বিকচ কমলে যেন খঞ্জনের গতি ॥
ধৌত বস্ত্র পরে রামা পরম সন্তোষে।
পাখালিয়া চরণ প্রবেশে মহানসে ॥
ত্রিপুরা পূজার সজ্জ আনিল নিকটে।
সিন্দুর চন্দন পঙ্ক পরি[৭০]ল ললাটে ॥
সহজে যুবতী জন অপুণ্যজ ক্ষেত্রে।
তিন বার স্মরিল পুণ্ডরীকনেত্রে ॥
দূর্ব্বাহস্ত যুবতী আসনে বৈসে সুখে।
শ্বেতধান্য ঘটবারি আরোপি সমুখে ॥
অখণ্ডিত চূতডাল হেমঘটে দিয়া।
যথাবিধি ধূপ দীপ নৈবেদ্য রচিয়া ॥
সুগন্ধি কুসুম ঝারা বান্ধিল উপরি।
আবাহন করি পূজে ত্রিপুরাসুন্দরী ॥
ত্রিপুরা পূজিয়া দুই হাথ দিযা বুকে।
আমার রন্ধনে প্রভু ভুঞ্জিব কৌতুকে ॥
তুয়া পদে বর মাগোঁ করি পুটহাথ।
রান্ধিলে অমৃত হব ব্যঞ্জন ভাত ॥
রুক্মিণীর পূজায় সন্তোষ নারায়ণী।
শূন্য অন্তরীক্ষে হইল আচম্বিত বাণী ॥
শুন ঝিয়ে রান্ধ গিয়া না ভাবিহ আন।
তোমার রন্ধন হব অমৃত সমান ॥
পুনঃ পুনঃ উঠে পড়ে করিয়া প্রণতি।
মোরে কৃপা কর মাতা দেবী হৈমবতী ॥
বিনয় করিয়া বলে ত্রিপুরার ঠাঞি।
ক্ষেম অপরাধ মাতা রন্ধনেরে যাই ॥
নৃমুণ্ডমালিনী দেবী হরসহচরী।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে সেবিয়া ঈশ্বরী ॥০॥

সতীনকে রন্ধনকার্য্যে সাহায্যের জন্য অনুরোধ

॥ গৌরী রাগ ॥

আলু মান বড়ি থোড় বার্ত্তাকু ছোট বড়
আনাজ লাউ কুমুড়া।
কলা কলামূল করেলা তেতুল
মানকচু পলা কড়া ॥
শাক নানারীত খাসির পেশিত
ঘৃত দুই পরকার।
মরিচের ঝাল নানা পরকার
কুচি কুচি বালুকার ॥
দিদি বাপ্যার ঝি কি দিয়া রান্ধিব কি
কহিবে হইয়া সুখী।
আমি নাহি জানি কহিবে আপুনি
শুন গো পঙ্কজমুখী ॥
হরিদ্রা লবণ বেসারি সঘন
দিয়া সুকুতাব পাত।
মুহরি জিরক আনিল সকল
আর যত বস্তুজাত ॥
কলাই বিউলি সুগন্ধ পিঠালি
কাঁঠালবিচির রোক।
রান্ধিবার কাজ আছুক আনাজ
দেখিলে সন্তোষ লোক ॥
বেতাগ নালিতা আওর পলতা
আর জলপাই টাবা।
[৭১ক] দুগ্ধ চিনি জল পেথ মন্দ ভাল
তুয়া পদে করি সেবা ॥
ভুঁজিব সাধব কেমতে রান্ধিব
ধরিতে না জানি হাণ্ডি।
তুমি কর কৃপা হাথে ধরি শিখা
যাহাতে সন্তোষ চণ্ডী ॥
চিত্তে করি বিষ মুখে সুধা ভাষ
আজি দুহেঁ বুদ্ধি বাঁটি।
কেনি বিড়ম্বসি আ লো মুখশশী
কে তোরে না জানে ধাঁটী ॥
ত্রিপুরাচরণে কবিচন্দ্র ভনে
তোমাকে শিখাব কে।
আপনি রূপসী সকলি জানসি
যে দিয়া রান্ধিব যে ॥০॥

রুক্মিণীর নানাবিধ রন্ধন

॥ পয়ার ॥

নিষ্ঠুর বচন শুনি সতিনীর তুণ্ডে।
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে রুক্মিণীর মুণ্ডে ॥
মনে বড় দুঃখ পায় রুক্মিণী যুবতী।
আপন ইৎসিত নহে যেই করে বিধি ॥
আনল জ্বালিয়া রামা হয় দণ্ডপাত।
কভু নাহি রান্ধি আমি ব্যঞ্জন ভাত ॥
আমার রন্ধনে তুমি হবে সাবধান।
আপুনি জ্বলিবে তুমি নহিবে নির্ব্বাণ ॥
সাধুর যুবতী সতী স্মরিয়া চণ্ডী।
উনানের উপরে বসাইল দুই হাণ্ডি ॥
ত্রিপুরার অনুভবে বুঝে তুকতাক।
নারিকেল দিয়া রামা রান্ধে দুই শাক ॥
সেতুশাক রান্ধে রামা করেলা চিঙ্গড়ি।
গুটি গুটি তথি মাসকলাইর বড়ি ॥
রান্ধিল মদ্গুর মৎস্য কাঁচকলা দিয়া।
নালিতার শাক রান্ধে ঘৃতে সন্তলিয়া ॥
কটু তৈলে রান্ধে রামা শাক লতাপাতা।
বেতাগ তলিল কথ আওর পলতা।
ঘৃত দিয়া রান্ধিলেক শুসনির পাতা।
দুরিত মৎস্যেতে হেলঞ্চ সুকুতা ॥
কলমি রান্ধিল রামা করি সড়সড়ি।
তার শেষে ভাজিলেক কথ ফুলবড়ি ॥
[৭১] পুটিমাছ দিয়া রান্ধে শর্ষা পাতড়ি।
খোসলার ঘণ্ট তথি দুলিয়া চিঙ্গড়ি ॥
বাগদাচিঙ্গড়ি কথ করে খড়খড়ি।
ঘন বেসোয়ার দিয়া রান্ধিল চুচড়ি ॥
ভুঞ্জিবেন প্রাণনাথ মনে বড় রঙ্গ।
রান্ধিয়া ওলায় বাথুয়া চুচড়া পালঙ্গ ॥
মুগবড়ি তলিল পৃথক্ পলা কড়া।
মহিষের ঘৃত দিয়া তলিল চিঙ্গড়া ॥
বরিছার থোড় রামা ঘৃত দিয়া তলে।
রান্ধে পোতা ধান গোটা কাসন্দির জলে ॥
তলিয়া মুগের বড়ি চিনিজলে পেলে।
চিঙ্গড়ার বড়া তলিলেক কটু তৈলে ॥
নিরামিষ্য ঘৃতে রামা তলিল বার্ত্তাকু।
দুগ্ধে মিশাইয়া রান্ধিলেক লাউ ॥
আনাজ গলিল মৎস্য রহে খণ্ড খণ্ড।
সুকুতা মিশাইয়া রান্ধে বোদালির ঘণ্ট ॥
গাগর ভেকটী নাঠা ফলই কুড়িসা।
ক্রমে দিয়া বড়ি থোড় শাক লাউ শসা ॥
মুহরি জিরক দিয়া ব্যঞ্জন সন্তালে।
যথা যথা সম্ভবে পিঠালি দিয়া তুলে ॥
আলু দিয়া বালিকড়া কচু দিয়া ভোলা।
কাঁঠালের বীজ দিয়া রান্ধে সৌল হুলা ॥
সকুল বোদালি রুই কাতলা চিঙ্গড়া।
সার কচু মান মূলা আনাজ কুমুড়া ॥
সম্বারিয়া ওলে পঞ্চ মৎস্যের ঝোল।
মহিষের ঘৃতে তলে চিথলের কোল ॥
কথ চঙ্গি দেই কথ মরিচের গুড়া।
চতুর্জ্জাতে রান্ধে রুই কাতলার মুড়া ॥
বুঝিয়া ব্যঞ্জনে নোন দেই অনুরূপ।
রান্ধে মাস বাটুলা মসরি মুগ সুপ ॥
ঘৃতে সান্তালিয়া তাহা ওলে ঠাঞি ঠাঞি।
রান্ধিল রুক্মিণী রামা মনে সুখ পাই ॥
[৭২ক] পৃথক্ পৃথক্ মৎস্য তথি বার্ত্তাকু সিম
একত্র করিয়া রান্ধে কলামূল নিম ॥
রান্ধিল পলকা ঝোল দিয়া ধানপুলি।
বোদালির বীজ তলে মিশাইয়া পিটালি ॥
ত্রিপুরার বরে সতী মনে বিকলুষ।
কুমুড়ার বড়ি দিয়া রান্ধে বাসী রুস ॥
পাথরচটার ঝোল রান্ধিল বনিতা।
আনাজ কেবল তথি কোমল পলতা ॥
বার্ত্তাকু আনাজ দেই হরিদ্রা বেসার।
সোমরাজ দিয়া রামা রান্ধে বালুকার ॥

খাসির পেসিত রান্ধে ছোলা মিশাইয়া।
ঘৃত দিয়া কথ মাংস ওলায় তলিয়া॥
চণ্ডিকার চেটী ভাল বুঝে পরিপাটী।
রান্ধিয়া বাগ্যের ঝোল তলে স্বর্ণপুঠি॥
ইলিসা তপস্যা বাটা চেঙ্গ তলে কই।
আম্র রান্ধিল কথ দিয়া জলপাই॥
দোরণ্ড তেঁতুলি মৎস্য বার্ত্তাকু মিশাইয়া।
পোতা ধান রান্ধিল টাবার জল দিয়া॥
রান্ধিতে রান্ধিতে রামা ঘামে তোলবোল।
গুড় দিয়া রান্ধে পাকা চালিতার ঝোল॥
চিনি দিয়া পাকা আম্র রান্ধিলেক দুগ্ধ।
কহিতে না জানি স্বাদ কত অদভুত॥
দুগ্ধ চিনি পেলায় চিতউ করে মিঠা।
চন্দ্র কাতি সাজিল ক্ষীরের পাঁচ পিঠা॥
কলাবড়া সাচাইল মধুরস পুলি।
অমৃত চিতাউ সাজে মুগের সাঙলি॥
ক্ষীরের মৃণাল সাজে নারিকেল পুলি।
কলা চিনি ক্ষীরে রামা সাজিল কাঁঠালি॥
সাজিল সখড়ি নাড়ু কি কহিব কথা।
নামে দোষে নাহি জানি খাইলে ঘুচে ব্যথা॥
ক্ষীরের গেণ্ডুয়া সাজে ক্ষীরের পানিফল।
ক্ষীরের নারিকেল গুয়া অমৃতমণ্ডল॥
ক্ষীরের গুয়া পান সাজে ক্ষীরের নানা মাছ।
তলিয়া ওলায় তাহা এতে কাছে কাছ॥
রান্ধিল তণ্ডুল যত জন খাব ভাত।
ভোজনে বসিল সাধু রুক্মিণীর নাথ॥
[৭২] রন্ধনের গুণ কি কহিব এক মুখে।
মনে পরিতোষ সাধু ভুঞ্জিব কৌতুকে॥
নৃমুণ্ডমালিনী দেবী হরসহচরী।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে সেবিয়া ঈশ্বরী॥০॥

সাধুর ভোজন

॥ একাবলী ॥

রণরঙ্গিণী। জয়শঙ্খিনী॥ ধ্রু॥
আদ্রক লবণ ঘৃত। কাসন্দিতে সাধু প্রীত॥
কাটিয়া নেম্বুর ফল। তথিতে প্রচুর জল॥
তল্যাতি উপর থুইয়া। আগে দিল দাসী লইয়া॥
রুক্মিণী চকোর আঁখি। পরিবেশে বিধুমুখী॥
শালি অন্ন হৈম থালে। দিলেন প্রভুর কোলে॥
একত্র বার্ত্তাকু সিম। কলামুল দিল নিম॥
সঙরিয়া জগদীশ। সাধু করিল গণ্ডুষ॥
পীযূষ সদৃশ রাগ। তবে দিল সেতুশাক॥
দুই শাক দিল বধূ। ভোজন করয়ে সাধু॥
বনশাক লতাপাতা। খাইল সাধু নালিতা॥
পলতা সুসনি পাতা। বেতাগ কলমি বাথা॥
ভোজনে সাধু নিশঙ্ক। চুঁচড়া খায়ে পালঙ্ক॥
শাক বার করে খড়ি। খাইল সর্ষা পাতাড়ি॥
রুক্মিণীর দেখে রূপ। ভক্ষিলেক চারি সুপ॥
সাধুসুত মধুকণ্ঠ। হেলঞ্চা সুকুতা ঘণ্ট॥
সর্ষার ঘণ্ট চুচড়ি। চিঙ্গড়ির খড়খড়ি॥
গোটা কাসন্দির জলে। পোতা ধান ভাল মিলে॥
খাইয়া মনে সুখ পায়। অমৃত সিঞ্চিত গায়॥
মাংসের বড়ি বার্ত্তাকু। ভক্ষিলেক দুগ্ধলাউ॥
মুগ বড়ি পলা কড়া। ডাগর তলা চিঙ্গড়া॥
বামি রুস বামি ঝোলে। মুণ্ড সাধু নাহি তোলে॥
ইলিসা তপস্যা চেঙ্গ। খাইয়া বাড়িল রঙ্গ॥
গাগর ভেকটী নাঠা। ফলই কুড়িসা বাটা॥
সকুল বোদালি রুহি। চিথল কাতল কই॥
বালি কড়া আর ভোলা। মহাসঙ্খ সন হুলা॥
নানারূপ মৎস ঝোল। তলিত চিথল কোল॥
বড় মৎস্যের[৭৩ক]মুণ্ড ভাল। চঙ্গি মরিচের ঝাল॥
সাধুর সন্তোষ মন। ভক্ষিল অমৃত যেন॥
রোহিত পাঠীন বীজ। তলিল তথি মরিচ॥
সাধু বুঝে পরিপাটী। খায় তলা স্বর্ণপুটি॥

বালুকার খাস ঝোল। দেখি মন উতরোল॥
তলিত মাংস রসাল। তথি মরিচের ঝাল॥
মাগিয়া অনেক বার। খাইল সাধুর কুমার॥
পলকার ঝোল বই। অম্ল দিল জলপাই॥
সুরস তেঁতুলি ঝোল। আর দিল টাবা জল॥
পাকা চালিতার ঝোল। মিশ্রিত চিনির জল।
গুড়পাকা আম্র দুগ্ধ। স্বাদ বড় অদভুত॥
রন্ধন কি মধু সুধা। এমনি না খাই কোথা॥
রুক্মিণীরে সাধু ডাকে। পিঠা আন একে একে।
কুঞ্জরগামিনী রামা। পরিবেশে পিঠা পানা॥
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে। চণ্ডী যার দোষ সহে॥০॥

সাধুর পিষ্টকাদি ভোজন

॥ গৌরী ॥

দুগ্ধ চিনি জলে চিড়াউ মিঠা।
চন্দ্র কাতি খায় আওর পিঠা॥
কলাবড়া মাস মধুর পুলি।
অমৃত চিতাউ মুসাউলি॥
ব্যঞ্জন ভাত খায় ফরমানি।
ঘন ঘন পিয়ে শীতল পানি॥
নারিকেল ক্ষীর রম্ভার পুলি।
সখড়ি নাড়ু কেয়ার কাঁটালি॥
অমৃত মণ্ডল নানামো নাম।
ক্ষীরের মৎস্য ক্ষীরের গুয়া পান॥
ললাটের মাঝে সিন্দুররেখা।
চাঁদের কোলেতে রবির দেখা॥
হংসগতি পরিবেশে গেণ্ডু আরু।
ক্ষীরের পানিফল অধিক চারু॥
সাধুর নন্দিনী ভাল রুক্মিণী।
সঘন কহে সাধু ফরমানি॥
দধি দুগ্ধ খায় ভোজন শেষে।
ভুঞ্জিল সাধব মন হরিষে॥
ভোজন সাধু সমাপিয়া মনে।
করিল গণ্ডূষ হাস্যবদনে॥
শুন শুন প্রিয়ে বণিকঝি।
কবিচন্দ্র কহে কি তোরে দি॥০॥

আহারান্তে সাধুর মুখ প্রক্ষালন ও তাম্বূল ভক্ষণ

॥ পয়ার ॥

কনক ডাবর আনি দিল দাসী জনে।
আচমনে সাধব পবিত্র হৈল মনে॥
সরস বিরস ভায বুঝে কমলিকা।
আনিয়া যুগল বাস দিলেক চেটিকা॥
তাম্বূল সাঁপুড়া এতে ঢাকন ঘুচাইয়া।
সাধবের কাছে দাসী রহে দাণ্ডাইয়া॥
তেজিল ভোজনবাস বসন পরিয়া।
পুন আচমন করে আসনে বসিয়া॥
সুবর্ণ পাদুকাপীঠে দিলেক চরণ।
মুখে পান দেই সাধু সাধুর নন্দন॥
রুক্মিণীকে দেখে সাধু ঘন উলটিয়া।
পাপিষ্ঠ সতিনী তথা চাহে আড়াকিয়া॥
মুখে কিছু নাহি বলে অন্তরে পুড়ে হিয়া।
ক্ষণে ক্ষণে বিধি নিন্দে নিশ্বাস ছাড়িয়া॥
শয়নমন্দিরে যায় ত্যেজি মহানস।
দূর দেশাগত সাধু মদনের বশ॥
ভুঞ্জিল রুক্মিণী অন্ন পরিজনে দিয়া।
আচমন কৈল জলে দেহ নিমজ্জিয়া॥
চলিব প্রভুর কাছে হরষিত হইয়া।
কবিচন্দ্র কহে চণ্ডীর চরণ ভাবিয়া॥ধ্রু॥০॥

সাধুর জন্য শয্যারচনা

শয্যা পাতে পানী নানারূপ জানি
বুদ্ধে অতি সচতুরা।
মনে উঠে রঙ্গ পাড়িল পালঙ্ক
নেহালি পাড়ে চৌতরা।

তথির উপর বিচিত্র অম্বর
শিয়রে বালিস রাখে।
দুই দিগে জাদ কাঞ্চনে রচিত
চাঁদয়া খাটায় সুখে ॥
চাঁদয়ার চিত দেবতা নির্ম্মিত
তাহে মুকুতার ঝারা।
রক্ত গৌর শ্বেত পুষ্প নানাজাত
সারি সারি বান্ধে মালা ॥
শয্যার উপর তুরঙ্গ কেশর
আমোদিত যার গন্ধে।
হেমপাত্র পুরি চন্দন কৌস্তুরী
রাখে নানা পরিবন্ধে ॥
সৌরভে আমোদ ধায় ষট্‌পদ
ফুকরে গভীর নাদ।
বিরহিণী মন করে উচাটন
কেবল কামের ফাঁদ ॥
সাঁপুড়া ভিতর কর্পূর তাম্বুল
ব্যঞ্জন থুইল পাছে।
মনের কৌতুক জ্বালিল চেরাক
ডাবর রাখিল কাছে ॥
শয্যা পাতে পানী মনে মনে গুণি
শয়নে বাড়িল আশ।
শত গড়ি দিয়া নিবারিল হিয়া
কুমতি করিল নাশ ॥
[৭৪ক] শুন সদাগর চল বাসঘর
নিবেদিল পানী চেটী।
শ্রীযুত মুকুন্দ রচিল প্রবন্ধ
রুক্মিণী করে পরিপাটী ॥০॥

রুক্মিণীর সজ্জা

॥ কামোদ ॥

সখীর সংহতি বসিল যুবতী
হাথে করি কঙ্কতিকা।
কুটিল কেশপাশ বিচারি করে নাশ
সুছাঁদে বান্ধে কবরিকা ॥
দর্পণে দেখে মুখ চন্দন দিই রেখ
ললাটে দ্বিতীয়ার শশী ॥
অরুণ উজ্জ্বল সিন্দুর কজ্জল
চন্দনে কুচযুগ ভূষি ॥
শয়নমন্দিরে চলিল গুণবতী
প্রভুমুখ দরশনে।
জলদ সুন্দর বসনে কলেবর
ঢাকিয়া হাস্যবদনে ॥
অঞ্জন সঘন রঞ্জিত লোচন
খঞ্জন যুগল চরে।
কনক কুণ্ডল শ্রবণে উজ্জ্বল
পত্রাবলী গণ্ডস্থলে ॥
ঝল্লিকা পরে গলে হার পয়োধরে
বউলি শোভে শ্রুতিদেশে
লেপিল কলেবর কৌস্তরি চন্দন
সুগন্ধি সৌরভ রসে ॥
ভুজের উপরে রজত তাড় পরে
অঙ্গুরি বাম করশাখে ॥
পিঠে থোপ লোলে চরণে মঞ্জির
পাশুলি পদযুগ আগে ॥
পরিল নিতম্বিনী কনক কিঙ্কিণী
মধুর ধ্বনি কটিদেশে।
কর্পূর তাম্বুল চন্দন গন্ধফুল
লইল পতি পরিতোষে ॥
খদির রসে রঙ্গ অধর সুবঙ্গ
ঈষত পুন পুন হাসি।
জলদ মুক্তা গ্রন্থ প্রকাশে অবিরত
চন্দ্রিমা পূর্ণিমার শশী ॥
আগে পাছে সখী চলে শশিমুখী
সবারি ঝারি করি হাথে।
মুকুন্দ কবিচন্দ্র রচিল প্রবন্ধ
ত্রিপুরা হরবধূপদে ॥০॥

রুক্মিণীর পতিসমীপে যাত্রা

কোথাকারে যাহ ল রুক্মিণী।
অপরূপ কি আশু সাজনি॥
যাবে কিবা প্রভুদরশনে।
এই কথা লয় মোর মনে॥
আমারে কহিতে তোর ডর।
আমি সে তোমার এত পর॥
রতি আশে যাবে পতি পাশে।
পরাণ হারাও তুমি পাছে॥
কত দুঃখ পাবেন বহিনী।
আপনা হৈতে সভে জানি॥
[৭৪]সুনামে সাকো নাহি রঙ্গ।
যেন রূপ করিয়ে মাতঙ্গ॥
মৃগ যেন রূপ হরিণী।
মণ্ডুক মণ্ডুকী ধরে ফণী॥
মার্জ্জারে মূষিক যেন ধরে।
ময়ূরে ভুজঙ্গ যেন গিলে॥
যেরূপ কপোত চলয় চানে।
নাহি রঙ্গভঙ্গ দরশনে॥
কেমন সাহসে যাবে একা।
রতি কারে বলে নাহি দেখা॥
এ বোল শুনিঞা রামা হাসে।
স্মিত বিকসিত কিছু ভাষে॥
এতেক প্রমাদ ছিল যদি।
কেমনে পরাণ পাইলে দিদি॥
নিবেদন তোমার চরণে।
মোর কথা শুন সাবধানে॥
কৃষ্ণকথা শুন উপদেশ।
ব্রজাঙ্গনা ভজনবিশেষ॥
অম্বিকাচরণে দিয়া মতি।
কবিচন্দ্র রচে সুভারতী॥০॥

রুক্মিণীর শ্রীকৃষ্ণকথা বর্ণন

॥ কৌ রাগ ॥

শুন দিদি তোরে বলি ঘুচাহ মনের কালি
কৃষ্ণকথা শুন গো শ্রবণে।
প্রভুর মহিমা যত কে জানে তাহার তত্ত্ব
ব্রহ্মা আদি না পায় ধেয়ানে॥
বধিতে দেবের ঐরি অবনীতে উরে হরি
দৈবকীজঠরে নারায়ণে।
জন্মি কংস কারাগারে গেলা নন্দঘোষ ঘরে
পূতনা বধিল স্তনপানে॥
ঈষত লীলায় ঠেলে চরণকমল হেলে
শকট ভাঙ্গিল শ্রীনিবাস।
শুইয়া ছিল শিশুরায় তৃণাবর্ত্তে আসি তায়
অন্তরীক্ষে তুলিল আকাশ।
করতল পাইয়া দুষ্ট হরিষে হইয়া হৃষ্ট
মরিয়া পড়িল মহীতলে।
পুন শিশুরূপে বসি যেন চর্ম্মঘাতে অসি
খেলে প্রভু তার বক্ষস্থলে॥
শিশু ক্রীড়া করি রঙ্গে যমল অর্জ্জুন ভঙ্গে
বধে প্রভু বক অজগর।
মথিয়া কালির দর্প চরণে শরণ সর্প
গোবর্দ্ধন ধরে গদাধর॥
ভক্ত অনুগত পাইয়া ব্রজনারীগণ লইয়া
বিহরে বিরিন্দাবন মাঝে।
কমলা রমণী ধনী কমলিনী শিরোমণি
রাধা চন্দ্রাবলী তাহে সাজে॥
শিরিষ কুসুম কিবা [৭৫ক]সুকোমল তনু আভা
ভানুর দুহিতা ঠাকুরাণী।
অনন্ত মহিমা তাঁর কি বলিতে পারি আর
ব্রজতনু হরি চক্রপাণি॥
দৃঢ় ভক্তি করি গোপী প্রভুর চরণ সেবি
রতিরসে কৃষ্ণ হইল বশ।
এতেক বিক্রম জনে ভয় না করিল কেনে
বল দেখি কেমন সাহস॥

প্রেমরসে গোপীগণ বান্ধিলেক নারায়ণ
আর কোথা না গেলা বন্ধন।
যোগেন্দ্র হৃদয়াসন করি ভাবে অনুক্ষণ
বান্ধিতে নারিল ত্রিলোচন॥
শুনিঞা সিদ্ধান্ত কথা লাজে হেঁট করে মাথা
সত্যবতী লাগিল তরাস।
অম্বিকাচরণ আশে মধুর সঙ্গীত ভাষে
কবিচন্দ্র ত্রিপুরার দাস॥০॥

সতীনের কথার উত্তর

॥ মল্লার॥

আইমা আইমা করি রামা নিকসে রসনা।
কোথা হইতে জান তুমি গোপীর মহিমা॥
দুগ্ধগন্ধ নাহি ছাড়ে তোমার বদনে।
চুপ দিয়া থাক বেটী লোক পাছে শুনে॥
যুবতীর কুলের আনিলি কোয়াঃকার।
নিশ্চয় জানিল পাড়াকরিণী ভাতার॥
এত তত্ত্ব নাহি জানি হইল গুর্ব্বিণী।
সতীনচরণে কিছু কহে শুদ্ধবাণী॥
গুণিলে সে গুণ বুঝে নির্গুণে কিবা জানে।
গুণের প্রমাণ দেখ ভ্রমর লক্ষণে॥
বনে থাকে ভ্রমর কমল থাকে জলে।
মধু পান করে অলি বসি তার দলে॥
পুনরপি কহি দিদি নির্গুণের কথা।
একত্র বসতি ভেক কমল থাকে যথা॥
মহীলতা খায় সে না করে মধু পান।
বিন্দাবিন্দ দুই কথা কর অবধান॥
আমার লা[৭৫]জেতে দিদি যদি ব্রীড়া করে।
শিরে ঢাকি অম্বর সম্বরি যাহ ঘরে॥
প্রত্যুত্তর দিয়া গৃহে চলিল রুক্মিণী।
কবিচন্দ্র মুকুন্দ রচিল শুদ্ধবাণী॥০॥

রুক্মিণীর স্বামিসমীপে গমন

॥ পয়ার॥

নানা বেশ আভরণ যেখানে যে সাজে।
চলিল রুক্মিণী রামা দুই সখী মাঝে॥
পদে পদে যায় রামা মরালগামিনী।
কটীদেশে রুনু ঝনু মধুর কিঙ্কিণী॥
সবারি কনক ঝারি পালঙ্ক নিকটে।
এড়িয়া বসিল রামা বুদ্ধে নাহি টুটে॥
চারিদিকে চারি রত্ন প্রদীপ উজ্জ্বলে।
দুয়ারে কপাট দিয়া বৈসে প্রভুকোলে।
প্রথম প্রহর রাত্রি নিদ্রা যায় সুখে।
সুবাসিত চন্দন প্রভুর দেই বুকে॥
অন্তরে জাগিল সাধু আখি নাহি মেলে।
হাস্যমুখ দেখি প্রভু সতী কিছু বলে॥
নৃমুণ্ডমালিনী দেবী হরসহচরী।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে সেবিয়া ঈশ্বরী॥০॥

রতি প্রত্যাশা

॥ বারাড়ি॥ করুণা॥

দেখি তুয়া মুখ দূরে গেল দুঃখ
হৃদয় জাগিল কাম।
না কর বিলম্ব দেহ আলিঙ্গন
শূন্যগৃহে গুণধাম॥
প্রাণনাথ কপটে কত ঘুম যাসি।
তুষের দহন মলয় পবন
খর রশ্মি ভেল শশী॥
ফুটিল কমল নিকটে ভ্রমর
বিকল মধুর লোভে।
দৈবের নির্ব্বন্ধ রাত্রি যেন চন্দ্র
ভিন্ন নাহি দুহে শোভে॥
কনক মুকুর পেখ মুখ মোর
চাঁদ নাহি পক্ষে টুটে।

নির্দ্দয় হে ধর কেন নাহি তর
নয়ানকমল ফুটে ॥
[৭৬ক] সিন্দুর কজ্জল চন্দন বিফল
হার হইল মোরে বৈরী।
সফল কবরি ধরিতে না পারি
তব প্রেমে প্রাণ ধরি ॥
কবিচন্দ্র কয় সাধু অল্প চায়
কিছু নাহি অপরাধ।
পুষ্পধনুর্দ্ধর করে মোরে বল
রক্ষ রক্ষ প্রাণনাথ ॥০॥

সাধুর কপট নিদ্রা

॥ বসন্ত ॥

দহন নিকটে ঘৃত নিরবধি জলে।
মকরন্দ পিয়ে ভৃঙ্গ বসিয়া কমলে ॥
নাথ আওল বসন্ত বসন্ত।
না ছাড় কামিনী কোলে তুহুঁ গুণবন্ত ॥
মধুর কোকিলী ডাকে বসি তরুডালে।
মদন যুড়ায় যুবা যুবতীর কোলে ॥
যুবতী রতনঘট বচন পীযূষ।
বোল দুই চারি বর্ণ শুন সুপুরুষ ॥
উনমত্ত ফুলধনু মলয় পবনে।
মঞ্জুরিল তরু নানা ফুল ফুটে বনে ॥
না মেলে নয়নযুগ উলটিয়া পাশ।
বুঝিল কপটে তোর কত ঘুম যাস।
না জীয়ে মদন কিবা হামু অভাগিনী।
রচিল মুকুন্দ দোষ ক্ষেম ত্রিনয়নী ॥০॥

সাধুর কপট নিদ্রাভঙ্গ

॥ কেদার ॥

উঠিয়া বসিল সাধু যুবতীর পাশে।
বঙ্ক নয়ানে চাহে যুবতীর আশে ॥
চারি চক্ষু দরশনে হাসে খল খল।
রবির কিরণে যেন ফুটিল কমল ॥
সরস অঞ্জনে চক্ষু চলে ঘনে ঘন।
এক যোগে চরে যেন যুগল খঞ্জন ॥
গাএ হাথ দিয়া সাধু বসন ঘুচায়।
বলি বলি করি রামা ঝটিত পাছু যায় ॥
স্মরশর জরজর সাধুর হৃদয়।
আপনারে পাসরে বলে নারীকে বিনয় ॥
প্রাণদান দেহ মোরে না করিহ রোষ।
পুরুষ বধিলে জান যেই হয় দোষ ॥
আলিঙ্গন দিয়া প্রিয়ে কর পরিতোষ।
পুড়িলে কামুক জিয়ে কুচ কাম দোষ ॥
বুঝিয়া প্রভুর মন বলে নিতম্বিনী।
তুমি গজরাজ প্রভু হামু কমলিনী ॥
অবলার সহজে কাতর বড় চিত্ত।
সুরথী পণ্ডিত নাথ বুঝ হিতাহিত ॥
ত্রিপুরাপদারবিন্দে মধুলুব্ধমতি।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে মধু[৭৬]র ভারতী ॥

রুক্মিণী ও সাধুর মিলন

॥ সুই রাগ ॥ রামান ॥

যুবতী দেহ মোরে দান ॥
তেরি দৃগঞ্চল কজ্জল গরল
দরশনে দহে প্রাণ ॥
প্রভুরে দেখি হই হাস্যমুখী
হাথে কৈল গুয়া পান।
যত পাইলে দুঃখ বিসরহ সব
দূরে ত্যেজ্য অভিমান ॥
তুমি রূপবতী বুদ্ধে বৃহস্পতি
নির্দ্দয় মন্মথবাণ।
বধিলে পুরুষ জানসি যে দোষ
তোরে কি বুঝাব আন ॥

যত দেখ জন সভে স্বামীধীন
কোলে বৈসে পরিতোষে।
শুন লো যুবতী প্রভুর ভারতী
নাহি ঠেল অভিরোষে॥
গালে হাথ দিয়া মুচকি হাসিয়া
বসিল প্রভুর কাছে।
শ্রীযুত মুকুন্দ রচিল প্রবন্ধ
সাধব ধরিল বাসে॥০॥

রুক্মিণী ও সাধুর কথোপকথন

॥ কামোদ ॥

প্রভু না ধর আঁচলে আঁচলে।
তুয়া করপবশে হৃদয় কাঁপে ডরে॥
শুনিল শ্রবণে আমি নিরখিল দিঠে।
নন্দনবনের ফুলে মধু নাহি টুটে॥
দরবিদলিত ফুলে মধু নহেধিক।
তোরে কি বুঝাব নাথ সকল রসিক॥
বিকচ কমল দেখি হইয়া আনন্দ।
ঘন উঠে বৈসে ভৃঙ্গ পিয়ে মকরন্দ॥
শুন ল সুন্দরি প্রিয়ে শুন এক বাত।
ভ্রমরের ভরে নাহি ভাঙ্গে ফুলপাত॥
মধুকর বিনে নাহি শোভে কমলিনী।
পীযূষ কিরণ বিনে না শোভে রজনী॥
মধু পিয়ে মধুপ সময় এক চাঁদ।
বুঝিয়া সকল কথা মিথ্যা পাত ফাঁদ॥
তুমি প্রাণেশ্বরী প্রাণ রাখ ল সুন্দরী।
না সহে মদন তোর বচন চাতুরী॥
শুন হে জীবননাথ বুঝ ভাল মন্দ।
যথোচিত কর নাথ রচিল মুকুন্দ॥০॥

সম্ভোগ

॥ মল্লার ॥

ময়ূর মাতিল রে মেঘের গরজনে।
[৭৭ক] কোলে পতি যুবতী মাতিল নিধুবনে
মাতিল গিধিনী পক্ষ মহামাংস খাইয়া।
ভ্রমরা মাতিল রে ফুলের গন্ধ পাইয়া॥
মাতিল প্রাবৃট ভেক ঘন বরিষণে।
কোকিলী মাতিল রে চন্দনসমীরণে॥
যাহে যাহে থাকে প্রীত নাহি ছাড়ে অংশ।
মানসে মৃণাল খাইয়া মাতে রাজহংস॥
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরার বরে।
ডাহুকী করিয়া কোলে ডাহুক গুঞ্জরে॥০॥

সম্ভোগ-বর্ণনা

॥ গৌরী ॥

প্রাণনাথ হামু তরুণী অতি বালা।
রাখিহ আপন বশ ভুঞ্জিহ যুবতীরস
হরিণা হরিণী যেন খেলা॥
সৌরভে হৃষ্ট মন মধুলোভে ঘনে ঘন
মধুকর কমলিনী কাছে।
পাইয়া প্রভুর কর ঝাপিল দৃশাঙ্কুর
মনসিজ অন্তরে নাচে॥
চল প্রভু পরিহরি স্মিতমুখী সুন্দরী
চাহে বঙ্ক নয়ানের কোণে।
চাতক ডাকয়ে পিউ শুন প্রভু রাখ জিউ
হৃদয়কমল কামবাণে॥
কামিনী করিয়া কোলে চুম্বন করিয়া বলে
পেখি পেখি বদনকমলে।
করে চাপি ধরে কুচ কেশরী ঝাপিল গজ
কুম্ভ যুগলে যেন খেলে॥

জঘনে জঘনে বশ নির্ঘাত তনুরস
ক্ষেণে ক্ষেণে দুহুঁ মুখে হাসি।
রতিরস বড় সুখ নিরস সুন্দরী মুখ
রাহুভুকত যেন শশী॥
ব্যজন পবন ঘন শীতল চন্দন
পরিতোষে সোঁচিল দুকূলে।
কবিচন্দ্র ভারতী ত্রিপুরাচরণে মতি
জাগরণে নয়ান ঢুলে॥০॥

॥ ইতি দশম পালা বাসর ঘর সমাপ্ত ॥

ত্রিপুরার প্রার্থনায় শিব কর্ত্তৃক শশধরকে মর্ত্ত্যে প্রেরণ

॥ করুণা ॥

কৈলাসে কুতূহলে বসিয়া প্রভুর কোলে
ত্রিপুরা জয়সিংহ কেতু।
জানিল ভগবতী রুক্মিণী ঋতুবতী
পাটনে হৈতে আইল সাধু॥
শুনহ জীবনধন রুচির ত্রিনয়ন
[৭৭] আমারে দিবেক এক দান।
নিবেদি তব পদ কমল অবিরত
করিয়া শত প্রণাম॥
কি বোল বল প্রিয়ে নিভৃতে শুনিল এ
আমার তুমি প্রাণেশ্বরী।
ভকতবৎসল ভকতকলেবর
ত্রিলোকে জানে ত্রিপুরারি॥
প্রণত যেই জন তাহারে তুমি জান
অবশ্য সাধ তার কাজ।
সেবিয়া তব পদ কমলপুরসুত
ত্রিদেব নগরের রাজ॥
সহজে আসি রামা তোমার প্রাণ সমা
আমারে ক্ষেম অপরাধ।
ললাটে শশধর ভকতবৎসল
সকল চরাচরনাথ॥
সুন্দর কলেবর কুমার শশধর
করিয়া দেহ মোরে দাস।
পূজিয়া বিধিমত ভুবনে মোর ব্রত
কর্য়ে যেন পরকাশ॥
মহেশ বলে চল কুমার শশধর
জনম গিয়া তুমি ভুবি।
মুকুন্দ কবিচন্দ্র রচিল প্রবন্ধ
আনিব তোমারে দেবী॥০॥

শশধরের রুক্মিণীর গর্ভে প্রবেশ এবং সাধুর পাটনে গমনোদ্‌যোগ

॥ পয়ার ॥

হস্ত পদ পাখালে অন্তরে হয় শুচি।
বিষম সুরত খেদ ম্লান মুখরুচি॥
বসিয়া প্রভুর পাশে সুমুখী রুক্মিণী॥
কর্পূর তাম্বূল খায় চিন্তে নারায়ণী॥
শুভক্ষণ সুদিবস বৈশাখ মাসে।
অসিত ধবল পক্ষ প্রসন্ন আকাশে॥
হেনকালে শশধর কুমার সুন্দর।
ক্ষিতিতলে অবতরে মহেশকিঙ্কর॥
পূজিব ত্রিপুরা মনে আছে অভিলাষ।
আসিয়া করিল রুক্মিণীর গর্ভে বাস॥
কোকিল সুনাদ পূরে প্রভাত যামিনী।
ফুটিল কমল সুখে উইয়ে দিনমণি॥
সাধু করিল প্রাতঃক্রিয়া দন্তধাবন।
স্নান দান করে সাধু সাধুর নন্দন॥
অচলনন্দিনীনাথ পূজে একমনে।
সুবেশ হইয়া গেল নৃপসম্ভাষণে॥
লিখিতে দিবস তার গেল পঞ্চ মাস।
পাত ঝিকটি অঙ্গে বাঢ়ে অভিলাষ॥

দিনে দিনে বলহীন উদর চিক্কণ।
কালিমা কুচের আগে ধূসর বদন ॥
ঘন ঘন রমণীর মুখে উঠে হাই।
[৭৮ক] ঢুলু ঢুলু করে আঁখিকমল সদাই ॥
রুক্মিণী দেখিয়া সাধু হরষিত চিত্তা।
ইহার উদরে পুত্র কি জানি দুহিতা ॥
যদি মোরে থাকে সত্যঁ মহেশের দয়া।
পুত্র সুন্দর হব নহিব তনয়া ॥
চলিতে বসিতে সাধু ভাবে দিনে দিনে।
চন্দন চামর নাহি নৃপনিকেতনে ॥
পাটনেরে যদি মোরে পাচে নরপতি।
কোন উপদেশে আমি এড়াব আরতি ॥
হৃদয় ভাবিয়া সাধু গেলত দেয়ানে।
নৃপতিদেশনে বৈসে আপন আসনে ॥
আসনে বসিয়া সাধু পরিতোষ মনে।
নৃপতি সহিত কহে কথোপকথনে ॥
শুন সাধু ধুসদত্ত সদ্‌গুণ বণিক।
আমার নগরে বান্ধা নাহি তোমাধিক ॥
তারে বলি মানুষ যে জন কার্য্যে রত।
সভাজনে বলে ভাল নৃপতি পূজিত ॥
মুকুতা চামর শঙ্খ চন্দন বিহীন।
আমার নগরে লোক বলে প্রতিদিন ॥
এ বোল বলিয়া রাজা হাথে করে পান।
সভার ভিতর করে ধুসদত্তে মান ॥
দুর্ব্বার পাটনে তুমি করহ গমন।
আন গিয়া শঙ্খ মুক্তা চামর চন্দন ॥
এ বোল শুনিয়া সাধু বলে পুটহাথে।
মনুষ্যত্ব ধন জন তোমার প্রসাদে ॥
চলিব পাটনে আমি ইথে নাহি ব্যথা ॥
আনিব চামর শঙ্খ চন্দন মুকুতা ॥
বিদায় হইয়া সাধু গেল নিজ ঘর।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরাকিঙ্কর ॥০॥

শুভ দিন-গণনা

॥ করুণা ॥

রমণী দেখিয়া সাধু করে অনুতাপ।
আদেশিল গাবরে ডিঙ্গায় দিতে গাব ॥
ডিঙ্গার উপর নানা সজ্জ দিল ভরা।
গণক আনিয়া গণে শুভক্ষণ বেলা ॥
রহিব কেমতে ঘরে নাহি পুণ্যলেশ।
লংঘিলে প্রমাদ বড় রাজার আদেশ ॥
প্রভাবিকা পঞ্জিকা মুকাইয়া খড়ি গণে।
তিথি বার নক্ষত্র সর্ব্বাঙ্ক নাহি মানে ॥
প্রবেশে রাহুর দশা রিপু শনৈ[৭৮]শ্চর।
ভাল যাত্রা নাহি দেখি দ্বাদশ বৎসর ॥
সাধুর বচনে জ্ঞানী পুনর্ব্বার গণে।
বন্দী হবে পাটনেতে রাজসম্ভাষণে ॥
সঙ্কট জীবন শুন সাধুর প্রধান।
নিশ্চয় গণিল আমি ইথে নাহি আন ॥
রাজার আদেশে আমি চলিব পাটন।
বিলম্ব না সহে শুন গণ শুভক্ষণ ॥
ক্রোধমতি অধিপতি গণকেরে কহে।
তোমার গণনে যাত্রা কভু সিদ্ধ নহে ॥
দ্বিতীয়া মঙ্গলবার মকর লগনে।
কালি যাত্রা ভাল দ্বিজ কবিচন্দ্র ভণে ॥০॥

সাধু কর্ত্তৃক বাশুলীর ঘট লঙ্ঘন

॥ পয়ার ॥

প্রভু পরবাসে যাব শুনিয়া রুক্মিণী।
হৃদয় ভাবিল হিমাচলের নন্দিনী ॥
সুগন্ধি ধবল ধান্য গলে ফুলমাল।
আরোপিল হেমঘট মুখে চূতডাল ॥
নানাবিধ নৈবেদ্য রচিল প্রচুর।
কুঙ্কুম মলয়াগন্ধ সুরঙ্গ সিন্দুর ॥

রচিল ষড়ঙ্গ ধূপ রত্নদীপ জলে।
বিশাললোচনী পূজে পঞ্চ উপচারে॥
প্রণতি করিয়া রামা বলে কাকুর্ব্বাণী।
হেনকালে সত্যবতী বলয়ে বাণ্যানী॥
বসিয়া রুক্মিণী কোন কাজ করে কোণে
দেখ গিয়া সদাগর আপন নয়নে॥
ভাল মন্দ বিচারে দেখি ভিন্ন প্রভা।
যত মিথ্যা বলি আমি তোমার দুর্ভগা॥
যুবতীর বোলে সাধু গেল গর্ভাগার।
দেখিয়া রুক্মিণী রামা লাগে চমৎকার॥
সাধুর হৃদয় ভাবে এই কোন হেতু।
কোন দেবতায় পূজ ক্রোধে বলে সাধু॥
প্রণতি করিয়া রামা বলে পুটহাথে।
মনুষ্যত্ব ধন জন যাহার প্রসাদে॥
দেবাসুর নর যার না জানে মহত্ত্ব।
ঘটে আরোপিয়া পূজি বাশুলীর পদ॥
এ বোল বলিয়া সাধু লংঘে বাম পায়।
মহা পাতকিনী পূজে মাইয়া দেবতায়॥
নৃমুণ্ডমালিনী দেবী হরসহচরী।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে সেবিয়া ঈশ্বরী॥০॥

বাশুলীর নিকট রুক্মিণীর ক্ষমা প্রার্থনা

[৭৯ক] ॥ করুণাশ্রী ॥

থর থর করে ঘট হইল অন্ধকার।
নয়ানে না দেখে সাধু না পায় দুয়ার।
লোটাইয়া রুক্মিণী ধরে বাশুলীর পায়।
চারিদশ লোক জিয়ে তোমার কৃপায়॥
দাসীরে দেখিয়া চণ্ডী ক্ষম অপরাধ।
অবশ্য রাখিবে চণ্ডী আমার আইয়াত॥
দ্রুহিণী গৃহিণী তুমি বচন দেবতা।
কমলানিলয় তুমি হরের বনিতা॥
পর্ব্বতনন্দিনী তুমি হরসহচরী।
কি বলিতে পারি আমি তোমার কিঙ্করী।
রুক্মিণীর বোলে চণ্ডী হাসে খলখল।
মুকুলিত বৃক্ষে অবশ্য ধরে ফল॥
নিমজ্জিল দোষ যেন শেষ শশিকলা।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে সন্তোষ মঙ্গলা॥০॥

সাধুর পাটনযাত্রা

॥ পয়ার ॥

যাত্রা করিল সাধু মঙ্গল দিবসে।
রোহিণী মকর লগ্ন কুম্ভ পরবেশে॥
দ্বিজগণ পড়ে বেদ মঙ্গলের ধ্বনি।
আওয়াস তেজিয়া সাধু দেখিল শকুনী॥
মুক্ত চিকুরে ধায় পরি কৃষ্ণপট।
বেদীর নিকটে গিয়া দেখে শূন্য ঘট॥
অশুভ দেখিয়া সাধু ভাবিল মানসে।
না জানি কি হয় আমি যাই পরবাসে॥
গুরুজন দেখি সাধু করিল প্রণাম।
কারে কোল দেই কারে করয়ে কল্যাণ॥
অজয় নদীর কূলে সাধুর প্রধান।
মধুকরে চাপে সাধু চিন্তে ভগবান॥
তোমার সেবক আমি কিছুই না জানি।
ত্রিপুরতারণ দেব রক্ষিবে আপুনি॥
ডিঙ্গায় ফুকরে শঙ্খ গরজে মাদল।
ধূলাবাণ হানে জয় জয় কোলাহল॥
ঘন দণ্ড পড়ে হাথে বাজল কিঙ্কিণী।
বাহ বাহ বলে কর্ণধার চূড়ামণি॥
বর্দ্ধমান এড়াইল বাজে রণতূর।
ঈষত লীলায় গেল বড়সৌউল॥
রাজার প্রতাপে কেহ নাহি বলে রহ।
বিষম সঙ্কট এড়াইল জামদহ॥
জলের কল্লোলে কানে কিছুই না শুনি।
বেউরগ্রামে গিয়া সাধু পূজে শূলপাণি॥

ফলাহার করিলেক সাধুর নন্দন।
হিরণ্যগ্রামে [৭৯] গিয়া করে রন্ধন ভোজন।
শীতল পবন বহে কার্ত্তিক মাসে।
মউলা উত্তরে সাধু রজনী প্রবেশে॥
প্রভাতে পূজিয়া শিব করিলেক ত্বরা।
জাড়গ্রাম দিয়া সাধু পাইল দশঘরা॥
প্রতিদিন পূজে শিব নাহি করে হেলা।
কোথা রান্ধে ভুঞ্জে খায় খণ্ড ক্ষীর কলা॥
দশঘরা এড়াইয়া গেল বৈদ্যপুর।
ধুসদত্ত সাধু রহে ডিঙ্গার ঠাকুর॥
তেঘরা বাহিয়া যায় বাজে রণতূর।
ঈষৎ লীলায় সাধু গেল চণ্ডীপুর॥
সে দিন রহিয়া করে রন্ধন ভোজন।
সানন্দে পূজিল সাধু শঙ্কর চরণ॥
হিম পরবেশে আইল অকাল কুহিড়া।
দ্বীপদ্বারহাটা দিয়া গেল জাঙ্গিপাড়া॥
কোথা গীত শুনে সাধু কোথা দেখে নাট।
এড়াইল টাছয়া আর ডিঙ্গালহাট॥
সকল রসিক সাধু বুঝে হিতাহিত।
বাঘাণ্ডায় আসি ডিঙ্গা হইল উপনীত॥
দেউল দেখিয়া ডিঙ্গা ঠেক দিল দহে।
কবিচন্দ্র কহে চণ্ডী যার দোষ সহে॥০॥

পথে সাধুকর্ত্তৃক বাশুলীমন্দির ভঙ্গ ও দেবীর ক্রোধ

॥ সুই রাগ ॥

বল ভাইয়া কর্ণধার সমুখে দেউল কার
কেমত দেবতা আছে ইথি।
শুন সাধু ধুসদত্ত দেউল দিল মহারথ
বাশুলী স্থাপিল নরপতি॥
এ বোল শুনিঞা কোপে দেবীর দেউল ভাঙ্গে
বাখাণ্ডায় বসিয়া আপুনি।
কৈলাসে কুতূহলে বসিয়া প্রভুর কোলে
ভগবতী বিশাললোচনী॥
অবতরে গো মা সর্ব্বমঙ্গলা
কৈলাস তেজিয়া বিবাদে।
ফুল জলে কোন কাজ পাইল বিষম লাজ
দেউল ভাঙ্গিল ধুসদত্তে॥
দ্বিতীয়ার চাঁদ শিরে কাতি কর্পর করে
ত্রিনয়নী নৃমুণ্ডমালিনী।
চাপিয়া কুলুপ বুকে চাহে দেবী চারি দিগে
অন্ধকার সকল মেদিনী॥
ধায় নন্দী মহাকাল ক্রোধে হইয়া চৌতাল
আকুল কুন্তল নাহি বান্ধে।
নেকা চোকা ভেবা ভুলা গলার ওড়ের মালা
দাণ্ডাইল সাধু যথা রান্ধে॥
[৮০ক] বিপরীত বহে বাত ক্ষেণে ক্ষেণে বজ্রপাত
ডিঙ্গার উপরে হনুমান।
ঘন ঘন পড়ে শিঙ্গা চাক যেন ফিরে ডিঙ্গা
কেহ ডরে তেজিল পরাণ॥
অমলা বিমলা সখী ডরে নাহি মেলে আঁখি
পুটহাথে বলে স্তুতিবাণী।
তুমি ত্রিভুবনমাতা তোমার বচন মিথ্যা
পাশরিলে রুক্মিণীর স্বামী॥
তুমি তারে কৈলে বধ না হব তোমার ব্রত
দাসীর থাকিব দুঃখ মনে।
সাধু মায়াদহে গেলে নগর দেখাইযা জলে
বন্দী করাইহ রাজস্থানে॥
এই বাক্য শুন মোর সাধু যাকু দেশান্তর
নিবেদিলু তোমার চরণে।
রক্ষ দেবী ভগবতী রমানাথে নিরবধি
চন্দ্রশেখর সনাতনে॥
কহে দ্বিজ কবিচন্দ্র ত্রিপুরা পরম মন্ত্র
যেই জন ভাবে নিরন্তর।
নৃপ দস্যু পশুগণে জলানলে রণে বনে
ত্রিভুবনে কারে নাহি ডর॥০॥

পাটনের পথে সাধুর অগ্রগমন

॥ পয়ার ॥

ডিঙ্গায় চাপিয়া পুন দেই হুলাহুলি।
বাঘাণ্ডা এড়িয়া সাধু গেল নাঞ্জিকুলি ॥
নায়ের গাবর যত সাধু তার পিতা।
বাহ বাহ বলি সাধু পাইল গো চিতা ॥
বিলম্ব করিয়া তথা মহেশ পূজিয়া।
বুড়া মস্তেশ্বর দেখে কুল্যায় থাকিয়া ॥
ধীরে ধীরে বাহিয়া এড়ায় দেবনদ।
বিষম সঙ্কট দেখি বলে ধুসদত্ত ॥
আকাশে পাতালে ঢেউ নাহি দেখি তীর।
শুনিয়া জলের ডাক প্রাণ নহে স্থির ॥
কর্ণধার বলে ভাই শুন ধুসদত্ত।
ইহারে অধিক আছে জলদুর্গপথ ॥
ভয় না করিহ তুমি নায়ের ঠাকুর।
যমখানা এড়াইয়া পাইল মানকৌর ॥
কর্ণধারে দিল সাধু হেমনেতধড়ি।
স্বর্গসম দেখিল পাটন তড়বড়ি ॥
নানা সজ্জ লৈয়া হাট হয় প্রতিদিনে।
অবসাদ নাহি কার কেহ বেচে কিনে ॥
কাকড়া পেলাইয়া ডিঙ্গা ঠেক দিল দহে।
দ্রব্য বেচে কিনে যে যাহার মনে লযে ॥
বিষ্ণু হরিপদ কেহ পূজে একমনে।
হরির কিঙ্কর নাচে হরির কীর্ত্তনে ॥
জোয়ারে [৮০] পূর্ণিত নদজল দিল ভাঠি।
ডিঙ্গায় আজাড় বান্ধে বুন্ধে পরিপাটী ॥
সিলিদার পেলে সিলি মেঘ যেন ডাকে।
তড়বড়ি পাটনেতে চমৎকার লাগে ॥
তমলিপ্ত এড়াইল মহেশকিঙ্কর।
মগরা বাহিয়া গেল গঙ্গাসাগর ॥
সঙ্কেতমাধবপদ পূজে একমনে।
বিলম্ব করিয়া তথা বস্তুজাত কিনে ॥
জলজন্তু রহে যথা কার্ত্তিকের ঘাটে।
কৌতুকে এড়ায় বেন্নু নৃপতির পাটে ॥
যাহারে সন্তোষ প্রভু জয় বৃষকেতু।
কাঞ্চি বাহিয়া সাধু গেল রামসেতু ॥
শঙ্খ কাঁকড়া জোঁক কড়িয়া পাটন।
এড়াইয়া গেল সাধু সাধুর নন্দন ॥
প্রতিদিন ধুসদত্ত পূজে শূলপাণি।
সিংহল নগরে যথা নিবসে পদ্মিনী ॥
সঙ্কটে জপে সাধু শিব শিব নাম।
এড়াইয়া যায় সাধু বাবুর মোকাম ॥
জলের কল্লোল বড় খরস্রোত বহে।
জানিল ত্রিপুরা সাধু গেল মায়াদহে ॥
নৃমুণ্ডমালিনী দেবী হরসহচরী।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে সেবিয়া ঈশ্বরী ॥০॥

মায়াদহে ঝড়বৃষ্টি

॥ বারাড় ॥

পরমাণ হনুমান সভে করি অনুমান
ভগবতী তারে দিল পান।
উরে নন্দী মহাকাল সুরগজ ক্ষেত্রপাল
মায়াদহে কৈল অধিষ্ঠান ॥
ঈষত পবন মেলে তরঙ্গে তরণী ঠেলে
ভয় নাহি বলে কর্ণধার।
ঈশানে উইল ঘন অনুকূল সমীরণ
চারি দিগে ঘোর অন্ধকার ॥
সচিন্তিত বলে সাধু মাঞ্জি জানি কোন হেতু
কেমন দেবতা করে হট।
আচম্বিতে উইয়ে ঘন না জানি রজনী দিন
মায়াদহে জীবন সঙ্কট।
সচিন্তিত সাধুর নন্দন।
আপন করমদোষে আঘন মাসের শেষে
মায়াদহে ঝড় বরিষণ ॥
ঘন ডাকে জলধর সুরগজ তুলে জল
কুল কুল শব্দ গগনে।

জল পড়ে ঝিমি ঝিমি ভেকের মধুর ধ্বনি
ঘন বরিষণ রাত্রি দিনে ॥
দেখ ভাই দুর্দ্দিন জীবনের কোন চিহ্ন
পড়িলাঙ যমরাজ বেড়ে।
কি বিধি লিখিল দুঃখ থর থর কাঁপে বুক
অধর যুগল কাঁপে জাড়ে ॥
বিপরীত বাত বহে ঠেকাঠেকি নায়ে নায়ে
ফিরে [৮১ক] যেন কুমারের চাক।
ধবল পাষাণ পড়ে বিপরীত জল বাড়ে
বল রে কেমনে পাব রাখ ॥
আবরত বরিষণ হুড় হুড় গরজন
ঝনঝনা পড়ে অবিশাল।
দু কূলে দেওয়াল খসে বড় বড় গাছ ভাসে
ভাগ্যে ডিঙ্গা না যায় পাতাল ॥
কৌতুকে হনু ধায় লাফ দিয়া চাপে নায়
ঝলকে ঝলকে লয় পানি।
আকাশে বিষম ঝড় উড়াইল ছইঘর
নিকেতনে রহিল ছিটনি ॥
নন্দী মালুয়ে চাপে মহাকাল বুলে কোপে
সাত ডিঙ্গা করে টল টল।
বলে ভাই কর্ণধার রাখিতে না পারি আর
আজি ডিঙ্গা যায় রসাতল ॥
মরি তারে নাঞি ব্যথা নাঞি গেলাঙ দেশ যথা
পুনরপি যুগল রমণী।
সুরথ পৃথিবীনাথ না দেখিল গুরুপদ
এই মনে রহিল পুড়নি ॥
আকাশে পাতালে ঢেউ চমকিয়া উঠে জিউ
ঘন ঘন বিকশে বিজুরি।
বলে সাধু ধুসদত্ত দাসে দোষ অবিরত
ক্ষেম নাথ দেব ত্রিপুরারি ॥
ঘুচিল বাদল ঝড় সাত ডিঙ্গা হইল জড়
রবির উদয় মধ্যদিনে।
রক্ষ দেবী ভগবতী রমানাথে নিরবধি
চন্দ্রশেখর সনাতনে ॥
কহে দ্বিজ কবিচন্দ্র ত্রিপুরা পরম মন্ত্র
যেই জন জপে নিরন্তর।
নৃপ দস্যু পশুগণে জলানলে রণে বনে
ত্রিভুবনে কারে নাহি ডর ॥০॥

মায়াদহে আশ্চর্য্য দর্শন

॥ সুই রাগ ॥

কনক শ্রীফল কুচ সুবলিত দুই ভুজ
সুবর্ণ কঙ্কণ শঙ্খ আগে।
কনক কুণ্ডল দোলে শ্রবণ কপোল মূলে
মনোহর রুচি দুই ভাগে ॥
সুরঙ্গ বসন পরি হাসে গজগতি নারী
কনক কলস কক্ষতলে।
অগাধ প্রচুর জল অতিশয় নির্ম্মল
কমলিনী সুরসরোবরে ॥
কমলিনী গো মা সর্ব্বমঙ্গলা
স্বর্গ তেজিয়া ত্রিনয়নী।
কৌতুকে অবতরে সাধুর নন্দন ছলে
মায়াদহে শক্তিরূপিণী ॥
জলের উপর পড়ি কেহ যায় গড়া[৮১]গড়ি
লাফ দিয়া উঠে কোন জন।
কনকরচিত পুরী প্রতি ঘরে সুন্দরী
পুরুষ না দেখি একজন ॥
কেহো মাংস কুটে বেচে শূন্য ভর করি নাচে
কেহো গজ করয়ে গরাস।
কেহো পেলে কেহো লুফে মধুকর মধু লোভে
বদনকমলে কার হাস ॥
গজ গিলে উদগরে সহজে প্রকৃতি ধরে
যুবতী যুবতী করে কোলে।
অধর পাকিল বিম্ব বদন কমলে চুম্ব
দেখি সাধু পড়ি গেল ভোলে ॥
মধুর কোকিল স্বরে গীত গায় মনোহরে
ঘাঘর নূপুর করতলে।

সুনাদ মাদল বাজে প্রতি ঘরে ঘরে নাচে
বিপরীত সকল নগরে ॥
মধুর কোকিল হাসি কুটিল কুন্তল কেশী
সিন্দুর তিলক ললাটে।
পয়োধরে উইয়ে হার কটাক্ষ মূর্চ্ছিত মার
কমলিনী নগর নিকটে ॥
দুই হাথ দিয়া কুচে বিবসন হইয়া নাচে
কজ্জল নয়নসরোজে।
দেখিয়া হৃদয় গুণে আইলাঙ কেমন ক্ষণে
হেট মাথা করে সাধু লাজে ॥
দেখ ভাইয়া কর্ণধার দেশখান কদাচার
যুবতী নগরে মাংস বেচে।
কেহ রান্ধে কেহ ভুঁজে মুকুত চিকুরে নাচে
বসন না দেই ঘটকুচে ॥
সাক্ষী সর্ব্বজন দুর্ব্বার পাটন
নরপতির চরণকমলে।
কবিচন্দ্র কহে দেবী চরণপঙ্কজ সেবি
নিবেদিব সভার ভিতরে ॥০॥

সাধুর পাটনে উপস্থিতি

॥ পয়ার ॥

তবকী তবক ছোড়ে সিলিদার সিলি।
দুর্ব্বার পাটনে লোকে কর্ণে লাগি তালি ॥
মেঘ নাহি দেখি পুনঃ পুন গরজন।
কথিল পণ্ডিতে নৃপ বল কি কারণ ॥
শুন নৃপতি মনে না ভাব বিস্ময়।
পাটনে আইল কিবা সাধুর তনয় ॥
মন্ত্রী মেলিয়া পাঁচে সুচতুর ভাট।
ঝাট জান গিয়া সাধু কিবা পরঠাট ॥
রড় দিয়া বলে ভাট দাণ্ডাইয়া কূলে।
পরাপর কহ যদি থাকিবে কুশলে ॥
ভাটের বচনে বলে নায়ের নফর।
সুরথ নৃপতি যার বর্দ্ধমানে ঘর ॥
তাহার সাধব এই আ[৮২ক]স্যাছে পাটন।
বেচে কিনে পায় যদি শীতল বচন ॥
শুন হে বৈদেশী সাধু তোরে কহি মর্ম্ম।
দুর্ম্মুখ নৃপতি বৈসে সাক্ষাত যে ধর্ম্ম ॥
তাঁর সম্ভাষণে পরিতোষ পাবে মনে।
সুখে বেচ কিন দ্বিজ কবিচন্দ্র ভনে ॥০॥

সাধুর রাজসভায় গমন

॥ ছন্দ ॥

পূজিয়া মহেশ মায়াদহের পুলিনে।
দোলারূঢ় হইল সাধু নৃপসম্ভাষণে ॥
সুবর্ণ পঞ্জরে শুক গজবেল খাণ্ডা।
অমূল্য রতন লয় ময়মত্ত গণ্ডা ॥
যুগল যুগল শশ গৌল কুরঙ্গ।
স্বর্ণ সারিক লয় ধুকড়িয়া কঙ্ক ॥
চক্র চকোর ঘুঘু পিক মীন রঙ্ক।
কনক চরণ পিঠে নাহি ছাড়ে সঙ্গ ॥
সাধুর হৃদয় বাড়িল বড়ই প্রমোদ।
ডাহুক গণ্ডুক লয় ঘুরল কপোত ॥
কলসে পূরিয়া ঘৃত তৈল লবণ।
মধু মিষ্ট নারিকেল সুরঙ্গ বাওন ॥
পাট ভোট নেত লয় মৃগমদ গণ্ডা।
ক্ষীরের সন্দেশ পুলি মধু কাকরণ্ডা ॥
তেলঙ্গা ছাগল খাসী মুঝার গরড়।
পঞ্চ রতন লয় ধবল চামর ॥
নানা সজ্জ লয় সাধুসুত নিরাতঙ্ক।
কনকরচিত গজদন্তের পালঙ্ক ॥
বাঙ্গালি খেলায় পত্তি করে কোলাহল।
দণ্ডি মুহরি শঙ্খ বাজে অবিরল ॥
গুড় গুড় দগড় বাজে মধুর কাঁসর।
আগে পাছে ধায় যত পাইক সকল ॥
এক বাঁক দুই বাঁক তিন বাঁক যায়।
কোথা ফুলহাট পড়ে গন্ধ বিকায় ॥

বিবাদে গারড় কেহো কুক্কুট যুঝায়।
সুথীর নন্দন কোথা পায়রা উড়ায়॥
দোলারূঢ় কেহ গজ তুরগ বড়ায়।
নানা বাদ্য বাজে কোথা বর কন্যা যায়॥
কোথা গীত শুনে সাধু কোথা দেখে নাট।
দেখিয়া উত্তম জনে স্তুতি করে ভাট॥
ডাকা চুরি নাহিক কোটাল দুরাচার।
প্রজার পালন দেখি উচিত বিচার॥
কপালে চন্দন কারো গলে রত্নমাল।
ইড়িক চাপিয়া বুলে নগর্যা ছাওয়াল॥
[৮২]কেহ বেচে কেহ কিনে নাহি অবসাদ
ছাওয়ালে ছাওয়ালে খেলে পাতিয়া বিবাদ।
কেহধিক নহে কেহ নহে হীনবল।
মারামারি করে কেহ পাতিয়া কন্দল॥
কেহ সাতাচারি খেলে কেহ বুদ্ধিবল।
কেহ পাশা খেলে কেহ খেলে দ্যূতবল॥
কেহ গেণ্ডু খেলে কেহ কড়ি ভাঁটা টিক।
তরুণ আবালবৃদ্ধ সকল রসিক॥
চিনিতে না পারে সাধু সুখী দুঃখী জন।
একরূপ দেখে সর্ব্ব দুর্ব্বার পাটন॥
দুর্ম্মুখ নৃপতি বৈসে যেন বরতীত।
সুরগুরু সমান পণ্ডিত পুরোহিত॥
সাধুর নন্দন সাধু বুঝে হিতাহিত।
রাজার সভায় গিয়া হৈল উপনীত॥
নানা সজ্জ দিয়া সাধু রাজার চরণে।
প্রণাম করিয়া বন্দে দ্বিজ পাত্রগণে॥
আপন আসনে বৈসে নৃপনিদেশনে।
চারি দিগে চায় সাধু প্রফুল্ল বদনে॥
কোন জাতি উতপতি কিবা তব নাম।
কাহার নন্দন তুমি বাটী কোন গ্রাম॥
কাহার সভায় থাক আইলে কি কারণে।
অমৃতে সেঁচিল দেহ নৃপতিবচনে॥
গন্ধবণিক জাতি ধুসদত্ত নাম।
উৎসাকর দত্ত পিতা ঘর বর্দ্ধমান॥
দেশের ঈশ্বর মোর নৃপতি সুরথ।
তাঁহার সভায় সর্ব্বকাল নিরাপদ॥
ভাণ্ডারী নিবেদে নিত্য চরণে রাজার।
পরিপূর্ণ ছিল দেব রত্নের ভাণ্ডার॥
চামর চন্দন শঙ্খ মুকুতা প্রবাল।
দিনে দিনে টুটে দ্রব্য নাহিক আপার॥
এ বোল শুনিঞা রাজা মোরে দিল পান
তথির কারণে মোর পাটনে পযান॥
নৃমুণ্ডমালিনী দেবী হরসহচরী।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে সেবিয়া ঈশ্বরী॥০॥

রাজা ও সাধুর কথোপকথন

॥ যথা রাগ ॥

দেখিয়া ভেটের সজ্জ পরিতোষ মনে।
পান ফুল দিল রাজা পরদেশী জনে॥
দুগ্ধের লড্ডুক কলা চিনির সন্দেশ।
রান্ধিয়া ভুঞ্জিতে তারে করিল আদেশ॥
চল সাধু কর বাসা আমার নিলয়।
বেচ কিন বস্তু যে তোমার মনে লয়॥
সকুল চিথল মহাসল্ক কবই।
রোহিত পাঠীন মীন ত্রিকণ্ট ফলই॥
তৈল লবণ খাসি ঘৃত দুগ্ধ দধি।
রন্ধন ভোজন সজ্জ দিল নরপতি॥
রাজার চরণে সাধু করিয়া প্রণতি।
রান্ধিয়া ভুঞ্জিল দিনে সুখে গেল রাতি॥
পুন দরশনে দুহেঁ বসিয়া [৮৩ক] সভায়।
রাজা সাধু বড় প্রীত বাঢ়িল কথায়॥
সুরথ পৃথিবীনাথ বর্দ্ধমানে ঘর।
দুর্ব্বার পাটনে আমি বসুমতীশ্বর॥
উভয় দেশের মধ্যে ভাল মন্দ কি।
কবিচন্দ্র কহে নৃপ বড় পুণ্যে জী॥

মায়াদহের আশ্চর্য্য দর্শন বর্ণন ও প্রতিজ্ঞা

রায়

কি কহিব আর দেশ কদাচার
যথি তুমি অধিকারী।
গজ গিলে নারী বলিতে না পারি
কিবা রাক্ষসের পুরী॥
মোর অভিমত থাকি তব পদ
কমলে করিয়া সেবা।
শুনিল শ্রবণে দেখিল নয়ানে
যেন পুরন্দরসভা॥
মায়াদহ জলে কাঞ্চন নগরে
কহি শুন নৃপমণি।
জন্ম সীমন্তিনী আকৃতি পদ্মিনী
প্রকৃতি শক্তিরূপিণী॥
আছে নরমণি পূর্ব্বে নাহি জানি
যে কালে না ছিল জল।
দহের উপর পেলিলে পাথর
কত দিনে যায়ে তল॥
কনকের ঘর বিচিত্র নগর
তথি কি পদ্মিনী জাতি।
সাধুর নন্দন তুমি অচেতন
স্বপন দেখিলে রাতি॥
হই প্রণিপাত কহি নরনাথ
এ বোল অসত্য নহে।
নগর পদ্মিনী গজ গিলে জানি
দেখাইব মায়াদহে॥
মাংস কুটে বেচে শূন্যে ভরে নাচে
দেখিলে লাগিব ডর।
এ বার বৎসরে বন্দী কারাগারে
যদি মিথ্যা কহুত্তর॥
সাধুর ভারতী শুনিঞা নৃপতি
সাক্ষী করে জনে জনে।
যদি সত্য হয় রাজ্য দিব তোয়
বসাইব সিংহাসনে॥
মিশ্র বিকর্ত্তন সম্ভবকারণ
তুষ্ট যারে ত্রিনয়নী।
হারাবতীসুত মুকুন্দ অদ্ভুত
রচিল মঙ্গলবাণী॥০॥

রাজার মায়াদহে গমন

নৃপ কোপে লাফ দিয়া উঠে চাপিয়া হাতী পিঠে
সাধু সনে করিয়া বিবাদ।
খাঁটিল ধবল ছত্র আগে পিছে পাত্র মিত্র
ঘন সিঙ্গা বরঙ্গো নিনাদ॥
রাউত মাহুত পতি জিন করে ঘোড়া হাতী
পবন জিনিঞা যার গতি।
গায় দিয়া আঙ্গরেখি কেবল নয়ন দেখি
মাথার টাটুনি নানা ভাঁতি॥
বীর সাজিল রে দুর্ব্বার পাটনেশ্বর
মায়াদহে দেখিতে পদ্মিনী।
সাধু অসম্ভব্য [৮৩] কহে গজ গিলে মায়াদহে
কনকনগরে সীমন্তিনী॥ধ্রু॥
গুড় গুড় দগড় বাজে পাইক সকল নাচে
কোন জন গোঁফে দেই তোলা।
কেহ ধরে ধনু সর লেঙ্গা খাণ্ডা করতল
কাহার গলায় রত্নমালা॥
চন্দন তিলক ভালে নৃপতিনন্দন চলে
কুমতি তাহার জ্যেষ্ঠ ভাই।
রণরঙ্গি হাথে টাঙ্গি শেল শক্তি শূল সাঙ্গি
পাইক সকলে ধাওয়াধাই॥
কেহ পেলে খাণ্ডা লোফে মাথায় মুকুট শোভে
কোন জন বহেত তরোয়ারি।
হাঁণ্ডিয়া চামর ঢাল হাথে করি বাঙ্গাল
রড় দেই সমরবেহারী॥

ঘন পড়ে দাবাসিলি ঢাকিল কিরণমালি
তৃতীয় ভুবন কাঁপে ভয়।
চলিল রাজার ঠাট চল্লিশ দিনের বাট
আগে পাছে গণন না হয়॥
রত্নমন্দির নায় রাজার কামিনী যায়
সঙ্গে লৈয়া যত পুরীজন।
সধবা বিধবা নারী প্রতি নায়ে সারি সারি
আগে পাছে করিল গমন॥
দণ্ডি মুহরি বাজে শঙ্খ ফুকরি নাচে
দড়মসা বাজে ঢাক ঢোল।
মৃদঙ্গ বাজায় নটী তোলপাড় করে মাটি
রাওয়ারাই হইল গণ্ডগোল॥
কতোয়াল দুরাচার খর খাণ্ডা বহে ঢাল
লাফ দেই নৃপ সন্নিধানে।
তার ভাই মহারূঢ় ময়গল গজারূঢ়
অধিকার যার রাত্রি দিনে॥
ধাইল তাহার দল ভেরি বাজে অবিরল
কাহাল মধুর যন্ত্র বেণি।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে উপনীত মায়াদহে
কোথা গজ নগরপদ্মিনী॥০॥

মায়াদহে কিছু না দেখিয়া সাধুর সাক্ষী তলব

॥ কেদার॥

গোসাঞি
তোমার পয়ান শুনি পালাইল পদ্মিনী
নগর লুকাইল মায়াদহে।
দেবতাসুরের জায়া আছিল পাতিয়া মায়া
আমার বচন মিথ্যা নহে॥
অবনীনাথ নিবেদিল তোমার চরণে।
দেখিল আপন আঁখি হয় নয় আছে সাক্ষী
নিবেদিয়া বুঝ তার স্থানে॥
তুমি রাজা পুণ্যবান ভাল মন্দ আছে জ্ঞান
পরাজয় না ভাবিহ মনে।
ঠাকুরে সেবকে বাদ অতি অনুচিত নাদ
অক্রোধ নহ কি কারণে॥

[৮৪ক]

কে তোমার আছে সাক্ষী সম্প্রতি আনহ দেখি
বলুক আমার সন্নিধানে।
যদি সে দেখিয়া থাকে অর্দ্ধরাজ্য দিব তাকে
আর বসাইব সিংহাসনে॥
শুনহ পৃথিবীপাল যশোমন্ত কর্ণধার
সাক্ষী আমার এই ভাই।
শ্রীযুত মুকুন্দ ভনে চণ্ডী সুপ্রসন্ন জনে
সকল ভুবনে পরাজয়ি॥০॥

সাক্ষী না পাইয়া সাধুকে বন্দী করার আদেশ

নাবিক ভাই যথোচিত বলহ সভায়।
তোমার বচন শুনি দুই জনে হারি জিনি
ছোট বড় নাহিক ইহায়॥
অনায়াসে পুণ্য পাপ অর্জ্জনে নরক লাভ
উভয় দেখিয়া সত্যবাণী।
কনকনগরে নারী মায়াদহে গিলে করী
দেখিলে কি না দেখিলে তুমি॥
মায়াদহ হেমপুরে যুবতী কুঞ্জর গিলে
সাধু বলে হইয় তুমি সাক্ষী।
গন্ধবণিক জাতি কহে শুদ্ধ ভারতী
আপন নয়ানে নাহি দেখি॥
সাক্ষীর বচন শুনি আদেশিল নৃপমণি
সাধুকে করহ নিঞা বন্দী।
কবিচন্দ্র কহে শুন ডিঙ্গা লুটে যত জন
নৃপতি চাপিয়া গেল দন্তী॥০॥

সাধুর ডিঙ্গা লুণ্ঠন

॥ ছন্দ॥

ধর ধর বলে ঘন ঘন সিঙ্গা পড়ে।
ডিঙ্গার উপর কেহ লাফ দিয়া চড়ে॥

নায়ের গাবর যত নাহিক প্রতিভা।
ডিঙ্গা হইতে পেলে কারে দিয়া টুটি চিপা॥
আই বাপু রাওয়ারাই হইল মহাহট্ট।
নারিকেল লুটে কেহ ধোকড়ার চট্ট॥
মার মার বলে কেহ কার ধরে চুলে।
ধবল কাপড় কার লুটিল তসরে॥
কেহ চিনি লোটে কেহ তসরের সুতা।
পিপ্পলি পিত্তল কংস লুটিল মুকুতা॥
হস্তী ঘোড়া লুটে কেহ মূল্য নাহি যার।
পঞ্চরতন লুটে রত্নের ভাণ্ডার।
ব্যাঘ্র ভল্লুক যত আছিল বানর।
নানারূপ পক্ষগণ ছাগল কুঞ্জর॥
সুঝার গাবড় খাসী তেলঙ্গা ছাগল।
আজ্ঞা দিয়া কটোয়াল লুটিল সকল॥
নায়ের গাবর যত জল জল চাহে।
জীবনে কাতর সব বাঙ্গাল পালায়ে॥
পথে লাগ পাইয়া কেহ কারে মারে কিল।
না মার চরণে পড়োঁ হও ধর্ম্মশীল॥
সানন্দা আনন্দা গৌরীবর তিন ভাই।
আর যত বাঙ্গাল রহিল ঠাই ঠাই॥
একত্র হইয়া কান্দে পাঁচ সাত জনে।
রমানাথে রক্ষ দেবী কবিচন্দ্র ভনে॥০॥

বাঙ্গাল মাঝিদের ক্রন্দন

॥ করুণাশ্রী ॥

[৮৪] কাঁদে রে বাঙ্গাল ভাই বাফই বাফই।
কুখেনে আসিয়া প্রাণ বিদেশে হারাই॥
কান্দেরে বাঙ্গাল ভাই পেলাইয়া সোনা।
হেট মাথা করি রহে কাকতলি মনা॥
আর বাঙ্গাল বলে ভাই গায় নাহি বল।
আমার জীবনধন এড় রে হিন্দল॥
আর বাঙ্গাল বলে ভাই মিথ্যা কেন দ্বন্দ্ব।
পুরুষ সাতের মুঞি হারালু কামন্দ॥
আর বাঙ্গাল বলে মুঞি হইলু অনাথ।
সর্ব্ব ধন গেল মোর হুকুতার পাত॥
আর বাঙ্গাল বলে মুঞি হইলু হুতাশ।
জীবনে কাতর মুঞি ভাঙ্গিল বাওয়াস॥
আর বাঙ্গাল বলে ভাই কহিতে বড় লাজ।
হলদিগুণ্ডাগুলি গেল জীয়া কোন কাজ॥
হলদি হুকুতা পাতা হিন্দল হিক্কই।
মজিল সকল ধন কেমতে কুলাই॥
আর বাঙ্গাল বলে ভাই এই সে ছিল গতি।
দুর্ব্বার পাটনে মৃত্যু লিখিয়াছিল বিধি॥
যুবতী যৌবনবতী ছাড়িল কি দোষে।
আর বাঙ্গাল বলে দুঃখ পাই গ্রহদোষে॥
ইষ্টকুটুম্বগণে লাগে মায়া মো।
আর বাঙ্গাল বলে না দেখি মাগু পো॥
কপর্দ্দক হেতু পরাধীন যেই জন।
আর বাঙ্গাল বলে তার বিফল জীবন॥
কেন বা আইলু মুঞি খাইয়া আপনা।
বিপাকে মজিল মোর হিঙ্গের মনা॥
অবুধ সাধব নাহি বুঝে হিতাহিত।
রাজার সভায় কেনি কহে বিপরীত॥
আর বাঙ্গাল বলে যে জন নাহি বুঝে।
ক্ষিতিতলে মরণ প্রকৃতি নাহি ঘুচে॥
বাঙ্গালের বচনে সাধুর দ্রবে মন।
সজল নয়ানে বলে বিনয় বচন॥
সাত ডিঙ্গা লুটিয়া পাইল নানা ধন।
ঢাক ঢোল বরোঙ্গেতে ঘাই ঘনে ধন॥
ময়গল শ্রুপ শ্রবণে নিশাপতি।
খগরাজ তুরগ রাহুত সেনাপতি॥
মহাহট্ট পদাতি সারথি মহারথী।
রাজার আজ্ঞায় বন্দী করিল বিরোধী॥
না মার সেবক জনে প্রহরাষ্টপতি।
শ্রীযুক্ত মুকুন্দ কহে মধুর ভারতী॥০॥

সাধুকে কারাগারে প্রেরণ

॥ ছন্দ ॥

সাত ডিঙ্গা লুটিয়া পাইল নানা ধন।
ঢাক ঢোল বরোঙ্গ তেঘাই ঘনে ঘন॥
ময়গল শ্রুপ শ্রবণে নিশাপতি।
খগরাজ তুরগ রাউত সেনাপতি॥
মহাহট্ট পদাতি [৮৫ক] সারথি মহারথী।
রাজার আদেশে চলে বান্ধিতে বিরোধী॥
পরদেশী সাধুর কাঁকালে দিল ডোর।
উপনীত কারাগারে বন্দী যেন চোর॥
বিবিধ বন্ধনে বান্ধে সাধুর কুমারে।
বন্দী করি কারাগারে থুইল সদাগরে॥
সদাগর বন্দী হইয়া চিন্তিল শঙ্করে।
সেবকবৎসলা জয়া জানিল অন্তরে॥
কৈলাস তেজিয়া হইল দেবীর গমন।
কারাগারে গিয়া চণ্ডী দিল দরশন॥
ত্রিপুরা কথিল সাধু বন্দী কি কারণে।
আমি বন্দী কৈল ইবে রাখে কোন জনে
ভক্তি করি পূজ বেটা আমার চরণ।
কালি হইব তোহর বন্ধন বিমোচন॥
ধুসদত্ত বলে মোর যদি যায় প্রাণ।
মহাদেব বিনু দেব না পূজিব আন॥
এ বোল শুনিঞা রুষিল মহামায়।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরা সহায়॥০॥

সাধুর মহেশ বন্দনা

॥ গৌরী ॥

লোক পাতক না ভজি হরে।
আপন করমফলে চিত্ত তহুঁ চলে
বাধক নাহি কি অরে॥
বিষ করে পান বলদে প্রয়াণ
হাড়মালা ভস্ম দেহে।
মহেশ দিগম্বর সর্ব্বভূতেশ্বর
সে কেন চাঁদকে বহে॥
দেব পিতামহ বাহন হংসারোহ
কর্দ্দম চড়ই নীরে।
পঙ্কজে মূলই নিরন্তর খোসই
অমৃত না খায় ঘরে॥
কৃষ্ণের বাহন ভুজঙ্গ ভূষণ
এ সব লোকেতে গায়।
মহেশবাহন করে হলাসন
বান্ধিলে কো নাহি পায়॥
কুঞ্জরবদন মূষিকবাহন
ত্রিলোক যাহারে বন্দে।
শ্রীযুত মুকুন্দ রচিল প্রবন্ধ
ত্রিপুরা হরবধূপদে॥

॥ সোমবারের দিবাপালা সমাপ্ত॥

॥ জাগরণ পালারম্ভ ॥

দুর্গা বন্দনা

॥ ছন্দ ॥

সর্ব্বদেবময়ীং দেবীং সর্ব্বলোকভয়াপহাং।
ব্রহ্মেন্দ্রবিষ্ণুনমিতাং প্রণমামি সদাশিবাম্ ॥১
প্রচণ্ডে পুত্রদে নিত্যং সুপ্রীতে সুরনায়িকে।
কুলদ্যোতকরে চোগ্রে জয়ং দেহি নমোঽস্তু তে ॥২
আয়ুর্দ্দেহি সদা কালী পুত্রান্ দেহি সদাশিবা।
ধনং দেহি মহামায়া নারসিংহী যশো মম ॥৩

শ্রীদুর্গাচরণ সত্য ॥

রুক্মিণীর প্রসববেদনা

॥ ছন্দ ॥

পাটনে রহিল বন্দী ধুসদত্ত তথা।
এমন সময় শুন রুক্মিণীর কথা ॥
ছয় মাস গেল সাত মাস পরবেশে।
নানা সাধ খায় রামা দিবসে দিবসে ॥
গৌরী পূজে নানা দ্রব্যে তথি দিয়া ঘৃত।
অষ্ট মাস গেল রামা খায় পঞ্চামৃত ॥
সুখ দুঃখ যত সব কর্ম্ম অধীন।
দশ মাস গেল পূর্ণধিক দশ দিন ॥
আচম্বিতে জনমিল তার পেটে ব্যথা।
আই বাপু করি চিন্তে হিমালয়সুতা ॥
ত্রিপুরাপদারবিন্দে মধুলুব্ধ মতি।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে মধুর ভারতী ॥০॥

রুক্মিণীর খেদ

॥ করুণা ॥

না জীব পরাণে দিদি গলে দিব কাতি।
জঠরে বেদনা বাড়ে না পাই স্বস্তি ॥
আই আই কাঁকালি ভাঙ্গে চলিতে না পারি।
কি আছে কপালে দুঃখ তেঞি নাই মরি ॥
পিপাসা বাঢ়িল বড় বিরূপ রচনা।
দুয়োরে বসিল যম নিবেদিল তোমা ॥
বদনে সঘন হাই গায় নাহি বল।
উঠিয়া দাণ্ডাইতে নারি করি টলটল ॥
তুমি যে সারথি মোর শুন সত্যবতী।
মরিলে তোমার কোলে নহিব দুর্গতি ॥
দাসীর বধেতে চণ্ডী ভয় নাহি তোরে।
বর দিয়া বিসরিলে রুক্মিণী চেটীরে ॥
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে মধুরস বাণী।
আসনে টলিল হিমাচলের নন্দিনী ॥০॥

চণ্ডীর যোগিনীবেশে আবির্ভাব ও রুক্মিণীর পুত্রলাভ

॥ পয়ার ॥

ধেয়ানে জানিল স্মরহরসহচরী।
প্রসব বেদনা খায় রুক্মিণী সুন্দরী ॥
যোগিনীর বেশে চণ্ডী উরিলা আপুনি।
সাধুর দুয়ারে গিয়া ডাকে উচ্চবাণী ॥
ছয় মাস ঝিয়ে নাঞি খাই অন্ন পানি।
চক্ষে নাহি দেখি উচ্চ রায় কর্ণে শুনি ॥
রুক্মিণীরে বল ঝাট আনি দেওক ভিক্ষা ॥
ধর্ম্মে মন দিয়া মোর প্রাণ কর রক্ষা ॥
উপনীত হইল পানী জলঘটকক্ষা।
ক্ষেণেক বিলম্ব কর আনি দিব ভিক্ষা ॥
এড়িয়া কক্ষের কুম্ভ রন্ধনমন্দিরে।
মনে যুক্তি করে কি কি দিব যুগিনীরে ॥
তৈল লবণ [৮৬ক] ঘৃত আতপ তণ্ডুল।
দিয়া নিবেদিল মাতা হও অনুকূল ॥
ভক্ষদ্রব্য পাইয়া চণ্ডী পুলকিত বপু।
জিজ্ঞাসিল মন্দিরে কে করে আই বাপু ॥
যোগিনীর বোলে পানী মনে ভাবে ব্যথা।
কেমতে জানিল যুগী বুড়ী এই কথা ॥

ডাকিনী রাক্ষসী কিবা বলে ঘরে ঘরে।
কথিলে কি না কথিলে কোন ফল ধরে ॥
রুক্মিণী সাধুর নারী গর্ত্ত দশ মাস।
প্রসববেদনা তার করিল প্রকাশ ॥
মন্দির ভিতর শুনি ইহা লাগি রোল।
প্রসব করাব আমি কোন ছার বোল ॥
কাল ভাগু করি আন আলগছে পানি।
গুরুর প্রসাদে আমি সিদ্ধমন্ত্র জানি ॥
আমার মন্ত্রিত জল যায় যার পেটে।
তৎকাল প্রসবে পুত্র ফুল পড়ে হেটে।
এ বোল শুনিঞা হেঠ মাথা করে পানী।
রড দিয়া কহে যথা নিবসে রুক্মিণী ॥
এক যোগী বুড়ী তোর জিজ্ঞাসিল বাত।
না জানি কি শুভাশুভ কোন পরমাদ ॥
শুনিঞা পানীর মুখে কথিল রুক্মিণী।
ঝাট আন গিয়া তুমি যুগীর নন্দিনী ॥
রুক্মিণী বেদনা খায় দেই হামাকুড়ি।
রুক্মিণী বলয়ে পানী যাহ রড়ারড়ি ॥
পুনরপি গেল যথা নিবসে যোগিনী।
যোগিনীর পদে তবে বলে চেটী পানী ॥
গড় করি চল ঝাট শুন যোগীঝি।
তোমারে দেখিলে রুক্মিণী বলে জী ॥
পানীর বচনে গেলা বিশাললোচনী।
কাকুতি করিয়া পায় ধরেত রুক্মিণী ॥
জিউ যায় প্রাণ রাখ শুন ঠাকুরাণী।
কাল ভাগু আলগছে ঝাট আন পানি।
নয়গাছি দূর্ব্বা আন তুলসীর দল।
প্রসাবিবে এখন মন্ত্রিয়া দিলে জল ॥
তৎকাল আনিল সব পানী সুশিক্ষিতা।
মন্ত্রিত উদক দিল যোগীর দুহিতা ॥
শুন ঝিয়ে পিয় পানি চিন্তা নাহি মনে।
সুলক্ষণ পুত্র প্রসবিবে এইক্ষণে ॥
যোগিনী[৮৬]মন্ত্রিত জল অচেতনে পিয়ে
ঘুচিল সকল দুঃখ বল হৈল দেহে ॥
উপজিলা ধর্ম্ম শুন দেখিয়া যোগিনী।
সুখে প্রসবিল পুত্র সুমুখী রুক্মিণী ॥
রড় দিয়া পানী গিয়া আনিলেক ধাই।
জয় দিয়া নাভিচ্ছেদ করিল তথাই ॥
কোলে পুত্র দিয়া চণ্ডী গেল স্বর্গপুরী।
আনন্দে থাকিল ঘরে রুক্মিণী সুন্দরী ॥
আড়াইহানা বেলা আনে আর পাঁচ গেড়ি।
অগ্নি জালিয়া কোলে সাজিল আঁতুড়ি ॥
এক দুই তিন চারি পাঁচ ছয় যায়।
জাগরণ করে নিশি ষষ্ঠীপূজায় ॥
আসিয়া লেখিল বিধি ললাটে আপুনি।
নৃপ শাস্ত্র সানে তোর টলিব কঠিনি ॥
গুরু তোরে কথিবেক অকথ্য কথন।
বহিত্র সাজিয়া যাবে দুর্ব্বার পাটন।
মায়াদহে গজ গিলে যুবতী নগরে।
দেখিয়া কথিবে গিয়া নৃপতিগোচরে ॥
দক্ষিণ মশানে রাজা তোরে দিব বলি।
স্বর্গ তেজিয়া তোরে রক্ষিব বাশুলী ॥
নিশ্চয় লিখিল আমি ইথে নাহি আন।
দুর্ম্মুর্খ নৃপতি তোরে দিব কন্যাদান ॥
ডালে ডাকে কোকিলী সুগন্ধি বহে বায়ু।
শতেক বৎসর বিধি লিখিলেক আয়ু।
লিখিয়া চলিল বিধি আপনার ঠাঞি।
আটক নষ্ট ডাইয়া কৈল সাত দিন বই ॥
জগতবিখ্যাত যার যেই কুলাচার।
নব দিনে করিলেক নব নত্তা তার।
দিবস গণিতে গেল বিংশতি দিন।
ষষ্ঠী পূজিতে আইয় ডাকে সাত তিন ॥
বাখর দ্বীপের লোক হইয়া হরষিত।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরার গীত ॥০॥

রুক্মিণীর ষষ্ঠীপূজা

॥ মঙ্গল রাগ ॥

ষষ্ঠী পূজিতে চলিল রুক্মিণী
আপন কোলে পুত্রখানি।
যতেক আইয় মেলি দেই হুলাহুলি
মৃদঙ্গ বাজে শঙ্খ বেণি॥
অমূল্য আৎসাদন অনেক আভরণ
রুক্মিণী মৃগ স্বগামিনী।
সঘনে জয় জয় উল্লাস হৃদয়
আগে পিছে নিতম্বিনী॥
যুগল বাজে সিঙ্গা ধাইল রণচিঙ্গা
ছাওয়াল কত নাহি জানি।
তৈল সিন্দুর হরিদ্রা প্রচুর
কুঙ্কুম মলয় গন্ধখানি॥
ত্রিসর জালিখানি পাতিলি কাল জিনি
[৮৭ক] ধবল পাট ভোটবাস।
স্বরঙ্গ গুয়াঠুটী পরিল তাত কাঁঠি
যাহার সেই অভিলাষ॥
ধবল কাল শত ছাগল যূথে-যূথ
প্রবীণ মহিষ মেষে।
খড়্গ হাথে করি ধাইল খাণ্ডারী
নগরে যত জন বৈসে॥
কদলি কান্দি কান্দি সন্দেশ নানা ভাতি
দুগ্ধে মিশাইয়া চিনি।
সুগন্ধি তণ্ডুল বাওন নারিকেল
হরিষে বটনিবাসিনী॥
কলসে দ্রব্য ভরি চলিল কথো ভারী
ধাইল হাথে অপঝারি।
ব্রাহ্মণ যায় আগে ত্রিবিধি বেদ মুখে
কাঁসর বাজে শঙ্খ ভেরি॥
সুগন্ধি ফুলঝারা বিংশতি এক বারা
বটতলে হুলাহুলি॥
ষড়ঙ্গ ধূপ দীপ নৈবেদ্য নানারূপ
মোদক খই ক্ষীরপুলি॥
কর্পূর তাম্বুল মধুর শ্রীফল
লবঙ্গ নানা জাতি ফল।
ব্রাহ্মণ পড়ে স্তব সর্ব্বাদি পূজে দেব
পঞ্চোপচারে লম্বোদর॥
ষষ্ঠীর দুই পদ পূজিয়া বিধিমত
কল্যাণ করে দ্বিজ শেষে।
ত্রিপুরাপদস্থল কমল মধুকর
মুকুন্দ কবিচন্দ্র ভাষে॥০॥

পূজান্তে প্রসাদ বিতরণ

॥ ছন্দ ॥

বিলায় সাধুর নারী সরস সিন্দুর।
পতি পত্নী যুবতী ললাটে উয়ে সুর॥
মস্তক উপরে দেই তৈল পলা পলা॥
গুয়া পান দেই একে একে খই কলা॥
ক্ষীরপুলি দেই রামা করিয়া বিশেষ।
দধি মধু নারিকেল চিনির সন্দেশ॥
ইক্ষু শসা দেই কারে পনসের ফল।
চিপট মুড়কি আর বাওন নারিকল॥
সজ্জ বিলাইয়া রামা উল্লসিত বুক।
বাদ্য নাটে উল্লসিত যত কৃতভুক॥
ব্রাহ্মণে গুবাক দেই কর্পূর পান।
পরিহার মাগিলেক করিতে কল্যাণ॥
আনন্দে যুবতীগণের গায় বাঢ়ে বল।
আপনা আপুনি পাতে হরিষ কন্দল॥
পরিহাস করে কেহ নাহি করে হেলা।
হরিদ্রা কুঙ্কুম চুনে কেহ পাতে খেলা॥
আতাগুলি দিয়া ঢাকে বদনকমল।
গালে হাথ দিয়া কেহ হাসে খল খল॥
মাসাস পিসাস দেখ ননদ জাগর্ত্তি।
কোন লাজে যাব ঘর কুৎসিত [৮৭] মূর্ত্তি॥
মাথায় কাপড় নাহি কুচ নাহি ঢাকে।
ছি ছি বলিয়া হাসে লাজ নাহি মুখে॥

গুড় গুড় দগড় বাজে মাদল কাঁসর।
যুবতীর আনন্দে ছাওয়াল দেই রড়॥
সজ্জ বিলাইয়া রামা অবশেষ বেলা।
ছাওয়ালে ছাওয়ালে কাড়াকাড়ি খই কলা॥
বিলাইল সজ্জ যত মঙ্গল বাধাই।
বিদাই করিল সভে বটতরু ঠাই॥
ষষ্ঠী পূজিয়া গেল যার যথা ঘর।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরাকিঙ্কর॥০॥

রুক্মিণীপুত্রের নামকরণাদি

এক দুই তিন চারি গেল পঞ্চ মাসে।
পুরোহিত আনি নাম গুণদত্ত ভাষে॥
পাঁচ মাস গেল ছয় মাস পরবেশে।
অন্নপ্রাশন করাইল সুদিবসে॥
বাপের মন্দিরে শোভে সুন্দর সুবালা।
দিনে দিনে বাঢ়ে যেন শশী ষোলকলা॥
সাত অষ্ট মাস যায় হয় অন্নরুচি।
নয় মাস পরবেশে দেই আলগছি॥
দশ একাদশ মাস বার পরবেশে।
পূর্ণিত মাসেতে বৎসর হইল শেষে॥
সরল খেলানি করে প্রথম বয়েসে।
গণিতে বৎসর তার পঞ্চ পরবেশে॥
ব্রাহ্মণ আনিঞা শুভক্ষণ সুদিবসে।
কর্ণবেধ করাইল মনের হরিষে॥
গণক আনিঞা কৈল পঢাবার দিন॥
গুণবন্ত গুণদত্ত মতি যে প্রবীণ॥
ত্রিপুরাপদারবিন্দে মধুলুব্ধ মতি।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে মধুর ভারতী॥০॥

গুণদত্তের বিদ্যারম্ভ ও গুরু কর্তৃক ভৎর্সনা

॥ বারাড়ি ॥

পাঠাইয়া মনুষ্য আনাইয়া নিজ ঘরে।
সমর্পিল তনয় পণ্ডিত গৌরীবরে॥

নানা রত্ন সুগন্ধি চন্দন গন্ধ ফুল।
যুগল বসন দিল কর্পূর তাম্বূল॥
বসিতে কহিতে যেন জানে রাজস্থানে।
নিবেদি তোমার পায় পঢ়াবে যতনে॥
গুরুপদ পূজিয়া পূজিল গণেশ্বর।
ঈশ্বরী পূজিয়া বিদ্যারম্ভে সদাগর॥
ককারাদি চতুস্ত্রিংশ পড়িলেক স্বর।
অকারাদি পঢিল বান্ধা সংযোগ অক্ষর॥
গুরুর নিকটে সাধু পায় পরিতোষ।
ব্যাকরণ পঢ়িল দিনে দিনে কাব্য কোষ॥
নানা শাস্ত্র পড়ে সাধু মতি যে প্রবল।
নাটক নাটিকা ছন্দ পঢ়িল পিঙ্গল॥
সাহিত্যদর্পণ কাব্যপরকাশ ধ্বনি।
মহিমা বামন দণ্ডী পঢ়ে ফরমানি॥
[৮৮ক] সুরত সঙ্গীত শাস্ত্র পঢ়িল যতনে।
শুনিয়া যতেক লোক উৎসা হয় মনে॥
বিষম পড়িয়া পদ প্রতিদিন সাধে।
কঠিনি টলিল গুরু তুলি দেহ হাথে॥
এ বোল শুনিঞা গুরু প্রকাশিত তুণ্ড।
কি বলিস তুঞি মোরে ওরে বেটা ভণ্ড॥
গুরুর বচনে সাধু মাথা করে হেট।
লাজে কিছু নাহি বলে ক্রোধে ফুলে পেট॥
রচিল মুকুন্দ গুরুর চরণ বন্দিয়া।
শুতিল মন্দিরে গিয়া কপাট টানিয়া॥০॥

গুণদত্তের অভিমান

॥ করুণা ॥

শুতিয়া মন্দিরে ভাবে সাধুর কুমারে।
কেন বা বলিল গুরু জারজ আমারে॥
জনক না দেখি আমি আপন নয়ানে।
কেনি বা জননী আছে সধবা লক্ষণে॥
যুগল জননী সদা আমিষ্য ভোজন।
সুরঙ্গ বসন পরে তাম্বুল ভক্ষণ॥

ললাটে সিন্দূর পরে নয়নে কজ্জল।
দুই হাথে সরল শঙ্খ নবীন উজ্জ্বল ॥
কিছু নাহি দেখি আমি বিধবা লক্ষণ।
এতেক দেখিয়া গুরু বলে কুবচন ॥
এ সব ভাবয়ে মনে সাধুর নন্দনে।
চিন্তা উপজিল ওথা রুক্মিণীর মনে ॥
প্রভাতে গিয়াছে পুত্র পঢ়িবার তরে।
এ দুই প্রহরে পুত্র নাহি আইল ঘরে ॥
পুত্র চাহিবারে হৈল রামার গমন।
কবিচন্দ্র বলে দুর্গা হও সুপ্রসন্ন ॥০॥

পুত্রের অনুসন্ধান

॥ করুণা ॥

অরণ্য প্রান্তরে চাহিলু ঘরে ঘরে
আর গুরু সন্নিধানে।
পর্ব্বত নিঝোরে চাহিলু সরোবরে
না দেখি শুনি আঁখি কানে ॥
ক্ষুধাতৃষাকুল না খাও অন্ন জল
মারিল কে করিলেক দ্বন্দ্ব।
না জানি কোন পাপ কে দিল অভিশাপ
ভুবনে নাহি করি মন্দ ॥
হরি হরি হরি কান্দে রে সত্যবতী
রুক্মিণী উচ্চস্বরে ডাকে।
আরে গুণদত্ত কোথা গেলি পুত্র
সঘনে ভুজ মারে বুকে ॥ধ্রু॥
আকুল সরসিজ নয়ানে নাহি লাজ
বসন নাহি দেই কুচে।
সমুখে যারে দেখে জিজ্ঞাসা করে তাকে
ভ্রমিঞা বুলে প্রতি নাছে ॥
আসিয়া নিজ ঘর ভোজন না কর
কে গালি দিল সমাঝে।
কা সনে কৈলে কেলি কে তোরে দিল গালি
ঘর না আইস কেন লাজে ॥

আকাশে হৈল বাণী [৮৮]শুন লো সীমন্তিনি
বিষাদ না ভাবিহ মনে।
নিবসে পুত্র তোর চিন্তিত বহুতর
শয়ন সুখনিকেতনে ॥
শুনিঞা গুণবতী ধাইল গজগতি
দেখি গিয়া নিজ সুতে।
শ্রীযুত মুকুন্দ রচিল প্রবন্ধ
ত্রিপুরা হরবধূপদে ॥০॥

মাতা কর্ত্তৃক পুত্রকে পিতৃপরিচয় দান

॥ সুই রাগ ॥

বাছা কা সনে কৈলে দ্বন্দ্ব কে তোরে বৈল মন্দ
কি কারণে রহিয়াছ শুতিয়া।
তোর বাপ হাথে হাথে সুরথ পৃথিবীনাথে
পুরীজন গেল সমর্পিয়া ॥
কহি শুন রতিপতি ভগবতীপদ গতি
আমি তোর জনমধারিণী।
নৃপপদশতদল নিবেদিয়া কর ফল
যেবা তোরে কথিল কুবাণী ॥
চল ঝাঁট নরপতি যথা।
আপনারে বল রাখে তোমা সনে বাহু জোঁখে
কে ধরে কন্দরে দুই মাথা ॥
মাতা লিখিতে টলিল খড়ি ওঝার চরণে পড়ি
নিবেদিল তুলি দেহ হাথে।
এ বোল শুনিঞা কোপে গুরু থর থর কাঁপে
ক্ষণেক রহিলা হেট মাথে ॥
ঘরে ঘরে সুনগরে জিজ্ঞাস আমার বোলে
তোমার জননী পতিব্রতা।
বলে গৌরীবর শুদ্ধি ওরে বেটা অসজ্জাতি
জানিস কে তোর জন্মদাতা ॥
তুমি মাতা কহ কথা কোথা সে আমার পিতা
উদ্দেশ করিব সুনিশ্চয়।

যদি না কথিবে সত্য গুণদত্ত তোর বধ্য
কথিল তোমায় সবিনয় ॥
সুরথ সুরথ রাজা ভাল জানে যত প্রজা
তোর বাপ দুর্ব্বার পাটনে।
তোর বাপ হয় জ্যেষ্ঠ গৌরীবর হয় ছোট
উপহাস্য কবিচন্দ্র ভনে ॥১॥

পাটনে যাইবার জন্য গুণদত্তের মাতৃআজ্ঞা লাভ

॥ শ্রী রাগ ॥

উপহাস নহে শুন জনমধারিণী।
সভায় পণ্ডিত মোরে কথিল কুবাণী ॥
চলিব পাটনে আমি ইথে নাহি আন।
চরণে ধরিয়া বলি দেহ সম্বিধান ॥
হৃদয় সন্তোষ নাহি কর মোরে ক্ষমা।
জনবাদ ঘুচুক মোর রহুক মহিমা ॥
শিশুবুদ্ধি শুন রে বালক গুণদত্ত।
না যাব পাটনে বড় জলদুর্গ পথ ॥
মাতা লংহিলে পরম দোষ তব বাক্য বেদ।
আমার হৃদয় জাগে না কর নিষেধ ॥
বাছা বহিত্র গড়াহ আগে চলিহ পাটনে।
বিদায় করহ গিয়া নৃপতিচরণে ॥
পরম সন্তোষ [৮৯ক] পাইল মায়ের বচনে।
কবিচন্দ্র মুকুন্দ ত্রিপুরাপদে ভনে ॥০॥

ডিঙ্গা নির্ম্মাণে বিশ্বকর্ম্মার স্বীকৃতি

॥ পয়ার ॥

কনক চাঙ্গড়া পরিজন দিয়া কাছে।
রাত্রি দিবা ভ্রমায়ে যে নগরের মাঝে ॥
যে জানে গঠিতে ডিঙ্গা ধরিয়া তাহারে।
আনিবে আমার ঠাঞি আদেশিল তোরে ॥
জানিল ত্রিপুরা সাধু চলিব পাটনে।
বাপের উদ্দেশে ডিঙ্গা নাহিক গঠনে ॥
আনন্দিত নগরে সাধুর পুরীজন।
কে জানে গঠিতে ডিঙ্গা ডাকে ঘনে ঘন ॥
বিশ্বকর্ম্মে বলে মাতা হাথে দিয়া পান।
সাত ডিঙ্গা গঠ গিয়া সঙ্গে হনুমান ॥
এক চক্ষু নাহি এক চরণ ডাগর।
স্বর্বর্ণ চাঙ্গড়া ধরে নগর ভিতর ॥
সকল বিরূপ দেখি যত জন হাসে।
উপনীত করিল সাধব যথা বৈসে ॥
শরীর দুর্ব্বল বড় অন্ন নাহি পেটে।
সত্বরে চলিতে নারে কোথা পড়ে উঠে ॥
আমি ডিঙ্গা গঠিব ধরিল হেম ডালি।
কবিচন্দ্র কহে গেল সাধু বরাবরি ॥০॥

হনুমান্ সহ বিশ্বকর্ম্মার ডিঙ্গা নির্ম্মাণ

শুন কারিকর ভাই তুমি গুণবান।
কেমতে গঠিবে ডিঙ্গা বল সন্নিধান ॥
দক্ষিণ চরণে গোদ বাম চক্ষু কাণ।
নড়িব ঠেকনি বিনে না কর পয়ান ॥
অন্ন বিহনে দেহ নহে বলবান।
ধনলোভে মন মজে বুঝিল গেয়ান ॥
সাধুর বচনে দুই কারিকর কোপে।
শত হাত কাষ্ঠ পেলি লাফ দিয়া লোফে ॥
দেখহ সাধুর সুত গুণ নহে বুড়া।
দুইখান করে কাষ্ঠ দিয়া পাকমোড়া ॥
যষ্ঠী দ্বিগুণ হাত মধুকর নাম।
ভূমিতে পাতিলে রেখা করিয়া সন্ধান ॥
একে একে দশ দশ হাত কৈল উন।
সাত ডিঙ্গা গঠিব না হব সাত দিন ॥
সমুদ্রে বিষম ঢেউ বহে দহে দহে।
গতাগতি লোক পাটনের কথা কহে ॥
ঝঞ্ঝা পবনে নাঞি ভাঙ্গি যেন রহে।
হেন ডিঙ্গা গঠিবে বিলম্ব নাহি সহে ॥

বিশ্বকর্ম্মা হনুমান সাধু বোলে বলে।
সুকাষ্ঠ আনিঞা দেহ দেবনদকূলে ॥
আমার বচন মিথ্যা নহে কোন কালে।
সাত ডিঙ্গা দেখিবে সাত দিন বই [৮৯] জলে।
এ বোল শুনিয়া দুই জনে দিল পান।
প্রসাদ বসন দিয়া করিল সম্মান ॥
গঠিলে সকল ডিঙ্গা দিব রত্ন কড়ি।
তাড় বলয়া দিব আর নেত ধটী ॥
দিব্য বস্ত্র বিংশতি এক শত হাত।
ক্রমে দশ দশ ন্যূন পাতে কাষ্ঠ সাত ॥
উভে ষষ্ঠী গজ ক্রমে পাঁচ পাঁচ ন্যূন।
যেখানে যে লাগে ডিঙ্গা গঠে দুই জন ॥
সাত ডিঙ্গা গঠিল দুই জনে রাত্রি দিনে।
উজ্জ্বল করিল চক্ষু রজত কাঞ্চনে ॥
কারিকর স্বর্গ গেল ডিঙ্গা ভাসে জলে।
কবিচন্দ্র কহে লোক দেখে প্রাতঃকালে ॥০॥

মাতা-পুত্রের ডিঙ্গা দর্শন

॥ পয়ার ॥

ডিঙ্গা সজ্জ হইল সাধু লোকমুখে শুনে।
কারিকর নহে নর ভাবে মনে মনে।
আমার মায়েরে আছে ত্রিপুরার কৃপা।
হৃদয় জানিল মোর ঘুচিবেক ত্রপা ॥
একদিনে সাত ডিঙ্গা সুনীল গঠন।
পিতা পুত্রে বুঝি হব পাটনে মিলন ॥
প্রসন্ন মানস বুঝি ঘুচিল বিবাদ।
নরপতি সম্ভাষণে মিলিব প্রসাদ ॥
এতেক ভাবিয়া মনে ডাকিলেক মায়।
আসিয়া চণ্ডীর দাসী সম্মুখে দাণ্ডায় ॥
আরে পুত্র গুণদত্ত কেন ডাক মোরে।
শুন বিপরীত মাতা নিবেদি তোমারে ॥
কারিকর দুই জন অলক্ষ চরিত্র।
আসিয়া গঠিল সাত আমার বহিত্র ॥
না দেখিল বিলম্ব দিবস দুই তিন।
তুমি পুণ্যবতী চণ্ডী তোমার অধীন ॥
যত দুঃখ ছিল মোর ঘুচিল মানসে।
তথাপি পাটনে যাব বাপের উদ্দেশে ॥
ত্রিপুরার দাসী তুমি জানি বসুন্ধরা।
পাটনে চলিব আমি নায় দিয়া ভরা ॥
চল মায়ে পোয়ে দেবনদে ডিঙ্গা দেখি।
শুনিঞা পুত্রের বাক্য বলে শশিমুখী ॥
সাত ডিঙ্গা একদিনে গঠে দুইজন।
পরশি তাহার পদ করাহ মিলন ॥
মায়ের বচনে বলে সাধু সুচরিত।
না দেখিল পুন আমি ভাগ্যরহিত ॥
মায়ের চরণ বন্দে ধরি দুই হাথে।
[৯০ক]দেখিলেক সাত ডিঙ্গা গিয়া দেবনদে
ডিঙ্গারে প্রণাম করে সাধুর যুবতী।
তুমি মধুকর মোর রক্ষিবে সন্ততি ॥
স্নান করিয়া দুয়ে দেবনদজলে।
মায়ে পোয়ে সন্তোষ হইল কুতূহলে ॥
ঘরে গিয়া ভুঞ্জিল সন্তোষ দুই জনে।
কর্পূর তাম্বূল খায় হরষিত মনে ॥
প্রভাতে চলিব সাধু নৃপ সন্নিধানে।
কবিচন্দ্র মুকুন্দ ত্রিপুরাপদে ভনে ॥০॥

পাটনে যাইবার অনুমতিলাভের জন্য গুণদত্তের রাজসভায় গমন

॥ মল্লার রাগ ॥

মায়ের চরণধূলি সাধু নিল মাথে।
বিদায় করিতে চলে নৃপতি সুরথে ॥
পদাতি প্রচুর সঙ্গে সাধু চাপে গজে।
অবিরত মধুর মুরলী কাছে বাজে ॥
ঠাঞি ঠাঞি কোলাহল ঘন সিঙ্গা পড়ে।
নানা অস্ত্র বহে পদাতিক যায় রড়ে ॥

নানা সজ্জ এড়িলেক নৃপতি নিকটে।
দণ্ডবত হইয়া সাত বার পড়ে উঠে॥
ধুসদত্ততনয় দাণ্ডায় পুট হাথে।
আদেশিল নরনাথ জানিঞা বসিতে॥
ঘরের কুশল কহ বণিকতনয়।
বলে সাধু তব পুণ্যে নাহি কোন ভয়॥
সকল কুশল দেব'এক নিবেদন।
নরপতি বলে কহ বণিকনন্দন॥
নিবেদিয়ে শুন দেব তোমার চরণে।
বাপের উদ্দেশে আমি চলিব পাটনে॥
অল্প বয়েস তুমি না যাবে পাটনে।
কবিচন্দ্র মুকুন্দ ত্রিপুরাপদে ভনে॥০॥

রাজার অনুমতিলাভ

॥ পয়ার ॥

অনেক যতনে রাজা করিল নিষেধ।
প্রবোধ না মানে সাধু মনে বড় খেদ॥
তোমার বচনে মোর মনে লাগে ডর।
সমর্পিয়া পুরীজন যাব দেশান্তর॥
চলিব পাটনে রায় না কর নিরোধ।
লংঘিলে তোমার বাক্য পাছে বাঢ়ে ক্রোধ।
পরিতোষে যদি মোরে না দেহ বিদায়।
মোর বধ লাগিব তোমার দুই পায়॥
সাধুর বচনে রাজা ভাবে মনে মনে।
যতনে রাখিলে পাছে না জিয়ে পরাণে॥
সাবধানে পাটনেরে করিহ গমন।
[৯০] ভাল কর্ণধার লইহ জলধি দুর্গম॥
এথাকার কোন চিন্তা না ভাবিহ মনে।
তোমার পুরীর জন রাখিব যতনে॥
এ বোল বলিয়া রাজা দিল ফুল পান।
বিদায় মাগিয়া করে ভূমিষ্ঠ প্রণাম॥
নৃপসম্ভাষণে সাধু পরিতোষ মনে।
কবিচন্দ্র মুকুন্দ ত্রিপুরাপদে ভনে॥০॥

গুণদত্তের পাটনে যাত্রা

॥ কামোদ ॥

সাধুর নন্দন সাধু গুণদত্ত নাম।
সুরথ নৃপতি যারে করিল সম্মান॥
বিদায় করিয়া পুন নৃপপদতলে।
যাত্রা করিবারে গেল আপন মন্দিরে॥
গাঁঠ্যার গাবরে সাধু ডাক দিয়া আনে।
বাপের উদ্দেশে আমি চলিব পাটনে॥
কারে পান ফুল দিল কারে দিল বাস।
কনক কুণ্ডল কারে দিলেক আশ্বাস॥
রজত বলয়া কারে রজতের তাড়।
হীরাধর কড়ি কারে দিল রত্নমাল॥
শুন গো জননী আমি যদি হই দাস।
সেবকে সম্বল ঘরে দিবে বার মাস॥
আদেশিল সদাগরে নায়ের নফরে।
নানা সজ্জ ভরা দিল নায়ের উপরে॥
শুভক্ষণ গণাইল আনাইয়া গণক।
ঘটে চুতডাল দিয়া পূজে বিনায়ক॥
নানারূপ ধূপ দীপ নৈবেদ্য রচিয়া।
পূজিল ত্রিপুরাপদ প্রণতি করিয়া॥
নিবসে পীযূষনিধি লগ্ন মকরে।
কর্ক্কটের গুরু শুক্র সপ্তম ঘরে॥
দক্ষিণ স্বর পায় সাধু শশী শুভদিনে।
সকল মঙ্গল বেদ পঠে দ্বিজগণে॥
সাধুর তনয় যাত্রা করে হেন কালে।
দুই দিগে জয় জয় শঙ্খ ফুকরে॥
দক্ষিণে ব্রাহ্মণ বন্দে বামে পূর্ণঘট।
বিমল ধবল ধান্য দেখে শুক্ল পট॥
দধি নিবে গোয়ালিনী ডাকে ঘনে ঘন।
আনিল ধবল পুষ্প মালির নন্দন॥
পল্লবিত তরুবর দেখিল সমুখে।
অনুকূল পবন কোকিলী বামে ডাকে॥
আনন্দিত হইল যত সাধবের পুরী।
দক্ষিণে থাকিয়া বামে চলিল শৃগালী॥

ধীরে ধীরে উপনীত দেবনদকূলে।
[৯১ক] মধুকর প্রভৃতি দেখিল ডিঙ্গা জলে॥
চরণে ধরিয়া বলে সাধুর প্রধান।
শুন গো সতাই মোরে করিবে কল্যাণ॥
বাপে পোয়ে পাটনে মিলন যেন হয়।
মায়ের চরণধূলি লইল মাথায়॥
আশীর্ব্বাদ করিল রুক্মিণী সত্যবতী।
পিতা পুত্র দরশনে বাঢ়িব পীরিতি॥
সত্যবতী রুক্মিণী নাম্বিল জলমাঝে।
গুরুজন দেখি মুণ্ড নাহি তোলে লাজে॥
একে একে পূজিল সুন্দর সাত না।
গুণদত্ত সাধুর তোমরা বাপ মা॥
প্রণতি করিয়া বলে দুই হাথ বুকে।
আমার নন্দনে কভু না ছাড়িবে দুঃখে॥
তুমি দেবরূপী ডিঙ্গা নাম মধুকর।
তোমার চরণে আমি করিল গোচর॥
যশমন্ত নাবিকে রুক্মিণী সত্যবতী।
হাথে হাথে সমর্পিল আপন সন্ততি॥
জলধি দুর্গম যত সংশয়ের বেলা।
অনুকূল হব তথা ভাবিহ মঙ্গলা॥
হিতবাক্য গুণদত্ত শুনিল শ্রবণে।
বিদায় করিল দুই মায়ের চরণে॥
আগে দ্বিজ ইষ্ট মিত্র কুটুম্ব পশ্চাত।
কারে কোল দেই সাধু কারে দণ্ডপাত॥
চল ঘরে সভে মোরে করিয়া কল্যাণ।
বিদায় করিয়া বলে সাধুর প্রধান॥
ছোট বড় যত জন করিল মঙ্গল।
জল নাহি খসে আঁখি করে ছলছল॥
গাঁঠ্যার গাবরে জয় জয় কোলাহলে।
মধুকরে চাপে সাধু দেবনদজলে॥
ধবল চামর বান্ধে দোহট্ট নিচয়।
ডিঙ্গার মেলান বাহে দিয়া জয় জয়॥

দিমিকি দিমিকি বাদ্য বাজে সারি গায়।
বাজল কিঙ্কিণী হাথে ঘন দাণ্ড বায়॥
ত্রিপুরাচরণ চিন্তে সাধুর কুমার।
পরিণতমতি যশমন্ত কর্ণধার॥
বর্দ্ধমান এড়াইল বাজে রণতূর।
ঈষত লীলায় গেল বড়সউল॥
রাজার প্রতাপে কেহ নাহি বলে রহ।
বিষম সঙ্কট এড়াইল জামদহ॥
জলের কল্লোলে কানে কিছু নাহি শুনি।
বেউড়গ্রামে গিয়া সাধু পূজে নারায়ণী॥
ফলাহার [৯১] করিলেক সাধুর নন্দন।
হিরণ্যগ্রামে গিয়া করে রন্ধন ভোজন॥
শীতল পবন বহে কার্ত্তিক মাসে।
মৌলায় উত্তরে ডিঙ্গা রজনী প্রবেশে॥
পঞ্চ উপচারে সাধু পূজিল ত্রিপুরা।
জাড়গ্রাম দিয়া সাধু পাইল দশঘরা॥
প্রতিদিন পূজে সাধু সর্ব্বমঙ্গলা।
কোথাহ রন্ধন করে কোথা চিড়া কলা॥
দশঘরা বাহে সাধু সাধুর নন্দন।
চণ্ডীপুরে গিয়া ডিঙ্গা দিল দরশন॥
সানন্দে পূজিল সাধু চণ্ডীর চরণ।
সে দিন রহিয়া করে রন্ধন ভোজন॥
হিম পরবেশে আইল অকাল কুহিড়া।
দ্বীপা দ্বারহাটা দিয়া গেল জাঙ্গিপাড়া॥
কোথা গীত শুনে সাধু কোথা দেখে নাট
এড়াইল চাঁচুয়া আর ডিঙ্গালহাট॥
সকল রসিক সাধু বুঝে হিতাহিত।
বাঘাণ্ডায় গিয়া সাধু হইল উপনীত॥
জিজ্ঞাসিল নাবিকে দেউল কেন ভাঙ্গা।
রহ রহ বলি সাধু চাপাইল ডিঙ্গা॥
বিবরণ শুনে সাধু নাবিকবদনে।
কবিচন্দ্র মুকুন্দ ত্রিপুরাপদে ভনে॥০॥

গুণদত্তের বাশুলী পূজা

॥ গৌরী রাগ ॥

তোমার বাপের কথা অতি বিপরীত।
বাঘাগুায় আসি ডিঙ্গা হইল উপনীত ॥
মহেশসেবক সাধু না পূজে ভগবতী।
বিধি বিড়ম্বিল তাঁরে আচ্ছাদিল মতি ॥
ভাঙ্গিল দেউল সাধু দেবীকে না মানে।
জীবনে না জিয়ে কিবা বিরুদ্ধ পাটনে ॥
নাবিকবদনে শুনি বিপরীত কথা।
দুই চক্ষে খসে জল হেট করে মাথা ॥
ব্রাহ্মণ আনাইয়া পূজে বাশুলীর পদ।
ছাগ বলি দিয়া বর মাগে গুণদত্ত ॥
বাপে পোয়ে যদি মোর হয় দরশন।
সানন্দে পূজিব দুহেঁ তোমার চরণ ॥
এ বোল বলিয়া সাধু হয় দণ্ডপাত।
চণ্ডীর আদেশে পুষ্প হইল অচিরাত ॥
কল্যাণ করিল দ্বিজ দক্ষিণা পাইয়া।
অদুঃখে [৯২ক] বঞ্চিল তথা পরিবার লৈয়া
প্রভাতে চলিল সাধু পরিতোষ মানি।
কবিচন্দ্র মুকুন্দ রচিল শুদ্ধবাণী ॥০॥

পাটনের দিকে গুণদত্তের অগ্রগতি

॥ পয়ার ॥

আরে হীরামণি সোনার না
রূপার বৈঠা পড়ে না রে ॥ধ্রু॥
ডিঙ্গায় চাপিয়া পুন দিল হুলাহুলি।
বাঘাগুা এড়িয়া ডিঙ্গা গেল নাগ্রিকুলি ॥
নায়ের নফর যত সাধু তার পিতা।
বাহ বাহ বলে সাধু পাইল গো চিতা ॥
বিলম্ব করিয়া তথা মেলাই পুজিয়া।
বুড়া মন্তেশ্বর দেখে কুল্যায় থাকিয়া ॥
ধীরে ধীরে বাহিয়া এড়ায় দেবনদ।
বিষম সঙ্কট দেখি বলে গুণদত্ত ॥
আকাশে পাতালে ঢেউ নাহি দেখি তীর।
শুনিঞা জলের ডাক প্রাণ নহে স্থির ॥
কর্ণধার বলে ভাই শুন গুণদত্ত।
ইহারে অধিক আছে জলদুর্গ পথ ॥
ভয় না করিহ তুমি নায়ের ঠাকুর।
যমখানা এড়াইয়া পাইল মানকৌর ॥
কর্ণধারে দিল সাধু হেমনেত ধড়ি।
স্বর্গসম দেখিল পাটন তড়বড়ি ॥
নানা সজ্জ লইয়া হাট হয় প্রতিদিনে।
অবসাদ নাহি কার কেহ বেচে কিনে ॥
কাকড়া পেলাইয়া ডিঙ্গা ঠেক দিল দহে।
দ্রব্য বেচে কিনে যেবা যার মনে লয়ে ॥
বিষ্ণুহরিপদ সাধু পূজে একমনে।
হরির কিঙ্কর নাচে হরির কীর্ত্তনে ॥
জোয়ারে পূর্ণিত নদজল দিল ভাটি।
ডিঙ্গায আজাত বান্ধে বুন্ধে পরিপাটী ॥
সিলিদার পেলে সিলি মেঘ যেন ডাকে।
তড়বড়ি পাটনে লোক চমৎকার লাগে ॥
তমোলিপ্ত এড়াইল ত্রিপুরাকিঙ্কর।
মগরা বাহিয়া গেল গঙ্গাসাগর ॥
ত্রিপুরার পদ সাধু পূজে একমনে।
বিলম্ব করিয়া সাধু বস্তুজাত কিনে ॥
জলজন্তু রহে তথা কার্ত্তিকের ঘাটে।
কৌতুকে এড়ায় বেনু নৃপতির পাটে ॥
যাহারে সন্তোষ দেবী ত্রিভুবন হেতু।
[৯২] কাঞ্চি বাহিয়া সাধু গেল রামসেতু ॥
শঙ্খ কাঁকড়া জোঁক করিয়া পাটন।
এড়াইয়া গেল সাধু সাধুর নন্দন ॥
প্রতিদিন গুণদত্ত পূজে নারায়ণী।
সিংহল নগরে যথা নিবসে পদ্মিনী ॥
সঙ্কটে জপে সাধু ত্রিপুরার নাম।
এড়াইল দুস্তর বাবুর মোকাম ॥
জলের কল্লোল ঘন খর স্রোত বহে।
জানিল ত্রিপুরা সাধু গেল মায়াদহে ॥

নৃমুণ্ডমালিনী দেবী হরসহচরী।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে সেবিয়া ঈশ্বরী॥

মায়াদহে ঝড়বৃষ্টি

॥ বারাড়ি ॥

পরমাণ হনুমান হুহেঁ করি অনুমান
ভগবতী যারে দিল পান।
উরে নন্দী মহাকাল সুরগজ ক্ষেত্রপাল
মায়াদহে কৈল অধিষ্ঠান॥
ঈষত পবন মেলে তরঙ্গে তরণী ঠেলে
ভয় নাহি বলে কর্ণধার।
ঈশানে উইল ঘন অনুকূল সমীরণ
চারিদিগে ঘোর অন্ধকার॥
সচিন্তিত বলে সদাগরে।
কি বিধি লিখিল গতি বাম হৈল ভগবতী
ঠেকিলাঙ জলনিধিনীরে॥
নাহি জানি কোন দোষে আঘণ মাসের শেষে
কেমত দেবতা করে হট।
আচম্বিতে উইয়ে ঘন না জানি রজনী দিন
মায়াদহে জীবন সঙ্কট॥
ঘন ডাকে জলধর সুরগজ তোলে জল
কুল কুল শব্দ গগনে।
জল পড়ে ঝিমি ঝিমি ভেকের মধুর ধ্বনি
ঘন বরিষণ রাত্রি দিনে॥
দেখ ভাই দুর্দ্দিন জীবনের কোন চিহ্ন
ঠেকিলাঙ যমরাজ বেড়ে।
কি বিধি লিখিল দুঃখ থর থর কাঁপে বুক
অধরযুগল কাঁপে জাড়ে॥
ঝঞ্ঝা পবন বহে ঠেকাঠেকি নায়ে নায়ে
ফিরে যেন কুমারের চাক।
ধবল পাষাণ পড়ে বিপরীত জল বাড়ে
বল রে কেমতে পাইব রাখ॥
অবিরত ঝনঝন হুড় হুড় গরজন
ঝনঝনা পড়ে অবিশাল।
চুদিগে দেয়াল খসে বড় বড় গাছ ভাসে
পুণ্যে ডিঙ্গা না যায় পাতাল॥
কৌতুকে হনু ধায় লাফ দিয়া চাপে নায়
ঝলকে ঝলকে [৯৩ক] লয় পানি।
আকাশে বিষম ঝড় উড়াইল ছইঘর
নিকেতনে রহিল ছিটনি॥
নন্দী মালুয়ে চাপে হনুমান বুলে কোপে
সাত ডিঙ্গা করে টল টল।
বলে ভাই কর্ণধার রাখিতে নারিল আর
আজি ডিঙ্গা যায় রসাতল॥
মরি তারে নাহি ব্যথা না দেখিল জন্মদাতা
পুনরপি যুগল জননী।
সুরথ পৃথিবীনাথ না দেখিল গুরুপদ
এই মনে রহিল পুড়নি॥
আকাশে পাতালে ঢেউ দেখিয়া চমকে জিউ
ঘন ঘন বিকশে বিজুরি।
বলে সাধু গুণদত্ত দাসে দোষ অবিরত
ক্ষম দেবী হরসহচরী॥
ঘুচিল বাদল ঝড় সাত ডিঙ্গা হৈল জড়
রবির উদয় মধ্যদিনে।
রক্ষ দেবী ভগবতী রমানাথে নিরবধি
চন্দ্রশেখর সনাতনে॥
কহে দ্বিজ কবিচন্দ্র ত্রিপুরা পরম মন্ত্র
যেই জন জপে নিরন্তর।
নৃপ দস্যু পশুগণে জলানলে রণে বনে
ত্রিভুবনে কারে নাহি ডর॥০॥

গুণদত্ত কর্ত্তৃক মায়াদহে আশ্চর্য্য দর্শন

॥ সুই রাগ ॥

কনক শ্রীফল কুচ সুবলিত দুই ভুজ
কনক কঙ্কণ শঙ্খ আগে।

মকর কুণ্ডল দোলে শ্রবণ কপোলমূলে
মনোহর রুচি দুই ভাগে ॥
সুরঙ্গ বসন পরি হাসে গজগতি নারী
কনক কলস কক্ষতলে।
অগাধ প্রচুর জল অতিশয় নির্মল
কমলিনী সুরসরোবরে ॥
কমলিনী গো মা সর্ব্বমঙ্গলা
স্বর্গ তেজিয়া ত্রিনয়নী।
কৌতুকে অবতরে দাসীর নন্দনে ছলে
মায়াদহে শক্তিরূপিণী ॥ধ্রু॥
জলের উপর পড়ি কেহ যায় গড়াগড়ি
লাফ দিয়া উঠে কোন জন।
কনকরচিত পুরী প্রতি ঘরে সুন্দরী
পুরুষ না দেখি একজন ॥
কেহ মাংস কুটে বেচে শূন্য ভর করি নাচে
কেহ গজ করয়ে গরাস।
কেহ পেলে কেহ লোফে মধুকর মধুলোভে
বদনকমলে কার হাস ॥
গজ গিলে উদগরে সহজে প্রকৃতি হরে
যুবতী যুবতী করে কোলে।
অধর পাকিম বিম্ব [৯৩]বদনকমলে চুম্ব
দেখি সাধু পড়ি গেল ভোলে ॥
মধুর কোকিলী স্বরে গীত গায় মনোহরে
ঘাঘর নূপুর করতালে।
সুনাদ মাদল বাজে ঘরে ঘরে প্রতি নাচে
বিপরীত সকল নগরে ॥
বদনকমলে হাসি কুটিল মুকতকেশী
সিন্দুর তিলক ললাটে।
পয়োধরে উয়ে হার কটাক্ষে মূর্চ্ছিত মার
কমলিনী নগর নিকটে ॥
দুই হাথ দিয়া বুকে বিবসন হইয়া নাচে
কজ্জল নয়নসরোজে।
দেখিয়া হৃদয় গুণে আইলাও কেমন ক্ষণে
হেট মাথা করে সাধু লাজে ॥

দেখ ভাইয়া কর্ণধার দেশখান কদাচার
যুবতী নগরে মাংস বেচে।
কেহ রান্ধে কেহ ভুঞ্জে মুকুত চিকুরে নাচে
বসন না দেই দুই কুচে ॥
সাক্ষী সর্ব্বজন দুর্ব্বার পাটন
নরপতির চরণকমলে।
কবিচন্দ্র কহে দেবী চরণপঙ্কজ সেবি
নিবেদিব সভার ভিতরে ॥০॥

গুণদত্তের পরিচয় জিজ্ঞাসা

॥ ছন্দ ॥

তবকী তবক ছোড়ে সিলিদার সিলি।
দুর্ব্বার পাটনে লোকে কর্ণে লাগে তালি ॥
মেঘ নাহি দেখি পুনঃ পুন গরজন।
কথিল পণ্ডিতে নৃপ কহ কি কারণ ॥
শুন হে নৃপতি মনে না ভাব বিস্ময়।
পাটনে আইল কিবা সাধুর তনয় ॥ধ্রু॥
মন্ত্রী মেলিয়া পাঁচে সুচরিত ভাট।
ঝাঁট জান গিয়া সাধু কিবা পরঠাট।
রড় দিয়া বলে ভাট দাণ্ডাইল কূলে।
পরাপর কহ যদি থাকিবে কুশলে ॥
ভাটের বচনে বলে নায়ের মফর।
সুরথ নৃপতি যায় বর্দ্ধমানে ঘর ॥
তাহার সাধব এই আস্যাছে পাটন।
বেচি কিনি যদি পাই শীতল বচন ॥
শুন রে বৈদেশী সাধু কহি তোরে মর্ম্ম।
দুর্মুখ নৃপতি বৈসে সাক্ষাতে ধর্ম্ম ॥
তাঁর সম্ভাষণে পরিতোষ পাবে মনে।
সুখে বেচ কিন দ্বিজ কবিচন্দ্র ভনে ॥০॥

গুণদত্তের রাজসভায় আগমন

॥ ছন্দ ॥

পূজিয়া ত্রিপুরা মায়াদহের পুলিনে।
[৯৪ক] দোলারূঢ় হৈল সাধু নৃপসম্ভাষণে॥
সুবর্ণ পঞ্জরে শুক গজবেল খাণ্ডা।
অমূল্য রতন লয় ময়মত্ত গণ্ডা॥
যুগল যুগল শশ গৌল কুরঙ্গ।
স্বর্ণ সারিক শুক ধুকড়িয়া কঙ্ক॥
চক্র চকোর ঘুঘু পিকু মীনরঙ্ক।
কনক চরণ পিঠে নাহি ছাড়ে সঙ্গ॥
সাধুর হৃদয় বড় বাঢ়িল প্রমোদ।
ডাহুক গণ্ডুক লয় ঘুরন কপোত॥
কলসে পুরিয়া ঘৃত তৈল লবণ।
মধু মিষ্ট নারিকেল সুরঙ্গ বাগুন॥
পাট ভোট নেত লয় মৃগমদ গণ্ডা।
ক্ষীরের সন্দেশ চিনি মধু কাকরণ্ডা॥
তেলেঙ্গা ছাগল খাসী যুঝার গারড়।
পঞ্চ রতন লয় ধবল চামর॥
নানা সজ্জ লয় সাধুসুত নিরাতঙ্ক।
কনকরচিত গজদন্তের পালঙ্ক॥
বাঙ্গালী খেলায় পত্তি করে কোলাহল।
দণ্ডি মুহরি শঙ্খ ফুকরে কাহাল॥
গুড় গুড় দগড় বাজে মধুর কাঁসর।
আগে পাছে ধায় যত পাইক সকল॥
এক বাঁক দুই বাঁক তিন বাঁক যায়।
কোথা ফুলহাট পড়ে গন্ধ বিকায়॥
বিবাদে গারড় কেহ কুক্কুট যুঝায়।
সুখীর নন্দন কোথা পায়েরা উড়ায়॥
দোলারূঢ় কেহ গজ তুরগ রড়ায়।
নানা বাদ্য বাজে কোথা বরকন্যা যায়॥
কেহ গীত গায় কেহ কোথা দেখে নাট।
দেখিয়া উত্তম জনে স্তুতি করে ভাট॥
ডাকা চুরি নাহিক কোটাল দুরাচার।
প্রজার পালন দেখি উচিত বিচার॥
কপালে চন্দন কারো গলে রত্নমাল।
ইড়িক চাপিয়া বুলে নগর‍্যা ছাওয়াল॥
কেহ কিনে কেহ বেচে নাহি অবসাদ।
ছাওয়ালে ছাওয়ালে খেলে করিয়া বিবাদ॥
কেহধিক নহে কেহ নহে হীনবল।
মারামারি করে [৯৪] কেহ পাতিয়া কন্দল॥
কেহ সাতাচারি খেলে কেহ বুদ্ধিবল।
কেহ পাশা খেলে কেহ খেলে চ্যুতরল॥
কেহ গেণ্ডু খেলে কেহ কড়ি ভাঁটা টিক।
তরুণ আবাল বৃদ্ধ সকল রসিক॥
চিনিতে না পারে সাধু সুখী দুঃখী জন।
একরূপ দেখে সব দুর্ব্বার পাটন॥
দুর্মুখ নৃপতি বৈসে যেন নরভীত।
সুরগুরু সমান পণ্ডিত পুরোহিত॥
সাধুর তনয় সাধু বুঝে হিতাহিত।
রাজার সভায় গিয়া হৈল উপনীত॥
নানা সজ্জ দিয়া সাধু রাজার চরণে।
প্রণাম করিয়া বন্দে দ্বিজ পাত্রগণে॥
আপন আসনে বৈসে নৃপনিদেশনে।
চারিদিগে চাহে সাধু প্রফুল্ল বদনে॥
কোন জাতি উতপতি কিবা তব নাম।
কাহার নন্দন তুমি ঘর কোন গ্রাম॥
কাহার সভায় থাক আইলে কি কারণে।
অমৃত সেঁচিল দেহ নৃপতিবচনে॥
গন্ধবণিক জাতি গুণদত্ত নাম।
ধুসদত্ত পিতা মোর ঘর বর্দ্ধমান॥
দেশের ঈশ্বর মোর নৃপতি সুরথ।
তাঁহার সভায় সর্ব্বকাল নিরাপদ॥
ভাণ্ডারী নিবেদে নিত্য চরণে রাজার।
পরিপূর্ণ ছিল দেব রত্নের ভাণ্ডার॥
চামর চন্দন শঙ্খ মুকুতা প্রবাল।
দিনে দিনে টুটে দ্রব্য নাহিক আপার॥

এ বোল শুনিঞা রাজা মোরে দিল পান।
তথির কারণে মোর পাটনে পয়ান॥
নৃমুণ্ডমালিনী দেবী হরসহচরী।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে সেবিয়া ঈশ্বরী॥০॥

রাজার সন্তোষ

॥ ধানশী॥

দেখিয়া ভেটের সজ্জ পরিতোষ মনে।
পান ফুল দিল রাজা পরদেশী জনে॥
দুগ্ধের লড্ডুক পুলি চিনির সন্দেশ।
রান্ধিয়া ভুঞ্জিতে তারে করিল আদেশ॥
[৯৫ক]চল সাধু কর বাসা আমার নিলয়।
সুখে বেচ কিন যে তোমার মনে লয়॥ধ্রু॥
সকুল চিথল মৎস্য সক্ক কবই।
রুহিত পাঠীন মীন ত্রিকণ্ঠ ফলই॥
তৈল লবণ খাসী ঘৃত দুগ্ধ দধি।
রন্ধন ভোজন সজ্জ দিল নরপতি॥
রাজার চরণে সাধু করিয়া প্রণতি।
রান্ধিয়া ভুঞ্জিল দিনে সুখে গেল রাতি॥
পুন দরশন দুহেঁ বসিয়া সভায়।
রাজা সাধু বড় প্রীতি বাড়িল কথায়॥
সুরথ পৃথিবীনাথ বর্দ্ধমানে ঘর।
দুর্ব্বার পাটনে আমি বসুমতীশ্বর॥
উভয় দেশের মাঝে ভালমন্দ কি।
কবিচন্দ্র কহে নৃপ বড় পুণ্যে জী॥০॥

মায়াদহ বর্ণনায় রাজার অবিশ্বাস ও প্রতিজ্ঞা

॥ সুহই রাগ॥

রায় কি কহিব আর দেশ কদাচার
যথি তুমি অধিকারী।
গজ গিলে নারী শুনিতে না পারি
কিবা রাক্ষসের পুরী॥
মোর অভিমত থাকি তব পদ-
কমলে করিয়া সেবা।
শুনিল শ্রবণে দেখিলু নয়নে
যেন পুরন্দর সভা॥
মায়াদহ জলে কাঞ্চননগরে
কহি শুন নৃপমণি।
জন্ম সীমন্তিনী আকৃতি পদ্মিনী
প্রকৃতি শক্তিরূপিণী॥ধ্রু॥
আছিল রমণী পূর্ব্বে নাহি জানি
যে কালে না ছিল জল।
দহের উপর পেলিলে পাথর
কত দিনে যায় তল॥
কনকের ঘর রচিত নগর
তথি কি পদ্মিনী জাতি।
সাধুর নন্দন তুমি অচেতন
স্বপন দেখিলে রাতি॥
হই দণ্ডপাত কহি নরনাথ
এ বোল অসত্য নহে।
নগরে পদ্মিনী গজ গিলে জানি
দেখাইব মায়াদহে॥
মাংস কুটি বেচে শূন্য ভরে নাচে
দেখিলে লাগিব ডর।
শ্মশান ভিতর মুণ্ড কাটি মোর
যদি মিথ্যা কহুত্তর॥
সাধুর ভারতী শুনি নরপতি
সাক্ষী করে জনে জনে।
যদি সত্য হয় রাজ্য দিব তোয়
বসাইব সিংহাসনে॥
মিশ্র বিকর্ত্তন সম্ভবকারণ
তুষ্ট যারে ত্রিনয়নী।
হারাবতীসুত মুকুন্দ অদ্ভুত
রচিল মঙ্গলবাণী॥০॥

গুণদত্তের সহিত রাজার মায়াদহে উপস্থিতি

॥ পাহিড়া ॥

[৯৫]

নৃপ কোপে লাফ দিয়া উঠে চাপিয়া গজের পিঠে
সাধু সনে করিয়া বিবাদ।
খাটিল ধবল ছত্র আগে পাছে পাত্র মিত্র
ঘন শিঙ্গা বরঙ্গো নিনাদ ॥
রাউত মাহুত পতি জিন করে ঘোড়া হাতী
পবন জিনিয়া যার গতি।
গায় দিয়া আঙ্গরেখি কেবল নয়ন দেখি
মাথার টাটুনি নানা ভাঁতি ॥
বীর সাজিল রে দুর্ব্বার পাটনেশ্বর
মায়াদহে দেখিতে পদ্মিনী।
সাধু অসম্ভব্য কহে গজ গিলে মায়াদহে
কনক নগরে সীমন্তিনী ॥
গুড় গুড় দগড় বাজে পাইক সকল নাচে
কোন জন গোঁফে দিই তোলা।
কেহ বহে ধনু শর নেঙ্গা খাণ্ডা করতল
কাহার গলায় রত্নমালা ॥
চন্দন তিলক ভালে নৃপতিনন্দন চলে
কুমতি তাহার জ্যেষ্ঠ ভাই।
রণবজি হাথে টাঙ্গি খাণ্ডা ফলা শেল সাঙ্গি
পাইক সকলে ধাওয়াধাই ॥
কেহ পেলি খাণ্ডা লোফে মাথায় মুকুট শোভে
কোন জন বহে তরোয়ারি।
হাণ্ডিয়া চামর ঢাল হাথে করি বাজাল
রড় দেই সময়বেহারী ॥
ঘন পড়ে দামাসিজি ঢাকিল কিরণমালি
তৃতীয় ভুবন কাঁপে ভয়।
চলিল রাজার ঠাট চল্লিশ দিনের বাট
আগে পাছে গণন না হয় ॥
রত্নমন্দির আয় রাজার কামিনী যায়
সঙ্গে লৈয়া যত পরিজন।
সধবা বিধবা নারী প্রতি নায়ে সারি সারি
আগে পাছে করিল গমন ॥
আগে যায় কতোয়াল খর খাণ্ডা বহে ঢাল
লাফ দেই নৃপসন্নিধানে।
তার ভাই মহামূঢ় ময়গল গজারূঢ়
অধিকার যার রাত্রি দিনে ॥
ধাইল তাহার বল ভেরি বাজে অবিরল
কাঁসর মধুর যন্ত্র বেণী।
[৯৬ক] শ্রীযুত মুকুন্দ কহে উপনীত মায়াদহে
কোথা গজ নগরপদ্মিনী ॥০॥

রাজার সাক্ষী তলব

॥ সুহই রাগ ॥

তোমার পয়ান শুনি পলাইল পদ্মিনী
নগর লুকাইল মায়াদহে।
দেবতা সুরের জায়া আছিল পাতিয়া মায়া
আমার বচন মিথ্যা নহে ॥
অবনীনাথ নিবেদিল তোমার চরণে।
দেখিল আপন আঁখি হয় নয় আছে সাক্ষী
নিবেদিয়া বুঝ তার স্থানে ॥ধ্রু॥
তুমি রাজা পুণ্যবান ভাল মন্দ আছে জ্ঞান
পরাজয় না ভাবিহ মনে।
ঠাকুর সেবকে বাদ অতি অনুচিত নাদ
অক্রোধ নহ কি কারণে ॥
কে তোমার আছে সাক্ষী আনহ সংপ্রতি দেখি
বলুক আমার সন্নিধানে।
যদি সে দেখিয়া থাকে সর্ব্বরাজ্য দিব তোকে
আর বসাইব সিংহাসনে ॥
শুন হে পৃথিবীপাল যশমস্ত কর্ণধার
সাক্ষী আমার এই ভাই।
শ্রীযুত মুকুন্দ ভনে চণ্ডী সুপ্রসন্ন জনে
সকল ভুবনে পরাজই ॥০॥

সাক্ষীর অস্বীকৃতি

॥ বিভাস ॥

নাবিক ভাই যথোচিত বলহ সভায়।
তোমার বচন শুনি দুইজনে হারি জিনি
ছোট বড় নাহিক ইথায় ॥ধ্রু॥
অনায়াসে পুণ্য পাপ অর্জ্জনে নরক লাভ
উভয় দেখিয়া সত্যবাণী।
কনক নগরে নারী মায়াদহে গিলে করি
দেখিলে কি না দেখিলে তুমি ॥
মায়াদহে হেমপুরে যুবতী কুঞ্জর গিলে
সাধু বলে হইয় তুমি সাক্ষী।
গন্ধবণিক জাতি কহে শুদ্ধ ভারতী
আপন নয়ানে নাহি দেখি ॥
সাক্ষীর বচন শুনি আদেশিল নৃপমণি
সাধুকে করহ লৈয়া বধে।
কবিচন্দ্র কহে শুন ডিঙ্গা লোটে যত জন
নৃপতি চাপিয়া গেল রথে ॥০॥

ডিঙ্গা লুণ্ঠন

ধর ধর বলে ঘন ঘন শিঙ্গা পড়ে।
ডিঙ্গার উপর কেহ লাফ দিয়া চড়ে ॥
নায়ের নফর যত নাহিক প্রতিভা।
ডিঙ্গা হৈতে পেলে কারে দিয়া টুটি চিপা ॥
আই বাপু [৯৬] রাওয়ারাই হৈল মহাহট্ট।
নারিকেল লুটে কেহ ধোকরার চট্ট ॥
মার মার বলে কেহ কার চুলে ধরে।
ধবল কাপড় কেহ লুটিল তসরে ॥
কেহ চিনি লুটে কেহ তসরের সূতা।
পিপ্পলি পিত্তল কাংস্য লুটিল স্বকুতা ॥
ঘোড়া পিড়া লোটে কেহ মূল নাহি যার।
পঞ্চ রত্তন লোটে রত্নের ভাণ্ডার ॥
ব্যাঘ্র ভল্লুক যত আছিল বানর।
নানারূপ পক্ষগণ ছাগল কুঞ্জর ॥
যুঝার গারড় খাসী তেলঙ্গা ছাগল।
আজ্ঞা দিয়া কোটোয়াল লুটিল সকল ॥
নায়ের নফর যত জল জল চাহে।
জীবনে কাতর বড় বাঙ্গাল পালায়ে ॥
পথে বাগ পাইয়া কেহ কারে মারে কিল
না মার চরণে পড়োঁ হও ধর্ম্মশীল ॥
সানন্দা আনন্দা গৌরীবর তিন ভাই।
আর যত বাঙ্গাল রহিলা ঠাঞি ঠাঞি ॥
একত্র হইয়া কান্দে পাঁচ সাত জনে।
রমানাথে রক্ষ দেবী কবিচন্দ্র ভনে ॥০॥

বাঙ্গালদের খেদ

কান্দে রে বাঙ্গাল ভাই বাফই বাফই।
কুক্ষণে আসিয়া প্রাণ বিদেশে হারাই ॥ধ্রু॥
আর বাঙ্গাল বলে মোর গায় নাহি বল।
আমার জীবনধন এত রে হিন্দল ॥
আর বাঙ্গাল বলে ভাই মিথ্যা কৈলু দ্বন্দ্ব।
পুরুষ সাতের মুই হারানু কাসন্দ ॥
পলায় বাঙ্গাল যত পেলাইয়া সোনা।
হেট মাথা করি রহে কাকতলিমনা ॥
আর বাঙ্গাল বলে ভাই হইনু অনাথ।
সর্ব্বধন হারাইলু হুকুতার পাত ॥
আর বাঙ্গাল বলে মুঞি হইলু হুতাশ।
জীবনে কাতর মুঞি হারালু বাওয়াস ॥
আর বাঙ্গাল বলে রে কহিতে বড় লাজ।
হলদি গুঁড়াগুলি গেল জীয়া কোন কাজ ॥
হলদি হুকুতা পাতা হিন্দল হুক্কই।
মজিল সকল ধন কেমতে কুলাই ॥
আর বাঙ্গাল বলে ভাই এই হৈল গতি।
দুর্ব্বার পাটনে মৃত্যু লিখিয়াছিল বিধি ॥
[৯৭ক] যুবতী যৌবনবতী ছাড়িলু কি রোষে।
আর বাঙ্গাল বলে দুঃখ পাই গ্রহদোষে ॥

ইষ্টমিত্র কুটুম্বে লাগিল মায়া মো।
আর বাঙ্গাল বলে না দেখিল মাগু পো॥
কপর্দ্দক হেতু পরাধীন যেই জন।
আর বাঙ্গাল বলে তার বিফল জনম॥
কেনি বা আইলু ভাই খাইয়া আপনা।
বিপাকে মজিল মোর দুষ্কৃতার মনা॥
শিশু সাধু কিছু নাহি বুঝে হিতাহিত।
রাজার সভায় কেনি কহে বিপরীত।
আর বাঙ্গাল বলে যেই জন নাহি বুঝে।
ক্ষিতিতলে মরিলে প্রকৃতি নাহি ঘুচে॥
বাঙ্গালের বচনে সাধুর দ্রবে মন।
সজল নয়নে বলে বিনয় বচন॥
না মার সেবকে শুন প্রহরাষ্টপতি।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে মধুর ভারতী॥০॥

গুণদত্তকে বধের জন্য আনয়ন

॥ ছন্দ ॥

সাত ডিঙ্গা লুটিল পাইল বহু ধন।
ঢাক ঢোল বরঙ্গো তেথাই ঘনে ঘন॥
ময়গল শ্রুপ শ্রবণে নিশাপতি।
খগরাজ তুরগে রাউত সেনাপতি॥
মহাহট্ট পদাতি সারথি মহারথী।
রাজার আদেশে চলে বধিতে বিরোধী॥
পরদেশী সাধুর কাঁকাল্যে দিয়া ডোর।
উপনীত শ্মশানে করিল যেন চোর॥
নৃমুণ্ডমালিনী দেবী হরসহচরী।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে সেবিয়া ঈশ্বরী॥০॥

কোটালকে অনুরোধ

করুণা॥

কোটাল

বাপ গেল দেশান্তর যুগল জননী মোর
অনাথিনী নিবসে মন্দিরে।
ছলিল ত্রিপুরা মোরে যুবতী কুঞ্জর গিলে
মায়াদহ কনকনগরে॥

আমি

থাকিব সেবক হৈয়া তোমার কম্বল বইয়া
যদি রাখ জনকের পুণ্যে।
আমি সাধু ধনবান ভাল মন্দ নাহি জ্ঞান
পশু যেন নিবসে অরণ্যে॥

কোটাল ভাই অক্রোধ নহ কি কারণে।
আদেশে করিলে বধ জানসি পাতক যত
তোমা কে বুঝাব অন্য জনে॥ধ্রু॥
আদেশহ দেশে যাই দেখি মাতা শোন ভাই
মায়ের সতিনী সত্যবতী।
কেহ আগে কেহ পাছে অবশ্য মরণ আছে
শ্মশানে মরিলে [৯৭] নাহি গতি॥
জননী পৃথিবীনাথ কৈল মোরে প্রতিষেধ
আসিবারে দুর্ব্বার পাটন।
ঠেলিল তাঁহার বাক্য তেঞি রাজা প্রতিপক্ষ
বিধি কৈল অকালমরণ॥
নিবেদি করিয়ে সেবা রাখিবে বধিবে কিবা
এক বাক্য বলহ নিশ্চয়।
শুনিঞা তোমার মুখে জলে নিমজ্জিব সুখে
তবে যে তোমার মনে লয়॥
বলে নিশীশ্বর সত্য তুমি নৃপতির বধ্য
রাখিতে আমার কোন বল।
মুকুন্দ আচার্য্য বাণী রমানাথে নারায়ণী
অবিরত করিবে মঙ্গল॥০॥

কোটালের কাছে প্রাণভিক্ষা

সুহই রাগ।

কোটাল কহি তোরে এক কথা।
পুণ্য বড় ধন কহে মুনিজন
না কাটিহ মোর মাথা॥ধ্রু॥

যুগ নামে কলি পাপ ইথে বলী
সঙ্কটে ধর্ম্ম বিচার।
আপাত মধুর দেখ যত নর
পশ্চাত না গণে আর॥
মুনিগণ বলে বৃক্ষ না পাকিলে
বৃষ্ঠি ফল নাহি ছাড়ে।
না দেখিলে কহে॰ কভু হেন নহে
বাত বিনা পাত নড়ে॥
যত দেখ জন্তু বধ কৈলা কিন্তু
অল্প পাপ বিমোচন।
মানুষ কাটিলে মহাপাপ হয়
যদি নহে দুষ্টজন॥
জলে ধনালয় আর এক ছয়
নিঞা রাখ মোর জিউ।
মা বাপের পুণ্যে মেলি যত সৈন্যে
আজ্ঞে দেহ ঘরে যাউ॥
সাধুর ছাওয়াল তেরি প্রাপ্তিকাল
সাহস না ছাড় চিত্তে।
দৈবের লিখন না যায় খণ্ডন
নাহি রাখো কাকুর্ব্বাদে॥
দানবদলনী হরের গৃহিণী
সঙ্কটে যে জন ভজে।
যদি থাকে দয়া রক্ষিবে বিজয়া
রচিল মুকুন্দ দ্বিজে॥০॥

গুণদত্তের ভগবতী-পূজা

॥ ছন্দ ॥

স্নান করিয়া জলে সাধুর কুমার।
জাহ্নবী মৃত্তিকা ভালে ভূষিল কপাল॥
গলায় তুলসী দিল বৃহদের দাঁত।
বিচারিয়া করিল পবিত্র কুশ হাথ॥
আচমন করে পূর্ব্বমুখে বৃহি ভাল।
পুণ্ডরীকনয়ান স্মরয়ে তিনবার॥
যেমত আছিল বিধি বেদ নিবন্ধন।
দেব ঋষি ভীষ্ম জল প্রত্যক্ষে তর্পণ॥
পিতৃমাতৃকুল বন্ধু নৃপ গুরুজনে।
খেলার সংহতি যত জন পড়ে মনে॥
জল দিয়া [৯৮ক] পরিতোষ করিল তর্পণে।
অধোমুখী হইয়া ভাবে সাত পাঁচ মনে॥
সত্যবতী বিমাতা রুক্মিণী জন্ম ভূরি।
স্মঙরিতে মনে পড়ে আর পানী চেড়ি॥
কেমন কুখেনে আমি আইলু পাটনে।
অনাথ হইল পুরী আমার মরণে॥
আপনি পাতকী কি বলিব নারায়ণে।
ভগবতী বলি অর্ঘ্য দিল বিরোচনে॥
নৃমুণ্ডমালিনী দেবী হরসহচরী।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে সেবিয়া ঈশ্বরী॥০॥

গুণদত্তকে রক্ষার জন্য দেবীর শরণ

সুই রাগ॥

স্নান করিয়া জলে উঠিল গিয়া কূলে
মলিন যেন শশিকলা।
জাহ্নবী মৃত্তিকা ভালে যুগল বসন পরে
গলায় তুলসীর মালা॥
পাখালি দ্বিচরণ করিল আচমন
মায়ের বোল পড়ে মনে।
বিপত্তিবিনাশিনী বিশাল ত্রিনয়নী
কৈলাস তেজহ স্মরণে॥
হরি হরি হরি রক্ষ মাহেশ্বরি
সেবকে হও অনুবল।
অধর্ম্মে দহে তনু মিথ্যা মুঞি কহিনু
মরণ ধরিলেক ফল॥
গন্ধর্ব্ব সরোবরে বকুল তরুতলে
শ্মশানভূমি সন্নিধানে।
দক্ষিণে বহে বাত কোটাল খড়্গ হাথ
অল্প অপরাধে হানে॥

সারথি তুমি যার মন্মথ হয়ে তার
এ বড় দেখি বিপরীত।
তেজিয়া মুনগর শ্মশানে অবতর
বিপত্তিকালে কর হিত॥
শক্তিরূপা ত্রয়ী জননী কৃপাময়ী
সকল জনে কর দয়া।
অভয়া মহামায়া নাম তরুছায়া
বলতি নাম সর্ব্বজয়া॥
বিশেষে অনুগত সেবকে করে বধ
তোমারে কে বলিব ভাল।
তুঁ হিমাচলসুতা হৃদয়ে নাহি ব্যথা
ত্রিদেব লাজে হব কাল॥
না জানি তব পদ পূজিব কোন মত
তোমার অগোচর নহে।
শ্রীযুত রমানাথে রক্ষ ভগবতী
শ্রীযুত মুকুন্দ ভনে॥

দেবীর চিন্তা

মাতা রক্ষ রক্ষ ত ত্রিপুরা।
কোন দোষে বধে দাসীর সুতে
কাতর জীবন মেরা॥
প্রবল চঞ্চল রাজ কোটোয়াল
ঘন গোঁফে দেই তোলা।
দেখি শুষ্ক মুখ কান্দে সর্ব্বলোক
গলায় তুলসীর মালা॥
কোটোয়াল ঘন খড়্গা পুনঃপুন
ছোঁয়ায় শ্রবণমূলে।
বলে ওরে নর সাহস না কর
টানিঞা ধরিল চুলে॥
মলয় পবন ঘূর্ণিত লোচন
ত্রিপুরা চিন্তিল মনে।
মস্তক কন্দর করিল অন্তর
কোটালিয়া সাধুজনে॥
ভগবতী বিনে আর নাহি মনে
শ্রীযুত মুকুন্দ ভনে।
আসনে কমলা সেবক বৎসলা
টল টল ক্ষণে ক্ষণে॥০॥

দেবীর অমলাবতীকে কারণ জিজ্ঞাসা

॥ সিন্ধুড়া॥

ঝটিতি অমলাবতী কহল রূপসী।
ত্রিভুবনে দুঃখ পায় কোন দাস দাসী॥
আজু কেন সখী মোর বিরস হৃদয়।
আতপে বিদরে কেন শুষ্ক জলাশয়॥
আসনে বসিতে আমি করি টল টল।
নয়ানকমলে ক্ষেণে ক্ষেণে খসে জল॥
ভকতবৎসলা [৯৮] সদা অভয়দায়িনী।
সেবক লাগিয়া আমি অনন্তরূপিণী॥
পর্ব্বতনন্দিনী জয়া প্রসিদ্ধ শঙ্করী।
ত্রিভুবনে জানে চারিদশলোকেশ্বরী॥
রণে বনে রাজস্থানে কানন দুর্গমে।
যদি মোরে স্মরে বৃক্ষপতন মরণে॥
অপরাধ বিবাদে নৃপতি যদি কাটে।
আপুনি রক্ষিব তারে বিষম সঙ্কটে॥
চণ্ডীর বচনে সখী ব্রহ্মে দেই মন।
যাহার প্রসাদে প্রকাশিত ত্রিভুবন॥
কঠিনীর রেখা পাতে কৈলাস পর্ব্বতে।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে ভগবতীপদে॥০॥

অমলাবতীর গণনা ও কারণ বর্ণন

॥ ছন্দ॥

সুমুখী অমলাবতী সেবিয়া ঈশ্বরী।
দেবযোগিগণে দেখে দেবতার পুরী।
প্রথমে গণিল যত অষ্টলোকপাল।
রজনী দিবস গণে নরের বিচার॥

দেবতা দানব প্রেত ভূত নিশাচর।
সরস্বতী গণে যক্ষ পিচাশ কিন্নর॥
রাত্তির ঈশ্বর কামদেব ঋতুধ্বজ।
অনন্ত হৃদয়ে অষ্ট গণিল দিগ্‌গজ॥
দশ বিশ দেব গণে একাদশ রুদ্র।
আদিত্য দ্বাদশ সপ্ত গণিল সমুদ্র॥
গণে ব্রহ্মা নারায়ণ শিব যমপুর।
অষ্ট বসু গণে আর তাহান তাকুর॥
সনকাদি মুনি গণে নারদাদি ঋষি।
অরুন্ধতী বসিষ্ঠের যুবতী রূপসী॥
চন্দ্র তারা গ্রহ গণে গগনমণ্ডলে।
কূর্ম্ম বাসুকি নাগ লোক রসাতলে॥
জলজন্তু গণিল কুম্ভীর অবিশাল।
হাঙ্গর মকর গণে মৎস্য ঘড়িয়াল॥
পুণ্যশরীর বলি অমরের নাথ।
হরির কিন্নর দৈত্য গণিল প্রহ্লাদ॥
ক্ষিতিতলে তৃণ তরু পশু নদী নদ।
প্রত্যক্ষে গণিল পক্ষ যতেক পর্ব্বত॥
গাণল অনেক নর দেখিতে না পায়।
সভয় অমলাবতী হৃদয় শুখায়॥
ধেয়ান করিয়া পুন ব্রহ্মে দেই মন।
প্রসন্ন দেখিতে পায় সকল ভুবন॥
শুন শুন ভগবতি মোর এক বাক্য।
জ্ঞানলোচনে আমি দেখিল প্রত্যক্ষ॥
ধূসদত্ত নাম তার দ্বিতীয় রমণী।
তোমার ব্রতের দাসী সুমুখী রুক্মিণী॥
তাহার নন্দন [৯৯ক] সাধু বুঝে নানা কলা।
পড়িবারে গেল নৃপতির শাস্ত্রশালা॥
অধ্যাপকপ্রধান পণ্ডিত গৌরীবর।
গালি তারে দিলেক জারজ কহুত্তর॥
গুরুর বচনে সাধু মনে বাড়ে ক্রোধ।
উপবাসী থাকে সাধু না মানে প্রবোধ॥
জননী কথিল মিথ্যা কর পরিতাপ।
দুর্ব্বার পাটনে তথা আছে তোর বাপ॥
মায়ের বচনে সাধু বাপের কারণে।
বহিত্র সাজিয়া যায় দুর্ব্বার পাটনে॥
মায়াদহে দেখাইলে যুবতী নগরে।
বিবাদ করিল গিয়া নৃপপদতলে॥
হারিলেক সেই সাধু সাক্ষীর বচনে।
তারে বলি দেই রাজা দক্ষিণ মশানে॥
জীবনে কাতর সাধু দাসীর নন্দন।
মরণ সময়ে চিন্তে তোমার চরণ॥
কি বল কি বল ক্রোধে কাঁপে ভগবতী।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে মধুর ভারতী॥ ॥

দেবীর ক্রোধ

॥ সারঙ্গ রাগ ॥

শুনিঞা সখীর কথা সঘনে কাঁপয়ে মাতা
দাসীসুতে বধে কোন্ দোষে।
সিংহ ব্যাঘ্র পিঠে চাপে চৌদ্দ ভুবন কাঁপে
অষ্টাদশ ভুজ ধরি রোষে॥ধ্রু॥
ত্রিদেবনগরে রাজা সে করে আমার পূজা
দেবগণে ক্ষেমি অপরাধ।
আমার দাসীর সুতে শ্মশানে দুর্ম্মুখ বধে
মানুষ হইয়া করে বাদ॥
চঞ্চল যুগল নেত্র লোমাঞ্চিত সর্ব্বগাত্র
ঘর্ম্মজলে পূরিল শরীর।
মহিষ নিশুম্ভ শুম্ভ তারেধিক করে দম্ভ
দুর্ম্মুখ নৃপতি মহাবীর॥
ধনুক দুর্জ্জয় শেল সুবর্ণ মুদ্গর বেল
ডাবুশ কর্প্পর খর কাতি।
করযুগে খাণ্ডা ফলা গলায় নৃমুণ্ডমালা
সাজ সাজ বলে ভগবতী॥
গায় দিয়া আঙ্গরেখি কেবল নয়ান দেখি
[৯৯] করতলে ডাবুশ দোয়াড়।
কমণ্ডলু নাগপাশ কুলিশ বিষম ত্রাস
শঙ্খ চক্র গদা যমদাড়॥

উরিল ডামরুদাই হাথে অস্ত্র ফলা নাই
ঘাটু ঘাটু শুমা ক্ষেত্রপাল।
ত্রিপুরার তুই পায় প্রণাম করিয়া কয়
শতেক পূরিল আজিকার॥
জয়শঙ্খ বাজে দণ্ডী মেলাই ক্ষেপাই চণ্ডী
নন্দী মহাকাল হনুমান।
চাপিয়া মহিষপিঠে যম চাহে কোপ দিঠে
যমদূত করিল পয়ান॥
উৎকট বিকট চণ্ড হাথেতে কনকদণ্ড
পূর্ব্বদিগে ধায় দানাগণ।
পরিয়া বকুলমাল ঘন দেই করতাল
নাচে গায় হরষিত মন॥
পশ্চিমে ধায় দানা নেকাচোকা তুই জনা
পাগল চাঙ্গনা রণমুখী।
ঝিঘন ঝিঘন কায় উর্দ্ধবাহু করি ধায়
উজ্জ্বল দশন ক্ষুদ্র আঁখি॥
উত্তরে ধায় দানা নাম কেদারবানা
নিরবধি বলে হান হান।
নেকাচোকা ভেকা ভুলা গলায় ওড়ের মালা
দাণ্ডায় চণ্ডীর বিদ্যমান॥
পোড়ানিলা কান্তাগুণা দক্ষিণে চলিল দানা
লোহার মুষল হাথে ডাঙ্গ।
বাজায় বিষম ঢাকি দেবগণে ডাকাডাকি
লাফ দেই দশ বিশ জাঙ্গ॥
ঘাঘর নূপুর ধ্বনি সুবলিত বেণু শুনি
উরুমাল বাজে ঝম ঝম।
আনন্দিত মহামায়া সাহুন গাহন ছায়া
আৎসাদিল রবির কিরণ॥
ধর ধর মার মার ঘোরতর অন্ধকার
পেলিয়া দানব অস্ত্র লোকে।
দিনমণি সম করি নয়ন উজ্জ্বল করি
হরিষে চলিতে ক্ষিতিলোকে॥
চারি দিগে ধায় পেতি বদনে জ্বালিয়া বাতি
সচকিত গিরীন্দ্রনন্দিনী।
মুণ্ডহীন কবন্ধসার না বুঝি কি অবতার
কিচি কিচি ঘন করে ধ্বনি॥
[১০০ক]প্রেত ভূত পিশাচিনী সতে করে জয়ধ্বনি
শ্মশানে পাতিতে অবতার।
চণ্ডীপদ সরোরুহে শ্রীযুত মুকুন্দ কহে
ত্রিদেবে লাগিল চমৎকার॥০॥

দেবীর মর্ত্তলোকে গমন

॥ ছন্দ ॥

সুমুখী সমুখে থরথর কাঁপে ডরে।
কথিল অমলাবতী সঙ্কোচে চণ্ডীরে॥
অবশ্য করিবে তুমি সেবকের হিত।
না বলিয়া মহেশে চলিবে অনুচিত॥
এ বোল শুনিঞা বলে মহেশের ঠাঞি।
প্রণতি করিয়া নাথ অবনীকে যাই॥
মহেশের ঠাঞি দেবী করিয়া বিদায়।
অরুণ নয়ানে চায় উনমত্ত কায়॥
চাপিয়া সিংহের পৃষ্ঠে উরিলা কমলা।
জলপূর্ণ কমণ্ডলু হাথে জপমালা॥
ঘন পড়ে ঘন উঠে নাহি পায় খেদ।
অবিরত স্ফুরে যার চারি মুখে বেদ॥
শঙ্খ সারেঙ্গ গদা চক্র ধারিণী।
ত্রিভঙ্গ ললিত তনু গরুড়বাহিনী॥
বারাঙ্গী ত্রিশূল টঙ্গ কুলিশ প্রয়াস।
অজিত নাগের ঘণ্টা অজিত কুশপাশ॥
ধরিয়া উরিল চণ্ডী ক্রোধে পঞ্চমুখী।
তৃতীয় নয়ন ধরে হৃদয় বাসুকি॥
মনসিজ দল নর মনসিজ ভুজে।
বিভূতি মাখিয়া দেহে চাপে বৃষরাজে॥
ছয় মুখ হইয়া উরে চাহে কোপ দিঠে।
শক্তি ধরিয়া হাথে ময়ূরের পিঠে॥
নৃসিংহরূপিণী দেবী করিল প্রয়াণ।
বিকট দশন মুখ বজ্র সমান॥

সহস্র নয়ানে চাহে পরিহরি লাজ।
বজ্র ধরিয়া হাথে চাপে গজরাজ॥
বদনে দশন নাহি ছাড়ে ঘোর ডাক।
অরুণ নয়ানে ফিরে কুমারের চাক॥
দেখিয়া বিকট রূপ কাঁপে সুরপুর।
যতেক দেহের লোম হৈল তাঁর শূল॥
[১০০] অমলা বিমলাবতী বৈসে দুই পাশে।
শত শত যোগিনী হইল নাসিকার শ্বাসে॥
কেহ করতালি দেই কেহ পূরে শঙ্খ।
কেহ গীত গায় কেহ বাজায় মৃদঙ্গ॥
পরিয়া বাঘের ছাল কেহ দেই লাফ।
মূলাপ্রায় দন্ত কার মুখে অভিশাপ॥
মুণ্ডে মুণ্ডে পেলে কেহ বস্ত্র পেলি দূরে।
ধাইল কবন্ধগণ জয়শঙ্খ পুরে॥
ঘনসিঙ্গা বরঙ্গো তেঘাই পড়ে কাছে।
দগড় বাজায় কেহ নাচে উৰ্দ্ধ ভুজে॥
কেহ কাট কাট বলে কেহ মার মার।
রবির কিরণ লুকি হৈল অন্ধকার॥
লাফ দিয়া বুলে কেহ কার হাথে মুফি।
ঝুমকি ঘাঘর পায় গায় আঙ্গরেখি॥
তুরগ রড়ায় কেহ কেহ ধবে বাগ।
কনকের টাটুলি মাথায় কারো পাগ॥
মাংসবিরহিত তনু পেটে নাহি আঁত।
কপালে সিন্দুর কার মূলাপ্রায় দাঁত॥
চাপিয়া কুলুপ বুকে হাথে খাণ্ডা ফলা।
বীর ডাক ছাড়ে কার গলে মুণ্ডমালা॥
শঙ্খের কুণ্ডল কানে দাঁত নাহি মুখে।
শূল হাথে করি ধায় অস্থিমালা বুকে॥
দেউটি জ্বালিয়া ফিরে মেলিয়া রসনা।
আকুল চিকুরভার অরুণনয়না॥
শুখানা পুখরি আঁখি দেখি ভয়ঙ্কর।
সুমেরুপর্ব্বত কায় প্রবীণ জঠর॥
কারো হাথে নেজা কারো হাথে তরোয়ারি।
ত্রিপুরার অবতারে কাঁপে ত্রিপুরারি॥
বাম হাথে কর্পর ডাহিন হাথে ছুরি।
বিকটদশনা মুখ ত্রিপুরা সুন্দরী॥
কেহ হুলাহুলি দেই কেহ জয় জয়।
দেবতা চিন্তিল মনে অকালে প্রলয়॥
ধনু শর পেলে কেহ কার বাড়ে রাগ।
ত্রিদশনাথের মুখে না নিঃসরে বাক॥
গগনে মুকুট লাগে বিকট দশন।
গলায় [১০১ক] ওড়ের মালা অরুণ নয়ন॥
বিশাললোচনী বলে চতুরষ্টভুজা।
রক্ষিব দাসীর সুতে লব নিজ পূজা॥
কিচি কিচি করে কেহ বলে ধর ধর।
ধক ধক জ্বলে কার বদনে আনল॥
আমি যারে দিল বর তার পুত্র মরে।
উদ্ধার করিব যদি থাকে যমপুরে॥
বধিব দুর্মুখ রাজা ইথে নাহি আন।
সাজ সাজ বলি চণ্ডী করিল প্রয়াণ॥
কনকরচিত জিন করিবর পৃষ্ঠে।
ক্রোধে অষ্টাদশভুজা লাফ দিয়া উঠে॥
প্রণাম করিয়া বলে অমলা রমণী।
সেবকে বধিলে না পাইবে পুষ্প পানি॥
অমলাবতীর বোলে বলে ভগবতী।
কেমনে লইব পূজা দেহ অনুমতি॥
নৃমুণ্ডমালিনী দেবী হরসহচরী।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে সেবিয়া ঈশ্বরী॥০॥

দেবীর যোগিনীরূপ ধারণ

॥ সুই রাগ॥

জননি তেজ অস্ত্র খর খাণ্ডা ফলা।
দেহ দহে কোপানলে কোন কার্য্যে গলে দোলে
সিংহবাহিনী মুণ্ডমালা॥ধ্রু॥
মানুষ দুর্মুখ রাজা তারে অষ্টাদশভুজা
মূর্ত্তি ধর সমুচিত নহে।

তুমি দেবী ভগবতী এতাদৃশ রূপে গতি
বসুমতী ভার নাহি সহে॥
দেবতা দানব যক্ষ সে নহে প্রতিপক্ষ
কোন ছার রাজার তনয়।
অনেক যতনে সৃষ্টি সাঁচিয়া পীযূষ দৃষ্টি
অকারণে করহ প্রলয়॥
যোগিনীর রূপ ধর আমার বচনে চল
অবিলম্ব দুর্ব্বার পাটন।
শৃগাল কুক্কুরমাংস যাবত না করে ধ্বংস
রাখ গিয়া দাসীর নন্দন॥
মৃত দাসীসুতে প্রাণ দান লৈয়া সাধ মান
যদি মর্ত্ত্যে লবে পুষ্পজল।
চণ্ডীপদ সরসিজে শ্রীযুত মুকুন্দ দ্বিজে
বিরচিল সরস মঙ্গল॥০॥

দেবীর শ্মশানে উপস্থিতি

॥ পয়ার ॥

সখীর বচনে চণ্ডী হরষিত মতি।
হৃদয় ভাবিল ভাল কথিল যুবতী॥
সাম্যমূর্ত্তি ধরে চণ্ডী জয় নারায়ণী।
দশনবর্জ্জিত মুখ কমলা যোগিনী॥
অতি পক্ক মস্তকে আকুল কেশভার।
রুক্ষিতা জড়িত নাঞি সীমন্ত তাঁহার॥
গলে সিংহনাদ কাঁথা হাতে দ্বাদশ।
সিন্দুর তিলক ভালে গলিত বয়স॥
শঙ্খের কুণ্ডল দোলে শ্রবণের মূলে।
রঙ্গিন চুপড়ি শোভে বাম কক্ষতলে॥
ভিক্ষুক যুবতী বেশ শরীর দুর্ব্বল।
[১০১] তুলসী রাঙ্গন পুষ্প লইল ধবল॥
কুরঙ্গনয়ানী দেবী কুঞ্জরগামিনী।
পরিধান করিল ধবল বস্ত্রখানি॥
ধীরে ধীরে চলে দেবী করে টল টল।
দেখিয়া সাহস হইল দেবতা সকল॥
তেজিয়া ত্রিদেব দেব সেবকবৎসলা।
পৃথিবীমণ্ডলে যান সর্ব্বমঙ্গলা॥
দুর্ব্বার পাটনে চণ্ডী করিল গমন।
পথ মাঝে দরশন তরুণ ব্রাহ্মণ॥
গৌরীদাস নাম চন্দ্রশেখরনন্দন।
বিলম্ব করিয়া কহে কথোপকথন॥
গৌরী সনে দরশন বিধির নির্ব্বন্ধ।
হিমগিরিসুতা পাতে তনয় সম্বন্ধ।
প্রশ্ন করে ভগবতী রাজ্যের কুশল।
নৃপতি নির্ব্বাহ কহ কেমত সকল॥
কোন নৃপ করে এই দেশ উপভোগ।
কি নাম দেশের বাছা কহ উপযোগ॥
দুর্মুখ পৃথিবীপতি দুর্ব্বার পাটন।
অপালন নাহি ধনবান প্রজাগণ॥
নৃপতি মুকুটমণি মহা বলবান।
প্রত্যহে পার্ব্বতী পূজে চিন্তে ভগবান॥
কুশলে থাকিহ তুমি সতত নির্ভয়।
দক্ষিণ শ্মশান পথ বলহ তনয়॥
উত্তর কোণ মুখে চল পথে পাবে সঙ্গী।
ত্রিপথ জাঁতিয়া নৃপতির পায়রা টঙ্গি॥
দক্ষিণ করিয়া টঙ্গি যাবে পূর্ব্বমুখে।
ত্রিপুরামণ্ডপ পথে বৈসে মহাসুখে॥
মণ্ডপ দক্ষিণ দিগে কথ দূরে বন।
দক্ষিণ শ্মশানে রাজা বধে দুষ্টজন॥
বিদায় করিল বিপ্র মধুর বচনে।
উত্তর কোণ মুখে দেবী করিল গমনে॥
টঙ্গির নিকটে শিশু বুলে কুতূহলে।
গেণ্ডু কড়ি ভাঁটা টিক নিত্য নিত্য খেলে
কন্দলে আকুল কেহ করে মহা দম্ভ।
বলাবল দেখে চণ্ডী করিয়া বিলম্ব॥
নানা বাদ্য বাজে ভ্রমে সাধুপুত্র সুখে।
সেবকবৎসলা গৌরী যান পূর্ব্বমুখে॥
এইরূপ সকল [১০২ক] নগর মনোহর।
স্ফটিক ধবল কাচ বিরচিত ঘর॥

প্রতি চালে জলপূর্ণ সুবর্ণ কলস।
নানা রঙ্গে ভ্রমে যুবাল্পবয়স ॥
কুক্কুট যুঝায় কেহ বিবাদে গারড়।
নাট গীত গায় কেহ পাতিয়া চাতর ॥
চোকাম খেলায় কেহ করে মহাদর্প।
নয়নগোচর হৈল ত্রিপুরামণ্ডপ ॥
স্নান দান করে কেহ নৃপসরোবরে।
ছাগল মহিষে কেহ চণ্ডী পূজা করে ॥
কৌতুকিত ভগবতী পাইল আনন্দ।
দক্ষিণ শ্মশানমুখে যান মন্দ মন্দ ॥
কাটা গেল গুণদত্ত দাসীর তনয়।
অন্তরে জানিল গৌরী ব্যথিত হৃদয় ॥
কোলাহল শুনি ধায় শ্মশান ভিতর।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরাকিঙ্কর ॥০॥

কোটালের সহিত কথোপকথন

॥ বিভাস ॥

কোটাল আইনু তোমার সন্নিধান।
কুশলে থাক দুষ্ট ভাই পারণার সজ্জ চাই
জঠর পাবকে দহে প্রাণ ॥ধ্রু॥
কহি নিজ দুঃখরাশি গয়া গঙ্গা বারাণসী
মথুরা প্রয়াগ গোদাবরী।
কুরুক্ষেত্র হিঙ্গুলাজ নীলাচলে দেবরাট
কালি ছিলাঙ অযোধ্যা নগরী ॥
যমুনা নর্ম্মদা নদী হিমালয় ভাগীরথী
সাগরসঙ্গম দ্বারাবতী।
কোণার্ক কার্ত্তিকসেতু তমোলিপ্ত জয়কেতু
পর্য্যটন কৈল বসুমতী ॥
আপনার দোষ কহি স্বামীর কুর্পর নহি
সহিতে না পারি কুভারতী।
ধনে কভু নহি বশ ভক্তিভাবে পরিতোষ
সর্ব্বকাল আমার প্রকৃতি ॥

ঘর ছাড়ি অভিরোষে দিন গেল উপবাসে
ধূম্র দেখি নয়নযুগলে।
দিগ দিগ নাহি জানি উচ্চরায়ে কর্ণে শুনি
দানভূমি বুঝি কোলাহলে ॥
[১০২] কুঞ্জর তুরগ দৃঢ় তুরঙ্গম গজারূঢ়
রথ পদাতিক সেনাগণ।
গণিতে নারিল আমি কাননের মাঝে তুমি
কোন কার্য্য একত্র মিলন ॥
কহি আপনার কাজ দূরে পরিহরি লাজ
শরীরে তিলেক নাহি বল।
চণ্ডীপদ সরসিজে শ্রীযুত মুকুন্দ দ্বিজে
বিরচিল সরস মঙ্গল ॥০॥

পারণাদ্রব্য প্রার্থনা

॥ সুই রাগ ॥

সেরেক তণ্ডুল লহ এক চক্র ফল।
কিঞ্চিত লবণ লহ বার্ত্তাকু যুগল ॥
তৃণকাষ্ঠ লৈয়া চল পিঙ্গললোচনা।
বাজারে রন্ধন করি করহ পারণা ॥
ত্রিপুরা কথিল আমি উহা নাঞি চাহি।
পারণার কালে আমি মৎস্য মাংস খাই ॥
ছাগল গারড় দিবি পণ দশ বার।
হরিণ মহিষ গণ্ডা যত দিতে পার ॥
অসংখ্য বোদালি দিবে নব লক্ষ হাঁস।
সরক্ত সহিত দিবি আপনার মাংস ॥
ধর্ম্মবুদ্ধি কোটালিয়া ভয় নাহি মনে।
কাটিয়া পরের বেটা বাঁচিবে কেমনে ॥
রাজ ঐরি কাটি আমি নাহি ধর্ম্মভয়।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরাবিজয় ॥০॥

কোটালের উক্তি

॥ কামোদ রাগ ॥

চল লো যোগিনী কাহার রমণী
কেমন পুরুষের রামা।
দেখিয়া রূপ তোর হৃদয়ে লাগে ডর
বারেক কর মোরে ক্ষমা ॥ধ্রু॥
আসুরী খেচরী রূপসী বিদ্যাধরী
রাক্ষসী দেবতার নারী।
ভ্রমিতে কুতূহলে অবনীমণ্ডলে
মানুষরূপে অবতরি ॥
ললাটে সিন্দুর- রেখ প্রচুর
ভূষিত সুপতি ধনু।
চুপড়ি বাম কাখে লগুড় করে শোভে
পবন ভর করে তনু ॥
তেজিয়া সুনগর কুটুম্ব সহোদর
শ্মশানে আসি উপনীতা।
মলিন মুখশশী বদনে নাহি হাসি
বুঝিতে নারি তব কথা ॥
অস্থির উপর [১০৩ক] চর্ম্ম মাত্র সার
শোণিত আছে কি না জানি।
দেখিল বিপরীত মাংসবিরহিত
সকল কলেবরখানি ॥
দুর্মুখ ভূপাল তাহার কটোয়াল
আইলে মোর সন্নিধানে।
বিশেষে ধর্ম্মভয় কথিল সবিনয়
ভিক্ষার যোগ্য নহে স্থানে ॥
দুঃখিত শিশুজনে গলিত যৌবনে
উচিত কভু কোপ নহে।
ত্রিপুরাপদস্থল কমল মধুকর
মুকুন্দ কবিচন্দ্র কহে ॥০॥

কোটালের প্রতি দেবীর উক্তি

॥ গৌরী রাগ ॥

কোটাল জীবন অসার অসার।
ভাল মন্দ যত কিছু রহে চিরকাল ॥
ভুবিস্বগত গিরিনাথ যোগীর নন্দিনী।
ভূতনাথপ্রিয়া হাম ভক্তসহায়িনী ॥
আইলাঙ ভিক্ষার তরে দেখি বিপরীত।
কোন দোষে কাটা গেল সাধু সুচরিত ॥
সদয় হৃদয় মোর যতই বাসনা।
তোর স্থানে আশু হামু করিব যাচনা ॥
জনকের পুণ্যে মোর দেহ মৃতদান।
পরম সন্তোষে তোরে করিব কল্যাণ ॥
জনমিলে পরাধীন হামু দুরাচার।
পাতকী বিষয় বিধি সৃজিল কোটাল ॥
চলল যোগিনী নাহি বুঝ ভাল মন্দ।
ত্রিপুরাচরণে কহে আচার্য্য মুকুন্দ ॥০॥

উভয়ের উক্তি-প্রত্যুক্তি

॥ সুই রাগ ॥

কোটাল তোর দোষ নাহি নরবধে।
নৃপতির আদেশ সাধু প্রমায়ু শেষ
কাটা গেল আপন বিবাদে ॥
লোকে তোরে ঘোষে ধন্য অদুঃখে অর্জ্জিবে পুণ্য
কুমার লইব আমি দান।
ত্রিভু[১০৩]বনে কোন জনে যাচনা না করি ধনে
আজি তোরে দেখি ভাগ্যবান ॥
যোগিনী যোগিনীসুতা মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা
জানি আমি গুরু উপদেশে।
দেখ তুমি পরতেক করি আমি অভিষেক
সাধু জিয়ে প্রকার বিশেষে ॥
পঞ্চকুল ভিক্ষাসিনী ভ্রম তুমি একাকিনী
শ্মশানে আসিয়া উপনীতা।

জানিল যোগীর ঝি তোমারে বলিব কি
বিপরীত কহ তুমি কথা ॥
কোথা হইতে আইল পাপ মনে দেই পরিতাপ
মুণ্ড করিয়া রহে কোলে।
কপট রাক্ষসী মায়া মৃতজনে করে দয়া
দেখি শুনি নাহি কোন কালে ॥
তুমি জন পুণ্যবান করিবে সাত্বিক দান
হৃদয় আমার হেন লয়।
চিন্তহ আপন হিত যাচকেরে অনুচিত
মন্দ বল নৃপতির ভয় ॥
ভাল মন্দ বিচারণে রক্ষ তুমি রাজস্থানে
শ্মশানে আসিয়া উপনীত।
... ...
কোন কালে না চল বিপথে।
লক্ষ কোটি দেই ধন যদি বলে কুবচন
ফলহীন বলে চারি বেদে ॥
চিকুরবর্জ্জিত মুণ্ড নড়ন দশন তুণ্ড
দুই কাণে শঙ্খের কুণ্ডল।
হাস তুমি খল খল গায় তব নাহি বল
চলিবারে কর টলটল ॥
অস্থিচর্ম্মসার কায়া শুখানা জঠর দেহা
দুই চক্ষু ফিরে নিরন্তর।
দেখিয়া তোমার রূপ হৃদয় বিদরে বুক
প্রাণ মোর করে থরথর ॥
হিতাহিত নাহি জান আমার বচন শুন
[১০৪ক]কলিযুগে দেখ ধর্ম্মপথ।
আমি বাকসিদ্ধা নারী যাহারে কল্যাণ করি
সর্ব্বকাল সেই নিরাপদ ॥
দেব সুর নর যক্ষ যে লঙ্ঘে আমার বাক্য
কভু তার না দেখি মঙ্গল।
চণ্ডীপদ সরসিজে শ্রীযুত মুকুন্দ দ্বিজে
বিরচিল সরস মঙ্গল ॥০॥

কলির অবস্থা বর্ণনা

॥ সিন্ধুড়া ॥

কোটাল আইলাঙ তোমার সন্নিধানে।
ব্রাহ্মণে না দিনু দান না পূজিনু ভগবান
দুঃখ পাই তথির কারণে ॥
পুরাণ ভারত বেদ পড়িলে না ঘুচে খেদ
পণ্ডিত ছাড়িব অনাদরে।
না থাকিব যত সাধু দুঃখে হারিবেক স্বাদ
ভাঙ্গ মদ পোস্ত ঘরে ঘরে ॥
যেবা সাধুজন হয় পরে ধর্ম্মকথা কয়
আপুনি না চলে কোন কালে।
কুলীন কুৎসিত লীন ধনলোভে বুদ্ধিহীন
গঙ্গাজল মিশাব কূপজলে ॥
যুবতী স্বামীর বোলে না চলিব কোন কালে
পুত্র না পুষিব মায় বাপে।
পাতকে নহিব ভয় রাজা হব নির্দ্দয়
প্রজারে পীড়িব নানা বাধে ॥
পরদার পরবিত্ত তথি অনুগত চিত্ত
নিরন্তর পাপে দিব মতি।
বেদপ্রতিষেধ কর্ম্ম আচার না করে ধর্ম্ম
আপুনি বলিব তব শুদ্ধি ॥
যত তীর্থ ঠাঞি ঠাঞি তথি কাটা যাব গাই
দেবতা ছাড়িব অনাদরে।
যেবা কিছু কর্ম্ম করে সভায় বসিয়া বলে
আমাধিক কে আছে সংসারে ॥
ব্রাহ্মণের অন্ন শূদ্র না খাব করিব ছিদ্র
ব্রাহ্মণ করিব কাকুর্ব্বাণী।
তবে কিছু দিয়া ধন তুষিব শূদ্রের মন
পরিতোষে খাব অন্ন পানি ॥
ব্রাহ্মণ বচন কর শূদ্র তার ঈশ্বর
পাচিলে না করে যদি কাম।
হোর দেখ পুরোহিত কার্য্যকালে এক ভিত
বোকচা বান্ধিতে আগুয়ান ॥

[১০৪]উত্তমে অধমে মেলি প্রবল হইব কলি
ভক্তি না থাকিব গুরুজনে।
শূদ্র হব পুণ্যবান ব্রাহ্মণে না দিব দান
যুবতী পূজিব নারায়ণে॥
ব্রাহ্মণী ভজিব শূদ্র তথি জনমিব পুত্র
সেই হব কলির ব্রাহ্মণ।
সাঙ্গানি সহিত ঘর বেহানিকে অনাদর
এই সব কলির কারণ॥
কিছু নাহি বলি লাজে বলিতে অনেক আছে
এমু সম্বরিয়া আছি মুখ।
শ্রীযুত মুকুন্দ ভনে উত্তম অধমে জিনে
এই বড় মনে লাগে দুঃখ॥০॥

দেবীর সহিত কোটালের যুদ্ধ

॥ ধানশী অথ বিভাস॥

কোটাল বলে মার রে যোগিনী বলে মার।
শ্মশান ভিতরে হৈল ঘোর অন্ধকার॥ধ্রু॥
পদাতিক বলে দুঃখ দিলেক যোগিনী।
যোগিনী কোটাল মুণ্ড করে টানাটানি॥
সহিতে না পারি দুইজনে গালাগালি।
বরোঙ্গেতে ঘাই ঘন বাজে রণস্থলি॥
দুরাচার পাঁচে সৈন্য অবিচারে খায়।
নেঙ্গা সিলি শেল মারে ত্রিপুরার গায়॥
কেহ তীর বিন্ধে কেহ হানে অচিরাত।
অতি কোপে ভগবতী পুরে সিংহনাদ॥
কন্ধে মুণ্ডে জড় করি বসিয়া যোগিনী।
কিচিকিচি করে শিবা গিধিনী স্থকিনী॥
ধক'ধক জলে পেতি বদন অবিশাল।
চারি দিগে ধায় দানা না করে বিচার॥
মন্ত্র জপিয়া চণ্ডী ছাড়ে হুহুঙ্কার।
মৃত সাধুসুতে হয় জীবনসঞ্চার॥
যোগিনী কোটাল যুদ্ধ শ্মশান ভিতর।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরাকিঙ্কর॥০॥

কোটালের পলায়ন

॥ শ্যামগয়ড়া॥

শ্মশানে দানবগণ করে অবতার।
হান হান কাট কাট ঘন রব
শুনিঞা লাগিল চমৎকার॥ধ্রু॥
গজ হয় পিঠে বীরবর উঠে
ধানুকী ফলাকার পাশে।
সন্ধান পুরিয়া রহিল পদাতি
ধাইল যুঝিবার আশে॥
নখরাঙ্কুত ভ্রূ চঞ্চল ক্রোষ্ট
কেশরী নিকটে রোষে।
জলধি [১০৫ক] শুষিতে উঠিল পতাকী
তাহা দেখি ত্রিপুরা হাসে॥
গজ কর মুণ্ডার কম্পিত রিপুদল
মাহুত ধরিল নেঙ্গা।
রাউত প্রেত ভূত হানাহানি অদ্ভুত
ধানুকী রিপু করে বেঙ্গা॥
সারথি হাথী রথী রাউত মাহুতপতি
পড়িয়া রুধিরে ভাসে।
ঘন ঘন পড়ে সিলি পায় পায় উড়ে ধূলি
ভেদ নাহি বসুধাকাশে॥
হাথে করি দ্বাদশ যোগিনী দশ বিশ
উরিলা সমরের মাঝে।
ত্রিপুরা নট গুরু ত্রিদেব ডমরু
ডিণ্ডিম শবদে বাজে॥
দেখিয়া যোগিনী পলায় আপুনি
চারি চারি প্রহরের নাথ।
শ্রীযুত মুকুন্দ ভনে ত্রিপুরাচরণে
সাধুসুত গণে পরমাদ॥০॥

রাজসমীপে কোটালের নিবেদন

শুন গো ঈশ্বরী বৃদ্ধের বচন আমার।
পলাইয়া গেলে প্রাণ রহে চিরকাল॥

পড়িল সকল সৈন্য পালায় কোটাল।
যাবত না হয় শ্রুতিগোচর রাজার॥
মহাবল বসুমতীপতির কুমার।
বিষম সঙ্কট দেখি চিন্ত প্রতিকার॥
ভুবনবিখ্যাত জয়া সেবকবৎসলা।
যোগিনী বাশুলী তুমি সর্ব্বমঙ্গলা॥
কোটী কোটী হাথী ঘোড়া অগণিত রথ।
সাজিলে দুর্ম্মদ পলাইতে নাহি পথ॥
নাহি দেখি ধনু শর নেঞা খাণ্ডা ফলা।
একাকিনী জবাফুল নয়ান বিশালা॥
সহজে অবলা গো ঠেলিলে যায় প্রাণ।
যতনে সংহরে রাজা রাজার সংগ্রাম॥
দাসীর নন্দন পুত্র না করিহ ডর।
দেবাসুর তৃণ কোন ছার নরেশ্বর॥
প্রবোধিলা সাধুসুতে রুধিরাকাঙ্ক্ষিণী।
শ্মশানে মুকুন্দ কহে রহিল ভবানী॥০॥

কোটালের রাজসমীপে উপস্থিতি

॥ ছন্দ ॥

যোগিনী সাধুর পুত্রে শুনিঞা মন্ত্রণা।
কোটালিয়া বলে মোরে দৈবের [১০৫] যন্ত্রণা॥
যোগিনী মানুষ নহে জানিল হৃদয়।
রাজার সম্পদ কিবা বিপদ নিশ্চয়॥
রড়ারড়ি যায় বীর কোথাহ ন রহে।
কোটালের নাসিকায় খর শ্বাস বহে॥
উলটিয়া পাছুভাগে ঘন ঘন চায়।
বচন না সরে মুখে হৃদয় শুখায়॥
আকুল চিকুরভার প্রবেশে নগরে।
শক্রধনু মাঝে যেন রক্তকলেবরে॥
দুরবস্থা কোটালিয়া দেখিয়া সভায়।
নগরে নাগরী লোক বিস্মিত হৃদয়॥
বল বুদ্ধি কোটাল বিক্রমে নাহি টুটে।
উপনীত হইল গিয়া নৃপতি নিকটে॥

দণ্ডবত প্রণাম করিয়া পুটাঞ্জলি।
দাণ্ডাইল গিয়া নৃপতির বরাবরি॥
নিবেদন করি শুন বসুমতীনাথ।
দক্ষিণ শ্মশানে যত জন্মিল প্রমাদ॥
নৃমুণ্ডমালিনী দেবী হরসহচরী।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে সেবিয়া ঈশ্বরী॥০॥

দুর্ম্মুখের ক্রোধ

॥ করুণা॥ কৌ রাগ॥

দেব যক্ষ রক্ষত আপন ধরাধর
নিবেদিনু তোমার চরণে।
মোর বাক্য মিথ্যা নহে যোগিনীর রণ সহে
হেন বীর নাহি ত্রিভুবনে॥ধ্রু॥
শুন বসুমতীপ্রভু শ্মশানে বাড়িল রিপু
আমি নিজ সেবক তোমার।
বংশে বংশে কোটোয়াল গোঙাঞিল সর্ব্বকাল
রাজ্যের না দেখি নিস্তার॥
হাথী ঘোড়া পদাতিক বেড়িলাঙ চারি দিগ
মধ্যে পরদেশী সাধুসুতে।
জয় দিয়া তারে হানি হেন কালে নাহি জানি
যোগিনী আইল কোন পথে॥
হাথে দ্বাদশ শোভে রঙ্গিন চুপড়ি কাখে
কোলে করে সাধুর পোথানি।
দেখিয়া তাহার রূপ হৃদয় বাড়িল কোপ
আমি তারে কহিল কুবাণী॥
ক্রোধে ছাড়ে হুহুঙ্কার মৃত সাধু সুকুমার
উঠিয়া বসিল আচম্বিত।
দেবতা সুরের জায়া না বুঝি তাহার মায়া
মহামন্ত্র জানে হিতাহিত॥
[১০৬ক]গজদন্ত ধরি হাথে উপাড়িয়া মারে মাথে
সারথি পালায় রড়ারড়ি।

লাজে মহারথী রহে প্রাণপণে যুদ্ধ সহে
ক্ষিতিতলে যায় গড়াগড়ি ॥
প্রবীণ লোহার ভাজে ঘোড়ার মুখানি ভাঙ্গে
না জানি কে কোথা করে রণ।
রাউত মাহুত পড়ে যেন রম্ভাবন ঝড়ে
অবিরত শুনি ঝনঝন ॥
কুমারের চাক যেন ফিরে তিন লোচন
অতি কোপে অরুণ কিরণ।
দশনবর্জ্জিত মুখে বারেক যে জনে ডাকে
তার দেহে না রহে জীবন ॥
বিপরীত শুনি কথা হৃদয় লাগিল ব্যথা
দুর্ম্মুখ নৃপতি কাঁপে ক্রোধে।
সেবিয়া সারদাপদ আনন্দজনক গীত
বিরচিল মুকুন্দ পণ্ডিতে ॥৩॥

দুর্ম্মুখের যুদ্ধসজ্জা

॥ ঝাঁপামাল ॥

সাজলু রে দুর্ম্মুখ বীরবর
ক্রোধে লাফে প্রসারিত জানু।
তুঙ্গ তুরঙ্গম লোটন রঞ্জিত রেণু সমর্চ্চিত ভানু ॥
বল বৃদ্ধ যোগিনীসুতা চরমুখে শুনি কথা
কলেবরে গলে ঘর্ম্মজল।
ধিক থাকুক জীবন মোর যুবতী প্রবলতর
রিপু ভেল শ্মশান ভিতর ॥
তিরতর কসপুরে সমীর তুরগ খুরে
ঘন দেই ধনুক টঙ্কার।
উরমাল ঝমঝম খড়্গে তার বৈসে যম
ছুরি কাছে হারকের ধার ॥
নীরদ সমীরদ নিরবধি গলে মদ
ফলাকার ধায় আগু দল।
সিঙ্গা বাজে ঘন ঘন গুড় গুড় দগড়ন
রাহ রহি পড়ি কোলাহল ॥

গজতুরগাধিরূঢ় ঊর্দ্ধ করি বান্ধে চূড়
লাফ দেই নৃপ বিদ্যমান।
সমর উৎকট বেশ চকিত কমঠ শেষ
ত্রাসে শচীপতি কম্পমান ॥
লাফ দেই নৃপসুত অভিনব যমদূত
করে ধরি খর করবাল।
বৈরী গঞ্জন দল যেন জলনিধি জল
দশ দিগে ধায় অবিশাল ॥
প্রবীণ সারথি রথী মহাশয় যুদ্ধপতি
বহুতর নৃপ করে মানে।
[১০৬] চণ্ডীপদ পুণ্ডরীক শ্রীমুকুন্দ চঞ্চরীক
কহে রণ করিব শ্মশানে ॥

দুর্ম্মুখের যুদ্ধযাত্রা

॥ ছন্দ ॥

সাজ সাজ বলে বীর দুর্ম্মুখ ভূপাল।
জয় বীরঢাক বাজে ফুকরে কাহাল ॥ধ্রু॥
বাদ্যের শবদে কিছু নাঞি শুনি কানে।
কেমত যোগিনী আছে দেখিব শ্মশানে ॥
যোগিনী বধিতে রাজা করিল গমন।
সচকিত হৈল রাজ্য দুর্ব্বার পাটন ॥
হাথী ঘোড়া পদাতিক পদধূলি উড়ে।
আৎসাদিত হৈল রবি অন্ধকার বেড়ে ॥
প্রথমে চলিল যত নৃপতির হাথী।
অঙ্কুশ ডাবুশ নেঞা পিঠে যুদ্ধপতি ॥
কনকনির্ম্মিত জিন ঘন খেলে ধূলি।
অন্ধকার রাত্রে যেন পড়িছে বিজুরি ॥
সজল জলদ যেন পবনের গতি।
কমঠ বাশুকী ডরে কাঁপে বসুমতী ॥
পাছু তুরঙ্গম চলে সর্ব্ব দেহে পটু।
তিন লক্ষ ঘোড়া তার নব লক্ষ টাটু ॥
রজতের জিন পিঠে সোনার পাখর।
হীরার কড়্যানি শোভে মুখের উপর ॥

বাঙ্গালী পাটের পাগ গমন সত্বর।
বাজন নূপুর পায় হাথেতে চামর॥
যুদ্ধপতি চলে যত শূরবিশারদ।
সারথি সহিত চলে তিন লক্ষ রথ॥
পদাতিক চলে যত তার নাহি লেখা।
প্রধান দলই চলে সিলিদার শেখা॥
তাহার মহিমা আমি কি বলিতে পারি।
সিলির শবদে যার কাঁপে সুরপুরী॥
তাহার গমনে চলে ষোল শত সিলি।
বীরজয়ঢাক কাড়া বাজে লক্ষ ঢুলী।
উঠই ইড়িক ডাল চলে এক লাখ।
পাঁচ শত গণ্ডা চলে তিন লক্ষ বাথ॥
ঢেকি নিয়া [১০৭ক] চলে যত রণে অবিশাল।
লক্ষেক তবকী চলে নিযুতেক ঢাল॥
মদন পাইক চলে পাইকের ঠাকুর।
লক্ষেক ধানুকী চলে রণে মহাসুর॥
সাধাই চণ্ডাল চলে কিরণ কামার।
যাহার প্রতাপে কাঁপে মগধ বেহার॥
আর যুদ্ধপতি চলে কেশব সাহিনী।
বার শত ঘোড়া যার না ছোঁএে মেদিনী॥
ঘন ঘন পড়ে শিঙ্গা বিরল তেঘাই।
পাইক ছাওয়ালে যত করে ধাওয়াধাই॥
মড়িয়া পাটনি চলে তেকড়িয়া তেলি।
হালঙ্গ তেলঙ্গ বঙ্গ চমকিত ডিল্লি॥
ডোমের নন্দন নিতা বলে মহাবলী।
রণারণ ঝাঁপবালা চলিল সিহলি॥
ধরা পরা শিবা মুচি চারি ভাই রতা।
যাহার প্রতাপে কাঁপে কামরূপী মাতা॥
মাধাই কুশল চলে বারই বারণা।
চরণে তোড়রমল্ল ষোল কোশে হানা॥
পেলিলে সরসা মুঠি নাহি ছোএে মাটি।
নিযুতেক নেঙ্গা চলে অযুতেক জাঠি॥
নকড়্যা বাগুদি চলে ছকড়্যা তিয়র।
হাতে নেতফালি শোভে মাথায় টোপর॥
ফলা সাট মারে দুহেঁ হরষিত মনে।
মিলিব সংগ্রাম আজি চণ্ডিকার সনে॥
ধনা কাপড়ি চলে তিন ভাই গদা।
আগু দলে বাস্যা শুনে যুদ্ধের বারতা॥
পায় মোজা দিয়া খোজা অন্তরে হরিষ।
পাখরিয়া চাপে লাখ যুঝার মহিষ॥
ছুটিল মহিষ যেন শূন্যে খসে তারা।
শতেক কাহন পাইক চলিল কাগুরা॥
আপনা আপুনি রাওয়ারাই মহারোল।
আঠার কাহন পোদ দুই লক্ষ কোল॥
ধাইল বাঙ্গাল রাজু হাথে করি শেল।
চৌদ্দ সত্বরা যার চলিল খাস খেল॥
[১০৭] দামা দড়মসা বাজে দগড় কাঁসর।
ষোল শত চলিল রাজার পাট ঘর॥
দোকড়িয়া কুমার চলে তেকড়িয়া হাড়ি।
রণমুখী রাজার বাষট্টি চলে রাণ্ডি॥
ধাইল অনেক সৈন্য না শুনে বচন।
নীচ ভূমি দেখি যেন জলের গমন॥
ঘোড়ায় রাউত চলে রণে মহারঙ্গ।
অনল ঝাঁপিতে যেন উড়িল পতঙ্গ॥
পঞ্চ পাত্র চলিল রাজার কাছে কাছে।
সাহলু গাহলু চলে যেন তালগাছে॥
আপুনি সাজিল রণে জানিল ত্রিপুরা।
অনুচিত যুদ্ধ আমি করিব একেলা॥
হাথে খড়্গ করি চণ্ডী উনমত্ত কায়।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরা সহায়॥০॥

দেবীর যুদ্ধসজ্জা

॥ পঠমঞ্জরী ॥

চণ্ডী রণ সমুৎসুক খড়্গো ঝিকেক ঝক
চিন্তে হরি মৃত্যুঞ্জয়।
উরে নন্দী মহাকাল হনুমান ক্ষেত্রপাল
আজি সৃষ্টি হইল প্রলয় ॥ধ্রু॥

নেঞ্জা তবক টাঙ্গি রণেতে দানব রঙ্গি
কাছিল যুগল খর খাণ্ডা।
ব্রাহ্মণী বৈষ্ণবী সতী মধুমতী ভগবতী
উরে চণ্ডী মৃড়ানী চামুণ্ডা॥
অতি চণ্ডা চণ্ডরূপা চণ্ডোগ্রা প্রচণ্ডতপা
চণ্ডবতী চণ্ডনায়িকা।
বিশালাক্ষী মহামায়া কালিকা বিজয়া জয়া
উগ্রচণ্ডা চামুণ্ডা চর্চ্চিকা॥
শূল হাথে উরে গৌরী মহেশের রূপ ধরি
তৃতীয় নয়ান বৃষবাহা।
সুচ্ছন্দ কবরি বন্ধ তথি শোভে মকরন্দ
বিভূতি ভূষিল সর্ব্বদেহা॥
নরসিংহরূপ তনু করে শোভে শর ধনু
শৃগালবাহিনী শিবদূতী।
করযুগে খাণ্ডা ফলা গলায় নৃমুণ্ডমালা
সাজ সাজ বলে ভগবতী।
অষ্ট তণ্ডুল দূর্ব্বা প্রকৃতি ভাবিনী দুর্গা
দুর্গপ্রভাবিনী শৈলজাতা।
মহিষ নিশুম্ভ শুম্ভ ধূম্রলোচন চণ্ড
মুণ্ডবিনাশিনী জগন্মাতা॥
উন কোটি কাত্যায়নী শ্মশানে নৃপতিমণি
সেনাপতি বেঢ়িল সকল।
চণ্ডীপদসরসিজ শ্রীযুত মুকুন্দ দ্বিজ
বিরচিল সরস মঙ্গল॥০॥

দেবীর যুদ্ধযাত্রা

॥ ঝাঁপামাল ॥

যুদ্ধ অতুল রে [১০৮ক] প্রধান নৃপতিবর
জয়ধ্বনি বিজিত নির্ঘাত।
দানব সংহতি সাধু পিয়ে যত পুষ্পমধু
ভগবতী পূরে সিংহনাদ।
ক্ষিতি ধরণী ভাই পার্শ্বে তুরগ বই
ধানুকী নিকটে ফলাকায়।
সময় সারথি মেলি মথিয়া তবক সিলি
ঢোকানিয়া বহে দাবাদার॥
দিমিকি দিমিকি দণ্ডি মেলাই ক্ষেপাই চণ্ডী
হয়ারূঢ় নন্দী মহাকাল।
পবনজ হনুমান ধনুকের সন্ধান
ফলাকায় রহে ক্ষেত্রপাল॥
রাউত মাহুত যত রথী রণবিশারদ
মুণ্ডাইয়া যায় পদে পদে।
বসুমতীপতিপুত্র খাঁচিয়া ধবল ছত্র
কুঞ্জর তেজিয়া চাপে রথে॥
আনাআনি গালাগালি শ্রবণে লাগিল তালি
আগু হইল প্রধান দলই।
কৌতুকে উরিল চণ্ডী রণে হৈয়া কাণ্ডাকাণ্ডি
ঘন সিঙ্গা বরোজ ভেঘাই॥
গুড় গুড় দগড়ধ্বনি সুনাদ কাঁসর বেণি
রুধিরাকাঙ্ক্ষিনী ভগবতী।
উভয়ত কাট কাট পত্তি মারে ফলাসাট
হাথাহাথি হৈল চর্ম্মপতি॥
দানবের শুনি সিলি সৈন্য করে কিলিকিলি
বৈসে দেবী সরোরুহাসনে।
ত্রিপুরাচরণবর সরোরুহ মধুকর
শ্রীযুত মুকুন্দ সুবচনে॥০॥

যুদ্ধারম্ভ

॥ সুই রাগ ॥

উঠে বীরজয়ধ্বনি সচকিত রণভূমি
শ্বাস বহে ঝঞ্ঝা পবন।
ঘন ঘন ঝন ঝান অস্থিরত হান হান
বিলজ্জিত তিগ্ম কিরণ।
প্রমত্ত কুঞ্জরবর পৃথুতর মহীধর
ডাবুশ হানিল দেবীমুণ্ডে।
হস্ত পদ সাবধান চক্রে করি দুইখান
শুণ্ডে ধরি করিমুণ্ড ছিণ্ডে।

ক্রোধিল ক্ষত্রিয় বল বলে চারি দিগাসল
চাঁদমুখ করিল তুরঙ্গ।
সহিতে না পারে রণ প্রধান দানবগণ
বিমুখ হইয়া দিল ভঙ্গ ॥
ধায় নন্দী মহাকাল ক্রোধে হৈয়া চৌতাল
কাট কাট ছাড়ে বীরডাক।
প্রকূপত [১০৮] রথীবল বাজে সিঙ্গা ভেরি ঢোল
দগড় বরোঙ্গ ভেরি ঢাক ॥
আগে যায় ক্ষেত্রপাল পাতিয়া মহিষা ঢাল
হনুমান পুরিল কোদণ্ড।
পদাতিক রহে সব্ব চরণে তোড়রমল্ল
বেনকে করিল খণ্ড খণ্ড ॥
মাহুত তেজিল হাথী হাথী লোটাইল ক্ষিতি
কামানে বিন্ধিল শূলে দানা।
কারে কেহ নাহি ছাড়ে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে
কাট কাট শুনি ঝনঝনা ॥
পড়িল সারথি রথী শোণিতের বহে নদী
কার নাহি তিলেক বিষাদ।
পত্তি করে কিলিকিলি মথিয়া তবক সিলি
দাবাসিনী যেন বজ্রাঘাত ॥
খর বহে রক্তনদী চমকিত নরপতি
রণমুখী হৈল মহামায়া।
উলানি উঠানি রণ সচিন্তিত দেবগণ
কারে কেহ নাঞি করে দয়া ॥
ভাসে গাণ্ডি মুণ্ডি পত্তি হয় হস্তী চর্ম্মপতি
দানব করয়ে জয়ধ্বনি।
চণ্ডীপদসরোরুহে শ্রীযুত মুকুন্দ কহে
রণভূমি যায় নৃপমণি ॥০॥

দেবীর ক্রোধ

॥ শ্যামা রাগ ॥

রুঠলু চামুণ্ডা চণ্ডী বৈরীমুণ্ড লোটে।
ধনু অসি খরন্তর ধরিয়া কর্পর
চাপিয়া সিংহের পিঠে ॥
শশিচূড়কান্তা সমরদুরন্তা
বিপরীত যুগল চিন্তা।
বিজ্জলিতবসনা বিগলিতরসনা
হরিহর বিক্রম হন্তা ॥
পুলকিতগাত্রা সচকিতনেত্রা
প্রবিকট দশন জ্বলা।
সমরপ্রচণ্ডা স্থলিতকণ্ঠা
বিভূষিত নরশিরোমালা ॥
যোগিনী শঙ্খিনী রণভূ রঙ্গিণী
ঘন ঘন পুরে সিংহনাদ।
ভূতল সঙ্গত নিবদ নিসদ
প্রলয় যেন উৎপাত ॥
আকুলিতচিকুরা জয় জয় মুখরা
প্রলয় মনুজ বরদাতা।
রুধিরাকাঙ্ক্ষিত হৃদয় আনন্দিত
সকল ভুবনজনমাতা ॥
ঘণ্টা ঘোর্ঘোর উর মাল নূপুর
রন রন কম্পিত পৃথ্বি।
বিস্মিত সাধুসুত[১০৯ক] নয়ান নিমেষিত
ত্রিপুরাকৃতি বহু মূর্ত্তি ॥
ঝঙ্কিত কৃপাণা কুলরিপুত্রাণা
আগত দশ দিগে দানা।
শ্রীযুত মুকুন্দ ভনে ত্রিপুরাচরণে
ধরণী তরণি তরবালা ॥০॥

দেবী ও দুর্ম্মুখে যুদ্ধারম্ভ

॥ সারঙ্গ রাগ ॥

ধরণীর ক্ষিতিপাল বহে খর করবাল
যুদ্ধ দেখি দেবতা পলায়।
কোপকূপে হুতাশন কৃপাণি শিখরে যম
হয়খুরে সমীর লুকায়।
তুরগে কুঞ্জরে হানে রাউত মাহুত জনে
সারথি বিরথি দুই দলে।
কারে কেহ নাহি সহে রুধিরে কন্দর বহে
পড়িয়া লোটায় ক্ষিতিতলে॥
মৃদঙ্গ পট্টহ বাজে প্রবন্ধে কবন্ধ নাচে
রণভূমি করে অবতার।
নিহিত দানবমুণ্ড শোণিত প্রভব কুণ্ড
দেবগণে লাগে চমৎকার॥
হান হান করে ধ্বনি পাতালে চকিত ফণী
ত্রিদেব সভয় শচীনাথ।
ঘন বাজিখুর তালি গগনে উঠিল ধূলি
আৎসাদিল দিনকরনাথ॥
চামুণ্ডা মুণ্ডের মালা গলে বাম ভুজে কলা
শাণিত দক্ষিণ করে খাণ্ডা।
নেজা ধরি দুই হাথে তুরগ তেজিয়া রথে
রুষিয়া উঠিল প্রচণ্ডা॥
রুষিল ক্ষত্রিয় বল বলে চারদিগে গেল
এক যোগ করি দশ বিশে।
সন্ধান পুরিয়া বিন্ধে কেহ কারে নাহি নিন্দে
দেখিয়া দুর্ম্মুখ নৃপ রোষে।
ভাবলে উপাড়ে খাণ্ডা হানে হয়ারূঢ় গণ্ডা
হস্ত পদ মাহব নিনাদি।
প্রাণপণে নন্দী রহে দানব সম্মুখ নহে
রথ তেজি পলায় সারথি।
আকর্ণ পুরিয়া ধনু বিন্ধে রিপুজন তনু
পবননন্দন হনুমান।
নেজা খাণ্ডা গজ ঢাল পাতে নন্দী মহাকাল
ঝনঝনা কৃপাণে কৃপাণ॥
পেতি জলে ধক ধক নাচে মৃগ ঋতুক
অস্থি পেশীত টানাটানি।
থেঁথেঁ থেঁথেঁ করে রব ভসলে আগলে সব
কিচিকিচি গিধিনি শকুনি॥
প্রবীণ লোহার ডাঙ্গে ঘোড়া রথখানি ভাঙ্গে
রাউত পাখর ত্রাসে কাটে।
শ্রীযুত মুকুন্দ ভনে দুর্ম্মুখ চিন্তিত মনে
ভঙ্গ দিল নৃপতির ঠাটে॥০॥

দেবী কর্ত্তৃক দুর্ম্মুখের সৈন্যসংহার

॥ বারাড়ী ॥

ত্রিপুরা করতল পেখি রি[১০৯]পু বল
সকল কম্পিত ওলা।
চতুরধিক দশ ভুবন কম্পিত
যুদ্ধ ঝম্পিত ওলা॥
ত্রিপুর ঘাতিনী মহিষমৰ্দ্দিনী
সমরে নাম্বিত ওলা।
নেজা খরতর শিখর কর্পর
কতি দূরে নৃপ ধাওলা॥
উগ্রচণ্ডিকা চামুণ্ডা চৰ্চ্চিকা
কালিকা কাটে মহামায়া।
প্রলয়কালে ঘন ঘোর গরজন
শোণিত পিয়ে শিবজায়া॥
পত্তি গুড়ি গুড়ি মাহুত রড়ারড়ি
রাউত হামাকুড়ি দেওয়ানা।
মুকুন্দ কহে চণ্ডী চরণপঙ্কজ
যুদ্ধে ভঙ্গ দেওয়ানা॥

দুর্ম্মুখের পলায়ন

॥ একপদী ॥

নৃপ অদ্ভুত।
রিপু নিন্দিত॥ধ্রু॥

দূরে কৈল যত লাজ।
ছাড়িল বিক্রম নিজ॥
জীবনে কাতর বড়।
গজারূঢ় দেই রড়॥
নগর সমুখে যায়।
উলটি পাছু না চায়॥
মন্ত্রী যত জন সঙ্গে।
সকল মাতঙ্গ তুঙ্গে॥
হস্তী ঘোড়া পত্তি রথ।
পড়িল আছিল যত॥
পড়িল ধবল ছত্র।
পলায় নৃপতিপুত্র॥
যোগিনীনন্দিনী ডাকে।
শুনিঞা চমক লাগে॥
রহ রহ ক্ষিতিনাথ।
বারেক করহ যুদ্ধ॥
মজিল রাজসমাঝ।
আর জিয়া কোন কাজ॥
সাহস যে নাহি করে।
বিফল জীবন ধরে॥
সবে মরে রণমাঝে।
অমর নাগরি ভজে॥
পৃথ্বিপতি কাঁপে ত্রাসে।
মুখে না ভারতী খসে॥
উপনীত হৈল ঘরে।
কুলুপ দেই দুয়োরে॥
আসনে নৃপতি বৈসে।
পরিজন যত পাশে॥
মুকুন্দ ভনে।
দুর্ম্মুখ চিন্তিত মনে॥

দুর্ম্মুখের আক্ষেপ

॥ বিভাস রাগ॥

নগরে যুবতীগণ মাংসের পসায়।
মায়াদহে পরদেশী সাধুর কুমার॥
আসিয়া কথিল মিথ্যা সভামত যত।
সেই সে হইল মোর বিপদের পথ॥
বিষাদে ক্রন্দন করে বসুমতিপতি।
না জানি ললাটে মোর কি লিখিল বিধি।
পদাতিক রথ যত লেখা নাহি জানি।
কোটী কোটী ঘোড়া হাথী সাজিল আপনি॥
শুনিল সকল না গণিল হিতাহিত।
বিপদ সময় বুদ্ধি হারায় পণ্ডিত॥
[১১০ক]পিতৃপিতামহভূমি দুর্ব্বার পাটন।
রক্ষিতে নারিল আমি ছার কুনন্দন॥
হস্তী ঘোড়া পত্তি রথ পড়িল সকল।
ক্ষিতিতলে একেলা জীবনে কোন ফল॥
অবলা অবল নহে দুর্ব্বল পুরুষ।
বিধাতার বিপাকে পর্ব্বত হয় তুষ॥
পরের গোচর নহে দেখিল আপুনি।
প্রলয় করিল রাজ্য আসিয়া যোগিনী॥
যদি পুন রণে মরি দুঃখ বিমোচনে।
পরে রাজ্য লয় যেন না দেখি নয়ানে॥
পুরুষ লক্ষণ নহে না কর বিষাদ।
উপদেশ কহি শুন বসুমতীনাথ॥
কুঠারি বান্ধিয়া গলে শুন নরেশ্বর।
যোগিনীর ধর গিয়া চরণকমল॥
যদি বা রক্ষিবে রাজ্য জীবে বা আপুনি।
কবিচন্দ্র মুকুন্দ রচিল শুদ্ধ বাণী॥০॥

॥ নিশা পালা সাঙ্গ

দুর্ম্মুখ কর্ত্তৃক দেবীর শরণ গ্রহণ

॥ ছন্দ ॥

পঞ্চ পাত্র বলে শুন নৃপতিনন্দন।
বিষাদে বিক্রম টুটে স্থির কর মন॥
কনকনির্ম্মিত ঘর বিগত বিলাপ।
সমাজের মাঝে রাজা প্রচণ্ড প্রতাপ॥
রাজার রাজ্যের কিবা মঙ্গল ভাবনা।
সাত পাঁচ দশ জনে করয়ে মন্ত্রণা॥
বন্ধু পরিজন বলে যোগিনী অসেব্য।
তাঁহার সম্ভাষে চল লৈয়া ভাল দ্রব্য।
শুনিয়া নৃপতি দেশে পড়িল ঘোষণা।
বিপরীত সজ্জ ধরে গলিতযৌবনা॥
হস্তী ঘোড়া খাণ্ডা ফলা সজ্জে কোন যশ।
নৃমূর্ত্তি যোগিনী নহে বস্তু কুয়ঃপর॥
বুঝিল যোগিনী কভু নহে হীনবল।
ইঙ্গিতে রাজার ঠাট পড়িল সকল॥
সিদ্ধের যোগিনী তাঁর বাক্য ঋদ্ধি সিদ্ধি।
আসুরী খেচরী কিবা দেবের যুবতী।
চরণকমল তাঁর সেবে যেই জন।
কোন কালে নহে তার অকালমরণ॥
শক্তিরূপে ভক্তি করে বিশেষে প্রচুর।
গ্রহদোষে আসন্ন আপদ যায় দূর॥
অনুমানে সুরপতি শচীর সংহতি।
আচম্বিত হইল তথি আকাশভারতী॥
সত্য সত্য শুন রে দুর্ম্মুখ নরেশ্বর।
চিন্ত হস্তী ঘোড়া পত্তি আপন মঙ্গল॥
অসিত বিক্রম দূরে [১১০] তেজ অভিমান।
শ্মশানে পড়িল সৈন্য পাব প্রাণদান।
স্বকর্ণে শুনিল রাজা অন্তরীক্ষবাণী।
নেজা খাণ্ডা ফলা ছুরি তেজিল আপুনি॥
বসুমতীপতিপুত্র মন্ত্রণা সহায়।
সুবর্ণ কুঠারি বান্ধে আপন গলায়॥
গুড় গুড় দগড় বাজে শিঙ্গা বাজে ঘন।
যোগিনী সম্ভাষে চলে নৃপতিনন্দন॥
দামা দড়মসা কাড়া মৃদঙ্গ মাদল।
মর্দ্দক কাঁসর বীণা বাজে অবিরল॥
চলিল দুর্ম্মুখ রাজা করি কোলাহল।
ভুজঙ্গনাথের ফণা করে টলটল।
ঐরাবতারূঢ় ডরে কাঁপে পুরন্দর।
ত্রিপুরা জানিল রাজা জীবনে কাতর॥
সেবকবৎসলা বলে লজ্জা দুই আঁখি।
সরস বিরস যোগীসুতা অধোমুখী॥
প্রধান দুর্নীত পাত্র বুঝে হিতাহিত।
নৃপ সঙ্গে সংগ্রামে শ্মশানে উপনীত॥
দুর্ম্মুখ দুর্নীত রাজা পাত্র দুই জনে।
দণ্ডপাত হইয়া পড়ে যোগিনীচরণে॥
পদাতি সারথি রথী রাউত মাহুতে।
প্রণাম করিয়া ডরে রহে পুটহাথে॥
রুক্মিণীনন্দন বলে জোড় করি হাথ।
দেখ মাতা গলায় কুঠারি ক্ষিতিনাথ॥
যোগিনীচরণপদ্মে লোটায় ভূনাথ।
সেবক দোষের স্থানে ক্ষম অপরাধ॥
পতঙ্গ বাড়বানলে কভু নহে বাদ।
আমার কুগ্রহদোষে ফলিল প্রমাদ।
সিদ্ধের যোগিনী তুমি কিবা মায়া ধরি।
আমি চর্ম্মচক্ষু নর চিনিতে না পারি॥
নিবেদি তোমার পায় আমি পাপী নর।
বিচারিয়া যথোচিত করো ফলাফল॥
রাজার বচনে চারিদশলোকেশ্বরী।
ঈষত হাসিয়া বলে পাতিয়া চাতুরী॥
ত্রিপুরাপদারবিন্দে মধুলুব্ধ মতি।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে মধুর ভারতী॥০॥

দেবী কর্ত্তৃক দুর্ম্মুখের অপরাধ বর্ণন

॥ সুই রাগ ॥

শুন হে নৃপতি স্তুতি না বল সমুখে।
সতত সন্তোষ আমি প্রণত সেবকে॥
পরদেশী সাধু নাহি জানে অবসাদ।
তোমার পাটনে কোন কৈল অপরাধ॥
[১১১ক] মোর দাসীসুতে তুমি তারে দিলে বলি।
ত্রিভুবনে জানে আমি বিবাদে বাশুলী॥
প্রতিপক্ষ জন বুঝে জয় পরাজয়।
আগে খাওা লয় পাছে বলে সবিনয়॥
চিত্রের ছাগল যেন না যায় গণন।
বুঝিতে নারিল আমি সকল দুর্জ্জন॥
হৃদয় কর্ক্কশ মুখে মধুর ভারতী।
কোন কালে নহে তার পরলোকে গতি॥
চাতুরী না করে নর চতুর নিকটে।
মুনিজন প্রমাণ বচন অকপটে॥
অচেতন নরে ভাণ্ডে সচেতন নর।
ভাল মন্দ যত কথা দেবতাগোচর॥
উচিত ভাবিয়া মোরে দেহ শাপ বর।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরাকিঙ্কর॥০॥

দুর্ম্মুখের ক্ষমা-ভিক্ষা

॥ ছন্দ ॥

কি বলিব শুন নৃপ তোমার সেবকে।
অবিলম্বে চল পাছে দেখে ভিন্ন লোকে॥ধ্রু॥
যোগীর নন্দিনী আমি যোগীর কামিনী।
নিষ্ঠুরভাষিণী পঞ্চকুলভিক্ষাশিনী॥
নরপতিশিরোমণি তুমি নররাজ।
প্রণাম করিয়া মোরে কৈলে কোন কাজ॥
রাজা পাত্র কোটয়াল রাজ্যখানি ভাল।
দুর্ম্মুখ দুর্নীত দুরাচার দুরবার॥

প্রতীত না যাই আমি পরের বচনে।
দেখিল শুনিল নিজ নয়ন শ্রবণে॥
যোগিনীর বোলে রাজা কাঁপে থরথর।
মুকুতা গাঁথিল যেন চক্ষে পড়ে জল॥
বিনতি করিয়া বলে চণ্ডীর চরণে।
ক্ষেম দোষ বারেক শরণাগত জনে॥
মায়াবিনী জননী তোমার প্রতি ভয়।
মন স্থির নহে মোর দেহ পরিচয়॥
ত্রিপুরাপদারবিন্দে মধুলুব্ধ মতি।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে মধুর ভারতী॥০॥

দেবীর ক্রোধ সংবরণ

॥ সুই রাগ ॥

শুনি সকরুণ বাণী হরষিত নারায়ণী
পরিচয় দেন ক্ষিতিনাথে।
[১১১]মৃতাসনে ত্রিনয়নী নৃমুণ্ডমালিনী ধনী
সরক্ত কর্পর কাতি হাতে॥ধ্রু॥
অরুণ মণ্ডলোজ্জ্বল কনক কুণ্ডল
শ্রবণে কপোল বিভূষণ।
উজ্জ্বল প্রলয়কালে ললাট নয়ন জ্বলে
রবি শশী সহজে লোচন॥
উদয় যেন কোটী ভানু ঈষত প্রকাশে তনু
কোটী চাঁদ জিনিঞা বদন॥
দুর্ম্মুখ দুর্নীত পাত্র দেখে অতি বিপরীত
গুণদত্ত দাসীর নন্দন॥
সমুদ্র শোণিত জল রত্নবিরচিত ঘর
ত্রিপুরা বসিয়া তথি মাঝে।
বিধি বিষ্ণু মহেশ্বর দেবতা প্রণতিপর
মুকুটে উইলা দ্বিজরাজে॥
অরুণ কিরণ বাস বিকট দশনভাস
মুখর কিঙ্কিণী কটিদেশে।
বিশালাক্ষী দরশনে রাজা পাত্র দুই জনে
মূর্চ্ছিত পড়িলা তরাসে॥

টল টল করে ক্ষিতি সিংহের উৎকট মূর্তি
প্রাণ রাখ জননী নৃনাথে।
অকারণে অচেতন ভয় নাহি নন্দন
ত্রিপুরা ধরিল তার হাথে॥
দেখিয়া যোগিনীরূপ সম্বিত পাইল ভূপ
প্রকাশিত নয়নযুগল।
চণ্ডীপদসরসিজে শ্রীযুক্ত মুকুন্দ দ্বিজে
বিরচিল সরস মঙ্গল॥০॥

দুর্ম্মুখের প্রতি দেবীর আদেশ

॥ পয়ার ॥

প্রণতি করিয়া বলে পৃথিবীর নাথ।
ত্রৈলোক্যজননী মোরে ক্ষম অপরাধ॥
রাজার বচনে দেবী মনে পরিতোষ।
শুন নৃপ তোমার ক্ষেমিল যত দোষ॥
গুণদত্তে দেহ দান আপন দুহিতা।
গুণবতী রূপবতী যার নাম বিদ্যা॥
চণ্ডীর বচনে রাজা হরষিত চিত্তে।
জামাতা বলিয়া পান দিল গুণদত্তে॥
চন্দনের তিলক সুগন্ধি পুষ্পমালা।
দেখিয়া সন্তোষ চিত্ত সেবকবৎসলা॥
শুভক্ষণ হইল আদেশিল ভগবতী।
অধিবাস করাহ যেমত আছে বিধি॥
[১১২ক]বলে নৃপ শুন চণ্ডি মনে নাহি শর্ম্ম।
অশৌচ থাকিতে কভু নহে শুভকর্ম্ম॥
রণেতে পড়িল জাতি যদি পায় প্রাণ।
তবে আমি গুণদত্তে করি কন্যাদান॥
ইঙ্গিতব্য সাধব চণ্ডীর ধরে পায়।
শ্রীযুক্ত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরা সহায়॥০॥

দুর্ম্মুখের দেবীস্তুতি

॥ সুই রাগ ॥

ত্রিপুরা তব পদকমলে প্রণাম।
দাসীর নন্দনে যদি বিবাহ করাবে তুমি
মৃত সৈন্য দেহ প্রাণদান॥ধ্রু॥
যোগিনীরূপিণী সতী ভগবতী কৃপানিধি
তুমি মাতা তৃতীয়রূপিণী।
যে জন তোমারে সেবে কভু দুঃখ নাহি লভে
মুনিজন বচন প্রমাণি॥
মাতা, শৃগাল কুক্কুর বাঘ পিধিনি শকুনী কাক
রক্ত চিল বিবিধ প্রকারে।
করিল রুধির পান তাহার কেমতে প্রাণ
কোনরূপে জীবন সঞ্চারে॥
মাতা, মৃত প্রাণ বল বীর্য্য পাব এই কোন সজ্জ
মায়াবিনী শুন গো জননী।
যার বোলে হয় নয় সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়
দেব সুর নর সিদ্ধা মুনি॥
শুনিঞা সাধুর বোল হাসে চণ্ডী খল খল
কনক কলসে মন্ত্রে জল।
চণ্ডীপদসরসিজে শ্রীযুত মুকুন্দ দ্বিজে
বিরচিল সরস মঙ্গল॥০॥

দেবী কর্ত্তৃক সকলের জীবনদান

॥ পয়ার ॥

জপিয়া ত্রিপুরামন্ত্র ছাড়ে হুহুকার।
মূর্চ্ছিত লোক দশ দিগ অন্ধকার॥
হাড়ে হাড়ে হয় যত দিয়া রড়ারড়ি।
সঞ্চরিল মল মূত্র পবনের নাড়ি॥
মন্ত্রিত জল চণ্ডী পেলিল প্রবন্ধে।
যার যেবা মস্তক লাগিলেক কন্ধে॥
মাংস শোণিত হয় দেহের নির্ম্মাণ।
হস্ত পদ কণ্ঠ মুখ নাক চক্ষু কাণ॥

দশন অঙ্গুলি নথ ভ্রূযুগ সুন্দর।
শ্বাসপবন বহে নহে উজাগর॥
পরমপুরুষ পদ্ম দশশত দলে।
নয়ান মেলিয়া প্রাণী উঠে কোলাহলে॥
দণ্ডবত প্রণাম করে দেখিয়া যোগিনী।
কবিচন্দ্র মুকুন্দ রচিল শুদ্ধবাণী॥০॥

গুণদত্তের সহিত দুর্ম্মুখকন্যা বিত্তার বিবাহ

॥ মঙ্গল রাগ॥

আদেশিল নরনাথ বান্ধিতে ছান্দলা।
অধিবাস করাইল শুভক্ষণ বেলা॥
করিল মাতৃকা [১১২] পূজা গণেশ পূজিয়া
বসুধারা দিল দান মঙ্গল পড়িয়া॥
মৃদঙ্গ পট্টহ বাজে শঙ্খ মাঝে মাঝে।
কাঁসর মুহরি দণ্ডি ডিণ্ডিম বাজে॥
নান্দীমুখ কর্ম্ম আদি কৈল গুণদত্তে।
রাজা রাণী বরিলেক হরষিত চিত্তে॥
রূপসী রাজার কন্যা বিত্তা নামখানি।
গোধূলি সময় দুঁহার করিল ছামুনি॥
দুর্ম্মুখ নৃপতি সাধু দিল কন্যাদান।
অর্দ্ধরাজ্য নানা ধন হস্তী ঘোড়া মান॥
গুণদত্ত বলে দেব দেহ এক দান।
কারাগারে যত বন্দী করিব ছোড়ান॥
জামাতার বোলে সত্য করিল নৃপতি।
অনল পূজিয়া দেখে ধ্রুব অরুন্ধতী॥
বিবাহ দেখিয়া লোক ধনি ধনি ঘোষে।
বর কন্যা নিল ঘরে পরম সন্তোষে॥
কন্যাদান শেষে বাজে অবিরল বীণা।
ব্রাহ্মণ গণক ভাটে দিলেক দক্ষিণা॥
আনন্দে বিহ্বল লোক রাজা রাজরাণী।
বিসরিল যত শোক যোগীর নন্দিনী॥
কন্যা বর একযোগে করিল ভোজন।
যোগিনী যৌতুক দিল সুবর্ণ কঙ্কণ॥
পরিতোষে গেলা চণ্ডী সুরনিকেতনে।
কবিচন্দ্র মুকুন্দ ত্রিপুরাপদে ভনে॥০॥

গুণদত্ত কর্ত্তৃক বন্দিগণকে মুক্তিদান

॥ ছন্দ॥

রজনী প্রভাতে নৃপতি পরিপন্থী।
একযোগে সাধু আনাইল যত বন্দী॥
প্রণাম করিয়া বন্দী দাণ্ডায় দক্ষিণে।
একে একে জিজ্ঞাসিল বসি সিংহাসনে॥
ঘর কোন দেশে বন্দী বলহ নির্ভয়।
কি তোমার নাম তুমি কাহার তনয়॥
কনকনগরে ঘর নাম সিংহরায়।
ছয় মাস আছে বন্দী নাহি কোন দায়॥
জনক গোপালদাস নাহিক সহায়।
নিবেদিল ঠাকুর তোমার দুই পায়॥
সাধুর বচনে কৈল নিগড় মোচন।
চারি পণ দিল কড়ি যুগল বসন॥
সুখে ঘর চল মোরে করিয়া কল্যাণ।
জিজ্ঞাসিয়া করে যত বন্দীর ছোড়ান॥
কারাগারে ধুসদত্ত পরাণের ভয়।
মুষিকের মাটি যত তুল্য দেই গায়॥
ছুটিল অনেক বন্দী নাহি দেখে বাপ।
[১১৩ক] চণ্ডীর চরণে দোষ কত কৈল পাপ॥
আর বন্দী নাহি জিজ্ঞাসিতে কেহ কহে।
গরিষ্ঠ পাপিষ্ঠ এক আছে কারাগৃহে॥
আদেশিল সাধব তুরিত আন তারে।
টুটি চিপা দিয়া তারে পিঠে ঢেকা মারে॥
দুই পায় নিগড় সঘনে পড়ে উঠে।
উপনীত করিল নিঞা সাধুর নিকটে॥
বর্দ্ধমানে ঘর মোর নাম ধুসদত্ত।
জনক উৎসাকর নাম স্বদেশে মহত্ত্ব॥

আইল পাটনে দ্বিজ কবিচন্দ্র ভনে।
দ্বাদশ বৎসর বন্দী আছি অকারণে ॥০॥

ধুসদত্তের মুক্তি

॥ ধানসী রাগ ॥

অকারণে নিরুদ্ধ না করে নরপতি।
কে আছে তোমার ঘরে বল কোন জাতি
যুবতী যুগল মোর আছে এক দাসী।
সুমতি সকল কাল সহজে রূপসী ॥
বণিকের কুলে জন্ম আপনার দেশে।
পরিবার যতেক সুরথ নৃপ পোষে ॥
যুবতী যুগল দাসী বল তিন নাম।
শুনিঞা তোমার মুখে করিব ছোড়ান ॥
এ বোল শুনিঞা বন্দী কহে সত্যবাণী।
সত্যবতী রুক্মিণী আর নাম চেটী পানি ॥
বন্ধন ঘুচাইল তার হৈয়া অনুকূল।
নাপিত আনাইয়া ঘুচাইল নখ চুল ॥
স্নান করাইয়া দিল যুগল বসন।
ব্রাহ্মণরন্ধনে দুহেঁ করিল ভোজন ॥
মুখশুদ্ধি করিয়া বসিয়া একাসনে।
বাপে পোয় পরিচয় কবিচন্দ্র ভনে ॥০॥

গুণদত্তের দেশে ফিরিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন

॥ ছন্দ ॥

সত্যবতী বিমাতা রুক্মিণী সত্য মাতা।
গুণদত্ত নাম মোর তুমি জন্মদাতা ॥
দুই জনে পরিচয় পরিতোষ মনে।
প্রণতি করিয়া ধরে বাপের চরণে ॥
বাপে পোয়ে দরশনে মুখে দেই চুম্ব।
স্বদেশে চলিব বাপা না কর বিলম্ব ॥
রাজার বল্লভা নারী সুমুখী দুর্লভা।
যুবতীর অগ্রগণ্য কলধৌতনিভা ॥
শুনিঞা চিন্তিত মনে কান্দে অধোমুখী।
বিদ্যা নামে দুহিতা বঞ্চিল মোরে বিধি ॥
দুর্লভা জনমভূমি নন্দনের ঘরে।
বিদ্যা নামে রূপসী আইল গন্ধবরে ॥
কে তো[১১৩]মারে কৈল মন্দ কোন পরমাদ।
শুন গো জননী তুমি না কর বিষাদ ॥
জামাতা চলিব দেশে শুনিঞা শ্রবণে।
তোমারে এড়িব হেন নাহি লয় মনে ॥
মায়ের বচন শুনি বলে গুণবতী।
পতি গতি যুবতী সৃজিল সেই বিধি ॥
স্ত্রী পুরুষে দুহেঁ কেহ কারে নাহি ছাড়ে।
মায়ামোহে জনক জননী মন পোড়ে ॥
কহিতে কহিতে খসে নয়নের জল।
মায়ে ঝিয়ে গলাগলি বিষাদে বিহ্বল ॥
মুখে জল দিয়া সখী করায় চেতনা।
দেখিয়া রাজার মনে বাড়িল বেদনা ॥
চেতন পাইয়া বিদ্যা মুখে দেই বারি।
প্রভুর নিকটে গেল লৈয়া সখী চারি ॥
দাণ্ডাইল চাঁদমুখী আতাঞ্জলি দিয়া।
ভোজন করিবে বলে ঈষত হাসিয়া ॥
ভোজন করিব প্রিয়ে ইথে নাহি আন।
স্মরিতে জননী অন্তরে পোড়ে প্রাণ ॥
থাকিবে চলিবে প্রিয়ে কি তোমার মনে।
চলিব আপন দেশে কবিচন্দ্র ভনে ॥০॥

বিদ্যার বারমাসী

॥ কৌ রাগ ॥ বারমাসী ॥

মুকুলিত বকুল সুনাদ পিকবোলে।
স্ত্রী পুরুষে পরিতোষ এক নিকেতনে ॥
নহে অতি তপ্ত নহে অতি সুশীতল।
মলয় পবন বায়ে মদনের বল ॥

আমি রাজার কুমারী কুমারী।
মধুমাসে বঞ্চিব সুখদ বিভাবরী ॥ধ্রু॥
কুসুম সুগন্ধি ফুল চন্দন বিলাসে।
বিদগ্ধ পুরুষ নারী বৈশাখ মাসে ॥
পিকরব রব তরুডালে পাত ঘুচে।
তরুণের মলয়জ তরুণীর কুচে ॥
বুঝ সর্ব্ব কলা নাথ বুঝ সর্ব্ব কলা।
ভুবনে দুর্ল্লভ সুখ মদনের খেলা ॥ধ্রু॥
জ্যৈষ্ঠ মাসের রৌদ্রে জলযন্ত্র ঘরে।
একত্র থাকিব রত্ন পালঙ্ক উপরে ॥
কর্পূর তাম্বূল খাব হাস্য পরিহাসে।
রজনী দিবস গোঙাইব রতিরসে ॥
না ভাবিহ আন প্রভু না ভাবিহ আন।
জীবনে মরণে [১১৪ক] দুহেঁ একই পরাণ ॥
আষাঢ় মাসেতে রবি প্রচণ্ড কিরণ।
দীঘল দিবস তথি তৃষ্ণাকুল মন ॥
সুশীতল পবনে নিদ্রায় চক্ষু ঢুলে।
পুণ্যবতী সে যুবতী পতি যার কোলে ॥
না ভাব বিষাদ প্রভু না ভাব বিষাদ।
ভুঞ্জিবে স্বর্গের সুখ যেন শচীনাথ ॥
তরুণ জলদগণ উরিলা আকাশে।
হুড় হুড় গরজন শ্রাবণ মাসে ॥
বিজুরি বিকশে ঘন দাতুরির ধ্বনি।
বড় পুণ্য যার কোলে নিবসে তরুণী ॥
থাকিব রাত্রি দিনে নাথ থাকিব রাত্রি দিনে
মশারিতে বঞ্চিব রতনসিংহাসনে ॥
ভাদ্র মাসের মেঘে ক্ষিতি জলসাই।
যুবতী হইয়া নাথ তোমারে বুঝাই ॥
দিবা নিশি বরিষে কর্দ্দম প্রতি নাছে।
বিদগ্ধ পুরুষ থাকে যুবতীর কাছে ॥
রাজার নন্দিনী আমি রাজার নন্দিনী।
দাসী হইয়া তোমাকে যোগাব অন্ন পানি ॥
আশ্বিন মাসের মেঘ ক্ষীণ জল বহে।
আনন্দিত লোক ভগবতী প্রতি গৃহে ॥
ছাগল মহিষ মেষ কেহ দেয় বলি।
দশমী পাইয়া লোক করে জলকেলি ॥
শুন একমনে প্রভু শুন একমনে।
বাজাইয়া ঢাক ঢোল যুবতী বাখানে ॥
হিমকর সুখদ মুগধ জলপান।
অর্জ্জনে যতেক লোক করিব পয়ান ॥
কার্ত্তিক মাসেতে ইন্দ্র নাহি ধরে চাপ।
যুবতীর কোলে যুবা পাসরে মা বাপ ॥
নহ অগেয়ান নাথ নহ অগেয়ান।
রাজার জামাতা তুমি বড় ভাগ্যবান ॥
আঘণ মাসের বায়ু সহজে শীতল।
রবিকর সুখদ ঈষত তপ্ত জল ॥
পাষাণকঠিন যুবতীর পয়োধর।
রজনী শয়নে কোলাকুলি বঞ্চে নর ॥
নিবেদি তুয়া পায় প্রভু নিবেদি তুয়া পায়।
বড় দুঃখ হৃদয় তেজিতে বাপ [১১৪] মায় ॥
গুণবতী যুবতী সহজে প্রিয়ম্বদা।
উন্নত যৌবনবতী যাহার বনিতা ॥
ধরণীমণ্ডলে তারে কেহ নহেধিক।
ধনের ঠাকুর যত সকল রসিক ॥
থাকিব বুকে বুকে প্রভু থাকিব বুকে বুকে।
পৌষ মাসের রতি বঞ্চিব কৌতুকে ॥
রজনী বাঢ়ে টুটে প্রতি দিন।
মাঘ মাস যায় দিনে দিনে টুটে হিম ॥
কুন্দ কুসুম ফুটে সকল নূতন।
যুবতী নিকটে যুবা জুড়ায় মদন ॥
বলি সবিনয় নাথ বলি সবিনয়।
এ পাটনে নিবস বৎসর পাঁচ ছয় ॥
ফাল্গুন মাসেতে সভাকার পরিতোষ।
কথ কাল বুঝ শ্বশুরের গুণ দোষ ॥
যথোচিত কহিলে না লয় মোর মনে।
বার মাসে ষড় ঋতু কবিচন্দ্র ভনে ॥০॥

বিদ্যাকে দেশে যাইবার অনুরোধ

॥ ছন্দ ॥

চলিব দেশেরে প্রিয়ে চলিব দেশেরে।
না জীব পরাণে আমি মায় না দেখিলে ॥
না যাব দেশেরে তুমি নহ কাপুরুষ।
আনাব তোমার মাতা পাঠাইয়া মানুষ ॥
কমলসম্ভব দেব দুর্ম্মুখ ভূপতি।
রাণী মোর জননী দুর্ল্লভা নাম সতী ॥
পৃথিবীবিখ্যাত বিদ্যা নাম গুণবতী।
তব পদে কহি আমি করিয়া প্রণতি ॥
বাপে পোয় একু ঠাঞি না ভাব অসুখ।
আমার হৃদয়বাগে তুমি মধুভুক ॥
স্বদেশ বিদেশ কিবা যেই জন বলি।
ময়গল গজকুম্ভ বিবাদে কেশরী ॥
গন্ধ তৈল লবে নিত্য স্নান পুণ্যজলে।
ভোজন শুধিবে মুখ কর্পূর তাম্বূলে ॥
শচীর ঈশ্বর যেন সুরনিকেতনে।
ভাল মন্দ করিবে বসিয়া সিংহাসনে ॥
বিদেশে রহিলে প্রিয়ে তোমার বচনে।
ঘুষিতে মায়ের গুণ না জীব জীবনে ॥
কি বলিতে পারি নাথ তোমার চরণে।
কবিচন্দ্র মুকুন্দ ত্রিপুরাপদে ভনে ॥০॥

দুর্ম্মুখের নিকট বিদায় প্রার্থনা

॥ সুই রাগ ॥

[১১৫ক] ঠাকুর হে, তব পদে করিয়ে প্রণাম।
তুমি দেব দয়ানিধি পাইয়া তোমারে বিধি
নিজ দেশ যাব বর্দ্ধমান ॥ ধ্রু ॥
তুমি মহাশয় রাজা আমারে জানিবে প্রজা
নিবেদিল তোমার চরণে।
মনুষ্য পাঠাইয়া ঘরে উদ্দেশ করিবে মোরে
অনুগ্রহ যদি থাকে মনে ॥
ঘন পড়ে কাড়া শিঙ্গা চারিদিকে দগ ডিঙ্গা
ধনে রাজা করিল পূর্ণিত।
বলে শুন বৈবাহিক মনে কিছু না করিহ
যত আমি কৈল হিতাহিত ॥
শ্বশুরচরণযুগে সাধব বিদায় মাগে
নিজ মুখে করিয়া বিনতি।
কুশলে থাকিহ তুমি বধূ সঙ্গে চিরজীবী
আশংসিল রাজার যুবতী ॥
রাজা রাণী প্রিয় ভাষে নগরে যতেক বৈসে
যুবতীরে না করিহ রোষ।
সহজে অলপ গুণ যতেক কামিনীগণ
বড় পুণ্যে নাহি থাকে দোষ ॥
খ্যাতি রাজা ত্রিভুবনে ত্রিপুরার নিদেশনে
তুমি মোরে করিলে কল্যাণ।
লংঘিলে তোমার বাক্য কভু নহে সুখ মোক্ষ
আমি সাধু নহি অগেয়ান ॥
তবক কাহাল শঙ্খ ঘন বাজে মৃদঙ্গ
ঢাক ঢোল পটহ কাঁসর।
বরোঙ্গ মুহরি ভেরি মধুর ডিণ্ডিম হেরি
দড়মসা গুড় গুড় দগড় ॥
পরিজন কাছে কাছে রাজা রাণী অনুব্রজে
উপনীত মায়াদহতীরে।
বিদায় করিয়া পুন ডিঙ্গা চাপে যত জন
বর কন্যা চাপে মধুকরে ॥
ব্রাহ্মণ বিখ্যাত গুণ জন্মদাতা বিকর্ত্তন
হারাবতী হৃদয়ধারিণী।
চণ্ডীপদসরোরুহে শ্রীযুত মুকুন্দ কহে
তুষ্ট যারে বিশাললোচনী ॥০॥

গুণদত্তের পিতা ও বধূসহ স্বদেশে যাত্রা

॥ ছন্দ ॥

শ্বশুর শাশুড়ী দুই চরণকমলে।
বিদায় হইয়া সাধু চলিল দেশেরে ॥

বিদ্যা নামে গুণবতী মা বাপের পায়।
বিদায় লইয়া সতী কান্দে উভরায়॥
রাজা রাণী কান্দে মোহে যত পুরীজন।
বিলম্ব না করে চলে সাধুর নন্দন॥
রাজা রাণী পুরীজন উর্দ্ধমুখে চায়।
নেতের আঁচলে বিদ্যা মায়েরে ফিরায়॥
ডিঙ্গার উপরে সাধু উলটিয়া চাহে।
দুর্ব্বার পাটনে লোক কান্দে উভরায়ে॥
মায়াদহ মেলানি বাহিল সদাগর।
দেখিতে দেখিতে নহে নয়নগোচর॥
উলটিয়া গেলা [১১৫] লোক দুর্ব্বার পাটনে
কবিচন্দ্র মুকুন্দ ত্রিপুরাপদে ভনে॥০॥

স্বদেশের পথে

॥ পয়ার ॥

মায়াদহ এড়াইল সাধুর প্রধান।
ঈষত লীলায় গেল বাবুর মোকাম॥
পিতা পুত্রে দুহেঁ সাধু শিবানীরে জপে।
নিবসে পদ্মিনী যথা সিংহলের দ্বীপে॥
কেহ যন্ত্র বায় কেহ হরিগুণ গায়।
কড়ি যোঁক শঙ্খ কাঁকড়া দহ বায়॥
সতত সাধব দুহেঁ সেবে হরগৌরী।
রামসেতু এড়াইল কাঞ্চননগরী॥
বেণী রাজার পাট দিয়া যায় সদাগর।
সঙ্কেতমাধব যথা গঙ্গাসাগর॥
দেবতা পূজিল তথা করপুট করি।
এড়াইল মগরা পাটন ভড়বড়ি॥
সিলিদার পেলে সিলি যেন ঝনঝনা।
মানকৌর এড়াইয়া পাইল যমথানা॥
ঈষত পবনে কুল কুল ডাকে জল।
এড়াইয়া যায় সাধু বুড়া মন্তেশ্বর॥
আইল অনেক দূর জলদুর্গপথে।
প্রবেশিল চারিদশ ডিঙ্গা দেবনদে॥
নায়ের নফর যত সাধু তার পিতা।
এড়াইয়া যায় সাধু কুলিয়া গোচিতা॥
নাইকুলি এড়াইয়া পাইল বাঘণ্ডা।
রুক্মিণীনন্দন তথা পূজিল চামুণ্ডা॥
অন্তরে হরিষ বড় দুই সদাগর।
এড়ায় ডিঙ্গলহাট চাঁচুয়ানগর॥
দাসীর নন্দনে আছে ত্রিপুরার কৃপা।
জাঙ্গিপাড়া দিয়া যায় বারহাটদ্বীপা॥
গুণদত্ত সদাগর পূজিল ত্রিপুরা।
বৈদ্যপুর এড়াইয়া পাইল দশঘরা॥
জাড়গ্রাম বাহে সাধু নাহি করে হেলা।
মহুলা উত্তরে সাধু দুই প্রহর বেলা॥
হিরণ্যগ্রাম জাড়গ্রাম এড়াইয়া যায়।
যামদহে গিয়া সাধু বাজনা তোলায়॥
কাহাল ফুকরে শঙ্খ দণ্ডি মুহরি।
ঢাক ঢোল কাঁসর দগড় বাজে ভেরি॥
দড়মসা বরোঙ্গ সঘনে সিঙ্গা পড়ে।
কাহাল ফুকরে পত্তি ডিঙ্গার উপরে॥
তবকী তবক ছোঁড়ে বাজে সিন্ধুযান।
কেহ গীত গায় কেহ হানে ধূলবাণ॥
জয় জয় কোলাহল পুরে সিংহনাদ।
সিলিদার পেলে সিলি যেন বজ্রাঘাত॥
দুই দিকে বাহ বাহ পড়িল বিতণ্ডা।
চলিল পবনগতি নূতন বরণ্ডা॥
[১১৬ক] ত্রিপুরাচরণ ভাবে সাধুর প্রধান।
বড়সৌলা দিয়া ডিঙ্গা গেল বর্দ্ধমান॥
পাটন হইতে সাধু আইল বর্দ্ধমানে।
বার্ত্তা জানাইল গিয়া নৃপতির স্থানে॥
ত্রিপুরা রক্ষিত তিন মুকুন্দনন্দনে।
রামানাথ চন্দ্রশেখর সনাতনে॥
শুনিঞা সন্তোষ মনে ত্রিপুরার দাসী।
পতি পুত্র আইল দেশে দ্বিতীয়ার শশী॥
ডিঙ্গা নির্ম্মছিতে যায় সাধুর নন্দিনী।
কবিচন্দ্র মুকুন্দ রচিল তত্ত্ববাণী॥০॥

বর্দ্ধমানে প্রত্যাগমন

॥ কামোদ রাগ ॥

যৌবন রূপবতী যুবতী রসবতী
অশেষ গুণসিন্ধুবতী।
সাধু ধুসদত্ত সঘন আনন্দিত
নগর উল্লসিত অতি ॥
সুনাদ শঙ্খ বেণী মুরজ পটহ সানি
সঘন কৃত হুলাহুলি।
অসিত ধবল শতেক ছাগল
রুধিরে সন্তোষিতেশ্বরী ॥
সধবা যত নারী মিলনে সুন্দরী
রুক্মিণী পতিপুত্রবতী।
পূজিত পার্ব্বতী তদনুগা সতী
বুহিত্র তোলেন যুবতী ॥
সুমুখী সত্যবতী রোহিণী পতিগতি
যুবতী জন পুরন্দরা।
জলদ সুবসন ব্যক্ত প্রতিক্ষণ
সৌদামিনী কলেবরা ॥
কজ্জল সমুজ্জ্বল চপল সমীক্ষণ
সকল জন মনোহরা।
সুগন্ধি জলসিত কনক রচিত
পাত্র বিভূষিত করা ॥
চন্দন সিন্দুর সফল তাম্বূল
পূর্ণিত হেমপাত্র ভুজা।
নিরাগন্ধ দীপ দূর্ব্বা দধি ধূপ
ঘৃত কৃত দেবপূজা ॥
গুড় গুড় মধুরিম দগড় ডিণ্ডিম
কাঁসর ধ্বনি নিরবধি।
সুশব্দ নূপুর চরণ বিনিন্দিত
মরাল নরপতি গতি ॥
গলিত যৌবন তরুণ শিশুজন
নিত্য বিমোহিত সখী।
অমর নদকূলে চলিলা কুতূহলে
ইন্দু সুন্দরমুখী ॥
চতুরধিক দশ বুহিত্র মূর্চ্ছিত
দেখিয়া সন্তোষ যুবতী।
ত্রিপুরাপদস্থল কমল মধুকর
মুকুন্দ দ্বিজ সুভারতী ॥৮॥

বর-বধূ-বরণ

॥ ছন্দ ॥

সুমুখী রুক্মিণী সত্যবতী একমনা।
সলিলে নাম্বিয়া করে বুহিত্র অর্চ্চনা ॥
নিছিয়া বসন পর্ণ পেলে দুই দিগে।
দূর্ব্বা তণ্ডুল দিল ডিঙ্গার মস্তকে ॥
সিন্দুর তিলক দিল [১১৬] অরুণ সমান।
মধুকর প্রভৃতি ডিঙ্গার করে মান ॥
পঠিল মঙ্গল বেদ ব্রাহ্মণতনয়।
হেমপাত্র ফিরায় উজ্জ্বল দীপালয় ॥
যতেক যুবতী দেই জয় হুলাহুলি।
বাদ্যশব্দে উল্লসিত সাধবের পুরী ॥
ডিঙ্গা নির্ম্মঞ্ছিয়া সাধু যুবতী যুগলে।
জলধারা দিয়া উঠে দেবনদকূলে ॥
মধুকুর হৈতে সাধু নাম্বে পিতা পুত্রে।
অজয় নদের কূলে যায় পদে পদে ॥
হুলাহুলি কোলাকুলি আনন্দে বিহ্বল।
স্বামীর বন্দিল দুহে চরণকমল ॥
আপন নন্দনে চুম্ব দিয়া তোলে কোলে।
আশীর্ব্বাদ করি বহু যুবতীর মেলে ॥
দণ্ডবত প্রণতি করিয়া সপ্ত মায়।
পথে চলে ছাতা হাথে করি বাপে পোয় ॥
ব্রাহ্মণ মঙ্গল পড়ে স্তুতি করে ভাট।
কোথা গীত শুনে সাধু কোথা দেখে নাট ॥

যুবতীর মুখে পুন শুনি হুলাহুলি।
ইষ্ট মিত্র বন্ধুজনে করে কোলাকুলি ॥
অবিচ্ছেদ জলধারা নিজ গৃহাবধি।
চলিল রুক্মিণী ধীরে ধীরে সত্যবতী ॥
জলপূর্ণ হেমকুম্ভ মুখে চূতডাল।
পথের দু দিগে বৃক্ষ কদলী বিশাল ॥
সুরূপ কুরূপ যত শিশু বৃদ্ধ যুবা।
আনন্দিত নাচে গায় হরষিত শিবা ॥
কৌতুকে যতেক শিশু চলিল সত্বর।
আনন্দিত ধুসদত্ত সাধবের ঘর ॥
সাধুর আওয়াসে যত যুবতী পুরুষে।
উপনীত হইল গৃহে হাস্য পরিহাসে ॥
ধুসদত্ত গুণদত্ত ধনের ঠাকুর।
অসুখ জনের দুঃখ করিলেক দূর ॥
পুরস্কারে গেল যথা যার যেবা ঘর।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরাকিঙ্কর ॥০॥

বর্দ্ধমানে সুরথ রাজার নিকট সাধুর প্রত্যাগমন

॥ পাহিড়া ॥

পাটনে থাকিয়া সাধু আইল সদনে।
নানা সজ্জ লৈয়া চলে রাজসম্ভাষণে ॥
মণি মুক্ত হীরা নীলা পরশপাথর।
রজত কাঞ্চন শঙ্খ চন্দন চামর ॥
পঞ্চ রত্ন নানা ধন পশুপক্ষিগণ।
দেউল পর্ব্বতচিত্র অমূল্য বসন ॥
কর্পূর কুঙ্কুম মধু মিষ্ট নারিকল।
মধুযষ্টি এলাচি লবঙ্গ জাতিফল
[১১৭ক]পাট ভোট নেত পত্তি নেহালি কম্বল।
তাড়িপত্র কৃপাণ প্রবাল রম্ভফল ॥
পায়রা বড় কপোত কোকিলী রব করে।
ডাহুক গণ্ডুক শুক সুবর্ণ পঞ্জরে ॥
নকুল হরিণ শশ যুঝারু গারড়।
কস্তুরি গৌলক খাসী ভেলজা ছাগল ॥

দোলারূঢ় দুই সাধু বাদ্য উল্লসিত।
রাজার সভায় গিয়া হইল উপনীত ॥
পাটনে থাকিয়া আইল রাজদর্শনে।
আপন আসনে বৈসে নৃপনিদেশনে ॥
রাজা বলে শুন সাধুসুত কি কারণে।
এতেক দিবস কেন বিলম্ব পাটনে ॥
পাটনের কথা সাধু নিবেদে সুরথে।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে হরবধূপদে ॥০॥

পাটনের কথা বর্ণনা

॥ সুই রাগ ॥

শুন হে সুরথ নিবেদিয়ে অকপটে।
আপুনি শঙ্কর মোরে রক্ষিল সঙ্কটে ॥
তোমার ভাণ্ডারে নাহি চামর চন্দন।
আদেশ করিলে মোরে যাইতে পাটন ॥
সাজিয়া বুহিত্র সাত মোক্ষ মধুকর।
উপনীত মায়াদহে নাহি দেখি স্থল ॥
মায়াদহে দেখিল পদ্মিনী গজ গিলে।
মাংস বেচে কিনে কেহ কনকনগরে ॥
পাটন দুর্ব্বার কোটালিয়া দুরাচার।
নৃপতি দুর্মুখ পাত্র দুর্নীত তাহার ॥
কহিল যতেক কথা নৃপতি সন্তোষে।
অসত্য বলিয়া রাজা সাজিলেক রোষে ॥
না দেখিয়া পদ্মিনী নগর মায়াদহে।
তে কারণে বন্ধন বিষম কারাগৃহে ॥
হরের প্রসাদে হৈল পুত্র শুভক্ষণে।
দুর্ব্বার পাটন গেল বাপের কারণে ॥
আইল তোমার স্থানে পুত্রের সংহতি।
আদেশিলে ঘরে যাব হরষিত মতি ॥
পরম হরিষে রাজা করিল সম্মান।
বাপে পোয়ে ঘরে যায় সাধব প্রধান ॥
দোলারূঢ় হৈল সাধু সাধুর নন্দন।
হরষিত নিকটে যতেক পরিজন ॥

নানা বাদ্য বাজে লোক হরষিতে ধায়।
পরম হরিষে সাধু নিজালয় যায়॥
আপন মস্তক ঢাকে প্রসাদ কাপড়ে।
বাঙ্গালি [১১৭] খেলায় পণ্ডিতগণ ধায় রড়ে॥
যুবতীগণের মুখ নাহি ঢাকে লাজে।
প্রবেশ করিল আসি নগরের মাঝে॥
সাধুর নন্দন দেখি যুবতী পুরুষে।
পূর্ণিমার শশী যেন ধনি ধনি ঘোষে॥
গমনাগমন করে যত সব নারী।
নৃপগুণে কেহ তার নহে মন্দকারী॥
নির্ভয় দেখে দুই রাজার আওয়ারি।
নানা বস্তু কিনে বেচে বসিছে পসারী॥
কেহ বুদ্ধিবল খেলে কেহ সাতাচারি।
অবিরত কেহ গজতুরগবেহারী॥
চতুরে চতুরে খেলে বুঝে নানা ভাঁতি।
কেহ গেণ্ডু খেলে কেহ কেহ খেলে পাঁতি॥
কেহ বাঘছানি খেলে হাসি খলখল।
কেহ সাতাচারি খেলে কেহ চ্যুতবল॥
পক্ষ লুকালুকি খেলে কেহ খেলে ছুঁছুঁ।
কেহ কড়ি ভাঁটা খেলে কেহ খেলে লেঁজুঁ॥
গালাগালি মারামারি কেহ ধিকাধিক।
কর্দ্দম মার্জ্জয়ে কেহ খেলে ডাঁটাটিক॥
কেহ ভাঁটা খেলে কেহ খেলে চিড়াকুট।
বিবাদে গারুড় কেহ বুঝায় কুক্কুট॥
কেহ অজ বলি দেই কেহ দেব পূজে।
নর্ত্তকী নাচয়ে কোথা নানা বাদ্য বাজে॥
সঘন চাতক পক্ষ ডাকে পিউ পিউ।
কামানলে বিরহী জনের পোড়ে জিউ॥
তন্ত্র মন্ত্র বাজায় গায়নে গায় গীত।
স্তুতি করে ভাট ব্রাহ্মণে চিন্তে হিত॥
প্রচুর করিয়া দেই ব্রাহ্মণে সম্বল।
রজত কাঞ্চন ঝারি বসিতে কম্বল॥
কারে তঙ্কা দেই সাধু কারে দেই কড়ি।
লড্ডুক সন্দেশ কারে দেই চিড়া মুড়ি॥
সেবকেরে পরিতোষ সাধুর শাবকে।
দধি দুগ্ধ ঘৃত ঘোল গোপী যায় বিকে॥
নগর দেখিয়া পিতা পুত্র যায় সুখে।
নগর তেজিয়া সাধু আইল কৌতুকে॥
পুরীজন সঙ্গে উপনীত হৈল ঘরে।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরার বরে॥০॥

দুর্মুখের পরিণতি বর্ণনা

গুণদত্ত কথয়তি॥

শুন গো জনমভূমি প্রতাপে দিবসমণি
[১১৮ক]রূপে জিনি নব পঞ্চশর।
না জানি রজনী দিবা যেমত ইন্দ্রের সভা
দুর্মুখ বসুমতীশ্বর॥
অগাধ সলিল বহে উপনীত মায়াদহে
নগরে পদ্মিনী গজ গিলে।
কেহ মাংস কুটে বেচে কেহ রান্ধে কেহ ভুঞ্জে
কেহ নাচে কোন জন খেলে॥
পাটনখানি দুর্ব্বার কটোওয়াল দুরাচার
মহাপাত্র তাহার দুর্নীত।
নৃপতির পুরোহিত নাম তাঁর কুচরিত
সকল দেখিল কুচরিত॥
গেলাঙ রাজার ঠাঞি পান প্রসাদ পাই
ভক্ষ্যদ্রব্য পাইল বিস্তর।
কহিল পথের কথা সভাজন বলে মিথ্যা
নর নৌকায় সাজিল সাগর॥
জীবন করিল পণ রাজদণ্ড সিংহাসন
প্রতিজ্ঞা করিল দুইজনে।
রাজা পাত্র সঙ্গে গেল দেখাইতে না পারিল
পরাজয় সাক্ষীর বচনে॥
কাঁকাল্যে দিলেক ডোর লোকে দেখে যেন চোর
নিঞা গেল দক্ষিণ শ্মশানে।
আপন মরণকালে বসিয়া তরুর মূলে
পার্ব্বতী চিন্তিল একমনে॥

কোটাল নৃপতি পাত্র দয়া নাঞি লেশমাত্র
ছিণ্ড ছিণ্ড বলে উচ্চবাণী।
কোটাল করিল ছিন্ন কন্ধে মুণ্ডে হৈল ভিন্ন
জিয়াইল বৃদ্ধ ব্রাহ্মণী॥
যোগিনী কোটালে বাদ গালাগালি পরমাদ
বিপরীত শ্মশান ভিতরে।
পড়িল অনেক সেনা শোণিতের বহে খানা
কোটালিয়া পলায় সত্বরে॥
নৃপতি সমুখে কহে যোগিনী মনুষ্য নহে
যত সৈন্য পড়িল সকল।
শুনিঞা নৃপতি হাসে সাজিয়া আইল রোষে
পরাজয় হৈল নরেশ্বর॥
পড়িল ধবলছত্র পলায় নৃপতিপুত্র
মন্ত্রণা করিল মন্ত্রিগণ।
গলায় কুঠারি বাঁধ যোগিনীর পাদ বন্দ
যদি রাজা রক্ষিবে জীবন॥
কুঠারি বান্ধিয়া কণ্ঠে আইল রাজা সেই দণ্ডে
যোগিনীরে করিল প্রণাম।
বলে দেবী পরিতোষে নৃপ তুষ্ট নহে দোষে
সাধুকে করহ কন্যা দান॥
মৃত সৈন্য পাইল প্রাণ রাজা কৈল কন্যাদান
যোগিনী [১১৮] করিল ভর রথে।
তোমার সফল ব্রত মর্য্যাছিল পাইল সুত
নববধূ বাশুলীপ্রসাদে॥
দ্বিগুণ বুহিত্র ধন বাপে পোয়ে দরশন
বর্দ্ধমান আইলাঙ নগর।
চণ্ডীপদ সরসিজে শ্রীযুত মুকুন্দ দ্বিজে
বিরচিল সরস মঙ্গল॥০॥

রুক্মিণীর বাশুলীপূজা

॥ কামোদ রাগ॥

আনন্দিত মানি সাধুর কামিনী
রুক্মিণী পূজে বাশুলী।
পঞ্চ সখী মেলি দেই হুলাহুলি
শতেক ছাগল দিয়া বলি॥
কৃমিজ সূত্রজ বসন নির্ম্মিত
শুক্লা চন্দ্রাতপতলে।
পুষ্প নিকেতন নিকটে আয়োজন
পঞ্চ দীপে ঘৃত জ্বলে॥
সুগন্ধি চন্দন সুবাসিত বন
পূর্ণিত কাঞ্চন ঘটে।
দিয়া চুতডাল কণ্ঠে ফুলমাল
ঢাকিল ধবল পটে॥
ঘৃত সুবাসিত আতর কণ্ঠিত
ধবল তণ্ডুল তলে।
নানা ফুল ফল কর্পূর তাম্বূল
পাতিল কদলিতলে॥
ঢাক ঢোল ভেরি ডিণ্ডিম মোহরি
কাঁসর বাজে মৃদঙ্গ।
বিপ্র পড়ে মন্ত্র বাজে নানা যন্ত্র
কেহ পূরে জয়শঙ্খ॥
শুন সদাগর বুঝহ সকল
আপন বাঞ্ছিত লভ।
আমার নিকটে বসিয়া ত্রিপুরা-
চরণকমল সেব॥
দেখিল নির্ব্বল বল কহুত্তর
তোরে শুণে অতি সহি।
জান মোর মতি যতেক যুবতা
দেবতা কুর্পর নহি॥
তোমার কিঙ্করী কি বলিতে পারি
নাহি সেব ভগবতী।
যথা যথা জীব তথা শক্তি শিব
নির্ণীত কহে যুবতী॥
একাচিত্ত করি সেবিলে শঙ্করী
শঙ্কর দুর্লভ নহে।
নাহি জান তত্ত্বে যাহার প্রসাদে
সকল ভুবন রহে॥

সহজে যুবতী অমৃত ভারতী
তথি রূপগুণবতী।
তোমার বচন নাহি লয় মন
তিক্ত যেন ঔষধি॥
তুমি প্রাণসমা নাহি কর ক্ষমা
তোমারে বলিব কি।
কহ পুনঃ পুন নিরর্থ বচন
জানি হিমালয়ঝি॥
পণ্ডিত সুমতি পাগল সংহতি
বসিলে এক সমান।
বলদ ঈশ্বর সেবি নিরন্তর
মতি কেন হব আন॥
ভগবতী বিনি চন্দ্রশিরোমণি
তিলেক আতমা নিন্দে।
শ্রীযুত মুকুন্দ রচিল প্রবন্ধ
ত্রিপুরাপদারবিন্দে॥০॥

বাশুলী-বন্দনা

[১১৯ক] ॥ মল্লার ॥ অথ গৌরী ॥

সাধব রে ত্বং ভজ ত্রিপুরা।
কথি সুত রামাপরাধ হরা॥
ঔষধ তিক্ত মনে কাহত্তং!
নাথ নিশাময় মল্লপিতং॥
তব চরণে প্রণিপত্য ময়া।
বিনিবেদিতমাধুনিকপ্রিয়য়া॥
বিধিবিধুসেবিত পদকজয়া।
কজনিলয়া হিমশৈলজয়া॥
ত্রিগুণময়ি ত্রিলোচনয়া।
প্রভবন্তি যপন্তি বিনানতয়া॥
যো মৃগলাঞ্ছনমৌলিরসৌ।
অনভ্রজ নুনজ ননেতি পসৌ॥
শ্রীল মুকুন্দ সুধাবচসা।
ভবরমণী অবধি পদ শিরসা॥০॥

বাশুলীর আবির্ভাব

॥ একাবলী ছন্দ ॥

হৈমবতী হেন কালে।
কৈলাসে প্রভুর কোলে॥
অচলজা দশভুজা।
লইতে আপন পূজা॥
পরম সুন্দরী গৌরী।
রুক্মিণী সাধুর নারী॥
আমার ব্রতের দাসী।
প্রভু তার পরবাসী॥
ডিঙ্গা লইয়া সাত সাত।
বাপে পোয়ে ধুসদত্ত॥
আইল আপন ঘরে।
নাথরদীপ নগরে॥
তেজিয়া জীবনপতি।
ধীরে চলে ভগবতী॥
জয় জয় করে জয়া।
পাতিল অশেষ মায়া॥
তেজিল আপন দেশ।
ধরিয়া যোগিনী বেশ॥
গলিতযৌবনদন্তা।
তিলেক নাহিক চিন্তা॥
শঙ্খের কুণ্ডল কানে।
ঈষৎ পেখি নয়ানে॥
দেব জটাভার মাথে।
লোহাগাছি বাম হাথে॥
বিভূতি ফুটিল ভালে।
সিংহনাদ গলে দোলে॥
কাঁথায় ঢাকিল তনু।
বারি ধরে যেন ভানু॥
নামিল পৃথিবীতলে।
পূজা লৈতে ভিক্ষাছলে।
নাথরদীপের মাঝে।
সাধু ধুসদত্ত আছে॥

যতি সে গোরক্ষ জাগে।
যোগিনী সঘনে ডাকে ॥
সাধুর যুবতী শুনে।
এতেক আপন কানে ॥
ধাইল মকতকেশী।
ডাকিল কুম্ভ ভিক্ষাশী ॥
যোগিনী দেখিয়া সতী।
দণ্ডবত করে নতি ॥
মায়াবিনী ত্যেজ মায়া।
দাসীরে করহ দয়া ॥
তুমি শশিচূড়মায়া।
দেহ মোরে পদছায়া ॥
সকল তোমা[১১৭]র বরে।
আইস চল মোর ঘরে ॥
যোগিনী চলিল আগে।
ভূমিতে চরণ না লাগে ॥
আসনে যোগিনী বৈসে।
সাধু অর্চ্চনাভিলাষে ॥
স্তুতি করে গুণদত্ত।
সিদ্ধি হৈল অভিমত ॥
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে।
চণ্ডিকার দোষ সহে ॥০॥

বাশুলীস্তুতি

॥ মালসী ॥

রণমুখী রুচি দুর্গা রুধিরাকাঙ্ক্ষিণী।
শরদিন্দুমুখী জয়া চকোরনয়নী ॥
হরের ডমরু মাঝা মৃগ ত্রিলোকিনী।
আতঙ্করহিতমনা কঙ্কালমালিনী।
সদাই রহুক মতি চরণকমলে।
তোমা না সেবিলে জন্ম বিফল ভূতলে ॥
তব পদকমল রুচির ভব রেণু।
সৃজিলে পৃথিবী বিধি একানেকা তনু ॥
সহস্রেক ফণে তার বহে নারায়ণ।
বপুসি ভস্মের ছলে মাথে ত্রিনয়ন ॥
ত্রিভুবনে যে জনে তোমার নাহি কৃপা।
দুখের ভাজন কি করিব মহাতপা ॥
অজ্ঞান তিমির কাল কিরণ মালিনী।
সত্ব রজ তমোময় তৃতীয় রূপিণী ॥
চারিদশ লোকে যত নিবসে যুবতী।
কারণে বুঝিতে পারি যেই জন সতী ॥
মহাদি প্রলয় মরে ব্রহ্মাদি গির্ব্বাণ।
তোমার জীবনপতি না মরে ঈশান ॥
প্রতিদিন খায় সুধা জরা মৃত্যু হরে।
শতমখ দেবতা প্রভৃতে তহি মরে ॥
সতীনাথ শঙ্কর গরল পিয়ে জিয়ে।
কে জানে তোমার মায়া কবিচন্দ্র কহে ॥০॥

॥ সুই রাগ ॥

ত্রিপুরে।
তুমি চারিদশ লোকে গতি।
আমি পতিসুতগতি তোমার প্রসাদে সতী
তব পদে রহু মোর মতি ॥ধ্রু॥
শশিশিরোমণি ফণী মালতি বেষ্টিত বেণী
প্রণত প্রকাত ক্ষেমঙ্করী।
মানুষমস্তকমাল কৃত কুচ যুগ হার
অনবদ্য মহিমা বাশুলী ॥
সত্ব রজ তম গুণ ক্রমে ব্রতী তিন জন
বিধি নারায়ণ শূলপাণি।
ত্রিকাল শঙ্করী নিত্যা কৃপাণ তিমির বিত্তা
সৃজন পালন সংহারিণী ॥
স্বর্গ মর্ত্ত রসাতলে দেব অষ্ট লোকপালে
পূজে নিত্য চরণকমল।
তোমার মহিমা নর কি বলিব পামর
বিধি হরি হর অগোচর ॥
তব ব্রত বর দাসী [১২০ক] হৃদয় প্রসন্ন বাসি
নিজ জন্ম করিল সফল।

চণ্ডীপদ সরসিজে শ্রীযুত মুকুন্দ দ্বিজে
বিরচিল সরস সঙ্গল ॥০॥

বাশুলীকে খুসদত্তের অনুনয়

॥ গৌরী রাগ ॥

রুক্মিণীর বচনে হৃদয় সাধু গুণে।
বিধি হরি হর ত্রিপুরা নাহি জানে॥
আমার যুবতী কহে বিপরীত কথা।
হয় নয় তুই আমি জানিব বারতা॥
শিবশক্তি বচন হৃদয় মোর নয়।
পূজিলে ত্রিপুরা কিছু নাহি অপচয়॥
সবিনয় বলে সাধু সাধুর নন্দন।
তব পদসরসিজে করোঁ নিবেদন॥
তুমি দেবী ভগবতী না কর অজ্ঞাত।
ভিক্ষুক যুবতী বেশ দেখিনু সাক্ষাত॥
রুক্মিণী তোমার দাসী জানিল নিশ্চয়।
নিজ রূপ ধরি মোরে দেহ পরিচয়॥
সাধুর বচনে চণ্ডী হাসে খল খল।
ধীরে ধীরে কহে কটু মধুর উত্তর॥
শিরাতে বেষ্টিত সর্ব্ব শরীর দুর্ব্বল।
দশনবর্জ্জিত দেখ বদনকমল॥
অন্ন বিহনে আমি অধিক দুর্ব্বল।
চলিতে না পারি পথ করি টলটল॥
রুক্ষিত জড়িত জটা মস্তক উপর।
আভরণ দেখ কর্ণে শঙ্খের কুণ্ডল॥
গলে সিংহনাদ বাম হাতে লোহাগাছি।
আপুনি না জানি আমি কোন রূপে আছি॥
তুমি সাধু দারু দুর্ব্বা দুর্ব্বা কর দারু।
তৈলহীন দেখ দেহ ধূসর কর্কারু॥
দরিদ্র যুবতী আমি দরিদ্রের ঝি।
পূর্ব্ব পুণ্য নাহি দুঃখে অভিমান কি॥
রূপে কামদেব তুমি ধনের ঠাকুর।
তোর মান করে রাজা সমাজে প্রচুর॥
পরিচয় দিল সাধু বুঝহ সকল।
দরিদ্রের যুবতী সেবনে কোন ফল॥
সাধুর নন্দন তুমি সকল রসিক।
যত কিছু তোমারে কথিনু উপাধিক॥
ত্রিপুরাবচনে রুক্মিণী কাঁপে ভয়ে।
দ্বিভুজে ধরিল চণ্ডীর চরণকমলে॥
[১২০] সুমুখী রুক্মিণী কহে সাধুর যুবতী।
কপট চরিত্র মাতা ত্যেজ ভগবতী।
সুমতি পণ্ডিত জপে কুমন্ত্র সুদিনে।
হতবুদ্ধি প্রাণনাথ তোমা নাহি চিনে॥
স্মিত বিকসিত গণ্ড ঈষত পাণ্ডুরা।
মধুর ভারতী কহে সেবকবৎসলা॥
জগতমণ্ডলে যত কহে মূর্খজনে।
বাম হস্তের দোষ গুণ না লয়ে দক্ষিণে॥
প্রয়াস না কর ঝিয়ে তোর দুষ্ট স্বামী।
পুন পদ ধরি কহে প্রণত রুক্মিণী॥
তোমার বচন মিথ্যা নহে কোন কালে।
পতিগতি যুবতী সৃজিলে মহীতলে॥
রুক্মিণী যদ্যপি দাসী নাহি লবে দোষ।
নিজ রূপ ধর দেবী ত্যেজ অভিরোষ॥
প্রকাশিয়া নিজ রূপ লহ পুষ্প জল।
প্রবোধ করিতে চাহ পথের পাগল॥
প্রকাশে আপন রূপ দাসীর বচনে।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরাচরণে ॥০॥

বাশুলীর আত্মপ্রকাশে খুসদত্তের ভয়

॥ ধানসী ॥

হাসিয়া অচলপুত্রী সংহরে যোগিনী মূর্ত্তি
পরিচয় দেন খুসদত্তে।
চামুণ্ডা নৃমুণ্ডমালা ধৃত রুধিরাম্বরধরা
সরক্ত কর্পর কান্তি হাথে॥
শোণিতসিন্ধুর জলে কল্পবৃক্ষের মূলে
নর প্রেতাসনে ভগবতী।

কবরী মালতিমালে মধুলোভে গুঞ্জরে
মধুকর হরে মুনিপতি ॥
উজ্জ্বল দশনজ্যোতি মুকুটে পীযূষনিধি
তিমিরারি উরিলা ললাটে।
কর্ণে রত্নকুণ্ডল যুগল নয়ন নীল
সরসিজ যুগ অঙ্গপুটে।
গণনাথ গজমুখ তারকারি কার্ত্তিক
হিমালয়ঝিয়ারিনন্দন।
বসিল দেবীর কাছে ময়ুর মূষিক নাচে
হরিলেক দেবতার মন ॥
সবীণা নারদ যায় মধুর কিঙ্কিণী গায়
আসনে বসিলা ভগবতী।
একত্র বাসব বিধি হরি হর করে স্তুতি
দুই পাশে কমলা ভারতী ॥
অন্তঃস্থ পরিতোষে হংস গরুড় বৃষে
জগত জিনিঞা যার রথ।
উচ্চৈঃশ্রবা বশ হয় মৃগরাজ নির্ভয়
সমুখেতে রহে ঐরাবত ॥
প্রলয়কালের ভানু ঈষত প্রকাশে তনু
কটিদেশে মুখর কিঙ্কিণী।
সভয় কমঠপতি পিঠে যার বসুমতী
টল টল দশ শত ফণী ॥
দেখি মূর্ত্তি বিপরীত ডরে সাধু মূর্চ্ছিত
সাধুর যুবতী অনুমানে।
পূর্ব্ব লিখিল বিধি কুমতি জীবনপতি
মরণ বাশুলীদরশনে ॥
রাওয়ারাই মহারোল কেহ দেই মুখে জল
অনিমিখ নয়ন কমল।
[১২১ক]শ্রীযুত মুকুন্দ কয় ওরে সাধু নাহি ভয়
যোগিনীরে দেহ পুষ্প জল ॥০॥

ধুসদত্তের বাশুলী-বন্দনা

॥ তুড়ি পয়ার ॥

ও রাঙ্গা চরণ বিনু আর না চাহি আমি।
কিসের অভাব তার যার মাতা গো তুমি ॥০॥

সচেতনে বলে শুন দেবী ভগবতী।
বিশাললোচনী দেবী ত্রিভুবনে গতি ॥
বণিকের কুলে জন্ম নহি পরতন্ত্র।
আমি সাধু ধুসদত্ত জপিল কুমন্ত্র ॥
আপনার মনে আমি করিল বিচার।
মহাদেব বিনু দেবতা নাহি আর ॥
ত্রিভুবনে জানে আমি মহেশকিঙ্কর।
আপদ তারিতে আমায় ন শক্ত শঙ্কর ॥
বাশুলী জননী মোর মহাদেব তাত।
মাতা পিতা ক্ষেম অবিরত অপরাধ ॥
জনক জননী দুহেঁ নহে গুরু পর।
সর্ব্বকাল ঘুষিয়াছে ঈষত অন্তর ॥
যাহার প্রসাদে বিদ্যাদান পুণ্য যশ।
একরূপে দয়া করে অল্প বয়স ॥
পুত্রের কারণে বাপ সহজে পাগল।
দয়া করে শৈশবে যৌবনে হতাদর ॥
মায়েরে অধিক চাপ নহে কোন কালে।
দশ মাস গর্ভ ধরে কথোদিন কোলে ॥
বার্দ্ধক্যে ভরণে শৈশবে প্রতিপালে।
ভাল মন্দ নাহি জানে মা বাপের কোলে ॥
কামতুল্য পুত্র কিবা খোড় কুজ কান।
যত দেখ একরূপ মায়ের পরাণ ॥
বাপাধিক দশগুণ সদয় হৃদয়।
গুণের নিদান মাতা দোষ নাহি লয় ॥
পুত্রের মরণে বাপ অলপে পাসরে।
জননীর হৃদয় যাবত নাহি মরে ॥
জগন্মাতা শিবাশিব জগতের পিতা।
কুপুত্রের মরণে মায়েরে লাগে ব্যথা ॥

বিশাললোচনী বলে সাধুর বচনে।
চল চল ঝাঁট পাছে কেহ দেখে শুনে॥
বড় নিন্দা যুবতী দেবতা পদার্চ্চনে।
[১২১] শ্রীযুত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরাচরণে॥০॥

ধুসদত্তের ক্ষমাভিক্ষা

॥ সুই রাগ ॥

জননি ক্ষেম দোষ ত্যেজ পরিহাস।
অকপটে দেহ বর কোপ মোরে দূর কর
আমি সাধু কুমতিবিলাস॥
বলদবাহনে পদ সেবনে বাঢ়য়ে মদ
মোর মনে অবলা অবলা।
না জানি মঙ্গলালয় বিশাললোচনী জয়
তব চরণকমলে কৈল হেলা॥
সুরেশ্বরী বেদমাতা ত্রিপুরা পরার্দ্ধদাতা
ত্রিপুরা ত্রীশ্বরসহায়িনী।
সুমতী বিক্রমা সতী মধুমতী ভগবতী
রতিপতিহৃদয়মোহিনী॥
তুমি যার সুগেহিণী বিজ্ঞ শিরোমণি
তোমার মায়াতে নহে স্থির।
জঠর নাসিকা কর্ণ মলমূত্রে পরিপূর্ণ
আমিৎসার মনুষ্যশরীর॥
তুমি লক্ষ্মী সদাচারে অলক্ষ্মী পাপীর ঘরে
প্রণত সেবকে কৃপাময়ী।
শ্রীযুত মুকুন্দ ভনে চণ্ডীসুপ্রসন্ন জনে
সকল ভুবনে পরাজয়ী॥০॥

ধুসদত্তের বাশুলী-পূজা

॥ মঙ্গল ॥ ছন্দ ত্রিপদী ॥

আনন্দিত বড় সাধু ধুসদত্ত
অন্তেংস্থ মানসে পূজে।
চণ্ডীপদস্থল শত শতদল
ধরিয়া যুগল ভুজে॥ধ্রু॥
ক্ষীরের পিষ্টক শর্করা মোদক
দধি দুগ্ধ খণ্ড ফেনি।
কস্তুরি চন্দন সিন্দূর কুঙ্কুম
গন্ধ আনে ফরমানি॥
সুগন্ধি তণ্ডুল কর্পূর তাম্বুল
ঘৃত মধু ফল ফলে।
রচিল নৈবেদ্য যত অনবদ্য
ধূপ ঘৃতদীপ জলে॥
ব্রাহ্মণ সকল উচ্চারে মঙ্গল
চারি বেদ অবিরত।
রুক্মিণীর পতি পূজিল পার্ব্বতী
সিদ্ধি হইল অভিমত॥
আসনে যোগিনী বিপত্যনাশিনী
সাধুসুত কাকুর্ভাযে।
স্বর্গ মুক্তি বর- দায়িনী কিঙ্কর
সেবকবৎসলা হাসে॥
ঢাক ঢোল বেণী মৃদঙ্গ সুধ্বনি
জয়শঙ্খ বাজে ভেরি।
দেই গন্ধপুষ্প মেঘরস মেষ
[১২২ক]ছাগল মহিষ বলি॥
হরি হর বিধি নিত্য করে স্তুতি
ইন্দ্র যার পদ বন্দে।
শ্রীযুত মুকুন্দ রচিল প্রবন্ধ
ত্রিপুরাপদারবিন্দে॥০॥

বাশুলী-বন্দনা

॥ মল্লার

তুমি স্থল শূন্য বন সলিল পাতাল।
ত্রিদেবাসন মূর্ত্তি অষ্টলোকপাল॥
পর্ব্বত ভুজগ তরু সিন্ধু নদ নদী।
স্ত্রী পুরুষাকৃতি তুমি দেবী ভগবতী॥
মাতা তারিহ ত্রিলোকে ত্রিলোকে।
উত্তম মধ্যমাধম প্রণত সেবকে॥ধ্রু॥

অলক্ষ্মী অদয়া দয়া আত্মমাদিকৃতি।
তুমি মিথ্যা স্বরূপা কমলা সরস্বতী॥
একানেকা ধৃতি লজ্জা কোটী কাত্যায়নী।
ক্ষমা শান্তি ভক্তি কান্তি মাতা কুণ্ডলিনী॥
দণ্ড পল মুহূর্ত্ত করণ যোগ তিথি।
দিবস রজনী সন্ধ্যা কাল কলানিধি॥
সুমতি কুমতি বিধি বিষ্ণু নিরঞ্জন।
উদয় প্রলয় নিদ্রা তুমি জাগরণ॥
জন্ম শিশু জরা যুবা হেতু বেদমাতা।
ভারত পুরাণ শাস্ত্র ভাগবত গীতা॥
মীনাদি দশাবতার অনন্তরূপিণী।
বিপত্যনাশিনী সুরশত্রুবিনাশিনী॥
স্বাহা স্বধা তুষ্টি পুষ্টি সদা সদ্বিচার।
তুমি রোগ লোহ ভোগ মহা অহঙ্কার॥
মাস ঋতু বৎসর ধর্ম্ম তপোধর্ম্ম।
তুমি পক্ষ গুণ দোষ সুখ মোক্ষ কর্ম্ম॥
গ্রহ বার তিথি সপ্তবিংশতি নক্ষত্র।
সুরতি উৎসব তীর্থ তুমি মহাসত্ত্ব॥
ত্রিপুরাপদারবিন্দে মধুলুব্ধ মতি।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে মধুর ভারতী॥০॥

॥ পঠ্যতাং রাগ॥

[১২২] জয় শঙ্খিনী রণরঙ্গিণী
তৃতীয় লোকজনকারী।
অসুর সুর নর প্রণতি পদসর-
সরসিরুহাচলনন্দিনী॥ধ্রু॥
বসুধা বিপতি সংহতি সুদতি
সংপ্রতি যাতব কিরীটিনী।
সুর শঙ্খ হাথ বৈরী বিনির্জ্জিত
রুধির কর্পর মণ্ডলিনী।
প্রতিপক্ষ নর কোটীসমর চতুর
তুরগমস্তক রূপিণী॥
রুচির নব মৃগ তিলক মস্তক
রেণু কোটী কঙ্কালিনী॥
অপরাধী নর মূর্জ্জরতর কিঙ্কর
বরমখিল সুর প্রাতিনী।
মুকুন্দ ইতি ভারতী পদকমল সারথি
রচয়তি পিনাকিনী॥০॥

ইতি শ্রীমতী বিশাললোচনীর গীত সমাপ্তং

॥ অথ অষ্টমঙ্গলা॥

॥ রুক্মিণী ঝিয়ে॥

সুখে থাক সাধুর যুবতী।
পূজিলে আমার পদ তোর অভিমত সিদ্ধ
কৈল যেন সুরথ সমাধি॥ধ্রু॥
প্রলয়পয়োধি জলে বিষ্ণুর শ্রবণমূলে
হৈল মধুকৈটভ অসুর।
জগদীশনাভিপদ্ম উরে বিধি কৈল সদ্ম
জিনিলেক সুরপতিপুর॥

অচিন্ত্যরূপিণী ত্রয়ী যোগনিদ্রা কৃপাময়ী
বলে ব্রহ্মা জীবনে কাতর।
তেজিল বিষ্ণুর দেহ দেখে মধুকৈটভ
যুঝে পাঁচ সহস্র বৎসর॥১॥
দুই বীরে ভুজযুদ্ধ কার নাহি টুটে সত্ব
মধুমুখে বাড়ে রোষ।
ডাকি বলে দৈত্যেশ্বর ওরে তুঞি মাগ বর
তোর যুদ্ধে পাইল পরিতোষ॥
বলে হরি শুন দৈত্য এই বাক্য সত্য সত্য
দুহেঁ তেজে সমর বিরোধ।
ধরিয়া চুলের মুঠি [১২৩] জঘনে আনিঞা কাঠি
প্রকারে করিল তারে বধ॥২॥

মহিষ জন্তের সুত ধর্ম্মে তার বাড়ে চিত্ত
বিরিঞ্চি সেবই তপোবনে।
মরাল নৃপতি পতি সাক্ষাত হইল বিধি
বর দিল নৃপ ত্রিভুবনে॥
মহিষ ব্রহ্মার বরে জিনিলেক পুরন্দরে
আপুনি হইল শচীনাথ।
অধিকার ত্রিভুবনে হারিয়া পলায় রণে
সঙ্কলিল দেবতা বিবাদ॥৩॥
দুঃখ নিবেদন পর বেদমুখ সুরেশ্বর
যথা আছে দেব হরিহর।
দুর্জ্জয় মহিষ ডরে ক্ষীরোদ সিন্ধুর কূলে
উপনীত দেবতা সকল॥
দেবতা মন্ত্রণাকালে দেব দুঃখ কোপানলে
শক্তিরূপিণী সুরাধীশ।
চামর বিক্ষুর বীর আর যত মহাসুর
পাছে আমি বধিল মহিষ॥৪॥
দেবগণ স্তুতিপর তারে আমি দিল বর
বিপত্ত্যতারিণী তেজময়ী।
নিজ দণ্ড বাহুবলে ত্রিভুবন বশ করে
শুম্ভ নিশুম্ভ দুই ভাই॥
রবি শশী যমালয় কুবের করুণালয়
বিধি বিষ্ণু প্রভৃতে কুর্পর।
নিশুম্ভ শুম্ভের ভয় দেবগণ হিমালয়
স্তুতি মোরে করিল বিস্তর॥৫॥
সাক্ষাত দক্ষিণা কালী দেবতা প্রবোধকারী
ত্রৈলোক্য মোহিল নিজরূপে।
চণ্ডমুণ্ড দেখি মোরে কথিল শুম্ভের তরে
পাঁচনি সুগ্রীব দূত নৃপে।
তিন লোকে রত্নরাজ নিশুম্ভ শুম্ভেরে ভজ
কুভাবতী সহিতে না পারি।
ধূম্রলোচন আইল হুঙ্কারেতে ভস্ম কৈল
শুনে শুম্ভ নিশুম্ভাধিকারী॥৬॥
রক্তবীজ চণ্ডমুণ্ড কৈল তারে খণ্ড খণ্ড
শুম্ভ নিশুম্ভ মহাবল।
অদ্যাপি শশিমুখী আমার প্রসাদে সুখী
নির্ভয় দেবতা সকল॥
প্রণত পাতক ভয় দুঃখ চিন্তা ছিন্ন হয়
বিশালাক্ষী প্রসন্নহৃদয়া।
শিবজয়া বিষ্ণুজয়া সর্বলোকে জানে জয়া
আমি বাণী কমলানিলয়া॥৭॥
আমার ব্রতের দাসী ঈষত কুটিলকেশী
তোর জন্ম সফল ভূতলে।
তুঁহু সতী পুণ্যবতী দূরদেশা[১২৩]গত পতি
সুত নববধূ কর কোলে॥
চণ্ডীপদসরসিজে শ্রীযুত মুকুন্দ দ্বিজে
বিরচিল মঙ্গল মাধুরী।
রুক্মিণীরে বর দিয়া নিজ পূজা প্রচারিয়া
কৈলাসে চলিলা মহেশ্বরী॥৮॥০॥

অই রাজরাজেশ্বরী মণিরচিতাসন মাঝে।
ত্রিমিকি ত্রিমিকি ত্রিমি দুন্দুভি বাজে
বর সহচরীগণ নাচে॥ধ্রু॥
অমলা বিমলা দাণ্ডাইল দুই বালা
আৎসাদন আধ মাথায়।
রুণু ঝনু ঘনে ঘন করে কাজ কঙ্কণ
ঢুলু ঢুলু চামর ঢুলায়॥
সেবনে সারদাপদ নামিলা অমর যত
কমলজ আর হরিহর।
কমলা ভারতী রতি ভাগীরথী শচীপতি
লোকপাল সহিত অমর॥
হংস গরুড় গজ ফণিপতি মৃগরাজ
ভল্লুক মূষিক ময়ূর।
হরিণ মহিষ ঘোট কেহ কারে নহে ছোট
বৃষভ শার্দ্দূল নহে দূর॥
সুরতরুফুল ফুটে পরিমলে নাহি ছুটে
দেবগণ হরিষ অন্তরে।
দেবীর চরণতলে ভকতি করিয়া বলে
না ছাড়িহ প্রণত দাসেরে॥

বাশুলীমঙ্গল গীত ত্রিভুবনে সুপূজিত
নরলোকে জয়জয়কারী।
চণ্ডীপদসরসিজে শ্রীযুত মুকুন্দ দ্বিজে
বিরচিল মঙ্গল মাধুরী ॥০॥

॥ শ্রী রাগ ॥

তুমি নাহি জান মন সতত চঞ্চল।
চণ্ডীনামখানি পরলোকের সম্বল ॥ধ্রু॥
আপন মঙ্গল হেতু সেব ভগবতী।
জনমে জনমে যেন না রহে দুর্গতি ॥
চারি যুগে পশু পক্ষ মৃগাদি মানুষ।
সৃজন পালন আদ্যা প্রধান পুরুষ ॥
ব্রাহ্মণ সকল হয় জাতিশিরোমণি।
রক্ষিহ সর্ব্বতোভাবে পর্ব্বতনন্দিনী ॥
আমি সুগায়ন কহি বচন রচনা।
পরিপূর্ণ কর মাতা নায়েক কামনা ॥
বিপত্তিনাশিনী জয়া হরের গৃহিণী।
নায়েকের ধন সুত রক্ষিহ ভবানী ॥
বাশুলীমঙ্গল গীত শুনে যেই জনে।
রাজস্থানে রণে বনে রক্ষিহ আপনে ॥
ব্রহ্মাদি না জানে স্তব কি বলিব লোকে।
রক্ষিহ সর্ব্বতোভাবে প্রণত সেবকে ॥
চামুণ্ডা বাশুলী তুমি সেবকবৎসলা।
বিশাল হৃদয় শোভে নরমুণ্ডমালা ॥
নির্গুণ সাধবে আমি থাকি যথা তথা।
[১২৪]সেবক বলিয়া মোরে রক্ষিবে সর্ব্বথা॥
ত্রিপুরাসুন্দরী নাটেশ্বরী মহামায়া।
গায়নে বায়নে কভু না ছাড়িবে দয়া ॥
ত্রিপুরার নাম যার না নিঃসরে মুখে।
বিফল জনম তার কহে তিন লোকে ॥
নৃমুণ্ডমালিনী দেবী হরসহচরী।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে সেবিরা ঈশ্বরী ॥০॥

॥ ইতি শ্রীমুকুন্দ কবিচন্দ্র বিরচিত শ্রীমদ্‌বিশাললোচনীর গীত সমাপ্তং ॥

নৈবেকীং বর্ণিতে চণ্ডী জ্ঞাতেন স্বয়ম্ভবা
সদাস্তু মতিরস্মাকং ত্রিপুরাপদপঙ্কজে ॥
নমস্তে সমস্তে সদেবে সবন্দে
নমস্তে কৃপাম্ভোধিবক্ত্রারবিন্দে।
নমস্তে ভবাম্ভোধিপারয়িতারে
নমস্তে বিশালাক্ষী মাতর্নমস্তে ॥০॥
॥ নমস্তে শ্রীদুর্গায়ৈ নমঃ ॥
॥ নমস্তে শ্রীত্রিপুরায়ৈ নমঃ ॥
॥ শ্রীশ্রীভবস্যৈ নমঃ ॥

শুভমস্তু শকাব্দা ১৬৫৭ সৌর কার্তিকস্য ত্রিংশ দিবসে সংক্রান্ত্যাং শনিবাসরে দিবা এক প্রহর সময়ে চতুর্দশ্যান্তিথৌ শ্রীশ্রীমবিশালাক্ষীদেবীং গীতং সমাপ্ত ॥

স্বাক্ষরমিদং শ্রীকিশোর দাস মিত্রস্য মোকাম সাং আখড়িয়া পরগণে মণ্ডলঘাট আমল শ্রীযুত মহারাজা কীর্তিচন্দ্র রায় মহাশয় সন ১১৪২ সাল তারিখ ৩০ কার্তিক ॥

যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষকো নাস্তি দোষকং।
ভীমস্যাপি রণে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম ॥

॥ শ্রীশ্রীশিবায় নমঃ ॥

॥ নমো গণেশায় নমঃ ॥

॥ শ্রীশ্রীদুর্গায়ৈ নমঃ ॥

দৃষ্টি ভঙ্গো কটী ভঙ্গো নৈব দুঃখ অধোমুখং দুঃখেন লিখিতা গ্রন্থং যদ্যোপি ইহ পুস্তক মাতা তস্য ভবেৎ বেশ্যা পিতা ভবেৎ শূকর ।

শিরোমে চণ্ডিকা পাতু কণ্ঠং পাতু মাহেশ্বরী।
হৃদয়াম্পাতুঃ চামুণ্ডা সর্ব্বতঃ পাতু কালিকা ॥০॥

॥ শ্রীশ্রীজয়দুর্গায়ৈ নমঃ ॥

॥ শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ ॥

॥ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণঃ ॥

॥ সমাপ্ত ॥

শব্দ-সূচী

গ

চ

থ

ধ

ন

ফ

ব

ভ